তিরমিযী শরীফ
তৃতীয় খণ্ড
ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী

তিরমিযী শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)
সংকলিত

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তিরমিযী শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)
ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র) সংকলিত
মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ অনূদিত
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬১২

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৩২
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৮০৬/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৪
ISBN : 984-06-0208-0

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০০৬
আশ্বিন ১৪১৩
শাবান ১৪২৭

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা

TIRMIDHI SHARIF (3rd Volume) : Arabic compilation by Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidhi (Rh), translated by Moulana Farid Uddin Masud into Bangla, edited by the Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068

September 2006

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 220.00 ; US Dollar : 7.00

সূচীপত্র

শিরোনাম

যাকাত অধ্যায় —১
যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির জন্য কঠোর শাস্তি —১
যাকাত আদায় করে দিলে তোমার (সম্পদের) উপর যা কর্তব্য ছিল তা তুমি পূর্ণ করলে —৩
স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত —৫
উট ও ছাগলের যাকাত —৬
গরুর যাকাত —৯
যাকাত হিসেবে উত্তম মাল সংগ্রহ করা নিষেধ —১০
ফল, ফসল ও শস্যের যাকাত —১১
ঘোড়া ও দাস দাসীর যাকাত নেই —১৩
মধুর যাকাত —১৪
পূর্ণ বছর আবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদে যাকাত নেই —১৫
মুসলিমদের উপর জিয্য়া নেই —১৭
শাক-সব্জির যাকাত —২০
নদী নালার পানি সিঞ্চনে যা উৎপাদিত হয় তার যাকাত —২১
ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত —২২
বোবা জন্তুর আঘাতের কোন দায়-দায়িত্ব নেই এবং খনিজ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব —২৩
(যাকাতের জন্য) ফলাদির অনুমান করা —২৪
ন্যায়ভাবে যাকাত সংগ্রহকারী —২৬
যাকাত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারী —২৭
যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি —২৮
ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া হবে —২৯
যাদের জন্য যাকাত হালাল —২৯
কার জন্য সাদাকা হালাল নয় —৩১
দায়গ্রস্ত ও অন্যান্য যাদের জন্য সাদাকা হালাল —৩৩
নবী (সা.), তাঁর আহলে বায়ত এবং তাঁর আযাদকৃতদের জন্য সাদাকা নিষিদ্ধ —৩৪
নিকট আত্মীয়দের সাদাকা দেওয়া —৩৫

যাকাত ছাড়াও ধন-সম্পদের হক রয়েছে —৩৭
সাদাকার ফযীলত —৩৭
যাঞ্ছাকারীর হক —৪১
সাদাকাদাতা যদি তার সাদাকাকৃত সম্পদের ওয়ারিস হয় —৪৩
সাদাকা ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ —৪৫
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকা করা —৪৫
স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর ব্যয় করা —৪৬
সাদাকাতুল ফিতর —৪৮
সালাতের পূর্বেই ফিত্‌রা আদায় করা —৫১
যাকাত আদায়ে ত্বরান্বিত করা —৫২
ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ —৫৩

সাওম অধ্যায় —৫৫
রামাযান মাসের ফযীলত —৫৭
রামাযান মাস আগমনের পূর্বক্ষণে সিয়াম পালন করবেনা —৫৯
সন্দেহযুক্ত দিনে সিয়াম পালন মাকরূহ —৬০
রামাযানের উদ্দেশ্যে শা'বানের চাঁদের গণনা —৬১
চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করা এবং চাঁদ দেখে তা ভঙ্গ করা —৬২
মাস উনত্রিশ দিনেও হয় —৬২
সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে সিয়াম পালন —৬৩
দুই ঈদের মাস কম হয় না —৬৫
প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চন্দ্র দর্শনই কার্যকর —৬৫
যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব —৬৭
সাওম হল যে দিন তোমরা সাওম পালন কর, ঈদুল ফিত্‌র হল যেদিন তোমরা ইফতার কর, আর ঈদুল আযহা হল যেদিন তোমরা কুরবানী কর —৬৯
যখন রাত আসে ও দিন চলে যায় তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে —৭০
অবিলম্বে ইফতার করা —৭০
বিলম্বে সেহরী খাওয়া —৭২
ফজরের বিবরণ —৭৩
সিয়াম পালনকারীর জন্য গীবত করার বিষয়ে কঠোরতা —৭৪
সাহরী খাওয়ার ফযীলত —৭৫

সফরে সিয়াম পালন পসন্দনীয় নয় —৭৬
সফরে সিয়াম পালনের অবকাশ —৭৭
যোদ্ধাদের সিয়াম ভঙ্গের অনুমতি —৭৯
গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনীর জন্য সিয়াম পালন না করার অনুমতি —৮০
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সিয়াম আদায় —৮১
(সিয়ামের) কাফ্ফারা —৮২
সায়িমের অনিচ্ছাকৃত বমি —৮৩
(সায়িম অবস্থায়) যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করে —৮৫
সায়িম যদি ভুলে কিছু খান বা পান করেন —৮৬
যদি কেউ স্বেচ্ছায় সাওম ভঙ্গ করে —৮৭
রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ করার কাফ্ফারা —৮৭
সিয়াম পালনকারীর মিসওয়াক করা —৯০
সিয়াম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার —৯১
সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করা —৯১
সিয়াম অবস্থায় আলিঙ্গন করা —৯২
রাত্রি থেকে সংকল্প না করলে সিয়াম হয়না —৯৩
নফল সাওম পালনকারীর ইফতার করে ফেলা —৯৪
ভোর থেকে নফল সাওম পালন করা —৯৬
নফল সিয়াম পালনকারী যদি তার সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর তা কাযা করা ওয়াজিব —৯৭
শা'বানকে রামাযানের সঙ্গে মিলিত করা —৯৯
রামাযানের সম্মানার্থে শা'বানের শেষ অধাংশে সিয়াম পালন অপসন্দনীয় —১০০
মধ্য শা'বান রাত্রির ফযীলত —১০১
মুহার্‌রাম মাসের সাওম পালন —১০২
জুমু'আর দিনের সিয়াম পালন —১০৩
কেবল জুমু'আ বারের সিয়াম পালন মাকরূহ —১০৪
শনিবারের সিয়াম পালন —১০৫
সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালন —১০৫
বুধ ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালন —১০৭
আরাফা দিবসের সিয়াম পালনের ফযীলত —১০৮
আরাফা অবস্থানরত অবস্থায় সেদিনের সিয়াম পালন পছন্দনীয় নয় —১০৮

আশূরা দিবসের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা —১১০
আশূরা দিবসের সিয়াম পালন না করার অবকাশ —১১১
আশূরা কোন দিন ? —১১২
যিলহাজ্জ মাসের (প্রথম) দশকে সিয়াম পালন —১১৩
যিলহাজ্জ মাসের দশ দিনের আমলের ফযীলত —১১৪
শাউয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন —১১৬
প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা —১১৭
সাওমের ফযীলত —১১৯
সারা বছর সাওম পালন করা —১২১
একাধারে সাওম পালন করা —১২২
ঈদুল ফিত্‌র ও কুরবানীর ঈদে সাওম পালন করা হারাম —১২৪
আয়্যামে তাশরীক-এ সিয়াম পালন হারাম —১২৫
সাওম পালনকারীর জন্য শিংগা লাগান মাকরূহ —১২৬
এই বিষয়ে অবকাশ প্রসংগে —১২৯
সাওমে বিসাল না জায়িয —১৩০
কারো জুনুবী (ফরয গোসল) অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায় আর তার যদি সাওম পালনের ইচ্ছা থাকে —১৩১
সাওম অবস্থায় দাওয়াত কবুল করা —১৩১
স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদের (নফল) সিয়াম পালন মাকরূহ —১৩২
রামাযানের সিয়ামের কাযা পালন ক্ষেত্রে বিলম্ব করা —১৩৩
সিয়াম পালনরত ব্যক্তির নিকট পানাহার হলে তার ফযীলত —১৩৩
ঋতুমতী মহিলার সিয়াম কাযা করতে হবে, সালাত কাযা করতে হবেনা —১৩৫
সায়িমের জন্য নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা মাকরূহ —১৩৬
কেউ যদি কোন কাওমের মেহমান হয় তবে যেন সে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে (নফল) সাওম পালন না করে —১৩৬
ই'তিকাফ —১৩৭
লায়লাতুল কাদর —১৩৯
এ বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —১৪২
শীতকালের সিয়াম —১৪২
"ওয়া আলাল্লাজীনা ইউতীকূনাহু" প্রসঙ্গে —১৪৩
কেউ যদি আহার করার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হয় —১৪৩

সিয়াম পালনকারীর তোহফা —১৪৫
ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা কখন হয় —১৪৫
ই'তিকাফ ছেড়ে বের হয়ে পড়লে —১৪৬
ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে বের হতে পারে কিনা —১৪৭
রামাযান মাসের কিয়াম —১৪৯
সায়িমকে ইফতার করানোর ফযীলত —১৫১
রামাযানের সিয়াম-এর প্রতি উৎসাহিত করা এবং এর ফযীলত —১৫২

অধ্যায় ঃ হজ্জ —১৫৩
মক্কার মর্যাদা ও সম্মান প্রসঙ্গে —১৫৫
হজ্জ ও উমরার ছওয়াব প্রসঙ্গে —১৫৭
হজ্জ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বানী —১৫৮
পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হলে হজ্জ ফরয হয় —১৫৯
কতবার হজ্জ করা ফরয —১৫৯
নবী (সা.) কয়বার হজ্জ পালন করেছেন —১৬০
নবী (সা.) কতবার উমরা করেছেন —১৬২
কোন্ জায়গা থেকে নবী (সা.) ইহরাম বেঁধেছেন —১৬৩
নবী (সা.) কখন ইহরাম বাঁধেন —১৬৪
ইফরাদ হজ্জ প্রসংগে —১৬৪
হজ্জ ও উমরা একসঙ্গে আদায় করা —১৬৫
তামাত্তু হজ্জ —১৬৬
তালবিয়া প্রসংগে —১৬৯
তালবিয়া ও নাহ্‌রের ফযীলত —১৭১
উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা —১৭৩
ইহরামের সময় গোসল করা —১৭৪
মক্কায় হারাম শরীফের বাইরের লোকদের জন্য ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান —১৭৪
যেসব পোশাক মুহ্‌রিম (ইহরাম রত) ব্যক্তির জন্য পরিধান করা জায়িয নয় —১৭৫
ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি যদি তহবন্দ ও চপ্পল যোগাড় করতে না পারে তবে তার পায়জামা ও চামড়ার মোজা পরিধান করা —১৭৬
কোন ইহরাম পালনকারী ব্যক্তির গায়ে জামা বা জুব্বা থাকলে —১৭৭
ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি কি কি প্রাণী হত্যা করতে পারে —১৭৮

ইহরাম পালনকারীর সিঙ্গা লাগানো —১৭৯
ইহরাম পালনকারীর বিবাহ করা মাকরূহ —১৮০
এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —১৮২
শিকারের গোশ্‌ত মুহরিমের পক্ষে খাওয়া —১৮৪
মুহরিমের জন্য শিকারের গোশ্‌ত আহার করা না জায়িয —১৮৬
মুহরিমের জন্য জলজ শিকার —১৮৭
মুহরিমের জন্য দাবু' শিকার করা —১৮৮
মক্কা শরীফে প্রবেশের জন্য গোসল করা —১৮৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মক্কার উচ্চ ভূমি (কাদা) দিয়ে প্রবেশ করা এবং নিম্নভূমি (কুদা) দিয়ে বের হওয়া —১৯০
নবী (সা.) দিনের বেলায় মক্কা প্রবেশ করেছিলেন —১৯০
বায়তুল্লাহ শরীফ দর্শনকালে হাত তোলা মাকরূহ —১৯০
তাওয়াফ করার পদ্ধতি —১৯১
হাজরে আসওয়াদ থেকে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা —১৯২
কেবল হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম করা —১৯৩
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইযতিবা অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন —১৯৩
হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া —১৯৪
মারওয়ার আগে সাফা থেকে সাঈ শুরু করা —১৯৫
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা —১৯৬
আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করা —১৯৮
তাওয়াফের ফযীলত —১৯৮
তাওয়াফকারীর জন্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে আসর ও ফজরের পরে সালাতুত তাওয়াফ আদায় করা —১৯৯
তাওয়াফের দু'রাকআত সালাতে কি তিলাওয়াত করা হবে —২০১
উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ —২০২
মিনা গমন এবং সেখানে অবস্থান —২০৭
যিনি মিনায় যে স্থানে আগে পৌঁছবেন সেটিই হবে তার অবস্থান স্থল —২০৮
মিনায় সালাত কসর করা —২০৮
আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দু'আ করা —২১০
গোটা আরাফাই উকূফ স্থল —২১১
আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন —২১৪

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা —২১৫
যে ব্যক্তি মুযদালিফায় ইমামকে পাবে সে হজ্জ পেল বলে গণ্য হবে —২১৭
দুর্বল লোকদের মুযদালিফা থেকে রাত্রেই যাত্রা ত্বরান্বিত করা —২১৯
(১০ই যিলহজ্জ) চাশ্‌তের সময় রমী করা —২২১
মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই রওয়ানা হওয়া —২২১
ছোট কঙ্কর দিয়ে রমী করা হবে —২২২
যাওয়াল বা মধ্যাহ্নের পর রমী করা —২২৩
আরোহী এবং হাটা অবস্থায় রমী করা —২২৩
কিভাবে রমী জামরা করা হবে —২২৫
উট ও গরু কুরবানীতে শরীক হওয়া —২২৭
মুকীমের জন্য হজ্জের কুরবানীর পশুর গলায় মালা লটকানো —২৩১
কুরবানীর বকরীর গলায় মালা পরানো —২৩১
হজ্জের কুরবানীর পশু যদি চলতে অক্ষম হয়ে যায় তবে কি করা হবে —২৩২
কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করা —২৩৩
মাথার কোন্‌ পাশ দিয়ে মুন্ডন শুরু করবে —২৩৪
মুন্ডন করা ও চুল ছোট করা —২৪৩
মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নিষিদ্ধ —২৩৫
যবাহের পূর্বে মাথা মুন্ডন বা কঙ্কর মারার পূর্বে যবাহ করে ফেললে —২৩৬
তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা —২৩৭
হজ্জে কখন থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে —২৩৮
উমরার ক্ষেত্রে কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে —২৩৯
রাত্রিকালে তাওয়াফে যিয়ারত করা —২৪০
আবতাহ-এ অবতরণ করা —২৪০
শিশুদের হজ্জ —২৪২
অতি বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা —২৪৪
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৪৬
উমরা ওয়াজিব কি-না —২৪৭
এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —২৪৮
উমরার ফযীলত —২৪৯
তানঈম থেকে উমরা করা —২৪৯
জি'ইর্‌রানা থেকে উমরা করা —২৫০

রজব মাসে উমরা করা —২৫১
যুল কা'দায় উমরা করা —২৫২
রমযানে উমরা পালন করা —২৫২
হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর যদি কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় বা সে লেংড়া হয়ে যায় —২৫৩
হজ্জে শর্ত আরোপ করা —২৫৬
তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে —২৫৬
ঋতুবতী মহিলা হজ্জের কি কি আমল করতে পারবে —২৫৭
যে কেউ হজ্জ বা উমরা করবে তার শেষ আমল যেন বায়তুল্লাহ সংশ্লিষ্ট হয় —২৫৮
কিরান হজ্জ পালনকারী এক তাওয়াফই করবে —২৫৯
মিনা থেকে ফিরার পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারেন —২৬১
হজ্জ ও উমরা সম্পাদন করে ফিরার সময়ের দু'আ —২৬১
ইহরামরত অবস্থায় যদি ইহরামকারী মৃত্যু বরণ করে —২৬২
ইহরামরত ব্যক্তির চক্ষু রোগ হলে তাতে ঔষধ হিসাবে সাবির বৃক্ষের রস ব্যবহার করা —২৬৩
ইহরাম পালনকারী ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মাথা মুন্ডন করে ফেললে তার উপর কি বর্তাবে —২৬৪
রাখালদের জন্য একদিন রমী করে অপর দিনের রমী পরিত্যাগের অবকাশ প্রদান —২৬৫
"আল-হাজ্জুল-আকবার"-এর দিন সম্পর্কে —২৬৭
হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা —২৬৮
তাওয়াফে কথাবার্তা বলার বিষয়ে —২৬৯
হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে —২৭০

কাফন দাফন অধ্যায় —২৭৩
রোগ-ভোগের ছাওয়াব —২৭৫
রোগীর খোঁজ-খবর নেওয়া —২৭৬
মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা —২৭৯
অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ঝাড়-ফুক করা —২৮০
ওয়াসিয়াত করতে উৎসাহিত করা —২৮১
এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ সম্পদের ওয়াসিয়্যাত করা —২৮২
রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালিমা শোনানো এবং তার জন্য দু'আ করা —২৮৩
মৃত্যুর সময় কষ্ট হওয়া —২৮৫
কপালের ঘামসহ মুমিনের মৃত্যু হয় —২৮৬
কোন ব্যক্তির মৃত্যুর প্রচারণা মাকরূহ —২৮৮

কষ্টের প্রথম মুহূর্তেই ধৈর্যধারণ করা —২৯০
মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন প্রদান —২৯০
মুর্দাকে গোসল করান —২৯১
মায়্যিতের জন্য মিশ্‌ক আম্বর ব্যবহার করা —২৯৩
মুর্দাকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করা —২৯৪
কোন্‌ ধরণের কাফন মুস্তাহাব —২৯৫
অনুরূপ আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৯৬
কয়টি কাপড়ে নবী (সা.)-কে কাফন দেওয়া হয়েছিল —২৯৭
মৃতু ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের জন্য আহার্য প্রস্তুত করা —২৯৮
মুসীবতে পড়ে গালে হাত চাপড়ানো ও কাপড় ছিড়ে ফেলা নিষেধ —২৯৯
বিলাপ অনুষ্ঠান করা দোষণীয় —৩০০
মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না-কাটি করা দোষণীয় —৩০১
মৃত ব্যক্তির জন্য নিরব কান্নার অনুমতি —৩০২
জানাযা-এর সামনে চলা —৩০৫
জানাযার পিছনে চলা —৩০৭
জানাযার পিছনে সওয়ার হয়ে চলা মাকরূহ —৩০৯
এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —৩১০
জানাযা নিয়ে জলদি করা —৩১০
উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ এবং হামযা (রা.)-এর আলোচনা —৩১১
আরেকটি অনুচ্ছেদ —৩১২
আরেকটি অনুচ্ছেদ —৩১৪
জানাযা রাখার আগে বসা —৩১৪
মুসিবতের ফযীলত, যদি তার উপর ছওয়াবের আশা করে —৩১৫
সালাতুল জানাযা-এর তাকবীর —৩১৬
সালাতুল জানাযার দু'আ —৩১৮
সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা —৩২০
সালাতুল জানাযা ও মৃত ব্যক্তির জন্য শাফাআতের পদ্ধতি —৩২২
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাতুল জানাযা মাকরূহ —৩২৩
শিশুদের জন্য সালাতুল জানাযা —৩২৪
জন্মের পর কান্নাকাটি না করা পর্যন্ত শিশুদের জন্য সালাতুল জানাযা আদায় পরিত্যাগ করা —৩২৫
মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা —৩২৬

মহিলা বা পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন —৩২৭
শহীদের জন্য সালাতুল জানাযা ত্যাগ করা —৩২৯
কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা —৩৩০
নবী (সা.) কর্তৃক নাজাশীর জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা ৩৩২
সালাতুল জানাযার ফযীলত —৩৩৩
এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —৩৩৪
জানাযার জন্য উঠে দাঁড়ান —৩৩৪
জানাযার জন্য না দাঁড়ানোর অবকাশ —৩৩৬
নবী (সা.)–এর বানী 'লাহদ' জাতীয় কবর আমাদের আর 'শাক' জাতীয় কবর অন্যদের —৩৩৭
মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাখিল করার কালে দু'আ —৩৩৮
কবরে মৃত ব্যক্তির নীচে একটি কাপড় বিছিয়ে দেওয়া —৩৩৮
কবর সমান করে দেওয়া —৩৪০
কবরকে পদদলিত করা বা এর উপর বসা মাকরূহ —৩৪১
কবরে চুনা ব্যবহার করা এবং তাতে লেখা মাকরূহ —৩৪২
কবরস্থানে প্রবেশের দু'আ —৩৪৩
কবর যিয়ারতের অনুমতি —৩৪৪
মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরূহ —৩৪৫
রাত্রিতে দাফন করা —৩৪৬
মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা —৩৪৭
যে তার সন্তানকে অগ্রে পাঠিয়ে দেয় তার ছওয়াব ৩৪৯
শহীদ কাদের বুঝায় —৩৫১
প্লেগ থেকে পলায়ন নিষিদ্ধ —৩৫২
যে জন আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন —৩৫৩
যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তার সালাতুল জানাযা আদায় করা হবেনা —৩৫৪
ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা প্রসঙ্গে —৩৫৫
কবরের আযাব —৩৫৭
বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার ছওয়াব —৩৫৯
জানাযা তাড়াতাড়ি আদায় করা —৩৬০
তা'যিয়া বা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনা দান সম্পর্কে আরেকটি অনুচ্ছেদ —৩৬১
সালাতুল জানাযায় দুই হাত উঠানো —৩৬১
ঋণের কারণে মু'মিনের রূহ লটকে থাকে, যে পর্যন্ত না তা আদায় করা হয় —৩৬৩

বিবাহ অধ্যায় —৩৬৪

বিবাহের ফযীলত এবং এতদ্বিষয়ে উৎসাহিত করা —৩৬৫
বিবাহ থেকে বিরত থাকা নিষিদ্ধ —৩৬৭
যার দীন তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হয় তাকে বিয়ে কর —৩৬৮
তিন গুণের ভিত্তিতে মেয়েদের বিবাহ করা —৩৭০
প্রস্তাবিত পাত্রী দেখা —৩৭১
বিবাহের ঘোষণা —৩৭১
নব দম্পতির জন্য দু'আ —৩৭৩
স্ত্রীর সাথে মিলনের দু'আ —৩৭৪
বিবাহ করার সুন্নাত সময় —৩৭৪
ওয়ালীমা প্রসঙ্গে —৩৭৫
দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করা —৩৭৭
বিনা দাওয়াতে ওয়ালীমা খেতে আসা —৩৭৮
কুমারী বিবাহ করা —৩৭৯
ওলী ছাড়া বিয়ে হয়না —৩৭৯
সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয়না —৩৮৫
বিবাহের খুতবা —৩৮৭
কুমারী ও অকুমারী মহিলাদের অনুমতি গ্রহণ —৩৯০
ইয়াতীম কুমারীকে জবরদস্তিমূলক বিয়ে দেওয়া —৩৯২
যদি দুই ওলী (অভিভাবক) বিবাহ দেয় —৩৯৩
মালিকের অনুমতি ছাড়া গোলামের বিয়ে —৩৯৪
মহিলাদের দেনমহর —৩৯৫
অনুরূপ আরেকটি অধ্যায় —৩৯৭
দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করা —৩৯৯
স্বীয় দাসী আযাদ করে তাকে বিবাহ করার ফযীলত —৪০০
কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে মিলনের পূর্বেও যদি তাকে তালাক দেওয়া হয় তবে তার কন্যার সাথে বিবাহ করা জায়িয কি–না —৪০১
কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় পরে সেই মহিলা যদি অন্য একজনকে বিয়ে করে এবং ঐ স্বামীও মিলিত হওয়ার পূর্বেই যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় —৪০২
'হিলা'কারী এবং যার জন্য হিলা' করা হয় —৪০৩
মুতআ বিবাহ হারাম —৪০৫

'শিগার' নিকাহ নিষিদ্ধ —৪০৭
কোন মহিলাকে তার ফুফু খালার উপর (সতীনরূপে) বিয়ে করা যাবেনা —৪০৮
বিবাহের আকদের সময়কার শর্ত —৪১০
যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার দশজন স্ত্রী ছিল —৪১১
একজন ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার কাছে দুই বোন (স্ত্রী হিসেবে) আছে —৪১৩
কোন গর্ভবতী দাসী ক্রয় করলে —৪১৩
কয়েদী বাঁদীর স্বামী থাকলে তার সঙ্গে মালিকের জন্য মিলন কি হালাল হবে —৪১৪
ব্যভিচারীনীর উপার্জন হারাম —৪১৫
কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবেনা —৪১৬
আযল —৪১৯
আযল নিষিদ্ধ হওয়া —৪২০
কুমারী ও অকুমারী স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বন্টন নীতি —৪২১
সতীনদের মাঝে সম আচরণ করা —৪২২
মুশরিক দম্পতির একজন যদি ইসলাম গ্রহণ করে —৪২৪
স্ত্রীর মহরানা নির্ধারণের পূর্বেই যদি স্বামী মারা যায় —৪২৬

অধ্যায় ঃ শিশুদের দুগ্ধ পান —৪২৮

নসব সূত্রে যারা হারাম রাযাআত (দুগ্ধপান) সূত্রেও তারা হারাম —৪২৯
যে পুরুষের মাধ্যমে স্ত্রী দুগ্ধবতী হয় তার বিধান —৪৩০
এক দুই চুমুক (ঢোক) দুগ্ধপানে হারাম হয়না —৪৩২
দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে এক মহিলার সাক্ষ্য —৪৩৪
দুই বছরের কম বয়সের শিশু অবস্থায় দুগ্ধপান ছাড়া তাতে কেউ হারাম হয়না —৪৩৬
যদ্বারা দুগ্ধপানের হক মিটানো যায় —৪৩৭
স্বামী থাকা অবস্থায় যদি কোন ক্রীতদাসী আযাদ হয় —৪৩৮
সন্তান হলো শয্যার অধিকারীর —৪৪০
এমন মহিলাকে দেখলে, যে তার কাছে আকর্ষণীয়বোধ হয় —৪৪১
স্ত্রীর উপর স্বামীর হক —৪৪২
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক —৪৪৩
পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন হারাম —৪৪৫
সাজ-সজ্জা করে মহিলাদের বাইরে যাওয়া হারাম —৪৪৭
গায়রত ও আত্ম-মর্যাদাবোধ —৪৪৮

স্ত্রীলোকের একা একা সফর করা অপছন্দনীয় —৪৪৯
অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রীর কাছে যাওয়া নিষেধ —৪৫০

অধ্যায় ঃ তালাক ও লি'আন —৪৫৫

সুন্নাহ অনুযায়ী তালাক —৪৫৬
কেউ যদি স্ত্রীকে "আল-বাত্তা" (অকাট্য) শব্দে তালাক দেয় —৪৫৮
'তোমার ব্যাপার তোমার হাতে' বলা প্রসঙ্গে —৪৫৯
ইখতিয়ার দান প্রসঙ্গে —৪৬১
তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী (স্বামীর পক্ষ থেকে) বাসস্থান পাবেনা খোরপোষও পাবেনা —৪৬৩
বিবাহের পূর্বে তালাক নেই —৪৬৫
দাসীদের তালাকের সীমা দুই তালাক —৪৬৭
কেউ যদি মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয় —৪৬৮
যথার্থভাবে বা কৌতুকার্থে 'তালাক' উচ্চারণ করা —৪৬৯
খুলা তালাক —৪৭০
খুলা তালাক দাবীকারিণী —৪৭১
স্ত্রীদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করা —৪৭২
পিতা যদি কাউকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে —৪৭৩
কোন মহিলা যেন তার (আরেক দীনী) ভগ্নীর তালাক প্রার্থনা না করে —৪৭৪
বুদ্ধি ভ্রষ্ট ব্যক্তির তালাক —৪৭৪
গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হলে —৪৭৬
মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দত —৪৭৮
কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে জিহারকারীর সঙ্গত হওয়া প্রসঙ্গে —৪৮১
জিহারের কাফ্ফারা —৪৮২
ঈলা —৪৮৩
লি'আন —৪৮৫
যার স্বামী মারা গেছে সেই মহিলা কোথায় ইদ্দত পালন করবে —৪৮৮

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয় —৪৯১

সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করা —৪৯৩
সূদ খাওয়া —৪৯৪
মিথ্যা, অসত্য ইত্যাদি বিষয়ে কঠোরতা —৪৯৪

ব্যবসায়ীদের মর্যাদা আর নবী (সা.) কর্তৃক তাদের নামকরণ —৪৯৫
কারো পণ্য সম্পর্কে তার মিথ্যা কসম করা প্রসঙ্গে —৪৯৭
ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভোরে বের হওয়া —৪৯৮
নির্ধারিত মেয়াদের শর্তে (বাকীতে) ক্রয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে —৪৯৯
শর্তসমূহ লিপিবদ্ধ করা —৫০২
পাল্লা ও পরিমাপ পাত্রের প্রসঙ্গে —৫০২
নিলামে বিক্রয় —৫০৩
মুদাব্বার বিক্রি প্রসঙ্গে —৫০৪
বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাত নিষিদ্ধ —৫০৫
গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী বিক্রয় করবেনা —৫০৬
"মুহাকালা" এবং "মুযাবানা" নিষিদ্ধ —৫০৮
গাছের ফল ডাগর ডোগর হওয়ার পূর্বে বিক্রি জায়েয নয় —৫০৯
কোন জন্তুর গর্ভস্থ বাচ্চার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট বাচ্চা বিক্রি করা —৫১১
প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি হারাম —৫১১
একই বিক্রিতে দুই বিক্রী নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে —৫১২
যা অধিকারে নেই তা বিক্রি করা নিষেধ —৫১৪
ওয়ালা বিক্রি করা ও হেবা করা নিষিদ্ধ —৫১৭
বাকীতে কোন জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বিক্রি করা —৫১৮
দুটি দাসের বিনিময়ে একটি দাস ক্রয় —৫১৯
গমের বিনিময়ে গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ হতে হবে, এতে অতিরিক্ত প্রদান হারাম —৫২০
(বাট্টায়) মুদ্রা বিনিময় —৫২২
পরাগায়নের পর খেজুর গাছ বিক্রি করা এবং সম্পদাধিকারী দাস বিক্রি করা —৫২৬
ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত উভয়েরই (বিক্রি সম্পাদন না করার) এখতিয়ার থাকে —৫২৭
ক্রয়-বিক্রয়ে যে প্রতারিত হয় —৫৩২
প্রতারনার উদ্দেশ্যে পশুর ওলানে দুধ জমান প্রসঙ্গে —৫৩৩
বিক্রয়ের সময় জন্তুর পৃষ্ঠারোহণের শর্ত করা প্রসঙ্গে —৫৩৪
বন্ধকরূপে রক্ষিত বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করা —৫৩৫
স্বর্ণ ও পুঁতি খচিত মালা ক্রয় করা প্রসঙ্গে —৫৩৬
ওয়ালা (অভিভাবকত্বের) শর্ত করা এবং এই বিষয়ে ভর্ৎসনা প্রসঙ্গে —৫৩৭
মুকাতাবের নিকট যদি আদায় করার মত কোন কিছু থাকে —৫৪০

দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কোন পাওনাদার ঠিক তারই জিনিষটি পেলে —৫৪২
মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রির জন্য মদ যিম্মির কাছে অর্পন করা নিষিদ্ধ —৫৪৩
আরিয়া বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গৃহীত বস্তু অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে —৫৪৫
ইহতিকার বা মজুদদারী করা —৫৪৬
মুহাফ্ফালাত বা স্তনে দুগ্ধ জমিয়ে রেখে পশু বিক্রি করা —৫৪৭
কোন মুসলিমের সম্পদ গ্রাস করার জন্য মিথ্যা শপথ করা —৫৪৮
ক্রেতা-বিক্রেতায় যখন মতবিরোধ ঘটে —৫৪৯
অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা —৫৫০
নর পশুর প্রজননের বিনিময় গ্রহণ হারাম —৫৫২
কুকুরের মূল্য —৫৫৩
শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক —৫৫৪
শিঙ্গা লাগানোর উপার্জন সম্পর্কে অনুমতি —৫৫৫
কুকুর ও বিড়াল বিক্রয় মূল্য মাকরূহ —৫৫৬
গায়িকা দাসী বিক্রি নিষিদ্ধ —৫৫৮
বিক্রি করতে গিয়ে আপন দুই ভাই বা মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা জায়েয নয় —৫৫৯
কোন গোলাম ক্রয় করে দৈনিক দেয় মজুরী বিনিময়ে তাকে কাজে নিয়োগ করার পর যদি তাতে দোষ ধরা পড়ে —৫৬০
ফল-উদ্যানের পাশ দিয়ে গমনকারীর জন্য উক্ত বাগানের ফল আহারের অনুমতি প্রসঙ্গে —৫৬২
বিক্রি চুক্তি থেকে অনির্ধারিত পরিমাণ অংশ বাদ দেওয়া —৫৬৪
পূর্ণ হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি নিষেধ —৫৬৪
আপন (দ্বীনী) ভাইয়ের বিক্রির উপর বিক্রি প্রস্তাব প্রদান নিষেধ —৫৬৫
মদ বিক্রি করা এবং তৎসম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা —৫৬৬
মদ সিরকায় রূপান্তরিত করা নিষেধ —৫৬৭
মালিকের অনুমতি ব্যতীত পশু পালের দুধ দোহন —৫৬৮
মৃত জন্তুর চামড়া এবং মূর্তি বিক্রি করা —৫৬৯
হেবা প্রত্যাহার করা ঘৃণ্য —৫৭০
আরায়া ও এতদসম্পর্কিত অনুমতি প্রসঙ্গে —৫৭১
'নাজশ' বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় কেবলমাত্র মূল্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দরদাম করা জায়েয নয় —৫৭৪
ওজনের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তী দেওয়া —৫৭৫
অভাবগ্রস্থকে অবকাশ প্রদান এবং তার সঙ্গে নম্র আচরণ করা —৫৭৬
ধনী ব্যক্তির টাল বাহানা করা যুলম —৫৭৮

খাদ্য-শস্য ও ফল-ফলাদি আগাম বিক্রী করা —৫৮০
শরীকানা ভূমির কোন শরীক যদি তার হিস্যা বিক্রী করতে চায় —৫৮১
মুখাবারা ও মুআওয়ামা —৫৮৩
তাসয়ীর —৫৮৩
ক্রয়-বিক্রয়ে খিয়ানত ও প্রতারণা করা —৫৮৪
উট বা অন্য কোন প্রাণী করজ হিসাবে গ্রহণ করা —৫৮৫
মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ —৫৮৮

মহাপরিচালকের কথা

পবিত্র হাদীস মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহ্‌র এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদের পরই মহানবী (সা)-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদের নির্ভুল ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ্।

সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে **তিরমিযী শরীফ** অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয **আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র)** কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি'আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (র) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, "এই হাদীস গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং এতে হাদীসগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা এতে খুবই কম।" তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহ্‌গণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ 'সহীহ্', 'হাসান', 'যঈফ', 'গরীব', 'মু'আল্লাল' প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শরীয়তের অন্যতম উৎস মহানবী (সা)-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্‌র সবগুলো হাদীস গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি হাদীসের জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

আল্লাহ্ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলাম এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এটি বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশ মানব সন্তানের মধ্যে উনত্রিশ জন। পৃথিবীর এমন কোনো মানব বসতিপূর্ণ অঞ্চল নেই যেখানে এই ধর্মের কোনো অনুসারী নেই।

ইসলামী শরী'য়াত তথা জীবনবিধানের মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলার কালাম কুরআন মজীদের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী শরী'য়াতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। এইজন্য হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস।

মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হাদীস গ্রন্থ জামি'আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন সাওরা ইব্‌ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) অন্যতম। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বুখারী অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট এবং এতে সংকলিত হাদীস সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮৩টি পুনরুক্ত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বাংলাভাষী মুসলিমের সংখ্যা শীর্ষস্থানে। এই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলায় মহানবী (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ সকল হাদীসগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ উল্লেখযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিরমিযী শরীফের অনুবাদের কাজও বহু পূর্বেই শেষ হয় এবং পাঠক মহলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত তিরমিযী শরীফের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা যতদূর সম্ভব নিখুঁত তরজমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরও কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে এবং তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সুন্নাতের পাবন্দ হবার তাওফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম	”
৪.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	”
৫.	মাওলানা রূহুল আমীন খান	”
৬.	মাওলানা এ,কে, এম আবদুস সালাম	”
৭.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

كِتَابُ الزَّكَاةِ

যাকাত অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির জন্য কঠোর শাস্তি

٦١٥. **حَدَّثَنَا** هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ التَّمِيْمِيُّ الْكُوْفِيُّ ، حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ هُوَ جَالِسٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ . قَالَ فَرَاٰنِيْ مُقْبِلاً فَقَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ فَقُلْتُ مَالِيْ ! لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ؟ فِدَاكَ اَبِيْ وَ اُمِّيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ ، اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِيْنِه وَعَنْ شِمَالِه. ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه ! لاَ يَمُوْتُ رَجُلٌ ، فَيَدَعُ اِبِلاً اَوْ بَقَرًا ، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، اِلاَّ جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ اَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا، حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .

وَ فِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ . وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ . وَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ ، وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِىْ ذَرٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ اسْمُ أَبِىْ ذَرٍّ جُنْدَبُ ابْنِ السَّكْنِ وَيُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ اَلْاَكْثَرُوْنَ اَصْحَابُ عَشَرَةِ اَلَافٍ . قَالَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ مَرْوَزِىٌّ رَجُلٌ صَالِحٌ .

৬১৫. হান্নাদ ইব্‌নুস্ সারী আত্–তামীমী আল্–কূফী (র.)....আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম, এই সময় তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে সামনে দেখে বলতে লাগলেন ঃ কা'বার রবের কসম ! কিয়ামতের দিন এরাই হবে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত। আবূ যার্ (রা.) বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কী হল আমার, আমার ব্যাপারে হয়ত কিছু নাযিল হয়েছে। যা হোক, আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা–মাতা কুরবান হউক, এরা কারা ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরা হল অধীক সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিগণ, কিন্তু যারা এরূপ করে তারা ছাড়া। এরপর তিনি সামনে ডানে বামে দুই হাতে অঞ্জলী ভরে ইশারা করে দেখালেন। তিনি আরো বললেন ঃ কসম সে সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তি যদি উট বা গরু রেখে মারা যায়। আর এগুলোর যাকাত আদায় না করে যায়, তবে সেগুলো কিয়ামতের দিন আরো বেশী মোটা–তাজা হয়ে আসবে এবং ঐ ব্যক্তিকে পায়ের খুরে দলিত করবে এবং সিং দিয়ে গুতোতে থাকবে। যখনই শেষেরটির কাজ শেষ হবে, তখনই প্রথমটি আবার শুরু করবে। সব মানুষের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরূপই চলতে থাকবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যাকাত অস্বীকারকারীকে লা'নত করা হয়েছে। কাবীসা ইব্‌ন হুল্‌ব তদীয় পিতা হুল্‌বের বরাতে এবং জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবূ যার্ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।আবূ যার্ (রা.)–এর নাম হল, জুন্‌দাব ইবনু'স সাকান। কেউ কেউ বলেন, ইব্‌ন জুনাদা।আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর (র.)....যাহ্‌হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, অধিক সম্পদশালী হল তারা যাদের কাছে দশ হাজার (বা ততোধিক দিরহাম) আছে।আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর মারওয়াযী একজন সৎ ব্যক্তি।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায় করে দিলে তোমার (সম্পদের) উপর যা কর্তব্য ছিল তা তুমি পূর্ণ করলে।

٦١٦. **حَدَّثَنَا** عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ (هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُجَيْرَةَ الْبَصْرِيُّ) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ.

৬১৬. উমার ইব্ন হাফ্স আশ্-শায়বানী আল্-বাসরী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তুমি যখন তোমার সম্পদের যাকাত আদায় করে দিলে তখন তোমার উপর যা কর্তব্য ছিল তা পূরণ করে দিলে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গরীব।একাধিক সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যাকাতের আলোচনা করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ছাড়া আমার উপর আরো কিছু কর্তব্য আছে কি ? তিনি বললেনঃ না, তবে তুমি যদি নফল কিছু করতে চাও (তা হল ভিন্ন ব্যাপার)।

٦١٧. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنَّا نَتَمَنَّى أَنْ يَأْتِيَ الْأَعْرَابِيُّ العَاقِلُ، فَيَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ، إِذْ أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَثَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ! إِنَّ رَسُوْلَكَ أَتَانَا فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللّٰهُ أَرْسَلَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ، قَالَ فَبِالَّذِيْ رَفَعَ السَّمَاءَ وَبَسَطَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ! آللّٰهُ

أَرْسَلَكَ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمَسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ ! آللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِى السَّنَةِ . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ ، قَالَ فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ ! آللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا فِى أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ، قَالَ فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ! اللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ رَسُوْلَكَ زَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَعَمْ ، قَالَ فَبِالَّذِى أَرْسَلَكَ ! اللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَعَمْ ، فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! لاَ أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا . وَلاَ أُجَاوِزُهُنَّ ثُمَّ وَثَبَ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنْ صَدَقَ الْاَعْرَبِىُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِقْهُ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْعَالِمِ وَالْعَرْضَ عَلَيْهِ جَائِزٌ ، مِثْلُ السَّمَاعِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْأَعْرَابِىَّ عَرَضَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ، فَأَقَرَّ بِهِ النَّبِىُّ

৬১৭। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কামনা করতাম যদি কোন বুদ্ধিমান গ্রামবাসী আসত এবং আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে উপবিষ্ট অবস্থায় যদি সে তাঁকে কোন বিষয় প্রশ্ন করত। যাহোক, আমরা একদিন এই অবস্থায় ছিলাম।হঠাৎ এক

গ্রামবাসী আরব সেখানে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার দূত আমাদের কাছে এসেছে ; এবং আমাদের বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আকাশকে করেছেন সুঠাম, যমীনকে করেছেন বিস্তৃত, পাহাড়সমূহকে করেছেন দন্ডায়মান, সত্যই কি আল্লাহ্ আপনাকে প্রেরণ করেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদের আরো বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন, আমাদের উপর রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহ্ই কি আপনাকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদের আরো বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন, বছরে এক মাস (রামাযান) আমাদের জন্য সিয়াম পালন করা কর্তব্য ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সত্য বলেছে। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহ্ কি আপনাকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদের বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন যে, আমাদের সম্পদে নির্ধারিত যাকাত রয়েছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সত্য বলেছে। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্ই কি আপনাকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল, আপনার দূত আমাদের আরো বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ যেতে সক্ষম তার জন্য বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা কর্তব্য ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহ্ই কি আপনাকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল, কসম সে সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি এগুলোর একটিকেও পরিত্যাগ করব না। আর এগুলোর সীমাও অতিক্রম করব না। এরপর লোকটি দ্রুত উঠে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এই গ্রামবাসী লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান ও এই সূত্রে গারীব। অন্য সূত্রেও আনাস (রা.) থেকে এটি বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উস্তাদের নিকট পাঠ করা ও উপস্থাপন তাঁর নিকট থেকে শ্রবণ করার ন্যায় গ্রহণযোগ্য। কেননা, উক্ত গ্রামবাসী নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থাপন করেন এবং নবী ﷺ -এর স্বীকৃতি দেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

٦١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَـةَ

عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ . فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا .وَلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةَ شَيْءٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْأَعْمَشُ وَأَبُوْ عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ. وَرَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اَبِىْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ؟ فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِىْ صَحِيْحٌ عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُوْنَ رُوِىَ عَنْهُمَا جَمِيْعًا .

৬১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিব (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ঘোড়া ও ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে যাকাত মাফ করে দিলাম। তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রায়) এক দিরহাম হিসাবে রৌপ্যের যাকাত দিবে। একশ' নব্বই দিরহামেও আমার (বায়তুল মালের) কিছু পাওনা নাই। কিন্তু দুশ' দিরহাম পরিমাণ হলে এতে পাঁচ দিরহাম (২.৫০%) যাকাত ধার্য হবে।

এই বিষয়ে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ও আম্‌র ইব্‌ন হায্‌ম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমাশ ও আবূ আওয়ানা প্রমুখ এই হাদীছটি আবূ ইসহাক-আসিম ইব্‌ন যাম্‌রা, আলী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সুফিয়ান সাওরী, ইব্‌ন উয়ায়না প্রমূখ আবূ ইসহাক, হারিস, আলী (রা.) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.)কে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, আমার মতে আবূ ইসহাক থেকে উভয় সনদই সহীহ্। কারণ, সম্ভাবনা আছে যে, তিনি (আসিম ও হারিস) উভয়ের নিকট থেকেই এটির রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ উট ও ছাগলের যাকাত।

٦١٩ . حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ أَيُّوْبَ الْبَغْدَادِىُّ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَرَوِىُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِىُّ (الْمَعْنٰى وَاحِدٌ) قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ

سُفْيَانَ ابْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلٰى عُمَّالِهِ حَتّٰى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ. فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهٖ أَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ وَكَانَ فِيْهِ فِيْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِيْ خَمْسٍ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَفِيْ عِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِيْ خَمْسٍ عِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلٰى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا اِبْنَةُ لَبُوْنٍ إِلٰى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّةٌ إِلٰى سِتِّيْنَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلٰى خَمْسٍ وَ سَبْعِيْنَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ إِلٰى تِسْعِيْنَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ . وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ . وَفِي الشَّاءِ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلٰى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلٰى ثَلٰثِمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَازَادَتْ عَلٰى ثَلٰثِمِائَةِ شَاةٍ ، فَفِيْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . ثُمَّ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٍ حَتّٰى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ . وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ .وَلاَ يُؤْخَذُ فِيْ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٍ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ .

وَقَالَ الزُّهْرِيْ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلاَثًا : ثُلُثُ خِيَارٍ، وَثُلُثُ أَوْسَاطٍ، وَثُلُثُ شِرَارٍ . وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، وَبَهْزُ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ ،

عَنْ جِـدِّهِ ، وَأَبِيْ ذَرٍّ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنُ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰـذَا الْحَدِيْثِ عِنْـدَ عَامَّـةِ الْفُقَهَاءِ . وَقَدْ رَوَى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ . وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنٍ .

৬১৯. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব আল–বাগদাদী, ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল–হিরাবী ও মুহাম্মাদ ইব্ন কামিল আল–মারওয়াযী (র.)....সালিম তদীয় পিতা ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাকা–যাকাত সম্পর্কিত একটি পত্র তৈরী করেন এবং সেটি তলোয়ারের সাথে মিলিয়ে সংরক্ষিত করে রাখেন।ইন্তিকাল পর্যন্ত আর তিনি তা বের করে আনেননি।যাকাত সংগ্রহকারী কর্মকর্তাদের জন্য সেটি প্রেরণ করতে পারেননি। তাঁর ইন্তিকালের পর আবূ বাক্র (রা.) ও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এবং উমার (রা.)ও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এতদ্ অনুসারে আমল করেছেন। এতে ছিল, উটের ক্ষেত্রে পাঁচটিতে একটি, দশটিতে দু'টি, পনেরটিতে তিনটি, বিশটিতে চারটি ছাগল (যাকাত হিসাবে দিতে হয়)।পঁচিশটি থেকে পয়ত্রিশটি পর্যন্ত উটে একটি বিন্ত মাখায অর্থাৎ পূর্ণ এক বছর বয়সের মাদি উট; এর উর্ধ্বে পয়তাল্লিশটি পর্যন্ত একটি বিন্ত লাবূন অর্থাৎ পূর্ণ দু' বছর বয়সের মাদি উট; এর উর্ধ্বে ষাটটি পর্যন্ত একটি হিক্কা অর্থাৎ পূর্ণ তিন বছর বয়সের মাদি উট; এর উর্ধ্বে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জায়আ অর্থাৎ পূর্ণ চার বছর বয়সের একটি মাদি উট (যাকাত হিসাবে দিতে হয়)।উটের সংখ্যা আরো বেশী হলে নব্বইটি পর্যন্ত দু'টো বিন্ত লাবূন, আরো বেশী হলে একশ' বিশ পর্যন্ত দু'টো হিক্কা; আর একশ' বিশের উর্ধ্বে প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশে একটি করে বিন্ত লাবূন ধার্য হবে।ছাগলের ক্ষেত্রে একশ' বিশটি পর্যন্ত প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে ছাগল প্রদান করতে হবে। এর বেশী হলে দুশ' পর্যন্ত দু'টো ছাগল।এর বেশী হলে তিনশ'টি পর্যন্ত তিনটি ছাগল।এর বেশী হলে প্রতি একশ'টিতে একটি করে ছাগল ধার্য হবে এবং চারশ' না হওয়া পর্যন্ত এতে (নতুন) ধার্য হবে না।যাকাতের আশংকায় (বিভিন্ন মালিকানায়) বিচ্ছিন্ন পশুগুলিকে (এক মালিকানাভূক্ত করে) একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের পশুগুলো (যদি একত্রে) থাকে (আর একজন তা দিয়ে দেয় তবে) অতিরিক্ত অংশ পরস্পর পরস্পর থেকে সমানভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আনবে। যাকাতে অতিবৃদ্ধ বা ত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা যাবে না।

ইমাম যুহরী (র.) বলেন, যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী যখন যাকাত সংগ্রহ করতে আসবে, তিনি পশুগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করবেন। সর্বোত্তমগুলোর একভাগ, মধ্যম ধরনের পশুগুলোর একভাগ, আর নিকৃষ্টগুলোর জন্য একভাগ। পরে তিনি মধ্যম ধরনের পশুগুলো থেকে যাকাতের অংশ গ্রহণ করবেন।রাবী বলেন, ইমাম যুহরী (র.) এই রিওয়ায়াতে গরুর কথা উল্লেখ করেননি।এই বিষয়ে আবূ

বাক্‌র সিদ্দীক, বাহয ইব্‌ন হাকীম-পিতা-পিতামহ (রা.) থেকে এবং আবূ যার্‌ ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। সাধারণভাবে ফকীহ্‌গণ এই হাদীছ অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ প্রমুখ যুহরী হতে সালিম (র.) সূত্রে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁরা মারফূ' হিসাবে তা করেননি। কেবল সুফিয়ান ইব্‌ন হুসায়নই এটিকে মারফূ' হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى زَكَاةِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত

٦٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ فِىْ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ أَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِىْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ.وَعَبْدُ السَّلَامِ ثِقَةٌ حَافِظٌ.وَرَوٰى شَرِيْكٌ هٰذَاالْحَدِيْثَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ . وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ (أَبِيْهِ) .

৬২০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ আল-মুহারিবী ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)....আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ ত্রিশটি গরুতে একটি পূর্ণ এক বছর বয়স্ক গরু বা গাভী, প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছর বয়স্ক গাভী (যাকাত হিসাবে দিতে হয়)।

এই বিষয়ে মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, খুসায়ফ (রা.) থেকেও আব্‌দুস্‌ সালাম ইব্‌ন হার্‌ব (র.) এইরূপই বর্ণনা করেছেন। আবদুস্‌ সালাম (র.) নির্ভরযোগ্য ও (হাদীছের) হাফিয। শারীক এই হাদীছটিকে খুসায়ফ-আবূ উবায়দা সূত্রে তাঁর পিতা থেকে আবদুল্লাহ্‌ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ তাঁর পিতা থেকে কোন হাদীছ শুনেননি।

٦٢١. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِىْ

النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا أَوْعِدْلَهُ مَعَافِرَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَّأْخُذَ . وَهٰذَا أَصَحُّ .

৬২১ মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)....মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন এবং আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন প্রতি ত্রিশটি গরুতে পূর্ণ এক বছরের একটি ষাঁড় বা গাভী এবং প্রতি চল্লিশটিতে পূর্ণ দুই বছরের একটি গাভী (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করি এবং প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক দীনার বা সমপরিমাণ মা'আফিরী কাপড় (জিয্‌য়া হিসাবে) সংগ্রহ করি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে সুফিয়ান, আ'মাশ, আবূ ওয়াইল, মাসরূক (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মুআয (রা.)-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যেন তিনি গ্রহণ করেন ....। এই রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্‌।

٦٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ هَلْ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ لاَ .

৬২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....আম্‌র ইব্‌ন মুর্‌রা (র.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমি আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আবদুল্লাহ্‌ থেকে কোন বিষয় স্মরণ রাখেন ? তিনি বললেন, না।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত হিসেবে উত্তম মাল সংগ্রহ করা নিষেধ

٦٢٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ الْمَكِّيُّ ،

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلٰى شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُوْ مَعْبَدٍ مَوْلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ، اِسْمُهُ نَافِذٌ.

৬২৩. আবূ কুরায়ব (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুআয (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। তখন তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি কিতাবী এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি প্রথমে তাদের এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। তারা যদি এই বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের অবহতি করবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এই বিষয়ে তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের ধনীদের থেকে সগ্রহ করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। তারা যদি এতে তোমার আনুগত্য করে তবে তুমি তাদের উত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর তুমি মাজলূমের দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে ; কেননা, আল্লাহ্ ও তার মাঝে কোন আড়াল নেই।

এই বিষয়ে সুনাবীহ্ (র.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। রাবী আবূ মা'বাদ (রা.) হলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর আযাদকৃত দাস। তার নাম নাফিয।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফল, ফসল ও শস্যের যাকাত

٦٢٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِ وبْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

৬২৪. কুতায়বা (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি উটের কমে যাকাত নাই, পাঁচ উক্ইয়া (এক উক্ইয়া=৪০ দিরহাম)–এর কম রৌপ্য মুদ্রার যাকাত নাই, পাঁচ ওয়াসাক (এক ওয়াসাক= ৬০সা')– এর কম শস্যের যাকাত নাই।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন উমার, জাবির ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٦٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَحَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَمْرِوبْنِ يَحْيٰى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِوَجْهٍ عَنْهُ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا . وَخَمْسَةُ أَوْسَقٍ ثَلٰثُمِائَةِ صَاعٍ . وَصَاعُ النَّبِىِّ ﷺ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ . وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَالْاَوْقِيَّةُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا، وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ . وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، يَعْنِى لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ . وَفِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ ، فِىْ كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ .

৬২৫ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে আবদুল আযীয (র.) আম্র ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্। তাঁর থেকে একাধিক সূত্রে হাদীছ বর্ণিত আছে।আলিমগণের আমলও এ হাদীছ অনুযায়ী যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম (কৃষিজ ফসলের) ক্ষেত্রে যাকাত নেই।[১] এক ওয়াসাক হল ষাট সা' । সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক হল তিনশ' সা' ।নবী ﷺ –এর সা' –এর পরিমাণ ছিল, পাঁচ রতল ও এক রতলের এক তৃতীয়াংশ। কূফাবাসীদের সা' –এর পারিমাণ হল আট রতল। পাঁচ উক্ইয়ার কমে রৌপ্যের যাকাত নেই। এক উক্ইয়া হল চল্লিশ দিরহাম। পাঁচ উক্ইয়ায় হয় দুইশ' দিরহাম। পাঁচ উট থেকে কম হলে যাকাত নেই। পঁচিশটি উট হলে এতে একটি বিন্ত মাখায (এক বছর বয়ঃ মাদী উট) ওয়াজিব হয়। আর পঁচিশটির কমের ক্ষেত্রে প্রতি পাঁচটি উটের উপর একটি বকরী যাকাত আসে।

بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ صَدَقَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়া ও দাস–দাসীর যাকাত নেই

٦٢٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ فَرَسِهِ وَلاَ فِيْ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي الرَّقِيْقِ . إِذَاكَانُوْا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنُوْا لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا كَانُوْا لِلتِّجَارَةِ فَفِيْ أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ، إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .

৬২৬. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আলা ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমের ঘোড়া ও দাসের উপর কোন যাকাত নেই।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ও আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.)

---

১. কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য সহীহ্ হাদীছের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন হিসাব (পরিমাণ) নেই, কম বেশী যাই হোক না কেন তাতে ক্ষেত্র বিশেষে উশ্র (এক দশমাংশ) বা নিস্ফ উশ্র (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত আদায় করতে হবে।

বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।আলিমগণের আমল এই হাদীছের অনুযায়ী যে, সাইমা[১] ঘোড়ার উপর যাকাত নেই। আর খিদমতের জন্যে নিয়োজিত দাস-দাসীর উপর যাকাত নেই। কিন্তু ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হলে, এক বছর পূর্ণ হলে মূল্যের উপর যাকাত ধার্য হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ زَكَاةِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মধুর যাকাত

٦٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ أَبِىْ سَلَمَةَ التِّنِّيسِىُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعَسَلِ، فِىْ كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ. وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ سَيَّارَةَ الْمُتَعِىِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ فِى إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا الْبَابِ كَبِيْرُ شَىْءٍ . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهٖ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِىْ الْعَسَلِ شَىْءٍ . وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لَيْسَ بِحَافِظٍ . وَقَدْ خُوْلِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ نَافِعٍ .

৬২৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া নীসাপুরী (র.) ইব্ন উমার (রা.).....থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতি দশ মোশক মধুর মধ্যে এক মোশক (যাকাত)।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ সায়্যারা আল-মুতাঈ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির সনদে বিতর্ক রয়েছে। এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু বর্ণনা নেই।অধিকাংশ আলিমের আমল এ অনুযায়ী। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে, কোন কোন উলামার মতে মধুর উপর কোন কিছু (যাকাত) নেই।

---

১. যে ঘোড়া বছরের অধিকাংশ সময় চারণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ায় তাকে 'সাইমা' বলে।

بَابُ مَا جَاءَ لاَزَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণ বছর আবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদে যাকাত নেই

٦٢٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ الْمَدَنِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةِ .

৬২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যদি বছরের মাঝে কারো সম্পদ লাভ হয়, তবে উক্ত মালিকের নিকট বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই।

এ বিষয়ে সারা বিন্ত নাবহান আল-গানাবিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٦٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً ، فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَولُ عِنْدَ رَبِّهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرَوَى أَيُّوْبُ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا . وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ ضَعِيْف فِيْ الْحَدِيْثِ . ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ . وَهُوَ كَثِيْرُ الْغَلَطِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ لاَزَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَقَالَ

بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ ، مَاتَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَإِنْ اِسْتَفَادَمَالاً قَبْلَ أَنْ يَّحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِىْ وَجَبَتْ فِيْهِ الزَّكَاةُ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ .

৬২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)...ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো যদি বছরের মাঝে সম্পদ লাভ হয় তবে এই মালিকের নিকট বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত ধার্য হবে না।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটির তুলনায় এই রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আইয়ূব, উবায়দুল্লাহ্ প্রমুখ এ হাদীছকে নাফি' (র.) ইব্‌ন উমার (রা.)-এর সনদে মাওকূফরূপে রিওয়ায়াত করেছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম হাদীছের ক্ষেত্রে যাঈফ। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল, আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী (র.) প্রমূখ হাদীছ বিশারদ তাকে যাঈফ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বহু ভূল করে থাকেন।একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদে যাকাত নেই। এ হল ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, যদি কারো কাছে পূর্ব থেকেই যাকাত ধার্য হওয়ার মত পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে বছরের মাঝে প্রাপ্ত সম্পদেও যাকাত ধার্য হবে। আর যদি বছরের মাঝে প্রাপ্ত এই সম্পদ ছাড়া এমন কোন সম্পদ তার না থাকে যতটুকুতে যাকাত ধার্য হতে পারে তবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বছরের মাঝে প্রাপ্ত এই সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে না। পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যদি কারো সম্পদ প্রাপ্তি ঘটে তবে তার যে সমস্ত সম্পদে (পূর্ব থেকেই) যাকাত ছিল সেই সম্পদের সাথে যোগ করে প্রাপ্ত এই সম্পদেরও যাকাত তাকে দিতে হবে। এ হল সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী (ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রমূখ) আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের উপর জিয্‌য়া নেই

٦٣٠ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ أَبِىْ ظَبْيَانَ ،

عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِيْ أَرْضٍ وَاحِدَةٍ . وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ جِزْيَةٌ .

৬৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকসাম (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন ঃ একই দেশে (আরবে) দুই কিব্লার[১] সুযোগ পাবেনা আর মুসলমানদের উপর জিয্য়া নেই।

٦٣١ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ أَبِيْ ظَبْيَانِ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَااَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ.وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ إِنَّمَا يَعْنِىْ بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ . وَفِى الْحَدِيْثِ مَا يُفَسِّرُ هٰذَا حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ .

৬৩১: আবূ কুরায়ব (র.)....কাবূস (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

এই বিষয়ে সাঈদ ইব্ন যায়িদ এবং হারব ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ সাকাফীর পিতামহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি কাবূস ইব্ন আবূ যাবিয়ান তাঁর পিতা আবূ যাবিয়ান সূত্রে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।সাধারণভাবে আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, কোন খৃস্টান ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার থেকে জিয্য়া রহিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণীঃ মুসলিমদের উপর "জিয্য়া উশর" ধার্য হয় না। এখানে "জিয্য়া উশর" অর্থ ব্যক্তির উপর ধার্য জিয্য়া। হাদীছে এই ব্যাখ্যার ইঙ্গিতও বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ 'উশর' ধার্য হয় ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের উপর, মুসলিমদের উপর উশর নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ অলংকারের যাকাত

১. মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বী আরবের ভূমিতে থাকতে পারেনা।

٦٣٢ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ . عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ، عَنِ ابْنِ أَخِيْ زَيْنَبَ ، اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ ! تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৬৩২. হান্নাদ (র.)......আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যায়নাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন ঃ হে নারী সমাজ ! তোমরা সাদাকা দাও, তোমাদের অলংকার থেকে হলেও।কারণ কিয়ামতের দিন জাহান্নামবাসীদের মধ্যে তোমরাই হবে অধিক।

٦٣٣. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِيْ زَيْنَبَ، اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ . وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَهِمَ فِيْ حَدِيْثِهِ ، فَقَالَ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ أَخِيْ زَيْنَبَ . وَالصَّحِيْحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِيْ زَيْنَبَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى فِيْ الْحُلِّي زَكَاةً .وَفِيْ إِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَقَالٌ .وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ ذٰلِكَ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ فِي الْحُلِّي زَكَاةَ مَاكَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ .وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِّي زَكَاةٌ . وَهٰكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ. وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

৬৩৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)....আবদুল্লাহ্র স্ত্রী যায়নাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র.)-এর রিওয়ায়াত থেকে এটি অধিকতর সহীহ্। আবূ মুআবিয়া তাঁর রিওয়ায়েতে সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, আম্র ইব্ন হারিস যায়নাবের ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ বিশুদ্ধ হল আম্র ইব্ন হারিস যায়নাবের ভ্রাতুষ্পুত্র আম্র ইব্ন শুআয়ব তার পিতা পিতামহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি অলংকারের যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাঁর এই সনদে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবিঈ বলেন, সোনা ও রূপার অলংকার হলে তার উপর যাকাত রয়েছে। এ হল সুফিয়ান সাওরী (ইমাম আবূ হানীফা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.)-এর অভিমত। ইব্ন উমার, আয়েশা, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্, আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-সহ কতক সাহাবীর অভিমত হল যে, অলংকারে যাকাত নেই। তাবিঈদের মধ্যে কোন কোন ফকীহ্ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

٦٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ أَيْدِيْهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : لاَ قَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لاَ قَالَ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ قَدْرَوَاهُ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هٰذَا. وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ يُضَعَّفَانِ فِى الْحَدِيْثِ وَلاَيَصِحُّ فِيْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ .

৬৩৪. কুতায়বা (র.)... আম্র ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা-পিতামহ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার দুজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসে। তাদের হাতে ছিল সোনার দু'টি কঙ্কন। তিনি তাদের বললেন ঃ তোমরা কি এর যাকাত আদায় করে থাক ? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ তোমরা কি পসন্দ কর যে, তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তা'আলা আগুনের দু'টি কঙ্কন পরিয়ে দিবেন ? তারা বলল, না। তিনি বললেন ঃ তা হলে তোমরা এর যাকাত দিবে।

ইমাম অবূ ঈসা (র.) বলেন, মুসান্না ইবনুস সাব্বাহ্ (র.)ও এই হাদীছটি আমর ইব্ন শুআয়ব (র.) –এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুসান্না ইব্ন সাব্বাহ্ এবং ইব্নু লাহীআ উভয়ই হাদীছের ক্ষেত্রে যাঈফ। মোটকথা, এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে কোন সহীহ্ রিওয়ায়াত নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ الْخَضْرَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ শাক–সব্জির যাকাত।

٦٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرْنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخَضْرَوَاتِ وَهِيَ الْبُقُوْلُ. فَقَالَ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى إِسْنَادُ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ . وَلَيْسَ يَصِحُّ فِيْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ . وَإِنَّمَا يُرْوَى هٰذَا عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً . وَ الْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ لَيْسَ فِيْ الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَالْحَسَنُ هُوَ اِبْنُ عُمَارَةَ ، وَهُوَضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ. ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ وَتَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

৬৩৫. আলী ইব্ন খাশ্‌রাম (র.)....মুআয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ এর নিকট শাক–সব্জি অর্থাৎ তরিতরকারী (এর যাকাত) সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বলেছিলেন ঃ এতে কিছু নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদ সহীহ্ নয়। এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে সহীহ্ কিছু বর্ণিত নেই। এই রিওয়ায়াতটি মূসা ইব্ন তালহা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, শাক–সব্জির কোন যাকাত নেই। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, রাবী হাসান হলেন, ইব্ন উমারা। হাদীসবেত্তাগণের দৃষ্টিতে তিনি যঈফ। শু'বা (র.) প্রমূখ তাঁকে যাঈফ বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) তাকে বর্জন করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ الصَّدَقَةِ فِيْمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নদী–নালার পানি সিঞ্চনে যা উৎপাদিত হয় তার যাকাত

٦٣٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ ، وَبَسْرِبْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْأَشَجِّ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً. وَكَأَنَّ هٰذَا أَصَحُّ .وَقَدْ صَحَّ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .

৬৩৬. আবূ মূসা আল–আনসারী (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দিয়ে যা উৎপাদিত হয় তাতে হল উশ্‌র (দশ ভাগের এক ভাগ) এবং আর সেচের মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয় তাতে হল নিস্‌ফ উশ্‌র (বিশ ভাগের এক ভাগ)।

এই বিষয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক, ইব্‌ন উমার ও জাবির (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি বুকায়র ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আশাজ্জ এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার ও বুস্‌র ইব্‌ন সাঈদ (র.)–এর বরাতে নবী ﷺ থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি অধিকতর সহীহ্। এই বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীছ বর্ণিত আছে। অধিকাংশ ফকীহ্গণের আমল এই হাদীছের অনুসারে রয়েছে।

٦٣٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ سَنَّ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ ، أَوْكَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ. وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৩৭. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাসান (র.)...ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বৃষ্টির, ঝর্ণার বা নালার পানি দ্বারা যা উৎপাদিত হয় তার উপর 'উশ্‌র' ধার্য করেছেন। আর সেচের মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয় তার উপর 'নিস্‌ফ উশ্‌র'।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত

٦٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلاَمَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَاِنَّمَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَفِيْ اِسْنَادِهِ مَقَالٌ. لِأَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ هٰذَا الْبَابِ . فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ زَكَاةً . مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ. وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ زَكَاةٌ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَابْنُ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . وَشُعَيْبٍ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو. وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ فِيْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنُ شُعَيْبٍ ، وَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا وَاهٍ .

وَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ اَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيْفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . وَاَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فَيَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ فَيُثْبِتُوْنَهُ مِنْهُمْ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ وَغَيْرُهُمَا .

৬৩৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)....আম্‌র ইব্ন শুআয়ব তৎপিতা পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন নবী ﷺ খুত্‌বা দিলেন। তাতে বললেন ঃ শুনে রাখ ! কেউ যদি কোন ইয়াতীমের সম্পদের মুতাওয়াল্লী হয়, সে যেন তা ব্যবসায়ে নিয়োগ করে। যাকাত দিতে দিতে তা শেষ হয়ে যাবে এই অবস্থায় যেন ছেড়ে না রাখে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সনদে হাদীছটি বর্ণিত আছে, কিন্তু এর সনদ সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে।কেননা মুসান্না ইবনুস সাব্‌বাহ হাদীছে যাঈফ। কেউ কেউ হাদীছটি আম্‌র ইব্ন শুআয়ব থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। উমার, আলী, আয়েশা, ইব্ন উমার (রা.) সহ কতক সাহাবী ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত ধার্য হয় বলে মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)–এর বক্তব্য এ–ই।আলিমদের একদল বলেন, ইয়াতীমের সম্পদে যাকাত নেই। এ হল সুফিয়ান সাওরী (ইমাম আবূ হানীফা) ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.)–এর অভিমত।আম্‌র ইব্ন শুআয়বের বংশ তালিকা হলো ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র ইব্ন আস (র.)। শুআয়ব তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন। আম্‌র ইব্ন শুআয়ব (রা.)–এর রিওয়ায়াতগুলো সম্পর্কে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন সাঈদ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের মতে এগুলো হলো ভিত্তিহীন। যা হোক তাঁকে যাঈফ বলার কারণ হলো, তিনি তার পিতামহ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা.)–এর সহীফা (পাণ্ডুলিপি) থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন (সরাসরি শুনে নয়)। তবে ইমাম আহ্‌মাদ, ইসহাক প্রমুখ সহ অধিকাংশ হাদীছ বিশারদ আম্‌র ইব্ন শুআয়ব (র.)–এর হাদীছ প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন এবং তারা সেগুলো নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

অনুচ্ছেদ ঃ রোবা জন্তুর আঘাতের কোন দায়–দায়িত্ব নেই এবং খনিজ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব

٦٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ

جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَفِيْ الرِّكَازِ الْخُمْسُ . قَالَ وفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৩৯. কুতায়বা (র)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বোবা জন্তুর আঘাতের কোন দায়-দায়িত্ব নেই, খনির উপরও কোন দায়-দায়িত্ব নেই, কূপেরও কোন দায়-দায়িত্ব নেই। আর কোন গুপ্ত সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ।

এই বিষয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র, উবায়দা ইব্‌ন সামিত, আম্‌র ইব্‌ন আওফ আল্ মুযানী ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদ ঃ (যাকাতের জন্য) ফসলাদির অনুমান করা

٦٤٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ بْنِ نِيَارٍ يَقُوْلُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِيْ حَثْمَةَ إِلٰى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوْا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوْا الثُّلُثَ فَدَعُوْا الرُّبُعَ .

قَالَ وَفِيْ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَالْعَمَلَ عَلٰى حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ. وَبِحَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَالْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ مِنَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مِمَّا فِيْهِ الزَّكَاةُ ، بَعَثَ السُّلْطَانُ

خَارِصًا يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ . وَالْخَرْصُ أَن يَّنْظُرَ مَنْ يُبْصِرُ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ يَخْرُجُ مِنْ هٰذَا الزَّبِيْبِ كَذَا وَكَذَا ، وَمِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا ، فَيُحْصَى عَلَيْهِمْ وَيَنْظُرُ مَبْلَغَ الْعُشْرِ مِنْ ذٰلِكَ فَيُثْبِتُ عَلَيْهِمْ . ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الثِّمَارِ . فَيَصْنَعُوْنَ مَا أَحَبُّوْا . فَإِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ أُخِذَا مِنْهُمُ الْعُشْرُ . هٰكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهٰذَا يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

৬৪০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)....আবদুর রাহমান ইব্‌ন মাসঊদ ইব্‌ন নিয়ার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা.) একবার আমাদের বৈঠকে আসেন এবং হাদীছ বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ তোমরা (যাকাত আদায়কারী) যদি ফসলাদির অনুমান কর তবে সে মতে (যাকাত) গ্রহণ করবে এবং (যাকাত পরিমাণ থেকেও) এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ (যাকাত দাতার জন্য) ছেড়ে দিবে। যদি এক তৃতীয়াংশ না ছাড় তবে এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে।

এই বিষয়ে আয়েশা, আত্তাব ইব্‌ন আসীদ এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ফসলাদির অনুমানের ব্যাপারে সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা.)-এর হাদীছ অনুসারে অধিকাংশ ইমাম আমল করার অভিমত দিয়েছেন। ইমাম ইসহাক ও আহ্‌মাদ (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।খারস বা অনুমান হয়, কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর ইত্যাদি যে সমস্ত ফলে যাকাত ধার্য হয়, তা যখন পরিপক্ক হয়ে উঠে, তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন অনুমানকারী প্রেরণ করা হবে এবং তিনি কৃষকের ফসলাদির অনুমান করবেন। একজন বিশেষজ্ঞ বাগানের প্রতি বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এবং বলবেন, এ থেকে এত পরিমাণ কিসমিস বা এত পরিমাণ খেজুর উৎপাদিত হতে পারে। তখন একটা পরিমাণ ধার্য করা হবে তারপর এর মধ্যে উশ্‌র এর পরিমাণ কি হতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য করে মালিকদের উপর নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তারপর ফল ও বাগানের মালিকদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তারা এতে যা ইচ্ছা করবে তা করতে পারবে। পরে ফল যখন পেকে যাবে তখন তা থেকে ঐ হিসাবে উশ্‌র সংগ্রহ করা হবে।এ ভাবেই কোন কোন আলিম 'খারস' -এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য এ-ই।

٦٤١. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَذَّاءِ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ

بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ .

وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ زَكَاةِ الْكُرُوْمِ إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ حَدِيْثُ ابْنُ جُرَيْجٍ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَحَدِيْثُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيْدٍ ، أَثْبَتُ وَأَصَحُّ .

৬৪১. আবূ আম্‌র মুসলিম ইব্‌ন আম্‌র হায্‌যা মাদানী (র.).....আত্‌তাব ইব্‌ন আসীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী(সা:) লোকদের কাছে এমন সব ব্যক্তি প্রেরণ করতেন যারা তাদের আঙ্গুর ও উৎপাদিত ফলের পরিমাণ নির্ণয় করতেন।

এই সনদে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ আঙ্গুরের যাকাত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ খেজুর ফল যেমন নির্ণয় করা হয় তেমনি আঙ্গুর নির্ণয় করা হবে। এরপর খেজুর থেকে যেমন শুকনো খেজুর যাকাত হিসাবে প্রদান করা হয়, তেমনি এ থেকেও যাকাত হিসাবে কিসমিস আদায় করা হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–গরীব। ইব্‌ন জুরায়জ এই রিওয়ায়াতটি ইব্‌ন শিহাব, উরওয়া ও আয়েশা (রা.)এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম মুহাম্মাদ (বুখারী) (র.)–কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইব্‌ন জুরায়জ–এর রিওয়ায়াতটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়।সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র.) আত্‌তাব ইব্‌ন আসীদ (রা.) সনদে বর্ণিত হাদীছটি অধিকতর সহীহ্‌।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়ভাবে যাকাত সংগ্রহকারী

٦٤٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ ، كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، حَتّٰى يَرْجِعَ إِلٰى بَيْتِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَيَزِيْدُ بْنُ عِيَاضٍ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ . وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَصَحُّ .

৬৪২। আহ্মাদ ইব্ন মানী' এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তির যে মর্যাদা, ন্যায়ভাবে যাকাত সংগ্রহকারী ব্যক্তিরও সেই মর্যাদা রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। রাবী ইয়াযীদ ইব্ন ইয়াদ হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে যাঈফ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُعْتَدِىْ فِى الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারী

٦٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُعْتَدِىْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِىْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ . وَهٰكَذَا يَقُوْلُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ . وَيَقُوْلُ عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ وابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ وَالصَّحِيْحُ سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ . وَقَوْلُهُ الْمُعْتَدِىْ فِىْ الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا يَقُوْلُ عَلَى الْمُعْتَدِىْ مِنَ الْاِثْمِ كَمَا عَلَى الْمَانِعِ اِذَا مَنَعَ .

৬৪৩. কুতায়বা (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকাত সংগ্রহে সীমালংঘনকারী হল যাকাত প্রদানে বাধাদানকারীর মত।

এই বিষয়ে উমার, উম্মু সালাম ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) থেকে এ সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি গরীব। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) সা'দ ইব্‌ন সিনানের সমালোচনা করেছেন। লায়স ইব্‌ন সা'দ (র.) এইরূপ বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব, সা'দ ইব্‌ন সিনান সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আমি মুহাম্মদ (বুখারী) (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, (সা'দ ইব্‌ন সিনান নয়) সঠিক হল সিনান ইব্‌ন সা'দ। আর এই হাদীছ "যাকাত সংগ্রহে সীমালংঘনকারী হল যাকাত প্রদানে বাধাদানকারীর মত" এর অর্থ হল বাধাদান করার কারণে বাধাদানকারীর যে গুনাহ হয়, তেমনি এ ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারীও তদ্রূপ গুনাহ্‌গার হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ رِضَا الْمُصَدِّقِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি

٦٤٤. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلاَ يُفَارِقَنَّكُمْ إِلاَّ عَنْ رِضًا .

৬৪৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)....জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যাকাত আদায়কারী কর্মচারী তোমাদের নিকট যদি আসে তবে তারা তোমাদের নিকট থেকে যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

٦٤٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ جَرِيْرٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ ، أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُجَالِدٍ. وَقَدْ ضَعَّفَ مُجَالِدًا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ كَثِيْرُ الْغَلَطِ.

৬৪৫. আবূ আম্‌মার হুসাইন ইব্‌ন হুরাইস (র.)....জারীর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, দাউদ শা'বী সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মুজালিদ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে অধিকতর সহীহ্। কোন কোন আলিম মুজালিদকে যাঈফ (দুর্বল) বলেছেন। তিনি বেশীরভাগ ভুল করে থাকেন।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ

অনুচ্ছেদঃ ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া হবে।

٦٤٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَا الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِيْ فُقَرَائِنَا . وَكُنْتُ غُلاَمًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِيْ مِنْهَا قَلُوْصًا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ جُحَيْفَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৬৪৬. আলী ইব্‌ন সাঈদ আল-কিন্দী কূফী (র.)....আবূ জুহায়ফা তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে নবী ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত আদায়কারী এলেন। তিনি আমাদের ধনীদের নিকট থেকে সাদাকা (যাকাত) আদায় করে আমাদের দরিদ্রদের মাঝেই তা বন্টন করে দিলেন। আমি ছিলাম এক ইয়াতীম বালক। আমাকেও তিনি একটি তাজা উট্‌নী দিলেন।

এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ জুহায়ফা (র.) থেকে বর্ণিত হা'দীছটি হাসান গরীব।

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ

অনুচ্ছেদ ঃ যাদের জন্য যাকাত হালাল

٦٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ وَقَالَ عَلِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ (وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدُ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ

فِيْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ، أَوْ خُدُوْشٌ ، أَوْ كُدُوْحٌ . قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُغْنِيْهِ ؟ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْقِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِيْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

৬৪৭. কুতায়বা ও আলী ইব্ন হুজ্‌র (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারো কাছে যদি প্রয়োজন মিটাবার মত কিছু থাকে এতদ্‌সত্ত্বেও যে লোকের কাছে ভিক্ষা চায় তবে কিয়ামতের দিন সে এভাবে উপস্থিত হবে যে যাঞ্ছার কারণে তার চেহারায় খামচানোর বা মারের বা আঘাতের ক্ষত চিহ্ন থাকবে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ কী পরিমাণ সম্পদের কারণে একজন অমুখাপেক্ষী হবে ? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বা সে পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এ রিওয়ায়াতটির কারণে শু'বা (র.) রাবী হাকীম ইব্ন জুবায়র–এর সমালোচনা করছেন।

٦٤٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ لَوْ غَيْرُ حَكِيْمٍ حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ وَمَالِحَكِيْمٍ لاَيُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهٰذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ. وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَبِهٖ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ. قَالُوْا إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ . قَالَ وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلٰى حَدِيْثِ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَوَسَّعُوْا فِيْ هٰذَا وَقَالُوْا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرُ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ .

৬৪৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)....এই হাদীছটি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদাম (র.) সুফিয়ান (র.) সূত্রে হাকীম ইব্‌ন জুবায়র থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। শু'বা (র.)-এর অন্যতম ছাত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান (র.) সুফিয়ান (র.)-কে বললেন, হাকীম ছাড়া অন্য কেউ যদি হাদীছটি রিওয়ায়াত করত ? তখন সুফিয়ান (র.) বললেন, হাকীমের কী হয়েছে, শু' বা কি তাঁর বরাতে হাদীছ বর্ণনা করেন না ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান (র.) বললেন, হ্যাঁ। সুফিয়ান (র.) বললেন, আমি যুবায়দ (র.)-কে এ হাদীছটি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করতে শুনেছি।

আমাদের কোন কোন আলিমদের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.) ও এ মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, যদি কারো কাছে পঞ্চাশ দিরহাম পরিমাণ অর্থ থাকে তবে তার জন্য সাদ্‌কা গ্রহণ হালাল নয়।আর কোন কোন আলিম হাকীম ইব্‌ন জুবায়র (র.)-এর এ হাদীছ অনুসারে আমল করেননি। এ বিষয় তাঁরা আরো সুযোগ রেখেছেন। তাঁরা বলেন, কারো নিকট পঞ্চাশ বা ততোধিক পরিমাণ দিরহাম থাকা সত্ত্বেও সে যদি অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তার জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল। এ হল ইমাম শাফিঈ প্রমুখ ফিক্‌হবিদ আলিমের অভিমত।[১]

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ কার জন্য সাদাকা হালাল নয় ?

٦٤٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَذِيْ مِرَّةٍ سَوِىٍّ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَحُبْشِيِّ ابْنِ جُنَادَةَ، وَقَبِيْصَةَ ابْنِ مُخَارِقٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَقَدْ رُوِىَ فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا مُحْتَاجًا وَلَمْ يَكُنْ

---

১. হানাফী মত অনুসারে যার নিসাব পরিমাণ অর্থ নেই তার জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল।

عِنْدَهُ شَىْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ أَجْزَأُ عَنِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَوَجْهُ هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ .

৬৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার এবং মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ধনী ও সুস্থ–সবল ব্যক্তির জন্য সাদাকা গ্রহণ হালাল নয়।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, হুবশী ইব্‌ন জুনাদা এবং কাসীদা ইব্‌ন মুখারিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। শু'বা (র.) এ হাদীছটি উক্ত সনদে সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে 'মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেননি।এ হাদীছটি ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, ধনী এবং সুস্থ–সবল ব্যক্তির জন্য সাওয়াল করা হালাল নয়। সুস্থ–সবল কোন ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্থ হয় এবং তার কাছে কিছুই না থাকে, তবে যাকাত–সাদাকা প্রদান করা হলে আলিমগণের মতে আদায়কারীর পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে।কোন কোন আলিমগণের অভিমত হল,হাদীছটি কেবল ভিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٦٥٠. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ ، عَنْ حُبْشِىِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُوْلِىْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ أَتَاهُ أَعْرَابِىٌّ فَأَخَذَا بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ. فَعِنْدَ ذَٰلِكَ حَرُمَتِ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِىٍّ وَلاَ لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِىٍّ إِلاَّ لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْغُرْمٍ مُفْظِعٍ ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِىَ بِهِمْ مَالَهُ كَانَ خُمُوْشًا فِىْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ .

৬৫০. আলী ইব্‌ন সাঈদ আল–কিন্‌দী (র.)....হুবশী ইব্‌ন জুনাদা সালূলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ–কে বিদায় হজ্জের সময় বলতে শুনেছি। তিনি তখন আরাফায় উকূফ অবস্থায় ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁর কাছে এল এবং তাঁর চাদরের এক কোণ ধরে তাঁর নিকট কিছু যাঞ্চা করল। তিনি তাকে কিছু দিলেন, লোকটি চলে গেল।আর তখনই ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করে দেওয়া হল।রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কোন ধনী এবং সুস্থবান ব্যক্তির জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হালাল নয়। তবে চরম

দরিদ্র কিংবা দায়ভারে অতিষ্ট ব্যক্তির জন্য জায়েয আছে। অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যদি কেউ ভিক্ষা করে তবে কিয়ামতের দিন সে তার চেহারা খামচানো অবস্থায় ও সে খাবে জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর। এখন যার ইচ্ছা তা কম করুক কিংবা যার ইচ্ছা বেশী করুক।

٦٥١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ ابْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৬৫১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)....আবদুর রহীম ইব্ন সুলায়মান (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ সূত্রের এ হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِيْنَ وَغَيْرِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ দায়গ্রস্ত ও অন্যান্য যাদের জন্য সাদাকা হালাল

٦٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيْبَ رَجُلٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ.فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ . وَ لَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ .
قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجُوَيْرِيَةَ وَاَنَسٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৫২. কুতায়বা (র.)....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে জনৈক ব্যক্তি কিছু ফল (খেজুর) কিনে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তার অনেক ঋণ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সাহাবীদের) বললেন ঃ তোমরা তাকে সাদাকা দাও। লোকেরা তাকে সাদাকা দিল। কিন্তু তা তার ঋণ আদায়ের পরিমাণ হল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার পাওনাদারদের বললেন ঃ যা পেয়েছ নিয়ে নাও। এ ছাড়া তোমাদের (বর্তমানে) আর কিছু নেই।

এ বিষয়ে আয়েশা, জুওয়ায়রিয়া ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদের এ হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَّةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ তাঁর আহলে বায়ত এবং তাঁর আযাদকৃতদের জন্য সাদাকা নিষিদ্ধ

٦٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَيُوْسُفُ ابْنُ يَعْقُوْبَ الضُّبَعِيُّ السَّدُوْسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ سَأَلَ أَصَدَقَةٌ هِيَ أَمْ هَدِيَّةٌ فَإِنْ قَالُوْا صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قَالُوْا هَدِيَّةٌ أَكَلَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِيْ عَمِيْرَةَ (جَدُّ مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ وَاسْمُهُ رُشَيْدُ بْنُ مَالِكٍ) وَمَيْمُوْنِ ابْنِ مِهْرَانَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِيْ رَافِعٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَقِيْلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَدُّ بَهْزُ ابْنُ حَكِيْمٍ اِسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَحَدِيْثُ بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

৬৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....বাহ্য ইব্ন হাকীম তাঁর পিতা-পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কোন কিছু আনা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করতেন এ কি সাদাকা না হাদীয়া ? যদি লোকেরা বলত সাদাকা তবে তিনি তা নিজে খেতেন না।আর যদি বলত হাদীয়া, তবে তিনি খেতেন।

এই বিষয়ে সালমান, আবূ হুরায়রা, আনাস, হাসান ইব্ন আলী, আবূ উমায়র (ইনি হলেন মুআর্‌রাফ ইব্ন ওয়াসিল, তাঁর নাম হল রুশায়দ ইব্ন মালিক), মায়মূন ইব্ন মিহ্‌রান, ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র, আবূ রাফি' ও আবদুর রহ্‌মান ইব্ন আলকামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি আবদুর রহ্‌মান ইব্ন আলকামা, আবদুর রহ্‌মান ইব্ন আবূ আকীল সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।বাহ্য ইব্ন হাকীম (র.)-এর পিতামহের নাম হল মুআবিয়া ইব্ন হায়দা আল-কুশায়রী (র.)। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, বাহ্য ইব্ন হাকীম বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গরীব।

٦٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ . فَقَالَ لِأَبِيْ رَافِعٍ اَصْحَبْنِيْ كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لاَ. حَتّٰى اٰتِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ . فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَتَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ اَبُوْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ اِسْمُهُ اَسْلَمُ، وَابْنُ اَبِيْ رَافِعٍ هُوَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ .

৬৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র.)....আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূলের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। ঐ ব্যক্তি আবূ রাফি'কে বললেন, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।এ থেকে আপনিও কিছু অংশ পেতে পারেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গী হতে পারি না।তারপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।তিনি বললেন ঃ এই সাদাকা আমাদের জন্য হালাল নয়। কোন সম্প্রদায়ের মাওলাগণ (আযাদকৃতগণ) সেই সম্প্রদায়ের লোক বলেই গন্য।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, 'এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। আবূ রাফি' (রা.) হলেন, নবী ﷺ-এর মাওলা (আযাদকৃত), তাঁর নাম আসলাম। তাঁর পুত্র হলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রাফি'। ইনি ছিলেন আলী (রা.)-এর কাতিব (লেখক)।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلٰى ذِي الْقَرَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিকট আত্মীয়দের সাদাকা দেওয়া

٦٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ. فَإِنْ لَمْ

يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ ، فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ. وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ.
وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْنَبَ إِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَجَابِرٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسى حَدِيْثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ . وَهٰكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ سَلْمَانَ ابْنِ عَامِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (عَنِ الرَّبَابِ) . وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ . وَهٰكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ .

৬৫৫. কুতায়বা (র.)....সালমান ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইফ্তার করে তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফ্তার করে, কারণ এতে রয়েছে বরকত।খেজুর না পেলে পানি দিয়ে যেন ইফ্তার করো। কারণ তা পবিত্র।তিনি আরো বলেন ঃ মিসকীনকে সাদাকা দিলে তা কেবল সাদাকাই, আর আত্মীয়কে দিলে তাতে রয়েছে দু'টি সাওয়াব। একটি সাদাকা এবং আরেকটি আত্মীয়তা রক্ষা।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী যায়নাব, জাবির এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সালমান ইব্ন আমির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। রাবী রাবাব (র.) হলেন, সুলাইর কন্যা উম্মুর রায়েহ্। এমনিভাবে সুফিয়ান সাওরী (র.) ও সালমান ইব্ন আমির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শু'বা (র.) সালমান ইব্ন আমির (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সনদে তিনি রাবী রাবাব-এর নাম উল্লেখ করেননি। সুফিয়ান সাওরী এবং ইব্ন উআয়না (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্।ইব্ন আওন এবং হিসাম ইব্ন হাস্সান (র.)ও অনুরূপভাবে হাফসা বিন্ত সীরীন, রাবাব (র.) সালমান ইব্ন আমির (রা.) সূত্রে এটির বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ فِى الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ছাড়াও ধন–সম্পদের হক রয়েছে

٦٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُّوِيَه حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ الْآيَةَ .

৬৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মাদ্দুবিয়া (র.)....ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজেই অথবা অন্য কেউ নবী ﷺ –কে যাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তিনি বললেন ঃ যাকাত ছাড়াও ধন–সম্পদে অবশ্যই আরো হক রয়েছে। তারপর তিনি সূরা বাকারার এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (অর্থ)ঃ কোন পূণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিরানোতে.....শেষ পর্যন্ত (২ঃ১৭৭)

٦٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ عَنْ شَرِيْكٍ ، عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِى الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ . وَأَبُوْ حَمْزَةَ مَيْمُوْنَ الْأَعْوَرُ يُضَعَّفُ . وَرَوَى بَيَانٌ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَوْلَهُ وَهٰذَا أَصَحُّ .

৬৫৭.আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রাহমান (র.).....ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ধন–সম্পদে যাকাত ছাড়া আরো হক রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদ তেমন (শক্তিশালী) নয়। রাবী আবূ হাম্যা মায়মূন আওআরকে যাঈফ বলা হয়। বায়ান ও ইসমাঈল ইব্ন সালিম (র.) এ হাদীছ শা'বী (র.) থেকে তাঁর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন। আর এটি অধিকতর সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকার ফযীলত

٦٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُوْ فِيْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَأَنَسٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى . وَحَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَبُرَيْدَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৫৮. কুতায়বা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন হালাল ও পবিত্র মাল থেকে সাদাকা দেয় আর আল্লাহ্ তো পবিত্র ও হালাল ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না। তখন দয়াময় তাঁর ডান হাতে তা গ্রহণ করেন। একটি খর্জুর দানা হলেও তা দয়াময়ের হাতের তালুতে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি তা পাহাড় থেকে বিরাট হয়, যেমন তোমাদের তত্ত্বাবধানে তোমাদের ঘোড়া বা গাভীর বাচ্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই বিষয়ে আয়েশা, আদী ইব্ন হাতিম, আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা, হারিসা ইব্ন ওয়াহাব, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ এবং বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٦٥٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ ، فَيُرَبِّيْهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ . حَتّٰى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ . وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ: أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِيْ الصَّدَقَاتِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا. وَقَد قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَمَا يُشْبِهُ هٰذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ . وَنُزُوْلِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا. قَالُوْا قَدْتَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِىْ هٰذَا وَيُؤْمِنُ بِهَا وَلَايُتَوَهَّمُ ، وَلَايُقَالُ ، كَيْفَ ؟ هٰكَذَا رُوِىَ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، إِنَّهُمْ قَالُوْا فِىْ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ أَمِرُّوْهَا بِلاَ كَيْفٍ.وَهٰكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوْا هٰذَا تَشْبِيْهٌ . وَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِىْ غَيْرِمَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ . فَتَأَوَّلَتِ الْجَهْمِيَّةُ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ فَفَسَّرُوْهَا عَلٰى غَيْرِ مَافَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ . وَقَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَخْلُقْ اٰدَمَ بِيَدِهِ . وَقَالُوْا إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ هٰهُنَا الْقُوَّةُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّمَا يَكُوْنُ التَّشْبِيْهُ إِذَا قَالَ يَدٌكَيَدٍ أَوْ مِثْلُ يَدٍ ، أَوْ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْمِثْلُ سَمْعٍ فَهٰذَا التَّشْبِيْهُ . وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ ، وَلاَ يَقُوْلُ كَيْفَ وَلاَ يَقُوْلُ مِثْلُ سَمْعٍ وَلاَ كَسَمْعٍ ، فَهٰذَا لاَيَكُوْنُ تَشْبِيْهًا . وَهُوَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِىْ كِتَابِهِ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ .

৬৫৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আ'লা (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ অবশ্যই সাদাকা কবূল করেন। আর তিনি তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এবং তোমাদের জন্য লালন করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ বাচ্চা লালন করে ; এমনকি একটি লুক্মা (পরিমাণ দান) উহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। এ বিষয়ে কিতাবুল্লাহ্র সমর্থন রয়েছে। ইরশাদ হলোঃ (অর্থ) "তিনি বান্দাদের তাওবা কবূল করেন এবং সাদাকা গ্রহণ করেন।" (৯ঃ ১০৪)।(অর্থ)ঃ "অল্লাহ্ সূদ নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকা বর্ধিত করেন"।(২ ঃ ২৭৬)।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি সহীহ্।আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।এই হাদীছ এবং আরো এই ধরণের যে সমস্ত হাদীছে আল্লাহ্‌র সিফাত বা প্রত্যেক রাতে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে আল্লাহ্ তা'আলার অবতরণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সে সকল হাদীছ সম্পর্কে একাধিক বিশেষজ্ঞ আলিমের বক্তব্য হল যে, এই ধরণের রিওয়ায়াত সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। এগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে হবে। এই সব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা যাবে না এবং তা কি ধরণের সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করা যাবে না।ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস, সুফিয়ান ইব্‌ন উআয়না, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.) প্রমূখ ইমামদের থেকে এই ধরণের বক্তব্য বর্ণিত আছে। এই ধরণের হাদীছগুলো সম্পর্কে তাঁরা বলেন, কি ধরণের ? সে প্রশ্ন না তুলে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে সেভাবেই তা মেনে নাও। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলিমগণ এ অভিমতই পোষণ করেন।কিন্তু জাহামীয়্যা[1] সম্প্রদায় এই সমস্ত রিওয়ায়াত অস্বীকার করে ; তারা বলে, এগুলো তো হল উপমাবোধক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে 'اَلْيَدُ' (হাত) 'اَلسَّمْعُ' (কর্ণ) 'اَلْبَصَرُ' (চক্ষু) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। জাহমিয়্যা সম্প্রদায় এই আয়াতসমূহের রূপক অর্থ করে থাকে এবং আলিমদের ব্যাখ্যার বিপরীত এগুলোর ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর হাত দিয়ে বানাননি। তারা বলে এখানে 'হাত' অর্থ হল 'শক্তি'।ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.) বলেন, যদি (মানুষের) হাতের মত (আল্লাহ্‌র) হাত বা হাতের অনুরূপ হাত কিংবা (মানুষের) কানের মত (আল্লাহ্‌র) কান বা কানের অনুরূপ বলা হত তবে তা আল্লাহর সঙ্গে (সৃষ্টি বিষয়ের) উপমা প্রদান বলে গণ্য হত। কিন্তু আল্লাহ্ যখন বলেন 'يَدٌ' (হাত) 'سَمْعٌ' (কর্ণ), 'بَصَرٌ' (চক্ষু), তখন তা সাদৃশ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ এখানে এর রকম বা অনুরূপ বা মত এই কথা বলা হয়নি। এটি এমন, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয় ; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (৪২ ঃ ১১)।

٦٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ صَدَقَةٌ فِيْ رَمَضَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِذَاكَ الْقَوِيِّ .

---

১. জাহ্‌ম ইব্‌ন সাফওয়ানের অনুসারী মু'তাযিলা সম্প্রদায়, এরা আল্লাহ্‌র সিফাতসমূহকে অস্বীকার করে এবং কুরআন সৃষ্ট বলে ধারণা করে।

৬৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রামাযানের পর সবচে ফযীলতের রোযা কোনটি ? তিনি বললেন, রামাযানের সন্মানার্থে শা'বান (সিয়াম পালন করা)। প্রশ্নকারী বললেন, কোন সাদ্কা সবচে ফযীলতের ? তিনি বললেন ঃ রামাযান মাসের সাদ্কা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গরীব। রাবী সাদ্কা ইবন মূসা হাদীছবেত্তাগণের নিকট তেমন নির্ভরযোগ্য নয়।

٦٦١. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسَى الْخَزَّازُ الْبَصْرِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيْتَةِ السُّوْءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৬৬১.. উক্বা ইব্ন মুকরাম আম্মী আল-বাসরী (রা.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাদাকা অবশ্যই রবের (আল্লাহ্ তা'আলার) ক্রোধ প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু রোধ করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حَقِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাঞ্চাকারীর হক

٦٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلٰى بَابِىْ فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أَعْطِيْهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ لَمْ تَجِدِىْ شَيْئًا تُعْطِيْنَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا ، فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِىْ يَدِهِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ أُمَامَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ أُمِّ بُجَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৬২. কুতায়বা (র.)....আবদুর রহমান ইব্‌ন বুজায়দ তাঁর দাদী (রা.) হতে যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বায়'আত করেছেন তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! মিস্‌কীন আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমি তাঁকে দেয়ার মত কিছু পাইনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তাকে দেওয়ার মত যদি আগুনে পোড়া ক্ষুর ব্যতিত অন্য কিছু না পাও তাহলে তাই তার হাতে তুলে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ বিষয়ে আলী, হুসাইন ইব্‌ন আলী,আবূ হুরায়রা ও আবূ উমামা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উম্মে বুজায়দা বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ মুআল্লাফাতুল কুলূবদের প্রদান করা

٦٦٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِيْنِيْ حَتّٰى إِنَّهُ لَاَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِهٰذَا أَوْ شِبْهِهِ فِي الْمُذَاكَرَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ أَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . وَكَأَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ إِنَّمَا هُوَ (سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ).

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ. فَرَأٰى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَيُعْطَوْا وَقَالُوْا إِنَّمَا كَانُوْا قَوْمًا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَأَلَّفُهُمْ عَلَى الْإِسْلاَمِ حَتّٰى أَسْلَمُوْا. وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُّعْطَوْا الْيَوْمَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلٰى

مِثْلِ هٰذَا الْمَعْنٰى . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ عَلٰى مِثْلِ حَالِ هٰؤُلاَءِ وَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَعْطَاهُمْ جَازَ ذٰلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

৬৬৩. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)......সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়ন যুদ্ধের সময় আমাকে দান করেন।তিনি (মুহাম্মদ) ﷺ ছিলেন আমার নিকট সৃষ্টির মধ্যে সবচে ঘৃণ্য ব্যক্তি। কিন্তু তিনি আমাকে দান করতে থাকলেন, এমনকি তিনি আমার কাছে হয়ে গেলেন সৃষ্টির মধ্যে সবচে প্রিয় ব্যক্তি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাসান ইব্‌ন আলী (রা.) আমাকে এইরূপ বা এর মতই রিওয়ায়াত করেছেন। এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সাফওয়ান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি মা'মার (র.) প্রমূখ রাবী যুহরী, সাঈদ ইবনুল মুস্যাইয়াব (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দিলেন......। এই সূত্রটি যেন অধিকতর সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ সাঈদ ইব্‌ন মুস্যাইয়াব (র.) (এরপরে) 'عَنْ صَفْوَانَ' এর স্থলে 'أَنَّ صَفْوَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ' অধিক বিশুদ্ধ।

'মুআল্লাফাতুল কুলূব'[১]-কে যাকাত প্রদান করা সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের অভিমত হল (বর্তমানে) আর তাদের যাকাত দেওয়া হবে না। তাঁরা বলেন, এরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগের একদল লোক। ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের হৃদয় আকর্ষণ কল্পে তিনি তাদের দান করতেন। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।বর্তমান যুগে এই উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা হবেনা বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, কূফাবাসী ফকীহ্ প্রমূখ উলামার অভিমত এই। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.) ও এই মত পোষণ করেন। কোন কোন আলিম বলেন, এই ক্ষেত্রে বর্তমানেও যদি কারো অবস্থা ওদের মত হয় আর মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাদের যাকাত প্রদান করেন তবে তা জায়েয হবে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এই অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদ্‌কাদাতা যদি তার সাদাকাকৃত সম্পদের ওয়ারিস হয়

٦٦٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ

১. যাদেরকে হৃদয় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে দান করা হয়।

أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّىْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى أُمِّىْ بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ . قَالَ وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ . قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا ؟ قَالَ صُوْمِىْ عَنْهَا. قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ . حُجِّىْ عَنْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . لَايُعْرَفُ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا حَلَّتْ لَهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ شَىْءٍ جَعَلَهَا لِلّٰهِ فَإِذَا وَرِثَهَا فَيُجِبُ أَنْ يَصْرِفَهَا فِىْ مِثْلِهِ . وَرَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَزُهَيْر هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَطَاءٍ .

৬৬৪. আলী ইব্ন হুজ্র (র.)…. বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট বসাছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার মাকে একটি দাসী সাদাকা করেছিলাম। তিনি এখন ইন্তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার সাওয়াব তো সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর মীরাস একে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। মহিলাটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মায়ের উপর এক মাসের সিয়াম ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে সে সিয়াম আদায় করতে পারি ? তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে তুমি সিয়াম পালন করতে পার। মহিলাটি বলল, মা তো কোন হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে নাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্। বুরায়দা (রা.)–এর হাদীছটি এ সূত্র ছাড়া জানা যায় না। রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতা হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য।অধিকাংশ আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি কিছু সাদাকা করে, পরে আবার সে জিনিসটির যদি সে ওয়ারিস হয় তবে তা তার জন্য হালাল।কোন কোন আলিম বলেন, সাদাকা তো হল এমন বিষয় যা আল্লাহ্র জন্য দিয়ে দিয়েছে।সুতরাং কেউ যদি মালের ওয়ারিস হয় তবে অনুরূপ কোন খাতে ব্যয় করে

দেওয়া ওয়াজিব।সুফিয়ান সাওরী ও যুহায়র (র.) ও এই হাদীছটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতা (র.)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকা ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ

٦٦٥. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ رَاٰهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَّشْتَرِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৬৬৫. হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী (র.)....উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহ্‌র পথে একটি ঘোড়া একজনকে দান করেছিলেন। পরে সেটি বিক্রি হতে দেখে তিনি কিনে নিতে ইচ্ছা করলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তোমার সাদাকা তুমি ফিরিয়ে নিও না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। অধিকাংশ আলিম এর আমল এই হাদীছের উপর।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদাকা করা

٦٦٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِيْ مَخْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَبِهِ يَقُوْلُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ لَيْسَ شَىْءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ إِلاَّ الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ . وَقَدْ رَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً. قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ لِىْ مَخْرَفًا يَعْنِىْ بُسْتَانًا .

৬৬৬. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদাকা করি তবে তা কি তার কোন উপকারে আসবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল, আমার একটি বাগান আছে। আপনাকে সাক্ষী করে এটিকে আমি তার পক্ষ থেকে সাদাকা করে দিলাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আলিমগণ এ অনুসারেই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, সাদাকা এবং দু'আ ছাড়া মৃত ব্যক্তির নিকট কিছুই পৌঁছায় না। কেউ কেউ এই হাদীছটি আম্‌র ইব্‌ন দীনার থেকে ইকরামা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন। 'مَخْرَفًا' অর্থ ফল বাগান।

بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর ব্যয় করা

٦٦٧. **حَدَّثَنَا هَنَّادٌ** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىُّ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ لاَ تُنْفِقُ اِمْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَ لاَ الطَّعَامُ ، قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا . وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِىْ بَكْرٍ وَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ أَبِىْ أُمَامَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৬৬৭. হান্নাদ (র.)....আবূ উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি যে, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মহিলা তার ঘরের

কোন জিনিষ ব্যয় করবে না। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! খাদ্য দ্রব্যও না ? তিনি বললেন ঃ এ তো আমাদের উৎকৃষ্ট মাল।

এই বিষয়ে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, আসমা বিন্ত আবূ বাক্র, আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর এবং আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

٦٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَ الزَّوْجُ مِثْلُ ذٰلِكَ ، وَ لِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَ لاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَهُ بِمَا كَسَبَ وَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৬৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ কোন মহিলা তার স্বামীর ঘর থেকে সাদাকা করলে এতে তার সাওয়াব হয় আর স্বামীরও অনুরূপ সাওয়াব। আর খাজাঞ্চীরও হয় অনুরূপ সাওয়াব। এদের কেউ কারো সাওয়াব কমাতে পারবে না। স্বামী সাওয়াব পাবে কামাই করার আর স্ত্রী সাওয়াব পাবে তা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করার।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

٦٦٩. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيْبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ لَهَا مَانَوَتْ حَسَنًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، وَعَمْرُوبْنُ مُرَّةَ لاَ يَذْكُرُ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ .

৬৬৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন মহিলা তার স্বামীর ঘর থেকে মন্দ অভিপ্রায় না নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দান করে,

তখন তার জন্য রয়েছে তার স্বামীর সমান সাওয়াব। স্ত্রী এই সাওয়াব পাবে তার ভাল নিয়্যতের জন্য। এমনিভাবে খাজাঞ্চীও সে পরিমাণ সাওয়াব পাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্। আম্‌র ইব্‌ন মুররা থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে এই হাদীছটি অধিকতর সহীহ্। আম্‌র ইব্‌ন মুর্‌রা তাঁর সনদের মাসরূক–এর নাম উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকাতুল ফিত্‌র

٦٧٠. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ ، فَتَكَلَّمَ . فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ إِنِّيْ لأَرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَلاَ أَزَالُ أَخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلاَّ مِنَ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ . وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ يَرَوْنَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

৬৭০. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদের মাঝে ছিলেন, তখন আমরা সাদাকা ফিত্‌র হিসাবে (মাথা পিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্য বা এক সা' পরিমাণ যব বা এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ কিসমিস বা এক সা'

পরিমাণ পনির আদায় করতাম।এ ভাবেই আমরা সাদাকা আদায় করছিলাম। অবশেষে একবার মুআবিয়া (রা.) (তাঁর খিলাফত কালে) মদীনায় এলেন এবং (বিভিন্ন বিষয়) লোকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁর অলোচনার মধ্যে এ–ও ছিল যে, তিনি বললেন, শামের (সিরিয়ার) দুই মুদ্ পরিমাণ গম এক সা' পরিমাণ খেজুরের সমান বলে আমার মনে হয়।লোকেরা তাঁর এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, কিন্তু আমি এর পূর্বে থেকে এই বিষয়ে যা আদায় করতাম পরেও সেই ভাবেই আদায় করতে থাকব।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্। এ হাদীছ অনুসারে কোন কোন আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রে এক সা' পরিমাণ (ফিত্‌রা) দিতে হবে বলে মনে করেন। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।সাহাবী এবং অপরাপর কতক আলিম বলেন, গম ছাড়া অন্যান্য জিনিস থেকে এক সা' আর গম থেকে অর্ধ সা'ই যথেষ্ট।এ হল সুফিয়ান সাওরী, ইব্‌ন মুবারক এবং কূফাবাসী আলিমগণের বক্তব্য।তাঁরা গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' বলে মনে করেন।

٦٧١. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ، صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هٰرُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيْثَ. حَدَّثَنَا جَارُوْدُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هٰرُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثَ.

৬৭১. উক্‌বা ইব্‌ন মুকরাম বাসরী (র.)....আম্‌র ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতা–পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কার পথে পথে ঘোষণা দেওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন যে, জেনে রাখ মুসলিম নর–নারী, আযাদ–গোলাম, বড়–ছোট প্রত্যেকের উপর দুই মুদ[১] গম বা অন্যান্য খাদ্যের ক্ষেত্রে এক সা' পরিমাণ সাদাকাতুল ফিত্‌র প্রদান করা ওয়াজিব।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গরীব হাসান।

٦٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَ الْأُنْثٰى،

১. মুদ –এক সা'র এক চতুর্থাংশ। হানাফী মতে দুই রতল।

وَالْحُرِّ وَ الْمَمْلُوْكِ ، صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ . قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلٰى نِصْفِ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ فِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِىْ ذُبَابٍ ، وَ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِىْ صُعَيْرٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

৬৭২. কুতায়বা (র.)....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নর-নারী, আযাদ-গোলাম, বড়-ছোট প্রত্যেকের উপর সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে এক সা' পরিমাণ খেজুর বা এক সা' পরিমাণ যব প্রদান অবশ্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাবী বলেন, পরে লোকেরা গম আধা সা' পরিমাণ এর সমান বলে মেনে নিয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, ইব্‌ন আব্বাস, হারিস ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবাব-এর পিতামহ, সালাবা ইব্‌ন আবূ শুআয়র এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٦٧٣. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنِ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ رَوٰى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ أَيُّوْبَ . وَ زَادَ فِيْهِ (مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) . وَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ) . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ هٰذَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيْدٌ غَيْرُ مُسْلِمِيْنَ ، لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ . وَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَدِّىْ عَنْهُمْ ، وَاِنْ كَانُوْا غَيْرَ مُسْلِمِيْنَ

وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَاِسْحٰقَ .

৬৭৩. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.).....আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযাদ-গোলাম, নর-নারী প্রত্যেক মুসলিমের উপর রামাযানের সাদ্‌কাতুল ফিত্‌র হিসাবে এক সা' খেজুর বা এক সা' যব ফরয বলে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। মালিক (র.) নাফি', ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আইয়্যুব-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।তবে এতে 'مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ' শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে। আরো অনেকে নাফি' (র.) থেকে এটির রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁরা 'مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ' শব্দের উল্লেখ করেননি। এই বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যদি কারো অমুসলিম দাস-দাসী থাকে তবে তাদের পক্ষ থেকে তাকে সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতে হবে না। এ হল ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (র.)-এর অভিমত। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা অমুসলিম হলেও তাদের পক্ষ থেকে (মালিককে) ফিত্‌রা আদায় করতে হবে। এ হল ইমাম সাওরী, ইব্‌ন মুবারক ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ تَقْدِيْمُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের পূর্বেই ফিত্‌রা আদায় করা

٦٧٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، أَبُوْعَمْرٍو الْحَذَّاءَ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ الزِّنَادِ ، عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَن يُّخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ .

৬৭৪. মুসলিম ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন মুসলিম, আবূ আম্‌র হায্‌যা আল-মাদানী (র.)....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিত্‌রের দিন সালাতের উদ্দেশ্যে অতি ভোরে রওনা হওয়ার আগেই (যাকাত-ফিত্‌রা) আদায় করে দিতে নির্দেশ দিতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্ গরীব।আলিমগণের অভিমত যে, ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে ভোরে বের হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করা মুস্তাহাব।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়ে ত্বরান্বিত করা

٦٧٥. **حَدَّثَنَا** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ،عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ .

৬৭৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আব্বাস্ (রা.) সময় আসার আগে যাকাত আদায় ত্বরান্বিত করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি তাঁকে এতে অনুমতি দিলেন।

٦٧٦. **حَدَّثَنَا** اَلْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ، عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَازَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ. قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى لاَأَعْرِفُ حَدِيْثَ تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَحَدِيْثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ عِنْدِىْ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ إِسْرَائِيْلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ. وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً .وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا. فَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَيُعَجِّلُهَا . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ. قَالَ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ لاَيُعَجِّلَهَا . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ. وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ.

৬৭৬. কাসিম ইব্ন দীনার কূফী (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমার (রা.)-

কে বলেছিলেন ঃ আমরা বছরের প্রথমেই আব্বাস-এর এই বছরের যাকাতও নিয়ে নিয়েছি।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, অগ্রিম যাকাত প্রদান সম্পর্কে ইসরাঈল -হাজ্জাজ ইব্ন দীনার সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটি, এ ছাড়া আর কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে জানিনা। ইসরাঈল-হাজ্জাজ ইব্ন দীনার সূত্রের তুলনায় ইসমাঈল ইব্ন যাকারিয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি আমার নিকট অধিকতর সহীহ্। এটি হাকাম ইব্ন উতায়বা-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।যাকাত আদায়ের সময় হওয়ার আগেই অগ্রিম যাকাত প্রদান করা সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিম অগ্রিম যাকাত প্রদান না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। এ হল সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর বক্তব্য। তিনি বলেন, যাকাত অগ্রিম প্রদান না করাই আমার নিকট মুস্তাহাব। অধিকাংশ আলিম বলেন, যাকাত ধার্য হওয়ার নির্ধারিত সময়ের আগেই যদি যাকাত অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা আদায় হয়ে যাবে। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ

٦٧٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَأَنْ يَّغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيْ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَّسْأَلَ رَجُلاً ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذٰلِكَ ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَمَسْعُوْدِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَثَوْبَانَ وَزِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ وَأَنَسٍ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَقَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ وَسَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ.

৬৭৭. হান্নাদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ ভোরে বের হয়ে যাবে এবং লাকড়ী কুড়িয়ে পিঠে বয়ে আনবে আর তা থেকে সাদাকা করবে এবং লোকদের (সামনে হাত পাতা) থেকে অভাবমুক্ত থাকবে, এ তার জন্য এর চাইতে উত্তম যে, সে কারো কাছে সাওয়াল করবে, যে তাকে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। অবশ্যই উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত থেকে উত্তম। আর পরিবারের যাদের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত (খরচের বেলায়) তাদের থেকে তুমি শুরু করবে।

এই বিষয়ে হাকীম ইব্ন হিযাম, আবূ সাঈদ খুদ্‌রী, যুবায়র ইব্ন আওওয়াম, আতিয়্যা আত্-সা'দী, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, মাসউদ ইব্ন আম্‌র, ইব্ন আব্বাস, সাওবান, যিয়াদ ইব্ন হারিস সুদাঈ, আনাস, হুবশী ইব্ন জুনাদা, কাবীসা ইব্ন মুখারিক, সামুরা এবং ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ্ গরীব। বায়ান -এর কায়স (র.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি গরীব বলে মনে করা হয়েছে।

٦٧٨. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلاَّ أَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِيْ أَمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৭৮. মাহ্‌মূদ ইব্ন গায়লান (র.)....সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যাচ্ঞা হল একটি হীন শ্রান্তিকর কাজ ; এর দ্বারা মানুষ তার চেহারাকেই শ্রান্ত করে ফেলে। তবে শাসকের নিকট কিছু দাবী করা বা এমন অবস্থায় চাওয়া যা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তা হল ভিন্ন কথা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্।

كِتَابُ الصَّوْمِ

সাওম অধ্যায়

كِتَابُ الصَّوْمِ

সাওম অধ্যায়

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসের ফযীলত

٦٧٩. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَم يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَابَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَلْمَانَ .

৬৭৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আলা ইব্ন কুরায়ব (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রামাযান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিন্দের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না ; জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও আর বন্ধ করা হয় না।আর

একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন ঃ হে কল্যাণকামী ! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত ! বিরত হও। আর মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে জাহান্নাম থেকে বহু লোককে মুক্তি দান। প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে।

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, ইব্ন মাসউদ ও সালমান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٦٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى سَلْمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ الَّذِىْ رَوَاهُ أَبُوْ بَكْرِبْنُ عَيَّاشٍ، حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ بَكْرٍ. قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ؟ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ . قَالَ مُحَمَّدُ وَهٰذَا أَصَحُّ عِنْدِىْ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ .

৬৮০. হান্নাদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রামাযান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং (তারাবীহ্, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির জন্য) রাত্রি জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় লায়লাতুল কাদ্‌রের (সালাত ইত্যাদির জন্য) রাত্রি জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ বাক্র ইব্ন আইয়াস (র.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গরীব। আ'মাশ আবূ সালিহ্ (র.) সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে আবূ বাকর–এর সূত্র ছাড়া আমরা কিছু জানিনা। আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (বুখারী র.)–কে এ হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, হাসান ইব্ন রাবী' আবূল আহওয়াস, আমাশ, মুজাহিদ (র.) থেকে তাঁর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত, রামাযান মাসের প্রথম রাতে.......... হাদীছের শেষ

পর্যন্ত। মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী র.) বলেন, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আইয়াশের তুলনায় আমার নিকট এ সনদটি অধিক সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ لاَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাস আগমণের পূর্বক্ষণে সিয়াম পালন করবে না

٦٨١ . حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقَدَّمُوْا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَبِيَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُّوَافِقَ ذٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ ، صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ ثُمَّ أَفْطِرُوْا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوْا اَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَعْنَى رَمَضَانَ . وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُوْمُ صَوْمًا فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَالِكَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ .

৬৮১. আবূ কুরায়ব (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেনঃ রামাযান মাস আগমনের একদিন বা দুই দিন পূর্ব থেকে তোমরা (নফল) সিয়াম পালন করবে না। হ্যাঁ, যদি বা তোমাদের কারো পূর্ব (অভ্যাস অনুসারে) সিয়াম পালনের দিনে পড়ে যায়, তবে সে দিনের সিয়াম পালন করতে পার। তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই ইফ্‌তার করবে (সিয়াম ছাড়বে)। যদি (২৯ তারিখে) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে (ফলে তোমরা চাঁদ দেখতে না পাও) তবে সংখ্যা ত্রিশ পূরা করবে এরপর ইফ্‌তার করবে। (সিয়াম ছাড়বে)।

এ বিষয়ে কতক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্।এ হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। রামাযানের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রামাযান মাস শুরুর অব্যবহতি পূর্বে সিয়াম পালন করা মাকরূহ বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে কারো যদি নির্ধারিত কোন দিনে সিয়াম পালনের পূর্ব অভ্যাস থাকে এবং রামাযানের পূর্বের দিন সে দিনে পড়ে তবে এদিনে তার সিয়াম পালনে তাদের মতে কোন দোষ নাই।

٦٨٢ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِيْ

كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلْمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَقَدَّمُوْا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَن يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৮২. হান্নাদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রামাযান মাস শুরুর একদিন বা দুই দিন পূর্বে তোমরা সিয়াম পালন করবে না। হ্যাঁ, যদি কেউ এমন হয় যে, সে পূর্ব থেকেই এই দিনের সিয়াম পালন করত, তবে সে তা পালন করতে পারে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহযুক্ত দিনে সিয়াম পালন মাকরূহ

٦٨٣. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ سَعِيْدٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِيِّ عَنْ اَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوْا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّيْ صَائِمٌ . فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَشُكُّ فِيْهِ النَّاسُ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ.قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَمَّارٍ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . كَرِهُوْا أَنْ يَّصُوْمَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ . وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ ، فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَنْ يَّقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ .

৬৮৩. আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)....সিলা ইব্ন যুফার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.)-এর কাছে ছিলাম। তখন একটি ভূনা বক্রী (আহারের জন্য) হাযির করা হয়। তিনি বললেন, সবাই খাও। কিন্তু একজন দূরে সরে বলল, আমি সায়িম-রোযাদার।আম্মার (রা.) বললেন, যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত দিনে সিয়াম পালন করল, সে আবূল কাসিম-এর নাফরমানী করল।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আম্মার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্।এই হাদীছ অনুসারে নবী ﷺ-এর সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী যুগের তাবিঈদের মধ্য থেকে অধিকাংশ আলিম-এর আমল রয়েছে।সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইব্ন আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই। তাঁরা সন্দেহের দিন সিয়াম পালন করা মাকরূহ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ যদি উক্ত দিনের সিয়াম পালন করে আর তা যদি রামাযান মাসের হয়, অধিকাংশ আলিমের মতে, তবুও তাকে এই দিনের স্থলে একদিনের সিয়াম কাযা করতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ إِحْصَاءِ هِلاَلِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের উদ্দেশ্যে শা'বানের চাঁদের গণনা

٦٨٤. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْصُوْا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هٰذَا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ. وَالصَّحِيْحُ مَارُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَقَدَّمُوْا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَ لاَ يَوْمَيْنِ، وَهٰكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيِّ .

৬৮৪. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রামাযানের উদ্দেশ্যে শা'বানের চাঁদেরও হিসাব রাখবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ মুআবিয়ার সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.)–এর হাদীছটি এরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। সহীহ্ রিওয়ায়াত হল, মুহাম্মদ ইব্ন আম্র আবূ সালামা, আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমরা রামাযান মাসকে একদিন বা দুইদিন এগিয়ে নিয়ে আসবে না।ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর, আবূ সালামা, আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র লায়সী–এর রিওয়ায়াতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَالإِفْطَارَ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করা এবং চাঁদ দেখে তা ভঙ্গ করা

٦٨٥. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

৬৮৫. কুতায়বা (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রামাযানের পূর্বে তোমরা সিয়াম পালন করবে না। রামাযানের চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করবে এবং আবার চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ করবে।যদি মেঘের কারণে আড়াল হয় তবে ত্রিশ দিন পূরণ করবে।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ বাক্রা ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্। এটি তাঁর থেকে একাধিক স্থলে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়

٦٨٦. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ أَخْبَرَنِيْ عِيْسَى بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارٍ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَاصُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلاَثِيْنَ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِىْ بَكَرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ .

৬৮৬. আহ্মাদ ইব্ন মানী'(র.)...ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ সঙ্গে যতবার ত্রিশ দিন সিয়াম পালন করেছি, তদপেক্ষা বেশীবার ঊনত্রিশ দিন সিয়াম পালন করেছি।

এ বিষয়ে উমার, আবূ হুরায়রা, আয়েশা, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমার, আনাস, জাবির, উম্মু সালাম, আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

٦٨٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ اِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَقَامَ فِىْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا. قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ اٰلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৮৭. আলী ইব্ন হুজ্র (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিনীগণের সঙ্গে একমাসের ইলা[১] করেন। তখন তিনি ঊনত্রিশ দিন গৃহের উপরে নিবৃত কক্ষে অবস্থান করেন।লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনি তো একমাসের জন্য ইলা করেছিলেন ? তিনি বললেন ঃ এ মাস ঊনত্রিশ দিনের।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে সিয়াম পালন

٦٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى

---

১. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম করা। বিস্তারিত ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে দেখুন।

النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ . قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ يَا بِلاَلُ ! أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا .

৬৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ কাছে এসে বলল, আমি (রামাযানের) চাঁদ দেখেছি, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই ? তুমি কি আরো সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ ﷺ. আল্লাহ্র রাসূল ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দাও তারা যেন আগামী কাল সিয়াম পালন করে।

٦٨٩ . **حَدَّثَنَا** أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ ، نَحْوَهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْهِ إِخْتِلاَفٌ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً . وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكٍ رَوَوْا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً . وَ الْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوْا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ . وَبِهِ يَقُوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ . قَالَ إِسْحٰقُ لاَيُصَامُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَلَمْ يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِفْطَارِ ، أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ فِيْهِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ .

৬৮৯. আবূ কুরায়ব (র.)....সিমাক ইব্ন হার্ব (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এ হাদীছটির সনদে মতভেদ রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী প্রমূখ এটিকে সিমাক ইব্ন হার্ব, ইকরিমা সুত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে রিওয়ায়াত করেছেন। সিমাক (র.)–এর অধিকাংশ ছাত্র সিমাক–ইকরিমা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, সিয়ামের ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্যই গ্রহণীয়। ইব্ন মুবারক, শাফিঈ ও আহ্মাদ (র.) ও কূফাবাসীর (ইমাম আবূ হানীফা (র.) বক্তব্য এ–ই। ইসহাক (র.) বলেন, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া সিয়াম পালন করা যাবেনা। তবে সিয়াম ভঙ্গের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ নেই যে, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ شَهْرَا عِيدٍ لاَيَنْقُصَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের মাস কম হয় না

٦٩٠. حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِىُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرَا عِيدٍ لاَيَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ أَبِىْ بَكْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً. قَالَ أَحْمَدُ مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ شَهْرَا عِيْدٍ لاَيَنْقُصَانِ يَقُوْلُ لاَيَنْقُصَانِ مَعًا فِى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُوالْحِجَّةِ. إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْأٰخَرُ وَقَالَ إِسْحٰقُ مَعْنَاهُ لاَيَنْقُصَانِ يَقُوْلُ وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانٍ . وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحٰقَ يَكُوْنُ يَنْقُصُ الشَّهْرَانِ مَعًا فِىْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ .

৬৯০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ বাসরী (র)....আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ দুই ঈদের মাস রামাযান ও যুলহিজ্জা (একসঙ্গে) হ্রাস পায় না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এই হাদীছটি আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌রা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে।ইমাম আহ্‌মাদ (র.) বলেন, "দুই ঈদের মাস একসাথে কম হয় না।একটি মাস যদি কম হয় তবে অপরটি পূর্ণ হবে"।ইসহাক (র.) বলেন, কম হবেনা অর্থ হল, মাসটি ঊনত্রিশ দিনে হলেও এটি পূর্ণ মাস হিসেবে গণ্য। তাতে কোন অপূর্ণতা নেই। ইসহাক (র.)–এর মতানুসারে বুঝা যায়, একই বছরে এই দুই মাস কম হতে পারে।

بَابُ مَاجَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চন্দ্র দর্শনই কার্যকর

٦٩١. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِىْ حَرْمَلَةَ ، أَخْبَرَنِىْ كُرَيْبٌ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلٰى

مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ . قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ . فَرَأَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِىْ آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِىْ اِبْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ ؟ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقُلْتُ رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ لٰكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ أَلاَ تَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ قَالَ لاَ هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ .

৬৯১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)....কুরায়ব (র.) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফাযল বিন্‌ত হারিস (রা.) তাকে মুআবিয়া (রা.)–এর নিকট শামে (সিরিয়ায়) প্রেরণ করেছিলেন। কুরায়ব (র.) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছে উম্মুল ফায্‌লের কাজ সমাধা করলাম। সিরিয়ায় থাকতে থাকতেই রামাযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমুআর রাতে আমরা চাঁদ দেখলাম।এরপর রামাযানের শেষের দিকে আমি মদীনায় এলাম।ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমাকে (কুশলাদি) জিজ্ঞাসা করার পর চাঁদ দেখা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ ? আমি বললাম, জুম্‌আর রাতে আমরা চাঁদ দেখেছি।তিনি বললেন, তুমি নিজে জুম্‌আর রাতে দেখেছ ? আমি বললাম, লোকেরা দেখেছে এবং তারা নিজেরাও সিয়াম পালন (শুরু) করেছে, মুআবিয়া (রা.)ও সিয়াম পালন করেছেন।তিনি বললেন, কিন্তু আমরা তো তা শনিবার রাতে দেখেছি। সুতরাং আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব এবং ত্রিশ দিন পূরা হওয়া পর্যন্ত অথবা (এর পূর্বে) আমরা চাঁদ দেখতে পাই। আমি বললাম, আপনি কি মুআবিয়া (রা.)–এর চাঁদ দেখা ও তাঁর সিয়াম পালনকে যথেষ্ট বলে গণ্য করছেন না? তিনি বললেন, না।রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্ গরীব।আলিমগণের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চন্দ্র দর্শনই কার্যকর।

بَابُ مَاجَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

অনুচ্ছেদ ঃ যা দিয়ে ইফ্‌তার করা মুস্তাহাব

٦٩٢. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ .قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ لاَنَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ هٰذَا ، غَيْرَ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ . وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ أَصْلاً مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ . وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ هٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَالِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ. وَهٰكَذَا رَوَوْا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ . وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ (شُعْبَةُ عَنِ الرَّبَابِ) وَالصَّحِيحُ مَارَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَإِبْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . وَابْنُ عَوْنٍ يَقُولُ عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ ابْنِ عَامِرٍ . وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ .

৬৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন আলী মুকাদ্দামী (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি খেজুর পায় তবে সে যেন তা দিয়ে ইফ্‌তার করে। আর তা যদি না পায় তবে যেন পানি দিয়ে ইফ্‌তার করে।কেননা, পানি অতি পবিত্র।

এই বিষয়ে সালমান ইব্‌ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন,

আনাস (রা.)-এর এই হাদীছটিকে শু'বা-এর সূত্রে সাঈদ ইব্ন আমির ছাড়া আর কেউ এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। এই হাদীছটি মাহফূয (নির্ভরযোগ্য) নয়। আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব-আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, হাদীছ হিসাবে এটির কোন মূল আছে বলে আমরা জানি না।শু'বা-এর শাগরিদ্গণ এই হাদীছটিকে আসিম আহওয়াল, হাফসা বিন্ত শীরীন, রাবাব, সালমান ইব্ন আমির নবী ﷺ. থেকে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্ন আমীরের রিওয়ায়াতের তুলনায় এটি অধিকতর সহীহ্।এমনিভাবে তারা শু'বা, আসিম, হাফসা বিন্ত শীরীন, সালমান ইব্ন আমির সনদেও রিওয়ায়াত করেছেন। এতে শু'বা রাবাব-এর উল্লেখ করেননি।আর সহীহ্ হল যা বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী, ইব্ন উআয়ায়না প্রমূখ রাবী আসিম আহওয়াল, হাফসা বিন্ত শীরীন, রাবাব, সালমান ইব্ন আমির থেকে। রাবী ইব্ন আওন (রা.) তাঁর সনদে উম্মুর রাইয়েহ বিন্ত সালমান ইব্ন আমির (রা.) উল্লেখ করেছেন। রাবাব-ই হলেন উম্মু রাইয়েহ।

٦٩٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ، زَادَيْنُ عُيَيْنَةَ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ عَلٰى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৯৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)...সালমান ইব্ন আমির যাব্বী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী . ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ যদি ইফ্তার করে তবে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফ্তার করে। ইব্ন উয়ায়না একটি বর্ধিত করেছেন এতে বরকত রয়েছে। কেউ যদি তা না পায় তবে যেন পানি দিয়ে ইফ্তার করে।কেননা পানি অতি পবিত্র।

ইমাম আবূ ঈসা (রা.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান সহীহ্।

٦٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلٰى رُطَبَاتٍ . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ

تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَاءٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرُوِىَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُفْطِرُ فِى الشِّتَاءِ عَلَى تَمَرَاتٍ ، وَفِى الصَّيْفُ عَلَى الْمَاءِ .

৬৯৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ . (মাগরিব-এর) সালাত আদায়ের আগেই কিছু তাজা খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে কিছু শুক্‌না খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করে নিতেন। আর যদি শুকনা খেজুর না পেতেন তবে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান গরীব। ইমাম আবূ ঈসা (র.) আরও বলেন, বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শীতকালে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফ্‌তার করতেন এবং গ্রীষ্মকালে পানি দিয়ে।

بَابُ مَاجَاءَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম হল যেদিন তোমরা সাওম পালন কর, ঈদুল ফিত্‌র হল যেদিন তোমরা ইফ্‌-তার কর, আর ঈদুল আয্‌হা হল যেদিন তোমরা কুরবাণী কর

٦٩٥ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنَ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَفَسَّرَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هٰذَاالْحَدِيْثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هٰذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ .

৬৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সিয়াম হল যেদিন তোমরা সিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিত্‌র হল যেদিন তোমরা ইফ্‌তার কর। আর ঈদুল আয্‌হা হল যেদিন তোমরা কুরবাণী কর।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গরীব। কোন কোন আলিম এই হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেন, এর মর্ম হল সিয়াম ভঙ্গ ও তা পালনে মুসলিম জামাআত ও অধিকাংশ লোকের সঙ্গে শামিল থাকা উচিত।

بَابُ مَاجَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ

অনুচ্ছেদ ঃ যখন রাত আসে ও দিন চলে যায় তখন সিয়াম পালনকারী ইফ্তার করবে

٦٩٦. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفِى وَأَبِيْ سَعِيْدٍ .قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬৯৬. হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী (র.)....উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন রাত আসে, দিন চলে যায় আর সূর্য অস্তমিত হয় তখন তোমার ইফ্তারের সময় হল।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আবূ আওফা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ অবিলম্বে ইফ্তার করা

٦٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ ح قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ قِرَاءَةً ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوا الْفِطْرَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَإِبْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ الَّذِى أَخْتَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرُهُمْ إِسْتَحَبُّوْا تَعْجِيْلَ الْفِطْرِ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

৬৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবূ মুসআব (র.).....সাহাল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা যতদিন অবিলম্বে ইফ্তার করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, আয়েশা ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্। নবী ﷺ -এর সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ তা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা (সূর্যাস্তের পর) অবিলম্বে ইফ্তার করা মুস্তাহাব বলে মনে করেন।এ হল ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।[১]

٦٩٨. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَبْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِىْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُم فِطْراً

৬৯৮. ইসহাক ইব্ন ঈসা আনসারী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আমার কাছে প্রিয়তম বান্দা সে যে অবিলম্বে ইফ্তার করে।

٦٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ وَأَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৬৯৯. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আরদুর রহমান (র.) আওযায়ী (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান গরীব।

٧٠٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَاوَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতও তাই।

رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ. وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ. قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ ؟ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ. قَالَتْ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْآخَرُ أَبُوْ مُوْسَى .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ عَطِيَّةَ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ أَبِيْ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيُّ . وَيُقَالُ ابْنُ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَإِبْنُ عَامِرٍ أَصَحُّ .

৭০০. হান্নাদ (র.)....আবূ আতিয়্যা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাস্রূক (রা.) আয়েশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুই সাহাবীর একজন তো অবিলম্বে ইফ্তার করেন এবং অবিলম্বে সালাত আদায় করেন আর অপরজন বিলম্বে ইফ্তার করেন এবং বিলম্বে সালাত আদায় করেন। তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যে কে অবিলম্বে ইফ্তার করেন এবং অবিলম্বে সালাত আদায় করেন ? আমরা বললাম, ইনি হলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন। অপর সাহাবী ছিলেন আবূ মূসা (রা.)।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। আবূ আতিয়্যা (র.)-এর নাম হল মালিক ইব্ন আবূ আমির হামদানী। মতান্তরে মালিক ইব্ন আমির হামদানী। এটিই অধিকতর সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَأْخِيْرِ السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিলম্বে সেহ্রী খাওয়া

٧٠١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ ذٰلِكَ ؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَةً .

৭০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)....যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাহ্রী খেলাম, এরপরই সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দু'য়ের মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ

(তিলাওয়াতের সময়)।

٧٠٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ بِنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِيْنَ آيَةً . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ إِسْتَحَبُّوْا تَأْخِيْرَ السُّحُوْرِ .

৭০২. হান্নাদ (র.)....হিশাম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় আছে, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ। এই বিষয়ে হুযায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্।এ হল ইমাম (আবূ হানীফা), শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁদের মতে বিলম্বে সাহ্রী খাওয়া মুস্তাহাব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ بَيَانِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের বিবরণ

٧٠٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ النُّعْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الاَحْمَرُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِيْ ذَرٍّ وَسَمُرَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لاَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتّٰى يَكُوْنُ الْفَجْرُ الأَحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ . وَبِهِ يَقُوْلُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৭০৩. হান্নাদ (র.)....আবূ তাল্ক ইব্ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (সাহ্রীর সময়) পানাহার করতে থাকবে। উর্ধ্বগামী আলোর রশ্মি যেন তোমাদের ঘাবড়িয়ে না দেয়। লালচে আলো ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাক।

এই বিষয়ে আদী ইব্‌ন হাতিম, আবূ যার এবং সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সূত্রে তাল্‌ক ইব্‌ন আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান গরীব। এতদ্‌নুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, যতক্ষণ ফজরের লালচে আলো প্রস্থে বিস্তৃতি না হয়, ততক্ষণ সায়িমের জন্য পানাহার হারাম নয়। অধিকাংশ আলিমও এ মত পোষণ করেন।

٧٠٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِى هِلاَلٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ (هُوَ الْقُشَيْرِىُّ) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَيَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ. وَلٰكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِى الأُفُقِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

৭০৪. হান্নাদ ও ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).....সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের সাহ্‌রী খাওয়া থেকে যেন বাধা না দেয় বিলালের আযান[১] এবং ভোরের দৈর্ঘ্যে প্রকাশিত আলো যতক্ষণ তা দিগন্তে বিস্তৃত না হয়। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّشْدِيدِ فِى الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালনকারীর জন্য গীবত করার বিষয়ে কঠোরতা

٧٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . قَالَ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৭০৫. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায় কথন (গীবাত, মিথ্যা, গালীগালাজ, তুহমত, লা'নত ইত্যাদি) ও তৎবিষয়ে আমল পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্।

---

১. তৎকালে হযরত বিলাল (রা.) তাহাজ্জুদের আযান দিতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাহ্‌রী খাওয়ার ফযীলত

٧٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً .

قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ اَبِي الدَّرْدَاءِ . قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ .

৭০৬. কুতায়বা (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাহ্‌রী খাও, কেননা সাহ্‌রীতে বরকত আছে।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসঊদ, জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্‌, ইব্‌ন আব্বাস, আম্‌র ইব্‌ন আস, ইরবায ইব্‌ন সারিয়া, উত্‌বা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ও আবূ দারদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্‌। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের সিয়াম ও আহলে কিতাবীদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহ্‌রী খাওয়া।

٧٠٧. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ ، مَوْلَى عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ قَالَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَاَهْلُ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ مُوْسَى بْنُ عَلَيٍّ . وَاَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُوْلُوْنَ مُوْسَى بْنُ عُلِيٍّ . وَ هُوَ مُوْسَى بْنُ عَلَيِّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيُّ .

৭০৭. কুতায়বা (র.)...আম্‌র ইব্‌ন আস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীছটি বর্ণিত আছে। এই

হাদীছটি হাসান সহীহ্।এই হাদীছটির রাবী মূসা সম্পর্কে মিশরবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইব্ন আলী। আর ইরাকবাসী (মুহাদ্দিসগণ) বলেন, মূসা ইব্ন উলাই।তিনি হলেন, মূসা ইব্ন উলাই ইব্ন রাবাহ্ লাখ্মী।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সিয়াম পালন পসন্দনীয় নয়

٧٠٨. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلٰى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ. فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كَرَاعَ الْغَمِيْمِ وَ صَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَ اَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَ النَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ. فَاَنْظَرَ بَعْضُهُمْ وَ صَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ اَنَّ نَاسًا صَامُوْا. فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ. قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ. وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّفَرِ فَرَاٰى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ غَيْرِهِمْ اَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ اَفْضَلُ حَتّٰى رَاٰى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْاِعَادَةَ اِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ وَاخْتَارَ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ. وَ قَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ غَيْرُهُمْ اِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ وَهُوَ اَفْضَلُ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاِنَّمَا مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ وَقَوْلُهُ

حِيْنَ بَلَغَهُ اَنَّ نَاسًا صَامُوْا فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ فَوَجْهُ هٰذَا اِذَا لَمْ يَحْتَمِلُ قَلْبُهُ قَبُوْلَ رُخْصَةِ اللّٰهِ . فَاَمَّا مَنْ رَأَى الْفِطْرَ مُبَاحًا وَصَامَ ، وَ قَوِىَ عَلٰى ذٰلِكَ ، فَهُوَ اَعْجَبُ اِلَىَّ .

৭০৮. কুতায়বা (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (রামাযান মাসে) মক্কা বিজয় বছরে যখন মক্কার দিকে বের হন, তখন কুরা'উল–গামীম নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত সিয়াম পালন করেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে সিয়াম পালন করেন। তখন তাকে বলা হল; লোকদের জন্য সিয়াম পালন করা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তারা আপনি কী করেন তার প্রতি তাকিয়ে আছে। তিনি আসরের পর এক পেয়ালা পানি চেয়ে আনালেন এবং তা পান করলেন।লোকেরা তখন তাঁর দিকে দেখছিল। তখন কেউ কেউ সাওম ভেঙ্গে ফেলল আর কেউ কেউ সায়িম রলো। লোকেরা সিয়াম পালন করছে– এই কথা তাঁর কাছে পৌঁছেলে তিনি বললেন ঃ এরা হল নাফরমান।

এই বিষয়ে কা'ব ইব্‌ন আসিম, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, "তিনি বলেন ঃ সফরে সিয়াম পালনে নেকী নেই"। সফর অবস্থায় সিয়াম পালন সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। নবী ﷺ–এর সাহাবী ও অন্যান্যদের মধ্যে কোন কোন আলিমের মত হল, সফরে সিয়াম পালন না করা উত্তম। এমন কি কারো কারো মতে সফরে সিয়াম পালন করলে তাকে তা পুনরায় সিয়াম পালন করতে হবে। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.) সফরে সিয়াম পালন না করার মত গ্রহণ করেছেন।আর কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, সফরে যদি শক্তি থাকে এবং সিয়াম পালন করে তবে তা ভাল এবং তাই উত্তম। আর যদি সিয়াম পালন না করে তবে তা-ও ভাল। এ হলো, সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইব্‌ন আনাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.)–এর অভিমত, (ইমাম আবূ হানীফার এ মত)। ইমাম শাফিই (র.) বলেন, নবী ﷺ–এর উক্তি "সফরে সিয়াম পালন করার কোন নেকী নেই।" "এবং যখন নবী ﷺ–এর এই খবর পৌঁছল যে কিছু সংখ্যক লোক সফরে সিয়াম পালন করছে। তখন তিনি বললেন ঃ "এরা নাফরমান।" এই হাদীছ দুটি সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যার অন্তর আল্লাহ্ প্রদত্ত অবকাশ গ্রহণ করেনা। কিন্তু যে ব্যক্তি সফরে সিয়াম ভঙ্গ করা মুবাহ্ বলে বিশ্বাস করে এবং সিয়াম পালনে শক্তি থাকায় সে তা পালন করে, তা আমার কাছে পসন্দনীয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সিয়াম পালনের অবকাশ

٧٠٩. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ ابْنُ اِسْحٰق الْهَمْدَانِىُّ ، عَنْ عَبْـدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْاَسْلَمِيَّ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ؟ وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَ اِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ .

قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍوالْاَسْلَمِيِّ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭০৯. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইব্ন আম্র আসলামী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সফরে সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর তিনি লাগাতার সিয়াম পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি চাইলে সিয়াম পালন কর আর ইচ্ছা ইফ্তার কর।

এই বিষয়ে আনাস ইব্ন মালিক, আবূ সাঈদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আম্র, আবূ দারদা এবং হামযা ইব্ন আম্র আসালামী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.)-এর ব র্ণত হামযা ইব্ন আম্র আসলামী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্।

৭১০. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِىْ مَسْلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَمَا يَعِيْبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَ لاَ عَلَى الْمُفْطِرِ اِفْطَارَهُ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭১০. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (রা.)....আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে রামাযান মাসেও সফর করেছি।কিন্তু সফরে সিয়াম পালন করার কারণে কোন সায়িমকে কিংবা সিয়াম ভঙ্গ করার কারণে এবং কোন ইফ্তারকারীকে কোনরূপ দোষারোপ করা হতো না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান সহীহ্।

٧١١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْجَرِيْرِيُّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَ مِنَّا الْمُفْطِرُ. فَلاَ يَجِدُ عَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ وَ لاَ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرُ فَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنَ . وَ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَافْطَرَ، فَحَسَنُ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭১১. নাসর ইব্ন আলী (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সফর করতাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকতেন সায়িম আর কেউ কেউ সাওম ভঙ্গকারী। ইফ্তারকারী সায়িমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি এবং সায়িম ইফ্তার- কারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি। তাঁরা মনে করতেন যে, যখন সে সিয়াম পালন করছে, সুতরাং তা ভাল আর যে সিয়াম পালন করছেনা তাও ভাল। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ الرُّخْصَةِ لِلْمَحَارِبِ فِى الْاِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ যোদ্ধাদের সিয়াম ভঙ্গের অনুমতি।

٧١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ اَبِىْ حُيَيَّةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ سَاَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ؟ فَحَدَّثَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ يَوْمِ بَدْرٍ وَ الْفَتْحِ . فَافْطَرْنَا فِيْهِمَا .

قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عُمَرَ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَ قَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ بِالْفِطْرِ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا. وَقَدْرُوِىَ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ نَحْوُ هٰذَا اِلاَّ اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْاِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ . وَ بِهِ يَقُوْلُ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ .

৭১২. কুতায়রা (র.)...মামার ইব্ন আবূ হুয়াইয়া (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.)-কে সফরে সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ -এর সঙ্গে রামাযান মাসে বদর ও মক্কা বিজয় যুদ্ধে শামিল ছিলাম। উভয়টিতে আমরা ইফ্তার করেছি।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উমারের এ হাদীছটি সম্পর্কে এই সূত্র ছাড়া আমরা কিছু জানতে পারিনি। আর আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী থেকে বর্ণিত আছে যে, "তিনি কোন এক গাযওয়ায় ইফ্তার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।" উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি শত্রুর সম্মুখীন হওয়া কালে সিয়াম পালন না করার অনুমতি দিয়েছেন। কোন কোন আলিম এই অভিমত পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনীর জন্য সিয়াম পালন না করার অনুমতি

٧١٣. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَ يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ) قَالَ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ. فَقَالَ اُدْنُ اُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ اَوِ الصِّيَامِ. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَ شَطْرَ الصَّلاَةِ. وَعَنِ الْحَامِلِ اَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ اَوِ الصِّيَامَ. وَاللّٰهِ! لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ كِلْتَيْهِمَا اَوْاِحْدَاهُمَا فَيَالَهْفَ نَفْسِىْ! اَنْ لاَ اَكُوْنَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِىِّ .

قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ اُمَيَّةَ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِىِّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَ لاَ نَعْرِفُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هٰذَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَهٰذَاالْحَدِيْثِ الْوَاحِدِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ

الْعِلْمِ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تَفْطَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَاِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلاَ اِطْعَامَ عَلَيْهِمَا . وَبِهِ يَقُوْلُ اِسْحٰقُ .

৭১৩. আবূ কুরায়ব ও ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.)...বানূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব গোত্রের আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাহিনী আমাদের কবীলায় অকস্মাৎ আক্রমণ করে। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন আমি তাঁকে সকালের আহারে রত পেলাম। তিনি বললেন ঃ কাছে আস এবং খাও। আমি বললাম, আমি তো সায়িম। তিনি বললেন ঃ কাছে আস। তোমাকে আমি সিয়াম সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির থেকে অর্ধেক সালাত মাফ করে দিয়েছেন আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের জন্য সিয়াম পালন মাফ করে দিয়েছেন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই উভয়টির অথবা এর একটির কথা বলেছেন। আমার আক্ষেপ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আহার করিনি।

এই বিষয়ে আবূ উমায়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস ইব্‌ন মালিক আল-কাবী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। এই একটি হাদীছ ছাড়া নবী ﷺ থেকে আনাস ইব্‌ন মালিকের (রা.) কোন হাদীছ আছে বলে আমাদের জানা নেই। কোন কোন আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছে। আর কোন কোন আলিম বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাগণ সিয়াম ভঙ্গ করবে, পরে কাযা আদায় করবে ও মিসকীনদের খাওয়াবে।এ হল সুফিয়ান, মালিক, শাফিঈ ও আহ্মাদ (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, এরা সিয়াম ভঙ্গ করবে এবং মিসকীনদের খাওয়াবে। তাদের উপর কাযা নেই। চাইলে কাযা করবে, মিসকীন খাওয়াতে হবে না।এ হল ইমাম ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে সিয়াম আদায়

٧١٤. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُخْتِىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُخْتِكِ دَيْنٌ

اَكُنْتِ تَقْضِيْنَهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَحَقُّ اللّٰهِ اَحَقُّ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ . قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭১৪. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার বোন মারা গেছে, তার একের পর এক দু' মাসের সাওম রয়েছে। নবী ﷺ-এর বললেন ঃ দেখ তোমার বোনের উপর যদি কোন ঋণ থাকত তবে তুমি তা আদায় করতে কি? মহিলাটি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সুতরাং আল্লাহ্‌র হক সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য।

এই বিষয়ে বুরায়দা, ইব্ন উমার ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্।

٧١٥. حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ جَوَّدَ اَبُوْخَالِدٍ الْاَحْمَرُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْاَعْمَشِ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رَوَىْ غَيْرُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ، مِثْلَ رِوَايَةِ اَبِىْ خَالِدٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَرَوَى اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، وَلَاعَنْ عَطَاءٍ وَلاَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَاسْمُ اَبِىْ خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ .

৭১৫. আবূ কুরায়ব (র.)....আনাস (র.) সূত্রেও এ সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ (বুখারী) (র.) বলেন, আবূ খালিদ ছাড়া আরো অনেকে আনাস (রা.) থেকে আবূ খালিদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ মুআবিয়া প্রমূখ রাবী এই হাদীছটিকে আমাশ, মুসলিম বাতীন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা এতে রাবী সালামা ইব্ন কুহায়ল, আতা ও মুজাহিদ (র.)-এর উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْكَفَّارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ (সিয়ামের) কাফ্ফারা।

٧١٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا .

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَالصَّحِيْحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفٌ قَوْلُهُ . وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ هٰذَا الْبَابِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْمَيِّتِ وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ . قَالاَ اِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ نَذْرُ صِيَامٍ يَصُوْمُ عَنْهُ . وَ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ ، اَطْعَمَ عَنْهُ . وَ قَالَ مَالِكُ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِىُّ لاَيَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ . قَالَ وَاَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وَمُحَمَّدُ هُوَ عِنْدِى، ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ لَيْلٰى .

৭১৬. কুতায়বা (র.)....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি তার রামাযানের সিয়াম্‌ রেখে মারা যায় তবে তার পক্ষ থেকে প্রতি দিনের সাওমের জন্য একজন করে মিস্‌কীনকে যেন আহার করানো হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সনদ ছাড়া ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে তাঁর উক্তি হিসাবে মাওকুফরূপে বর্ণনাটি সহীহ্‌।এই বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে।কোন কোন আলিম বলেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাওম আদায় করা যায়। এ হল ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, মৃত ব্যক্তির উপর যদি মানত হিসাবে কোন সাওম থাকে তবে তার পক্ষ থেকে সিয়াম আদায় করা যাবে। আর যদি তার দায়িত্বে রামাযান মাসের কাযা থেকে থাকে তবে তার পক্ষ থেকে মিসকীনদের আহার করাবে।ইমাম (আবূ হানীফা) মালিক, সুফিয়ান ও শাফিঈ (র.)বলেন, একজন আরেকজনের পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করতে পারবেনা। রাবী আশআস হলেন, ইব্‌ন সাওয়ার আর মুহাম্মদ হলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّائِمِ يَذْرَعَهُ الْقَىْءُ

অনুচ্ছেদ ঃ সায়িমের অনিচ্ছাকৃত বমি।

٧١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ

اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَ الْقَىْءُ وَالاِحْتِلاَمُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ مُرْسَلاً. وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ (عَن اَبِىْ سَعِيْد) وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ . قَالَ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ السِّجْزِىَّ يَقُوْلُ سَأَلْتُ اَحْمَدَبْنَ حَنْبَلَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ ؟ اَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ زَيْدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَذْكُرُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَدِيْنِىِّ قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ ثِقَةٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ضَعِيْفٌ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَ لاَ اَرْوِىْ عَنْهُ شَيْئًا .

৭১৭. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ মুহারিবী (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তিনটি বিষয় সায়িমের সাওম ভঙ্গ হয় না। (১) সিঙ্গা লাগান (২) বমি এবং (৩) স্বপ্নদোষ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত এই রিওয়ায়াতটি নির্ভরযোগ্য নয়।আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ প্রমূখ এই হাদীছটিকে যায়িদ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.)-এর উল্লেখ করেননি।আব্‌দুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম হাদীছ বর্ণনায় যাঈফ। আবূ দাউদ সিজাযী (র.)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বাল (র.)-কে আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ সম্বন্ধে কোন দোষ নাই। মুহাম্মদ (বুখারী) (র.)-কে আলী ইব্ন আব্‌দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম হলেন নির্ভরযোগ্য। আর আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম হলেন যাঈফ। মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমি তাঁর থেকে কিছুই রিওয়ায়াত করব না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا

অনুচ্ছেদ ঃ (সায়িম অবস্থায়) যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বমি করে

٧١٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءَ وَ مَنْ اِسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ .

قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَ ثَوْبَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . لاَ نَعِرفُهُ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ . وَقَالَ مُحَمَّدُ لاَ اَرَاهُ مَحْفُوْظًا . قَالَ اَبُوْ عِيسَى وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَ لاَ يَصِحُّ اسْنَادُهُ . وَ قَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءَ وَ ثَوْبَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ وَاِنَّمَا مَعْنَى هٰذَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا ، فَقَاءَ فَضَعُفَ ، فَاَفْطَرَ لِذٰلِكَ . هَكَذَا رُوِىَ فِىْ بَعْضِ الْحَدِيْثِ مُفَسَّرًا . وَالْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ الصَّائِمَ اِذَا ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ . وَ اِذَا اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَ الشَّفعِىُّ وَ اَحْمَدُ وَ اِسْحَاقُ .

৭১৮. আলী ইব্ন হুজর (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কারো (সিয়ামকালে) অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তাকে কাযা করতে হবে না। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃত বমি করে তবে সে কাযা করবে।

এই বিষয়ে আবূ দারদা, সাওবান ও ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান গারীব। ঈসা ইব্ন ইউনুসের বরাত

ছাড়া, হিশাম ইব্ন সীরীন, আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেন, ঈসা ইব্ন ইউনুসকে আমি বারী হিসাবে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি না। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, নবী ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু এর সনদগুলো সহীহ্ নয়। আবূদ দারদা, সাওবান ও ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ একবার (সিয়াম কালে) বমি করলেন এবং সাওম ছেড়ে দিলেন। এ হাদীছটির মর্ম হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নফল সিয়াম পালন করছিলেন। বমি হওয়ার পর দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি সিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন। কোন কোন হাদীছে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে; নবী থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, সায়িমের অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তার কোন কাযা নেই। কিন্তু ইচ্ছা করে বমি করলে সে কাযা করবে। এ হলো (ইমাম আবূ হানীফা) শাফিঈ, সুফিয়ান সাওরী, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ সায়িম যদি ভুলে কিছু খান বা পান করেন।

٧١٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرْ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ.

৭১৯. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি (সিয়াম কালে) ভুলবশতঃ কিছু খায় বা পান করে তবে সে সাওম ভঙ্গ করবেন না। কেননা, এ হলো রিয্ক যা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দিয়েছেন।

٧٢٠. حَدَّثَنَا أَبُوْسَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَخِلَاسٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَوْنَحْوَهُ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

৭২০. আবূ সাঈদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরুপ রিওয়ায়াত করেছেন। এই বিষয়ে আবূ সাঈদ ও উম্মু ইসহাক আলগানবিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। অধিকাংশ আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)–এরও এ অভিমত। মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, রামাযানে যদি কেউ ভুলে খেয়ে ফেলে তবে তাকে তা কাযা করতে হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الاِفْطَارِ مُتَعَمِّدًا

অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ স্বেচ্ছায় সাওম ভঙ্গ করে

٧٢١. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اَبُوالْمُطَوِّسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُّهُ وَاِنْ صَامَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ اَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ . وَلاَ أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

৭২১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোনরূপ অনুমোদিত কারণ বা রোগ ব্যতিরেকে কেউ যদি রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ করে তবে একজন সারা জীবন সিয়াম পালন করলেও তার কাযা আদায় হবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সূত্র ব্যতীত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা, মুহাম্মাদ বুখারী (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, রাবী আবূল মুতাওবিস (র.)–এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন মুতাওবিস। এই হাদীছ ছাড়া তার আর কোন রিওয়ায়াত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِىْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের সিয়াম ভঙ্গ করার কাফ্ফারা।

٧٢٢. **حَدَّثَنَا** نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَاَبُوعَمَّارٍ (وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَاللَّفْظُ

أَبِى عَمَّارٍ) قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ ! هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ. قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لاَقَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لاَ قَالَ إِجْلِسْ . فَجَلَسَ . فَأُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ. وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ . قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا، قَالَ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. قَالَ فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِى مَنْ أَفْطَرَ فِى رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جِمَاعٍ . وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكْلٍ أَو شُرْبٍ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِى ذٰلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةُ وَشَبَّهُوا الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالْجِمَاعِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ الْكَفَّارَةِ فِى الْجِمَاعِ ، وَلَمْ تُذْكَرْ عَنْهُ فِى الأَكْلِ وَالشُّرْبِ . وَقَالُوا لاَيُشْبِهُ لأَكْلُ وَالشُّرْبُ الْجِمَاعَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَوْلُ النَّبِىُّ ﷺ لِلرَّجُلِ الَّذِى أَفْطَرَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ يَحْتَمِلُ هٰذَا مَعَانِى يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا.

তার দিতে হয়। এই ব্যক্তি তখন কাফ্ফারা দিতে সক্ষম ছিল না। পরে নবী ﷺ যখন তাকে কিছু দিলেন আর সে তার মালিক হয়ে গেল তখন সে বলল, এ এলাকায় আমাদের চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত আর কেউ নাই। নবী ﷺ বললেন, "নিয়ে নাও এবং তোমার পরিবারবর্গকে আহার করাও।" কেননা, জীবন ধারনের মত পরিমাণ খাদ্যের অতিরিক্ত যা হয় তা কাফ্ফারা হয়।যার অবস্থা এই ব্যক্তির ন্যায় তার সম্পর্কে ইমাম শাফিঈর মত হল, সে (কাফ্ফারা যা দিয়ে) ঐ মাল ভোগ করতে পারে। আর কাফ্ফারা তার সিয়াম থেকে যাবে। যেদিন সে (ঐ পরিমাণ সম্পদের) মালিক হবে সেদিন সে কাফ্ফারা দিবে।"

بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালনকারীর মিস্ওয়াক করা।

٧٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لاَ أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَ هُوَ صَائِمٌ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أَبُوعِيسٰى حَدِيْثُ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لاَيَرَوْنَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالْعُوْدِ الرَّطْبِ وَكَرِهُوا لَهُ السِّوَاكَ آخِرَالنَّهَارِ وَلَمْ يَرَ الشَّفِعِيُّ بِالسِّوَاكِ بَأْسًا أَوَّلَ النَّهَارِ وَلاَ آخِرَهُ وَكَرِهَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ .

৭২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)....আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সিয়াম অবস্থায় এতবার মিস্ওয়াক করতে দেখেছি, যার সংখ্যা আমি গনণা করতে পারিনা।

এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা সিয়াম পালনকারীর জন্য মিস্ওয়াক করার কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। তবে কতক আলিম কাঁচা ডাল দিয়ে মিস্ওয়াক করা এবং দিনের শেষভাগে মিস্ওয়াক করা মাকরূহ বলে মনে করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) দিনের শুরু বা শেষ কোন ভাগেই মিস্ওয়াক করার কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। (ইমাম আবূ হানীফারও এই অভিমত)। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র.) দিনের শেষ ভাগে মিস্ওয়াক করা মাকরূহ মনে করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার

٧٢٤. **حَدَّثَنَا** عَبْدُالأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُوعَاتِكَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَكَتْ عَيْنِى ، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ نَعَمْ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ . وَلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى هٰذَا الْبَابِ شَىْءٌ وَأَبُو عَتِكَةَ يُضَعَّفُ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ . فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْكَحْلِ لِلصَّائِمِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ .

৭২৪. আবদুল আ'লা ইব্‌ন ওয়াসিল আল–কূফী (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ–এর কাছে এস বলল, আমার চোখ দু'টিতে কষ্ট পাচ্ছি। আমি সাইম অবস্থায় তাতে সুরমা ব্যবহার করতে পারি কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

এই বিষয়ে আবূ রাফি (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির সনদ শক্তিশালী নয়। এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে সহীহ্ কিছু বর্ণিত নাই। রাবী আবূ আতিকাকে যাঈফ বলা হয়।সিয়াম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করার বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মাকরূহ্ মনে করেন। এহল সুফিয়ান, ইব্‌ন মুবারক, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। কতক আলিম সিয়াম অবস্থায় সুরমা ব্যবহারের অনুমতি দেন। এ হল ইমাম শাফিঈ (র.)–এর অভিমত। (ইমাম আবূ হানাফী (র.)ও এমত পোষণ করেন)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম অবস্থায় (নিজ স্ত্রীকে) চুম্বন করা।

٦٢٥. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوالأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُوْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ فِى شَهْرِالصَّوْمِ.

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ وَحَفْصَةَ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُوعِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَإِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ . فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ . وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لاَ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ . وَالْمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقُبْلَةُ تَنْقُصُ الاَجْرَ وَلاَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ . وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ، وَ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ الْقُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ . وَهُوَقَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ .

৭২৫. হান্নাদ ও কুতায়বা (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সিয়ামের মাসে তাঁকে (সিয়াম অবস্থায়) চুম্বন করতেন।

এই বিষয়ে উমার ইব্‌ন খাত্তাব, হাফ্‌সা, আবূ সাঈদ, উম্মে সালামা, ইব্‌ন আব্বাস, আনাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্। সায়িমের চুম্বন করা বিষয়ে নবী ﷺ -এর আহলে ইল্‌ম সাহাবী ও আলিমদের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু যুবকদের ক্ষেত্রে এর অনুমতি দেননি; এই আশংকায় যে, এতে হয়ত বা এরা তাদের সাওম হিফাযত করতে পারবে না। আর স্ত্রী আলিঙ্গন করার বিষয়টি তাদের মতে আরো মারাত্মক। কোন কোন আলিম বলেন, চুম্বনে (সাওমের) সাওয়াব কমে যায়, কিন্তু তাতে সাওয়ম ভঙ্গ হবে না। তারা মনে করেন; সায়িম ব্যক্তি নিজের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হলে চুম্বন করতে পারে। আর যদি তার নফসের ব্যাপারে আস্থা না থাকে তবে সে তা পরিত্যাগ করবে; যাতে সাওমের হিফাযত হয়।এ হল সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবূ হানীফারও এই মত।)

بَابُ مَاجَاءَ فِى مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম অবস্থায় আলিঙ্গন করা।

٧٢٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ

عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُنِى وَهُوَ صَائِمٌ . وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ .

৭২৬. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিয়াম অবস্থায় আমাকে আলিঙ্গন করেছেন। তবে তিনি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণে তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী সমর্থ ছিলেন।

৭২৭. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ . وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو مَيْسَرَةَ اسْمُهُ عَمْرُوبْنِ شُرَحْبِيْلَ. وَمَعْنَى لِإِرْبِهِ لِنَفْسِهِ.

৭২৭. হান্নাদ (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সায়িম অবস্থায় চুম্বন করতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। আর তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে বেশী সক্ষম ছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। রাবী আবূ মায়সারা (র.)-এর নাম হল আমর ইব্‌ন শুরাহবীল। হাদীছোক্ত 'لاربه' শব্দ অর্থ হল 'তাঁর নিজের উপর'.

بَابُ مَاجَاءَ لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রি থেকে সংকল্প না করলে সিয়াম হয়না

৭২৮. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيْثُ حَفْصَةَ حَدِيْثٌ لَانَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَصَحُّ . وَهٰكَذَا أَيْضًا رُوِىَ هٰذَا

الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوْفًا وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلاَّ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

৭২৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র.)...হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ফজরের পূর্বেই যে ব্যক্তি সিয়ামের সিদ্ধান্ত না নেয় তার সিয়ামই নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সূত্র ছাড়া হাফ্‌সা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির মারফূ হওয়া সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। নাফি' থেকে ইব্‌ন উমার (রা.)-এর উক্তি হিসাবে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। আর এটিই অধিকতর সহীহ্। কোন কোন আলিমের মতে এই হাদীছটির অর্থ হল, রামাযানের সিয়াম বা কাযা বা মানতের সিয়াম হলে রাত থেকে অর্থাৎ ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই যদি কেউ নিয়াত না করে তবে তার সিয়াম হবে না। কিন্তু নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে ভোর হওয়ার পর নিয়াত করা তার জন্য মুবাহ ও জায়েয। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي إِفْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ

অনুচ্ছেদ ঃ নফল সাওম পালনকারীর ইফ্‌তার করে ফেলা।

٧٢٩. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ** ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِىءٍ عَنْ أُمِّ هَانِىءٍ قَالَتْ كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ اِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ فَقَالَ أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِيْنَهُ ؟ قَالَتْ لاَ . قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَعَائِشَةَ .

৭২৯. কুতাবায় (রা.)....উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তাঁর নিকট কিছু শরবত এল। তিনি এ থেকে পান করলেন। এরপর আমাকে তা দিলেন।

৭৩০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)....উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে আসেন এবং পানি নিয়ে আনতে ডাকলেন। তিনি তা থেকে পান করলেন, তারপর উম্মে হানীকে দিলেন; তিনিও পান করলেন। পরে উম্মু হানী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সাওম পালনকারী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ নফল সিয়াম পালনকারী নিজের আমানতদার ; ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন করতে পারে আর ইচ্ছা করলে তা ভঙ্গও করতে পারে।

(রাবী) শু'বা বলেন যে, আমি জা'দাকে বললাম, আপনি নিজে উম্মু হানী (রা.) থেকে এই হাদীছটি শুনেছেন ? তিনি বললেন, না। আবূ সালিহ্ ও আমাদের পরিবারের লোকজন উম্মু হানী (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।হাম্মাদ ইব্ন সালামা এই হাদীছটিকে সিমাক- উম্মু হানী দৌহিত্র হারূন- উম্মুহানী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শু'বা-এর রিওয়াতটি অধিক হাসান। মাহমূদ ইব্ন গায়লান এটিকে আবূ দাউদ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি এতে বলেছেন, 'امين نفسه' "সিয়াম পালনকারী নিজেই নিজের আমানতদার" মাহমুদ ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ আবূ দাউদ সূত্রে সন্দেহ পোষণ করেন রিওয়ায়াত করেছেন 'امير نفسه ، او امين نفسه' "সিয়াম পালনকারী নিজেই নিজের উপর ক্ষমতাবান অথবা নিজেই নিজেদের আমানতদার"। শু'বা (র.) থেকে ও তদ্রূপ দ্বিধার সঙ্গে একাধিক সূত্রে 'امير او امين نفسه ،' রূপে বর্ণিত আছে। উম্মু হানী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির সনদ সম্পর্কে বিরূপ বক্তব্য রয়েছে।নবী ﷺ -এর আহলে ইল্ম কোন কোন সাহাবী ও অন্যান্য আলিমদের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, নফল সিয়াম পালনকারী যদি তা ভঙ্গ করে ফেলে তবে তার উপর কাযা নেই। তবে ইচ্ছা করলে (মুস্তাহাব হিসাবে) কাযা আদায় করতে পারে। এ হলো সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ, ইসহাক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ صِيَامُ الْمُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ভোর থেকে নফল সাওম পালনকরা

৭৩১. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ؟ قَالَتْ قُلْتُ لاَ . قَالَ فَإِنِّى صَائِمٌ .

৭৩১. হান্নাদ (র.)....উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন এবং বললেন ঃ তোমার কাছে (খাওয়ার মত) কিছু আছে কি? আমি বললাম, না।তিনি বললেন ঃ তা হলে আমি সিয়াম পালন করছি।

٧٣٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْنِي فَيَقُوْلُ أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ فَأَقُوْلُ لاَ. فَيَقُوْلُ، إِنِّي صَائِمٌ. قَالَتْ فَأَتَانِي يَوْمًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ وَمَا هِيَ ؟ قَالَتْ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ أَكَلَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৭৩২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তো আমার কাছে আসতেন এবং বলতেন ঃ তোমার কাছে (সকালের) খাবার কিছু আছে কি? আমি বলতাম, না।তখন তিনি বলতেন ঃ তাহলে আমি সাওম পালন করছি। আয়েশা (রা.) বলেন, এমনিভাবে একদিন তিনি এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের কাছে কিছু হাদীয়া এসেছে। তিনি বললেন, তা কী ? আমি বললাম, হায়স।[১] তিনি বললেন ঃ সকাল থেকে তো সিয়াম পালন করছিলাম।আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর তিনি তা আহার করলেন।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِي إِيْجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নফল সিয়াম পালনকারী যদি তার সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর তা কাযা করা ওয়াজিব।

٧٣٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ. وَكَانَتِ ابْنَةَ أَبِيْهَا. فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَرَوَى صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ

---
১. ঘি, পনির ও খেজুর মিশ্রিত এক প্রকার খাদ্য।

هٰـذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَــةَ مِثْـلِ هٰـذَا . وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ وَعُبَيْـدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَــةَ مُرْسَلاً . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهٰـذَا أَصَحُّ . لأَنَّــهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْـجٍ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ قُلْتُ لَــهُ أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي هٰذَا شَيْئًا . وَلَكِنِّي سَمِعْتُ فِي خِلاَفَــةِ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبْدِ الْـمَلِكِ مِنْ نَاسٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ عَائِشَــةَ عَنْ هٰذَاالْحَدِيْثِ .حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْـجٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ . وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلٰى هٰـذَا الْحَدِيْثِ. فَرَأَوْا عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِذَا أَفْطَرَ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

৭৩৩. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমি আর হাফসা (রা.) উভয়েই একবার সিয়াম (নফল) পালন করছিলাম।আমাদের সামনে খুবই লোভনীয় খাবার এলো, আমরা তা থেকে খেয়ে নিলাম। তারপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলে হাফ্সা (রা.) আমার আগেই তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। আর তিনি ছিলেন তাঁর বাপের বেটি (পিতা, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর মত সাহসী) কাজেই বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা দু'জন সায়িম ছিলাম। এমন সময় আমাদের সামনে লোভনীয় খাবার এলে; আমরা তা খেয়ে ফেললাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়ে এর স্থলে আরেক দিন সিয়াম পালন করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সালিহ্ ইব্ন আবুল আখ্দার ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাফসা (র.) এই হাদীছটিকে যুহরী (র.), উরওয়া, আয়েশা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।মালিক ইব্ন আনাস, মা'মার, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার; যিয়াদ ইব্ন সা'দ (র.) প্রমুখ হাফিযুল হাদীছ যুহরী (র.) সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে মুরসাল হিসাবে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।এতে তাঁরা উরওয়ার নাম উল্লেখ করেননি। আর এটিই অধিকতর সহীহ্। কেননা, ইব্ন জুরাইজ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার নিকট আয়েশা (রা.)-এর বরাতে উরওয়া কিছু রিওয়ায়াত করেছেন কি ? তিনি বললেন, এই বিষয়ে আমি উরওয়া থেকে কিছু শোনিনি। তবে সুলায়মান ইব্ন

আবদুল মালিকের খিলাফতকালে এ হাদীছ সম্পর্কে আয়েশা (রা.)–এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাদের কারোর কাছ থেকে কিছু লোকের মাধ্যমে আয়েশা (রা.) সূত্রে এটি আমি শোনেছি। এই হাদীছটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, আলী ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন ইয়াযীদ বাগদাদী– রাওহ্ ইব্‌ন উবায়দা ইব্‌ন জুরায়জ (র.) শেষ পর্যন্ত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর একদল আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমলের মত গ্রহণ করেছেন। নফল সিয়াম ভঙ্গ করলে কাযা করতে হবে বলে তাঁরা মনে করেন।এ হল ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র.)–এ অভিমত। (ইমাম আবূ হানীফার অভিমতও তাই)।

بَابُ مَاجَاءَ فِى وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ শাবানকে রামাযানের সঙ্গে মিলিত করা।

٧٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَصِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ إِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ .

৭৩৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ –কে শা'বান ও রামাযান ব্যতীত দুই মাস লাগাতার সিয়াম পালন করতে দেখিনি।

এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।এই হাদীছটি আবূ সালামা, আয়েশা (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে।আয়েশা (রা.) বলেন, শা'বান মাসের মত আর কোন মাসে এত অধিক (নফল) সিয়াম পালন করতে আমি নবী ﷺ –কে দেখিনি। এমাসের কিছু অংশ ব্যতীত পূরো মাসটাই বলতে কি সারা মাসটাই তিনি (নফল) সিয়াম পালন করতেন।

٧٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذٰلِكَ . وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِى هٰذَا

الْحَدِيْثِ قَالَ هُوَ جَائِزٌ فِى كَلاَمِ الْعَرَبِ ، إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ. وَيُقَالُ قَامَ فُلاَنٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ وَلَعَلَّهُ تَعَشَّ وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ . كَأَنَّ إِبْنَ الْمُبَارَكِ قَدْ رَأَى كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ . يَقُوْلُ إِنَّمَا مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ أَكْثَرَ الشَّهْرِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ رَوَى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .

৭৩৫. হান্নাদ (র.)......আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এই হাদীছ প্রসঙ্গে বলেন, কেউ যদি মাসের অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করে তবে আরবী বাগধারা অনুসারে সারা মাসই সিয়াম পালন করেছে বলা বৈধ। বলা হয় অমুক ব্যক্তি সারা রাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। অথচ হতে পারে সে রাতের আহারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজেও তার কিছু সময় ব্যয় করেছে। এ প্রেক্ষিতে ইব্‌ন মুবারক (র.) মনে করেন, হাদীছ দু'টি সামঞ্জস্যপুর্ণ। তিনি বলেন, এ হাদীছের অর্থ হল এই যে, তিনি (শাবান) মাসের অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করতেন।সালিম আবূন নাযর (র.) প্রমূখ এই হাদীছটিকে আবূ সালামা–আয়েশা (রা.) সুত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র (র.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِى النِّصْفِ الثَّانِى مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের সম্মানার্থে শা'বানের শেষ অর্ধাংশে সিয়াম পালন অপসন্দনীয়।

٧٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَقِىَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُوْمُوْا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ عَلَى هٰذَا اللَّفْظِ. وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ

أَنْ يَكُوْنَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا . فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَا فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَايُشْبِهُ قَوْلَهُم حَيْثُ قَالَ لاَتَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ. وَقَدْ دَلَّ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ .

৭৩৬. কুতায়বা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ শা'বানের অর্ধাংশ যখন বাকী থাকে তখন আর তোমরা সিয়াম পালন করবেনা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্।এই সূত্র ছাড়া এই শব্দে অন্য রিওয়ায়াত আছে কিনা আমাদের জানা নাই।কোন কোন আলিম বলেন,এই হাদীছ সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য সে সাধারণত সাওম পালন করছে না; কিন্তু শা'বানের কিছু দিন অবশিষ্ট থাকতেই মাহে রামাযানের সম্মানার্থে সাওম পালন করা শুরু করে দেয়।আবূ হুরায়রা (রা.)এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. থেকে উক্ত অভিমতের সঙ্গে সাদৃশপূর্ণ একটি হাদীছও বর্ণিত আছে। সেটি হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ (রামাযান মাসের পূর্বের লাগোয়া দিনগুলোর) সিয়াম পালন করে তোমরা রামাযানকে এগিয়ে নিবেনা। তবে তোমাদের কারো নির্ধারিত সিয়াম পালনের দিনগুলোর কোন সাওমের সঙ্গে এই দিনের সিয়ামের মিল পড়ে গেলে ভিন্ন কথা। এই হাদীছটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ রামাযানের সম্মানার্থে ইচ্ছা করে সিয়াম পালন করা মাকরূহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ মধ্য শা'বান রাত্রির ফযীলত।

৭৩৭. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ. فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى

السَّمَاءِ الدُّنْيَا . فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ .

وَفِي الْبَابِ أَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الحَجَّاجِ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ لَمْ يَسْمَع مِنْ عُرْوَةَ . وَالحَجَّاجُ بْنُ إِرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ .

৭৩৭. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে না পেয়ে ঘর থেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ তাঁকে বাকী' গোরস্তানে যেয়ে পেলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কি আশংকা কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর কোন অন্যায় করবেন ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর কাছে চলে গিয়েছেন বলে আমার ধারণা হয়েছিল।তিনি বলেনঃ শোন, আল্লাহ্ তা আলা মধ্য শা'বানের রাত্রিতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে নেমে আসেন।অনন্তর বানূ কালব গোত্রের বক্‌রী পালের লোমের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে তিনি ক্ষমা করে দেন।এই বিষয়ে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাজ্জাজের বরাতে এই সূত্রটি ছাড়া আয়েশা (রা.)–এর হাদীছটি সম্পর্কে কোন কিছূ আমাদের জানা নাই।এই হাদীছটিকে দুর্বল বলতে আমি মুহাম্মদ আল–বুখারীকে শোনেছি। তিনি বলেছেন, রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর উরওয়া (র.) থেকে কোন রিওয়ায়াত শোনেননি। মুহাম্মদ আল–বুখারী বলেন, এমনিভাবে হাজ্জাজও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীরের নিকট থেকে কিছুই শোনেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

অনুচ্ছেদ : মুহার্‌রাম মাসের সাওম পালন।

৭৩৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৭৩৮. কুতায়বা (র.)…. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রামাযান মাসের সিয়ামের পর সবচে ফযীলতের সিয়াম হল আল্লাহ্র মাস মুহার্রামের সিয়াম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

٧٣٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِى أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لَهُ مَاسَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هٰذَا إِلاَّ رَجُلاً سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِى أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُاللّٰهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ ، وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৭৩৯. আলী ইব্ন হুজ্র (র.)….আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, রামাযান মাসের পর কোন মাসের সিয়াম পালন করতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেন ? তখন তিনি তাকে বললেন, এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে এক ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আমি শোনিনি। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এই সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করে বলল হে আল্লাহ্র রাসূল ! রামাযান মাসের পর আর কোন মাসের সিয়াম পালন করতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ রামাযান মাসের পর যদি তুমি আরো কোন রোযা রাখতে চাও তবে মুহার্রামের সিয়াম পালন করো। কেননা, এই মাসটি হল আল্লাহ্র মাস। এতে এমন একটি দিন আছে যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা এক সম্প্রদায়ের তাওবা কবূল করেছিলেন এবং আগামীতেও তিনি আরেক সম্প্রদায়ের তাওবা এই দিনে কবূল করবেন।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের সিয়াম পালন।

٧٤٠. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى وَطَلْقُ ابْنُ

غَنَّامٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَوَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُوعِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . لاَيَصُوْمُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ . قَالَ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৭৪০. কাসিম ইব্‌ন দীনার (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মাসের শুরুতে তিন দিন সিয়াম পালন করতেন। আর জুম'আর দিন খুব কমই তিনি সিয়াম ছাড়া অতিবাহিত করতেন। এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আলিমগণের এক দল জুমু'আ বারের সিয়াম পালন মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন।তবে জুমু'আর আগের বা পর দিনের সিয়াম পালন না করে কেবল জুমু'আর দিনের সিয়াম মাকরূহ্। শু'বা (র.)ও এই হাদীছটি আসিম (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেবল জুমা'আ বারের সিয়াম পালন মাকরূহ্।

٧٤١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَصُوْمُ أَحَدُكُم يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُوْمَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهُ ، . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَجَابِرٍ وَجُنَادَةَ الأَزْدِىِّ وَجُوَيْرِيَةَ ، وَأَنَسٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُوْنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ . لاَيَصُوْمُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ . وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

৭৪১. হান্নাদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আগের দিন বা পরের দিনের রোযা না রেখে তোমাদের কেউ যেন কেবল জুমুআর দিনের সিয়াম পালন না করে। এই বিষয়ে আলী, জাবির, জুনাদা আল-আয্দী, জুওয়ায়রা, আনাস এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা আগের দিনে বা পরের দিনের সিয়াম শামিল না করে কেবল জুমু'আ বারের সিয়াম পালন মাকরূহ্ বলে মনে করেন। এ হল ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ শনিবারের সিয়াম পালন।

٧٤٢. **حَدَّثَنَا** حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِبْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْصُرٍعَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَصُوْمُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيْمَا إِفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدُ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِى هٰذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُوْدَ تُعَظِّمُ وِيَوْمَ السَّبْتِ .

৭৪২. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুসরের বোন (বাহিয়্যা আস্-সাম্মারা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ফরয সিয়াম ব্যতীত শনিবারে তোমরা কোন সিয়াম পালন করবেনা। যদি তোমাদের কেউ আঙ্গুরের খোশা বা গাছের ডাল ছাড়া আর কিছু (সেদিন আহারের জন্য) না পায় তবে তা-ই যেন সে চিবিয়ে নেয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। নিষিদ্ধ হওয়ার হেতু কেবল শনিবারের দিনকে সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা। কেননা ইয়াহূদীদের নিকট শনিবারের দিন বিশেষ মর্যাদার।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালন।

٧٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৭৪৩. আবূ হাফসা আম্‌র ইব্‌ন আলী আল্‌-ফাল্লাস (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন। এই বিষয়ে হাফসা আবূ কাতাদা, আবূ হুরায়রা ও উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٧٤٤. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالإِثْنَيْنَ . وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ الثَّلاَثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ .

قَالَ أَبُوعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৭৪৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাসের শনি, রবি, ও সোমবার সাওম পালন করতেন। আর অপর মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী এই হাদীছটি সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফূ' করেননি।

٧٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُوْعَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৭৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ্‌র দরবারে) আমল পেশ করা হয়।সুতরাং আমি ভালবাসি সায়িম অবস্থায় আমার আমলসমূহ্ পেশ করা হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ বুধ ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম পালন।

٧٤٦. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوِيَهْ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ (أَوْ سُئِلَ) رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءٍ وَخَمِيْسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ .

৭৪৬. হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল–জারীরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মাদ্‌দুওয়া (র.)....ওবায়দুল্লাহ্ আল–মুসলিম আল–কুরাশী তৎ পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমই নবী ﷺ –কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বা তাঁকে কেউ "সিয়ামুদ্–দাহ্‌র" অর্থাৎ সারা বছর সিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার উপর অবশ্যই তোমার পরিবারের হক রয়েছে। এরপর তিনি বললেনঃ রামাযান এবং এর পরবর্তী মাস (শাওয়ালের ছয়টি নফল সিয়াম) ও প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতে থাক। এতে তোমার সিয়ামুদ্ দাহ্‌রও হবে (সাওয়াবের দিক থেকে) এবং ইফ্‌তার বা বিনা সিয়ামে দিন কাটানোরও অবকাশ হবে।এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মুসলিম আল–কুরাশী বর্ণিত এই হাদীছটি গারীব। কেউ কেউ এটিকে হারূন ইব্‌ন সালমান– মুসলিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ তৎপিতা উবায়দুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ صَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফা দিবসের সিয়াম পালনের ফযীলত।

٧٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِىِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى قَتَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلاَّ بِعَرَفَةَ .

৭৪৭. কুতয়াবা ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদা আদ্‌-দাব্‌বী (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ আরাফা দিবসের সিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বছর এবং পরবর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা (মাফ) করে দিবেন।এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। আলিমগণ আরফায় অবস্থান রত ব্যক্তিদের ছাড়া বাকীদের জন্য আরাফা দিবসের সিয়াম পালন মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফা অস্থানরত অবস্থায় সে দিনের সিয়াম পলন পছন্দনীয় নয়।

٧٤٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ . وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَإِبْنِ عُمَرَ وَأُمِّ الْفَضْلِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ (يَعْنِى

يَوْمَ عَرَفَةَ) وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَسْتَحِبُّوْنَ الْإِفْطَارَ بِعَرَفَةَ لِيَتَقَوَّى بِهِ الرَّجُلُ عَلَى الدُّعَاءِ . وَقَدْ صَامَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ .

৭৪৮. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আরাফার দিন সিয়াম অবস্থায় ছিলেন। উম্মুল ফাযল (রা.) সেদিন তাঁকে কিছু দুধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পান করেন। এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন উমার ও উম্মুল ফাযল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেছি কিন্তু তিনি আরাফার দিন সিয়াম পালন করেননি; আবূ বাক্‌র (রা.)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও সে দিনের সিয়াম পালন করেননি। উমার (রা.)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও সে দিনের সিয়াম পালন করেননি।অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দু'আর ক্ষেত্রে শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আরাফার দিন (হাজীর জন্য) সিয়াম পালন না করা মুস্তাহাব বলে মনে করেন। কোন কোন আলিম আরাফায় অবস্থানকালে সে দিনের সিয়াম পালন করেছেন।

٧٤٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ إِبْنِ أَبِى نَجِيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ . وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ . وَأَنَا لاَ اَصُوْمُهُ وَلاَآمُرُ بِهِ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَبُو نَجِيحٍ اسْمُهُ يَسَارٌ .

৭৪৯. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).....আবূ নাজীহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.)-কে আরাফার দিনে সিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি

বললেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেছি, তিনি সে দিন সিয়াম পালন করেননি; আবূ বাকর (রা.) -এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি; উমার (রা.)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি; উসমান (রা.)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও ঐ সিয়াম পালন করেননি। আমি নিজেও এই সিয়াম পালন করিনা এবং তা পালন করতে কাউকে বলিওনা আবার নিষেধও করি না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আবূ নাজীহ্-এর নাম হল ইয়াসার। তিনি ইব্ন উমার (রা.) থেকে হাদীছ শোনেছেন। এই হাদীছটি ইব্ন আবূ নাজীহ্ তৎপিতা আবূ নাজীহ্ জনৈক ব্যক্তি ইব্ন উমার (রা.) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ আশূরা দিবসের সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা।

٧٥٠. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صِيَامُ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ ، إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَهِنْدِ ابْنِ أَسْمَاءَ وَإِبْنِ عَبَّاسٍ وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَلَمَةَ الْخَزَاعِيِّ عَنْ عَمِّهِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . ذَكَرُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ حَثَّ عَلَى صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ .

قَالَ أَبُوعِيسَى لاَنَعْلَمُ فِى شَىْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَا كَفَّارَةُ سَنَةٍ إِلاَّ فِى حَدِيْثِ أَبِى قَتَادَةَ . وَبِحَدِيْثِ أَبِى قَتَادَةَ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

৭৫০. কুতায়বা ও আহ্মাদ ইব্ন আব্দ আয্-যাব্বী (র.)..... আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আশূরা দিবসের সিয়াম পালন সম্পর্কে আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ্র) কাফ্ফারা করে দিবেন। এই বিষয়ে আলী, মুহাম্মদ ইব্ন

সায়ফী, সালামা ইব্‌ন আকওয়া, হিন্দ ইব্‌ন আসমা, ইব্‌ন আব্বাস, রুবাই বিন্‌ত মুআওবিয ইব্‌ন আফ্‌রা, আবদুর রহমান ইব্‌ন সালমা আল-খুযাঈ তৎ চাচার বরাতে এবং আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) প্রমুখ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আশূরা দিবসের সিয়াম পালন করতে উৎসাহিত করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি ছাড়া অন্য কোন রিওয়ায়াত "আশূরা দিবসের সিয়াম পালন এক বছরের (গুনাহ-এর) কাফ্‌ফারা স্বরূপ"-এই কথা উল্লেখ হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। আবূ কাতাদা (রা.)-এর হাদীছ অনুসারেই ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ আশূরা দিবসের সিয়াম পালন না করার অবকাশ।

٧٥١. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءِ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ . فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةُ وَتَرَكَ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَإِبْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ . وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . لاَيَرَوْنَ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَاجِبًا إِلاَّ مَنْ رَغِبَ فِى صِيَامِهِ . لِمَا ذُكِرَ فِيْهِ مِنَ الْفَضْلِ .

৭৫১. হারূন ইব্‌ন ইসহাক আল-হামদানী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরা ছিল এমন একটি দিন যে দিন কুরাইশরা জাহেলী যুগেও সিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ . (হিজরতের পূর্বে) সে দিন সিয়াম পালন করতেন। মদীনায় আসার পরও তিনি এই দিন সিয়াম পালন করেছেন এবং লোকদেরকেও সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রামাযানের সিয়াম পালন ফরয

হওয়ার পর রামাযানই ফরয হিসাবে রয়ে গেল আর আশূরার সিয়াম (ফরয হিসাবে) রইল না। ফলে যার ইচ্ছা এই দিনের সিয়াম পালন করতে পারে আর যার ইচ্ছা তা ছাড়তেও পারে।এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, কায়স ইব্ন সা'দ, জাবির ইব্ন সামুরা, ইব্ন উমার ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলিমগণ আয়েশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছ আমল হিসাবে গ্রহণ কারেছেন। এই হাদীছ সহীহ্। তাঁরা আশূরা দিবসের সিয়াম পালন ওয়াজিব বলে মনে করেন না। কিন্তু কারো যদি এই দিনের সিয়াম পালনের আগ্রহ হয় তবে ভিন্ন কথা। কারণ এই দিনের সিয়াম পালনের বিষয়ে বহু ফযীলতের উল্লেখ রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ عَاشُوْرَاءِ أَىُّ يَوْمَ هُوَ

অনুচ্ছেদ ঃ আশূরা কোন দিন ?

٧٥٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حُجِبِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الاَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِى زَمْزَمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِى عَنْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ ؟ أَىُّ يَوْمٍ هُوَ أَصُوْمُهُ ؟ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعِ صَائِمًا . قَالَ فَقُلْتُ أَهٰكَذَا كَانَ يَصُوْمُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ .

৭৫২. হান্নাদ ও আবূ কুরায়ব (র.).....হাকাম ইব্ন আ'রাজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর কাছে গেলাম। তিনি তখন যমযমের কাছে তাঁর চাদরকে বালিশের মত করে টেক লাগানো অবস্থায় ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আশূরা সম্পর্কে আমাকে বলুন তো, কোন দিন আমি এর সিয়াম পালন করব ? তিনি বললেন, মুহার্রামের চাঁদ যখন দেখবে তখন থেকেই দিন গুনতে থাকবে। পরে নবম তারিখ ভোর থেকে সাওম পালন করবে।আমি বললাম, মুহাম্মদ ﷺ এভাবেই তা পালন করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٧٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَإِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ . فَقَالَ بَعْضُهُم يَوْمُ التَّاسِعُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَوْمُ الْعَاشِرِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ صُوْمُوْا وَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

৭৫৩. কুতায়বা (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশম তারিখ আশূরার সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্। আশূরা দিবস সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ হলো (মুহার্‌রামের) নবম তারিখ। আর অপর একদল বলেন, এ হলো দশম তারিখ।ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবম ও দশম (এই দুই দিন) তোমরা সিয়াম পালন করবে এবং (এই ক্ষেত্রে) ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। (ইয়াহূদীরা মাত্র দশম তারিখ সিয়াম পালন করত)।ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক এই হাদীছ অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (ইমাম আবূ হানীফা (র.) এই মত পোষণ করেন)

بَابُ مَاجَاءَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিলহাজ্জ মাসের (প্রথম) দশকে সিয়াম পালন।

٧٥٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ .

وَرَوَى اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَائِشَةَ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (عَنِ الْأَسْوَدِ) وَقَدِ اخْتَلَفُوْا عَلَى مَنْصُوْرٍ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ. وَرِوَيَةُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ وَأَوْصَلُ إِسْنَادًا . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ مَنْصُوْرٍ .

৭৫৪. হান্নাদ (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কখনও (যিলহাজ্জ মাসের) দশ দিন সিয়াম পালন করতে দেখিনি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, একাধিক রাবী এই হাদীছটিকে আ'মাশ-ইব্রাহীম-আসওয়াদ-আয়েশা (রা.) সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করেছেন। সাওরী প্রমুখ রাবী এই হাদীছটিকে মানসূর-ইব্রাহীম..... সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ কে এই দশ দিন কখনও সিয়াম পালন অবস্থায় দেখা যায়নি।[১]

আবূল আহওয়াস (র.) এই হাদীছটিকে মানসূর-ইব্রাহীম-আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে রাবী আসওয়াদ (র.)-এর উল্লেখ করেননি। মানসূর পরবর্তী রাবীগণ এই হাদীছের সনদের ক্ষেত্রে উক্ত মতবিরোধ করেছেন। এই সনদসমূহের মধ্যে আ'মাশ (র.)-এর রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সহীহ্ এবং সনদ হিসাবে মুত্তাসিল। আবূ বাক্র মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র.) বলেন, আমি ওয়াকী' (র.)-কে বলতে শোনেছি যে, ইব্রাহীম-মানসূর সনদের ক্ষেত্রে আ'মাশ হলেন অধিক সংরক্ষক।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعَمَلِ فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিল হাজ্জ মাসের দশ দিনের আমলের ফযীলত।

٧٥٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ (هُوَ الْبَطِيْنُ وَهُوَ ابْنُ أَبِى عِمْرَانَ) عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ. إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذٰلِكَ بِشَىْءٍ . وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

৭৫৫. হান্নাদ (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এমন কোন দিন নাই যে দিনসমূহের নেক আমল আল্লাহ্র নিকট যিলহাজ্জ মাসের এই দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আল্লাহ্র পথে জিহাদও কি তদপেক্ষা প্রিয় নয় ?

---

১. অন্যান্য হাদীছে যিল হাজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন সিয়াম পালনের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ না। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও তদপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি জান-মাল নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে বের হয়ে যায় এবং এ দু' টির কিছু নিয়ে আর ফিরে না আসতে পারে তার কথা স্বতন্ত্র।এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, আবূ হুরায়রা, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব-সহীহ্।

٧٥٦. حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَسْعُوْدُ ابْنُ وَاصِلٍ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ. وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّمِنْ حَدِيْثِ مَسْعُوْدِبْنِ وَاصِلٍ عَنِ النَّهَاسِ . قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ مِثْلَ هٰذَا . وَقَالَ قَدْ رُوِىَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً شَيْءٌ مِنْ هٰذَا . وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ فِى نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

৭৫৬. আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি' আল-বাস্‌রী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ . ﷺ বলেনঃ এমন কোন দিন নাই যে দিনসমূহের (নফল) ইবাদত আল্লাহ্‌র নিকট যিল হাজ্জ মাসের দশ দিনের ইবাদত অপেক্ষা অধিক প্রিয়।এর প্রতিটি দিনের সিয়াম এক বছরের সিয়ামের সমতুল্য। এর প্রতিটি রাতের ইবাদত লায়লাতুল কাদরের ইবাদতের সমতুল্য।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। রাবী মাসউদ ইব্‌ন ওয়াসিল-নাহ্‌হাস সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-কে এই হাদীছ সম্পর্কে ﷺ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনিও এই সূত্র ছাড়া অনুরূপ কিছু পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি বলেন, কাতাদা-স্যাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাব (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীছের কিছু অংশ মুরসাল রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) নাহ্‌হাস ইব্‌ন কাহ্‌ম-এর স্মৃতিশক্তির সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শাউয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন।

٧٥٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ . وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى أَيُّوْبَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ حَسَنٌ هُوَ مِثْلُ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيُرْوَى فِى بَعْضِ الْحَدِيْثِ وَيُلْحَقُ هٰذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ تَكُوْنَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فِى أَوَّلِ الشَّهْرِ. وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ إِنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَفَرِّقًا فَهُوَ جَائِزٌ. قَالَ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ هٰذَا وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ الْأَنْصَارِىِّ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِى سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِه .

৭৫৭. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....আবূ আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি রামাযানের সিয়াম পালন করে এবং পরে এর অনুবর্তীতে শাউয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন করে তবে সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করল। এই বিষয়ে জাবির, আবূ হুরায়রা এবং সাওবান (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ আইউব (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সাহীহ্। এই হাদীছটির উপর ভিত্তি করে একদল আলিম শাউয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন মুস্তাহাব বলে মনে করেন। ইব্‌ন মুবারক (র.) বলেন, প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালনের মত এটি ভাল আমল। তিনি আরও বলেন,

কতক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, এই সিয়ামকে রামাযানের সিয়াম সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। ইব্ন মুবারক (র.) (শাওয়াল) মাসের শুরুর দিকে এই ছয় দিনের সিয়াম পালন অধিক পছন্দীয় বলে গ্রহণ করেছেন। ইব্ন মুবারক থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, শাওয়ালের মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিনে রাখা ও জায়িয আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র) বলেন, রাবী আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ এই হাদীছটিকে সাফওয়ান ইব্ন সুলায়ম ও সা'দ ইব্ন সাঈদ সূত্রে উমার ইব্ন সাবিত-আবূ আইউব (রা.) সনদে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। শুবা (র.) এই রিওয়াতটি ওয়ারকা ইব্ন উমার সা'দ ইব্ন সাঈদ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সা'দ ইব্ন সাঈদ হলেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী (রা.)-এর ভাই। তাঁর স্মরণশক্তি সম্পর্কে কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিমাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা।

৭৫৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِى الرَّبِيْعِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ ثَلاَثَةً أَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وَتْرٍ، وَصَوْمَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَنْ أُصَلِّىَ الضُّحَى .

৭৫৮. কুতায়বা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তিনটি ওসীয়্যাত করেছেন।, বিত্র (সালাত) আদায় না করে যেন নিদ্রাগমন না করি। প্রতি মাসে যেন তিনদিন সিয়াম পালন করি আর যেন চাশ্তের সালাত আদায় করি।

৭৫৯. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ بَسَّامٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاذَرٍّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ ! إِذَا صُمْتَ مِنَ الْشَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشَرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسِ الْمُزَنِىِّ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ أَبِى عَقْرَبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَ عَائِشَةَ، وَ قَتَادَةَ ابْنِ مِلْحَانَ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِى، وَجَرِيرٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ أَبِى ذَرٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ .

৭৫৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)....আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, হে আবূ যার ! প্রতি মাসে যদি তিন দিন সিয়াম পালন করতে চাও তবে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের সিয়াম পালন করো। এই বিষয়ে আবূ কাতাদা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আম্র, কুররা ইব্ন ইয়াস আল–মুযানী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, আবূ আকরাব, ইব্ন আব্বাস, আয়েশা, কাতাদা ইব্ন মিলহান, উসমান ইব্ন আবুল আসী ও জারীর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ যার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। কতক হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করে সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।

٧٦٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ فِي كِتَابِهِ- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا . اَلْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৭৬০. হান্নাদ (র,)....আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করে তবে তা যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করা হল। এর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে আয়াত নাযিল করলেন ঃ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (অর্থ) কেউ যদি একটি নেক কাজ করে তবে তার প্রতিদান হলো এর দশগুণ।(সূরা আনআম ঃ ১৬০) সুতরাং এক দিন দশ দিনের সমান।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, শু'বা (র.) এই হাদীছটি আবুত্ তায়্যাহ্ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧٦١. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ

ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْـــرٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ . قُلْتُ مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُوْمُ ؟ قَالَتْ كَانَ لاَيُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْـسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .قَالَ وَيَزِيْدُ الرِّشْكُ هُوَ يَزِيْدُ الضُّبَعِيُّ . وَهُوَ يَزِيْدُ بْـنُ الْقَاسِمِ . وَهُوَ الْقَسَّامُ وَالرِّشْكُ هُوَ الْقَسَّامُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ .

৭৬১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)....মুআযাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আয়েশা (রা.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, কোন তারিখ তিনি এই সিয়াম পালন করতেন ? তিনি বললেন, কোন তিন দিন এই সিয়াম পালন করবেন এই বিষয়ে তিনি কোন পরওয়া করতেন না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছ হাসান-সহীহ্। রাবী ইয়াযীদ আর-রিশ্‌ক হলেন, ইয়াযীদ আয্-যুবাঈ আর ইনিই ইয়াযীদ আল-কাসিম। ইনি ছিলেন বন্টনকারী। বসরাবাসীদের ভাষায় 'রিশ্‌ক' অর্থ হলো বন্টনকারী।

بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওমের ফযীলত।

٧٦٢. حَدَّثَنَا عِمْـرَانُ بْـنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَارِثِ ابْـنُ سَعِيْـدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْـنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْـدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ وَأَنَا أَجْزِىْ بِهِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَاللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْـمِسْكِ وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ. وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَكَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ وَسَلاَمَةَ بْنِ قَيْصَرٍ وَبَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ . وَإِسْمُ بَشِيْرٍ زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ . وَالْخَصَاصِيَّةُ هِيَ أُمُّـهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَحَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ‏.

৭৬২. ইমরান ইব্‌ন মূসা আল-কায্‌যায (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের রব বলেছেন, প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান হলো দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ পর্যন্ত। সাওম হলো আমার জন্যই। সুতরাং আমি নিজে এর প্রতিদান দিব। সাওম হলো জাহান্নাম থেকে (বাঁচার) ঢাল স্বরূপ।সাওম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশ্‌ক আম্বরের গন্ধের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। সাওম পালন অবস্থায় কোন জাহিল (মুর্খ) যদি তোমাদের কারো সাথে মুর্খতা প্রদর্শণ করে তবে সে যেন বলে আমি তো সাওম পালন করছি।

এই বিষয়ে মুআয ইব্‌ন জাবাল, সাহল ইব্‌ন সা'দ, কা'ব ইব্‌ন উজরা, সালামা ইব্‌ন কায়সার বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। বাশীর (রা.)-এর নাম হয় যাহ্‌ম ইব্‌ন মা'বাদ। খাসাসিয়্যা হলেন তাঁর মাতা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٧٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَبَابًا يُدْعَى الرَّيَّانَ يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُوْنَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ دَخَلَهُ ، لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا ‏.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ‏.

৭৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)...সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে; একে "রায়্যান" নামে অভিহিত করা হয়। এই দরজা দিয়ে সাওম পালনকারীদের ডাকা হবে। যারা সাওম পালনকারী তারা এই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্-গারীব।

٧٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلصَّائِمِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ ‏.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৬৪. কুতায়বা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেনঃ সায়েমের জন্য দু' টি আনন্দ। একটি আনন্দ হলো যখন সে ইফ্‌তার করে ; আরেকটি হলো যখন সে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাত করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صَوْمِ الدَّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সারা বছর সাওম পালন করা।

٧٦٥. حَدَّثَنَا وَأَحْمَدُبْنُ عَبْدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ؟ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، وَعِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِى مُوْسَى . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى قَتَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ . وَأَجَازَهُ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ وَقَالُوْا إِنَّمَا يَكُوْنُ صِيَامُ الدَّهْرِإِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحٰى وَأَيَّامَ التَّشْرِيْقِ. فَمَنْ أَفْطَرَ هٰذِهِ الأَيَّامَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْكَرَاهِيَةِ، وَلاَيَكُوْنُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. هٰكَذَا رُوِىَ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ نَحْوًا مِنْ هٰذَا . وَقَالاَ لاَيَجِبُ أَنْ يُفْطِرَ اَيَّامًا غَيْرَ هٰذِهِ الْخَمْسَةِ الأَيَّامِ الَّتِى نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحٰى وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ .

৭৬৫. কুতায়বা ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন আব্‌দা (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে ব্যক্তি সারা বছর সাওম পালন করবে তার কেমন হবে ? তিনি বললেনঃ তার সাওম হল না, ইফ্‌তারও হল না। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন–শিখ্‌খীর, ইমরান ইব্‌ন হুসাইন ও আবূ মুসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।আলিমগণের একদল সাওমুদ্দাহ্র অর্থাৎ সারা বছর সাওম পালন করা মকরূহ বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, ঈদুল ফিত্র, ঈদুল আযহা ও আইয়্যামে তাশরীকের দিনেগুলোতে যদি কেউ সাওম পালন করে তবে তা হবে (পূর্ব বর্ণিত দোষণীয়) সাওমুদ্দাহার। এই দিনগুলোতে যে সাওম পালন করেবনা সে উপরোক্ত নিষিদ্ধ সীমা থেকে বের হয়ে যাবে এবং সে সাওমুদ্দাহার পালনকারী রূপে গণ্য হবেনা। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) থেকে এই ধরণের অভিমত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র.) এরও বক্তব্য অনুরূপ। তাঁরা বলেন, ঈদুল ফিত্র, ইদুল আয্হা এবং আয়্যামে তাশরীক (ঈদুল আযহার পরবর্তী তিন দিন) এই যে পাঁচটি দিন সাওম পালন করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। সেই পাঁচটি দিন ছাড়া অন্য কোন দিনের সাওম পরিত্যাগ করা ওয়াজিব নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى سَرْدِ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ একাধারে সাওম পালন করা।

٧٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ أَفْطَرَ . قَالَتْ وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً إِلاَّ رَمَضَانَ . وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

৭৬৬. কুতায়বা (র.).....আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.) –কে নবী ﷺ–এর সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এইভাবে সাওম পালন করতেন যে এমনকি আমরা বলতাম, তিনি তো সাওম পালন করে যাচ্ছেন।আবার সাওম পালন থেকে যখন বিরত থাকতেন তখন আমরা বলতে থাকতাম তিনি বুঝি আর সাওম পালন করবেনই না।রামাযান ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আর কোন (পূর্ণ) মাসেই সাওম পালন করেননি। এই বিষয়ে আনাস ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান–সহীহ্।

٧٦٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى

نَرَى أَنَّهُ لاَيُرِيْدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لاَ يُرِيْدُ أَنْ يَصُوْمَ مِنْهُ شَيْـئًا . وَكُنْتَ لاَ تَشَاءَ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ نَائِمًا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৬৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (রা.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (র.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে একবার নবী ﷺ-এর সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, প্রতি মাসে তিনি যখন সাওম পালন করতে থাকতেন তখন মনে হত যে তাঁর বুঝি আর সাওম ছাড়ার কোন ইচ্ছা নাই। এভাবে যখন তিনি সাওম ছাড়তেন তখন মনে হত তাঁর বুঝি আর এই মাসের সাওম পালনের ইচ্ছা নাই। তাঁকে যদি তুমি রাত্রে সালাতরত অবস্থায় ছাড়া দেখতে না চাইতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে আর যদি নিদ্রারত অবস্থার ছাড়া দেখতে না চাইতে তবে সে অবস্থায়ই দেখতে পেতে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٧٦٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَاوَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍوَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الْمَكِّيُّ الْأَعْمَى، وَإِسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخَ . قَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَفْضَلُ الصِّيَامِ أَنْ تَصُوْمَ يَوْمًا وَتُفْطِرَ يَوْمًا وَيُقَالُ هٰذَا هُوَ أَشَدُّ الصِّيَامِ .

৭৬৮. হান্নাদ (র.)...আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সর্বোত্তম সাওম হল আমার ভাই দাঊদ (আ.) -এর সাওম। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন এবং একদিন তা ছাড়তেন। আর (যুদ্ধে শত্রুর) সম্মুখীন হলে তিনি যেখান থেকে পলায়ণ করতেন না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ্। রাবী আবুল আব্বাস ছিলেন মক্কার কবি ও অন্ধ ব্যক্তি। তাঁর নাম হল সাঈদ ইব্‌ন ফারূরূখ। কতক আলিম বলেন, সর্বোত্তম (নফল) সাওম হল একদিন সাওম পালন করা এবং একদিন তা ছেড়ে দেওয়া। বলা হয় এই ধরণের সিয়াম হল কঠিন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিত্‌র ও কুরবানীর ঈদে সাওম পালন করা হারাম।

٧٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِى يَوْمِ النَّحْرِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيْدُ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ نُسُكِكُمْ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَأَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ اسْمُهُ سَعْدٌ . وَيُقَالُ لَهُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْهَرَ أَيْضًا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَزْهَرَ هُوَ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ .

৭৬৯. মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন আবুশ্‌ শাওয়ারিব (র.)....আব্‌দুর রাহ্‌মান ইব্‌ন আওফ (রা.)-এর আযাদকৃত দাস আবূ উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-কে দেখেছি যে, তিনি খুত্‌বা প্রদানের আগে প্রথমে সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এই দুই ঈদের দিন সাওম পালন নিষেধ করতে শোনেছি।ঈদুল ফিত্‌রের দিন হল তো তোমাদের (সারা মাসের) সিয়াম ভঙ্গের দিন এবং মুসলিমদের ঈদের দিন। ইহা আযহার দিন সেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত আহার করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সহীহ্। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.)-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস আবূ উবায়দের নাম হল সা'দ। তাঁকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার-এর মাওলাও বলা হয়। আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আযহার হলেন, আব্‌দুর রহামান ইব্‌ন আওফ (রা.)-এর চাচাত ভাই।

٧٧٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامَيْنِ يَوْمِ

الْأَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوعِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَعَمْرُوبْنُ يَحْيَى هُوَابْنُ عُمَارَةَبْنِ أَبِى الْحَسَنِ الْمَازِنِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ .

৭৭০. কুতায়বা (র.).....আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই দিনের সাওম থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। ঈদুল আয্‌হা ও ঈদুল ফিত্‌রের দিন।এই বিষয়ে উমার, আলী, আয়েশা, আবূ হুরায়রা, উক্‌বা ইব্‌ন আমির ও আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ্। আলিমগণ এতদ্‌-নুসারে আমল করেছেন।ইমাম আবূ ঈসা (রা.) বলেন, বারী আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া হলেন ইব্‌ন উমারা ইব্‌ন আবুল হাসান আল-মাযীনী। তিনি ছিকাহ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য)। তাঁর থেকে সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (র.) ও মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ আয়্যামে তাশরীক [১]-এ সিয়াম পালন হারাম।

٧٧١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٍ وَنُبَيْشَةَ وَبِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ ، وَأَنَسٍ وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ . وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعَائِشَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِى وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَحَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ

১. যিল হাজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আয়্যামু তাশ্‌রীক বলা হয়।

عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَكْرَهُوْنَ الصِّيَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوْا لِلْمُتَمَتِّعِ ، اِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، وَلَمْ يَصُمْ فِى الْعَشْرِ أَنْ يَصُوْمَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ . وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُوْلُوْنَ مُوْسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ وَ أَهْلُ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ وَ قَالَ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ قَالَ مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ لاَ أَجْعَلُ أَحَدًا فِى حِلٍّ ، صَغَّرَ اسْمَ أَبِى .

৭৭১. হান্নাদ (র.)....উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ . বলেছেন ঃ আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আয়্যামু তাশরীক হল আমরা মুসলিম জনগণের ঈদের দিন। এ দিনগুলো হল পানাহারের দিন।এই বিষয়ে আলী, সা'দ, আবূ হুরায়রা, জাবির, নুবায়শা বিশ্‌র ইব্‌ন সুহায়ম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযায়ফা, আনাস, হামযা ইব্‌ন আম্‌র আল–আসলামী, কা'বা ইব্‌ন মালিক আয়েশা, আম্‌র ইব্‌ন আস ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্। আলিমগণ এতদ্‌নুসারে আমল করেছেন। তাঁরা আয়্যামে তাশরীকের সিয়াম পালন হারাম বলে মনে করেন। কিন্তু সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণের একদল তামাত্তু হজ্জ পালনকারীর জন্য এই দিনগুলোর সিয়াম পালনের অবকাশ দিয়েছেন। শর্ত হয় যদি সে হাদী (কুরবানীর জানোয়ার) না পায় এবং প্রথম দশ দিনের মধ্যে সে যদি সাওম পালন করতে না পেরে থাকে তবে তাদের মতে সে আয়্যামে তাশরীকে ঐ সাওম পালন করতে পারবে। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.) এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইরাকবাসী মুহাদ্দিছগণ বলেন, (রাবীর নাম) মূসা ইব্‌ন আলী ইব্‌ন রাবাহ্। মিসরবাসীগণ বলেন, মূসা ইব্‌ন আলী এবং আবূ ঈসা (র.) আরও বলেন, আমি কুতায়বাকে বলতে শোনেছি তিনি বলতে শোনেছেন যে, মূসা ইব্‌ন আলী বলেছেন, আমার পিতার নাম তাসগীর (উলাই) রূপে উচ্চারণ কারো জন্য হালাল মনে করি না।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর জন্য শিংগা লাগান মাকরূহ।

٧٧٢. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُبْنُ يَحْيٰى ، وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُوْرِى وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَيَحْيٰى بْنُ مُوْسَى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَسَعْدٍ وَشَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ، وَثَوْبَانَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ (وَيُقَالُ ابْنُ يَسَارٍ) وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى مُوْسَى وَبِلاَلٍ وَسَعْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَحَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحَيْحٌ . وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَبْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُّ شَىْءٍ فِى هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ. وَذُكِرَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ قَالَ أَصَحُّ شَىْءٍ فِى هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. لأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيْرٍ رَوَىَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا حَدِيْثَ ثَوْبَانَ وَحَدِيْثَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمُ الْحَجَامَةَ لِلصَّائِمِ . حَتَّى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ مِنْهُمْ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىُّ وَابْنُ عُمَرَ وَبِهٰذَا يَقُوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى سَمِعْتُ إِسْحٰقَ بْنُ مَنْصُوْرٍ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ مَنِ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءِ . قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَهٰكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِىُّ قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ قَدْرُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ إِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَرُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ وَلاَ أَعْلَمُ

وَاحِـدًا مِنْ هٰـذَيْـنِ الْحَدِيْـثَيْنِ ثَابِتًا وَلَوْ تَوَقّٰى رَجُلٌ الْحِجَامَـةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَوِ احْتَجَمَ صَائِمٌ لَمْ أَرَ ذٰلِكَ يُفْطِرُهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ وَأَمَّا بِمِصْرَ فَمَالَ إِلَى الرُّخْصَةِ وَلَمْ يَرَ بِالْحَجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৭৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি আন-নায়সাবূরী, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.).... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সিংগা লাগায় এবং যাকে সিংগা লাগান হয় উভয়ের সাওমই বিনষ্ট হয়ে গেল।এই বিষয়ে সা'দ, আলী, শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস, সাওবান, উসামা ইব্‌ন যায়িদ, আয়েশা, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (বলা হয় ইনি মা'কিল ইব্‌ন সিনান) আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ মূসা ও বিলাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই বিষয়ে সবচে সহীহ্ হাদীছ হল রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) বর্ণিত হাদীছ। এবং আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, সাওবান ও শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা.) কর্তৃক এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি অধিকতর সহীহ্। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র.) আবূ কিলাবা (রা.) থেকে দু'টো হাদীছই রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই উভয়টিই হল সাওবান ও শাদ্দাদ ইব্‌ন আওসের দু'টো হাদীছ। সাহাবী ও পরবর্তী আলিমদের একদল সিয়াম পালনকারীর জন্য সিংগা লাগান মাকরূহ্ বলে মনে করেন। এমন কি কতক সাহাবী যেমন আবূ মূসা আল-আশআরী ও ইব্‌ন উমার (রা.) (রামাযানে) রাত্রিতে সিংগা লাগাতেন। ইব্‌ন মুবারক (র.) ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন ঃ আমি ইসহাক ইব্‌ন মানসূরকে বলতে শোনেছি যে, আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী বলেছেন, সিয়াম পালনরত অবস্থায় যদি কেউ সিংগা লাগায় তবে তাকে তা কাযা করতে হবে।ইসহাক ইব্‌ন মানসূর বলেন, আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বাল, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা.)ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন যে,হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ জাফরান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন যে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিয়াম অবস্থায়ও সিংগা লাগিয়েছেন, আর তাঁর থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সিংগা লাগায় এবং যাকে সিংগা লাগান হয় তাদের উভয়ের সাওমই বিনষ্ট হয়ে গেল। এই রিওয়াতদ্বয়ের একটিও সঠিক বলে আমার জানা নাই। সিয়াম অবস্থায় কেউ যদি সিংগা পালন থেকে বেঁচে থাকে তবে তা আমার মতে অধিক পছন্দনীয়। আর কেউ যদি সিয়াম অবস্থায় সিংগা লাগায় তবে এতে তার সিয়াম ভেঙ্গে গেল বলে আমি মনে করি না। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ ছিল বাগদাদ থাকা অবস্থায় ইমাম

শাফিঈ (র.)-এর বক্তব্য। কিন্তু মিসরে গমনের পর তিনি এই বিষয়ে অনুমতি প্রদানের অভিমতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং সিয়াম অবস্থায় সিংগা লাগানোতে কোনরূপ দোষ আছে বলে আর তিনি মনে করেননি। এ বিষয়ে তিনি দলীল হিসাবে বলেন যে, বিদায় হজ্জে নবী ﷺ সিয়াম এবং ইহ্‌রাম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে অবকাশ প্রসঙ্গে।

٧٧٣. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَـةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ .

৭৭৩. বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল আল-বাস্‌রী (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম এবং সিয়াম অবস্থায়ও সিংগা লাগিয়েছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সহীহ্।

٧٧٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৭৭৪. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সিয়াম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সনদে হাদীছটি হাসান-গারীব।

٧٧٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هٰذَا

الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَرَوْا بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ .

৭৭৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা ও মদীনার মাঝে ইহ্‌রাম এবং সিয়াম অবস্থায় সিংগা লাগিয়েছেন। এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, জাবির ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্‌। কতক সাহাবী ও আলিম এই হাদীছ অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সাওম পালনকারীর জন্য সিংগা লাগানোতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেননা। এ হল ইমাম সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইব্‌ন আনাস ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওমে বিসাল[১] না জায়িয।

٧٧٦. **حَدَّثَنَا** نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُوَاصِلُوْا قَالُوْا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدِكُم إِنَّ رَبِّى يُطْعِمُنِى وَيَسْقِيْنِى . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَبَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا الْوِصَالَ فِى الصِّيَامِ وَ رُوِىَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ الْأَيَّامَ وَلاَ يُفْطِرُ .

৭৭৬. নাসর ইব্‌ন আলী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাওমে বিসাল করবে না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আপনি তো সাওমে বিসাল পালন করেন। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের কারো মত নই। আমার রব্ব আমাকে আহার দেন এবং আপনাকে পান করান।এই বিষয়ে আলী, আবূ হুরায়রা, আয়েশা, ইব্‌ন উমার, জাবির, আবূ সাঈদ এবং বাশীর ইব্‌ন খাসাসিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন,

১. ইফ্‌তার না করে একনাগারে দিন-রাত একাধিক সিয়াম পালন করা। কেবল রাসূল করীম ﷺ-এর জন্যই বিশেষভাবে জায়িয ছিল। উম্মাতের কারো জন্য জায়িয নয়।

আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সাওমে বিসাল অপছন্দনীয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধিক দিন সাওমে বিসাল করতেন; মাঝে ইফ্তার করতেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো জুনূবী (ফরয গোসল) অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায় আর তার যদি সাওম পালনের ইচ্ছা থাকে।

৭৭৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ . ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُوْمُ . قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ . غَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ اِذَا اَصْبَحَ جُنُبًا ، يَقْضِى ذٰلِكَ الْيَوْمَ . وَالْقَوْلُ الْاَوَّلُ اَصَحُّ .

৭৭৭. কুতায়বা (র.)....আবূ বাক্র ইব্ন আবদুল রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সহধর্মীনী আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা.) আমাকে অবহিত করেছেন। (কোন কোন সময়) জুনূবী আবস্থায় নবী ﷺ-এর ফজর হয়ে যেত। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং সিয়াম পালন করতেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। এ হল সুফিয়ান, শাফিঈ, আহ্মাদ, ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

তাবিঈগণের একদল বলেন, জুনূবী অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায় তবে তাকে এই দিনের কাযা করতে হবে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম অবস্থায় দাওয়াত কবুল করা।

٧٧٨. حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ . فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاءَ .

৭৭৮. আযহার ইব্‌ন মারওয়ান আল-বাস্‌রী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কাউকে আহারের দাওয়াত দেওয়া হয় তবে সে যেন তা কবুল করে। যদি সাওম পালনকারী হয় তবে সে (দাওয়াতকারীর জন্য) দু'আ করবে।

٧٧٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَكِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ فِى هٰذَا الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৭৯. নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তোমাদের কাউকে সাওম অবস্থায় দাওয়াত করা হয় তবে সে যেন বলে আমি তো সায়িম।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত উভয় হাদীছই হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে মহিলাদের (নফল) সিয়াম পালন মাকরূহ।

٧٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتَصُوْمُ الْمَرْاَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ، يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، اِلاَّ بِاِذْنِهِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِى سَعِيْدٍ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ

اَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ

৭৮০. কুতায়বা ও নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাযান মাসের বাইরে স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন মহিলা যেন সিয়াম পালন না করে। এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্। হাদীছটি আবূয্ যিনাদ (র.) থেকেও মূসা ইব্‌ন আবূ উসমান তৎপিতা আবূ উসমান (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَأْخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের সিয়ামের কাযা পালন ক্ষেত্রে বিলম্ব করা।

٧٨١. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ السُّدِّىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَهِىِّ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ مَاكُنْتُ اَقْضِىَ مَايَكُوْنُ عَلَىَّ مِنْ رَمَضَانَ اِلاَّ فِى شَعْبَانَ حَتّٰى تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . قَالَ وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، نَحْوَ هٰذَا .

৭৮১. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত রামাযানের যে সব সিয়াম আমার কাযা[১] হত সেগুলো শা'বান ছাড়া আদায় করতে পারতাম না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছ হাসান–সহীহ্। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (র.) হাদীছটিকে আবূ সালামা–আয়েশা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ الصَّائِمِ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালনরত ব্যক্তির নিকট পানাহার হলে তার ফযীলত।

٧٨٢. **حَدَّثَنَا** عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْلَى ، عَنْ مَوْلاَتِهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصَّائِمُ اِذَا اَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيْرُ صَلَّتْ

১. হায়যের কারণে।

عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْلَى عَنْ جَدَّتِهِ ، اُمِّ عِمَارَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৭৮২. আলী ইব্ন হুজ্র (র.).....লায়লা সূত্রে তার আযাদকারিনী মহিলা (উম্মু উমারা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিয়াম পালন করছেন-এমন ব্যক্তিরা যদি সিয়াম পালনরত কোন ব্যক্তির কাছে আহার করে তবে ফিরিশ্তাগণ তার (সিয়াম পালনরত ব্যক্তির) জন্য দু'আ করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, শু'বা এই হাদীছটিকে হাবীব ইব্ন যায়িদ......তৎ পিতামহী উম্মু উমারা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٧٨٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنِ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ . اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ .قَالَ سَمِعْتُ مَوْلاَةً لَنَا، يُقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ عِمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ اِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلِى فَقَالَتْ اِنِّى صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوْا وَرُبَّمَا قَالَ حَتَّى يَشْبَعُوا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৮৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....হাবীব ইব্ন যায়িদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জনৈকা আযাককৃত দাসী লায়লাকে উম্মু উমারা বিন্ত কা'ব আল-আনসারীয়্যা (রা.) থেকে বর্ণনা করতে শোনেছি যে, নবী ﷺ একবার তাঁর বাড়ি এলেন। তখন তিনি নবী ﷺ -এর সামনে খাবার পেশ করলেন। নবীজী ﷺ তাকে বললেন, তুমি খাও।তিনি বললেন, আমি তো সায়িম। রাসূলুল্লাহ ﷺ . বললেন, সায়িমের নিকট যদি কেউ খায় তবে খাবার শেষ না করা পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ সায়িমের জন্য দু'আ করতে থাকেন। নবী ﷺ কোন কোন সময় حَتَّى يَفْرُغُوا -এর স্থলে حَتَّى يَشْبَعُوا বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছ হাসান-সহীহ্।

٧٨٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَوْلاَةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى ، عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ عِمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُر فِيْهِ (حَتَّى يَفْرُغُوْا اَوْ يَشْبَعُوْا).

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَاُمُّ عَمَارَةَ هِيَ جَدَّةُ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ .

৭৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....উম্মু উমারা বিন্ত কা'ব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই রিওয়ায়াতে حَتَّى يَفْرُغُوْا اَو يَشْبَعُوْا শব্দসমূহের উল্লেখ নাই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উম্মু উমারা (রা.) হলেন হাবীব ইব্ন যায়িদ আল-আনসারী (র.)-এর পিতামহী।

بَابُ مَاجَاءَ فِي قَضَاءِ الحَائِضِ الصِّيَامَ دُوْنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী মহিলার সিয়াম কাযা করতে হবে, সালাত কাযা করতে হবে না।

٧٨٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَيْضًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ . لَانَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا ، اَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ الْكُوْفِيُّ يُكْنَى اَبَا عَبْدِ الْكَرِيْمِ .

৭৮৫. আলী ইব্ন হুজর (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা হায়য-এর পর যখন পবিত্র হতাম তখন তিনি আমাদের সিয়াম কাযা পালন করতে নির্দেশ দিতেন। সালাত কাযা করতে বলতেন না। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছ হাসান। এটি মুআযা-আয়েশা (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁদের মাঝে এই বিষয়ে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমরা জানিনা যে, হায়েয বিশিষ্টা মহিলা সিয়াম কাযা পালন করবে; সালাত কাযা করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, রাবী উবায়দা হলেন, ইব্ন মুআত্তিব আয্-যাব্বী আল-কূফী। তাঁর উপনাম হল আবূ আব্দুল করীম।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الْإِسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সায়িমের জন্য নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা মাকরূহ্।

٧٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْبَغْدَادِىُّ الْوَرَّاقِ وَ اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالاَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِى اِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوْءِ . قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الاَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ ، اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ كَرِهَ اَهْلُ الْعِلْمِ السُّعُوْطَ لِلصَّائِمِ . وَرَاَوا اَنَّ ذٰلِكَ يُفْطِرُهُ وَفِى الْبَابِ مَا يُقَوِّى قَوْلَهُمْ .

৭৮৬. আব্দুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুল হাকাম বাগদাদী আল-ওয়ার্‌রাক ও আবূ আম্মার হুসাইন ইব্ন হুরায়স (র.).....লাকীত ইব্ন সাবরা তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমাকে অযূ সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। তিনি বললেন, অযূ পরিপূর্ণভাবে করবে। আঙ্গুলসমূহের মাঝে খিলাল করবে। খুব উত্তমরূপে নাকে পানি ব্যবহার করবে, তবে সিয়ামরত থাকলে ভিন্ন কথা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। আলিমগণ সিয়াম পালনকারীর জন্য নাক দিয়ে ঔষধ টানা নিষেধ করেছেন। তাঁদের মতে এতে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। হাদীছের বিষয়বস্তুও তাঁদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُوْمُ اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি কোন কাওমের মেহমান হয় তবে যেন সে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে (নফল) সাওম পালন না করে।

٧٨٧. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ابْنُ وَاقِدٍ الْكُوفِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يَصُوْمَنَّ تَطَوُّعًا اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ . قَالَ اَبُوْعِيْسَى

هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ . لَانَعْرِفُ أَحَدًا مِنَ الثِّقَاتِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَقَدْ رَوَى مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِنْ هٰذَا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ أَيْضًا . وَأَبُوْ بَكْرٍ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ . وَأَبُوْ بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ الَّذِى رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، إِسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ . وَهُوَ أَوْثَقُ مِنْ هٰذَا وَأَقْدَمُ .

৭৮৭. বিশ্‌র ইব্‌ন মুআয আক্‌দী বাস্‌রী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন কাওমের মেহমান হয়, তবে সে যেন তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে (নফল) সিয়াম পালন না করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মুনকার। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র.) থেকে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত কোন নির্ভরযোগ্য রাবী করেছেন বলে আমরা জানিনা। মূসা ইব্‌ন দাঊদ আবূ বাক্‌র মাদানী-হিশাম ইব্‌ন উরওয়া-তৎপিতা উরওয়া-আয়েশা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ এক রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এই রিওয়ায়াতটিও যাঈফ।

আবূ বাক্‌রের হাদীছটি বিশেষজ্ঞদের কাছে দুর্বল। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে আবূ বাকর আল-মাদানী উপনামের যে রাবী হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন তাঁর নাম হল আল-ফায্‌ল ইব্‌ন মুবাশ্‌শির। তিনি এই আবূ বাক্‌র আল-মাদানী থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য ও অগ্রগণ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ।

٧٨٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . وَعُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِى لَيْلَى وَأَبِى سَعِيْدٍ وَأَنَسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৮৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর ইন্‌তিকাল পর্যন্ত রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। এই বিষয়ে উবাই ইব্‌ন কা'বা, আবূ লায়লা, আবূ সাঈদ, আনাস ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٧٨٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ .قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً .رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَائِشَةَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَقُوْلُوْنَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَعْتَكِفَ ، صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيْدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيْهَا مِنَ الْغَدِ ، وَقَدْ قَعَدَ فِي مُعْتَكَفِهِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ .

৭৮৯. হান্নাদ (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের সালাত আদায় করে পরে ই'তিকাফ-স্থলে প্রবেশ করতেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ-আম্‌রা সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।মালিক (র.) এবং আরো একাধিক রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে এ হাদীছটি মুরসালরূপে রেওয়ায়েত করেছেন। আর এই হাদীছটি আওযায়ী ও সুফিয়ান সাওরী-ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ-আম্‌রা আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছ অনুসারে কোন কোন আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, যখন কেউ ই'তিকাফের ইচ্ছা করে, তখন সে ফজরের সালাত আদায়ের পর যেন ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করে।

ই'তিকাফ করতে চাইলে, যে দিন থেকে ই'তিকাফ আরম্ভ করতে ইচ্ছুক তার আগের রাত্রির সন্ধ্যার সূর্য ডোবার আগে যেন সে অবস্থান গ্রহণ করে নেয়।[১] এ হল সুফিয়ান সাওরী [ইমাম আবূ হানীফা] ও মালিক ইব্‌ন আনাস (র.)-এর বক্তব্য।

১. উল্লেখ্য যে, ইসলামী হিসেবমতে দিনের পূর্বের রাত থেকে ঐ তারিখ গণনা করা হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ লায়লাতুল ক্বাদর।

٧٩٠. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِى وَجَابِرِبْنِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنِ عُمَرَ وَالْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَنَسٍ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ الزُّبَيْرِىِّ وَأَبِى بَكْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبِلَالٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَوْلُهُمَا (يُجَاوِرُ) يَعْنِى يَعْتَكِفُ. وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ اَلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِى كُلِّ وِتْرٍ. وَرُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وَّعِشْرِيْنَ، وَلَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ، وَخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ، وَسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ، وَتِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ، وَاٰخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى قَالَ الشَّافِعِىُّ كَأَنَّ هٰذَا عِنْدِى، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ. كَانَ يُجِيْبُ عَلَى نَحْوِمَايُسْأَلُ عَنْهُ. يُقَالُ لَهُ نَلْتَمِسُهَا فِى لَيْلَةِ كَذَا فَيَقُوْلُ اَلْتَمِسُوْهَا فِى لَيْلَةِ كَذَا. قَالَ الشَّافِعِىُّ وَأَقْوَى الرِّوَايَاتِ عِنْدِى فِيْهَا، لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ. وَيَقُوْلُ أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. بِعَلَامَتِهَا، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا.

وَرُوِىَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّهُ قَالَ لَيْلَةُ القَدْرِتَنْتَقِلُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ بِهٰذَا .

৭৯০. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করতেন। বলতেন, তোমরা রামাযানের শেষ দশ দিন লায়লাতুল ক্বাদর অনুসন্ধান কর।এই বিষয়ে উমার, উবাই ইব্ন কা'ব, জাবির ইব্ন সামুরা, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্, ইব্ন উমার, ফালাতান ইব্ন আসিম, আনাস, আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স, আবূ বাক্রা, ইব্ন আব্বাস, বিলাল ও উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্। তাঁর এই রিওয়ায়াতে উল্লেখিত শব্দ ' يُجَاوِرُ ' অর্থ তিনি ই'তিকাফ করতেন। এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ রিওয়ায়াতের শব্দ হল, তোমরা শেষ দশ দিনের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রে লায়লাতুল ক্বাদর তালাশ কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে লায়লাতুল ক্বাদর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তা হল একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ এবং রামাযানের শেষ রাত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আমার মতে এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে ভাবেই উত্তর দিয়াছেন যে ভাবে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। যেমন হয়ত কেউ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেছে, আমরা কি অমুক তারিখে তা অন্বেষণ করব ? তিনি উত্তরে বলেছেন, তা অমুক তারিখে তোমরা তালাশ কর। (ফলে উত্তরের ক্ষেত্রে এই বিভিন্নতা রয়েছে)। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই বিষয়ে আমার কাছে সব চাইতে শক্তিশালী রিওয়ায়াত হল একুশ তারিখ সম্পর্কিত রিওয়ায়াতটি। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কসম করে বলতেন যে, এ হল সাতাশ তারিখের রাত ; এবং তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এর আলামত জানিয়েছেন। তা আমরা গণনা করে রেখেছি এবং স্মরণ রেখেছি।

আবূ কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, শেষ দশকের মাঝে লায়লাতুল ক্বাদর আবর্তিত হতে থাকে। এই বক্তব্যটি আবদুর রায্যাক–মা'মার–আইউব–আবূ কিলাবা (রা.) থেকে আব্দ ইব্ন হুমায়দ বর্ণনা করেছেন।

٧٩١. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ قُلْتُ لِأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا الْمُنْذِرِ ! أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ ؟ قَالَ بَلَى . أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيْحَتُهَا

تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ ، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا . وَاللّٰهِ ! لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهَا فِى رَمَضَانَ ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ . وَلٰكِنْ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ فَتَتَّكِلُوْا . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৯১. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা কূফী (র.).....যির্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.)-কে বললাম, হে আবূ মুনযির! এ যে সাতাশের রাত এ কথা আপনি কোথেকে জানলেন ? তিনি বললেন, হাঁ অবশ্যই (তা ঐ তারিখেরই রাত)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এটি হল এমন রাত যার পরবর্তী সকালে সূর্য উদিত হয় এমনভাবে যে তার কোন আলোকরশ্মি থাকে না। তা আমরা গণনা করে রেখেছি এবং স্মরণও রেখেছি। আল্লাহ্‌র কসম ! ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) একথা জানেন যে, রাতটি হল রামাযানের এবং তা সাতাশেরই রাত। কিন্তু তিনি তোমাদের তা জানাতে পছন্দ করেননি, পাছে তোমরা এর উপর ভরসা করে বসে থাক।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٧٩٢. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِى بَكْرَةَ فَقَالَ مَاأَنَا مُلْتَمِسُهَا لِشَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَلْتَمِسُوْهَا فِى تِسْعٍ يَبْقَيْنَ . أَوْ فِى خَمْسٍ يَبْقَيْنَ . أَوْ فِى ثَلَاثٍ أَوَاخِرِ لَيْلَةٍ . قَالَ وَكَانَ أَبُوبَكْرَةَ يُصَلِّى فِى الْعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ ، كَصَلَاتِهِ فِى سَائِرِ السَّنَةِ . فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ .قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৯২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.).....আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌রা (রা.)-এর কাছে একবার লায়লাতুল ক্বাদর সম্পর্কে আলোচনা হল।তিনি বললেন, আমি লায়লাতুল ক্বাদর রামাযানের শেষ দশ দিন ছাড়া অন্য কোন রাতে অনুসন্ধান করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে একটি বাণী শোনার কারণে-(তা হলো)ঃ তাঁকে বলতে শোনেছি যে, তোমরা এ রাতটিকে রামাযানের নয় দিন বাকী থাকতে বা সাতদিন বাকী থাকতে বা পাঁচ দিন বাকী থাকতে, তিন দিন বাকী থাকতে বা এর শেষ রাতে অণ্বেষণ কর।রাবী বলেন, আবূ বাক্‌রা (রা.) রামাযানের বিশ দিন পর্যন্ত অন্যান্য (দিনের) সুন্নাতের মতই সালাত আদায় করতেন। কিন্তু শেষ দশ দিনে (ইবাদতের ক্ষেত্রে) খুবই প্রয়াস চালাতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

٧٩٣. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْقِظُ أَهْلَهُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৯৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবারের লোকদেরকে রামাযানের শেষ দশ দিন জাগাতেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٧٩٤. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، مَالاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهَا . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৯৪. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাযানের শেষ দশ দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ প্রচেষ্টা চালাতেন অন্যান্য সময়ে সেরূপ প্রচেষ্টা চালাতেন না। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّوْمِ فِى الشِّتَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ শীতকালের সিয়াম।

٧٩٥. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ غَرِيْبٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِى الشِّتَاءِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ . عَامِرُ بْنُ مَسْعُوْدٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيِّ ، الَّذِى رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ .

৭৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আমির ইব্ন মাসউদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, শীতকালের সিয়াম হল অনায়াশলব্ধ গনীমত সম্পদের মত। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মুরসাল। কারণ, আমির ইব্ন মাসউদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভ ঘটেনি। তিনি হলেন ইব্রাহীম ইব্ন আমির আল-কুরাশীর পিতা। যাঁর থেকে শু'বা ও সাওরী (র.) রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ)

অনুচ্ছেদ ঃ .... وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ الاية প্রসঙ্গে।

٧٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ) كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْاٰيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا . قَالَ اَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَيَزِيْدُ هُوَ ابْنُ أَبِى عُبَيْدٍ ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ .

৭৯৬. কুতায়বা (র.)....সালামা ইব্ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ الآية যারা সিয়াম পালনে অক্ষম তারা একজন মিস্কীনের আহার দিবে ফিদ্য়া হিসাবে" যখন উক্ত আয়াতটি নাযিল হল তখন আমাদের যার ইচ্ছা সিয়াম পালন না করে ফিদ্য়া দিয়ে দিত। শেষে এর পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - "তোমাদের যে জন রামাযানের এই মাস পায় সে যেন সিয়াম পালন করে" নাযিল হলে উপরোক্ত আয়াতের (সূরা বাকারা ১৮৪) বিধান রহিত হয়ে যায়। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্-গারীব। রাবী ইয়াযীদ হলেন, ইব্ন আবূ উবায়দ সালামা ইব্ন আকওয়া (রা.)-এর আযাদকৃত দাস।

بَابُ مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيْدُ سَفَرًا

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি আহার করার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়।

٧٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيْدُ سَفَرًا ، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ . فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ ؟ قَالَ سُنَّةٌ . ثُمَّ رَكِبَ .

৭৯৭. কুতায়বা (র.).....মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র.) বলেন, আমি এক রামাযানে আনাস (রা.)–এর কাছে এলাম। তিনি তখন সফরের ইচ্ছা করছিলেন। আমি তাঁর সফরের উট্‌টিতে হাওদা বেঁধে দিলাম। তিনি সফরের পোষাক পরে নিলেন এবং খাবার নিয়ে আসতে বললেন। অনন্তর তিনি তা আহার করলেন। আমি বললাম, এ কি সুন্নাত ? তিনি বললেন, সুন্নাত। এরপর সাওয়ার হয়ে গেলেন।

٧٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ هُوَ مَدِيْنِيٌّ ثِقَةٌ . وَهُوَ أَخُوْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ نَجِيْحٍ ، وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَدِيْنِيِّ ، وَكَانَ يَحْيَى ابْنُ مَعِيْنٍ يُضَعِّفُهُ .

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَقَالُوْا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِيْنَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ . وَهُوَ قَوْلُ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيِّ .

৭৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র.).....মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)–এর কাছে রামাযানে এলাম। এরপর উক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর হলেন, ইব্‌ন আবূ কাসীর মাদীনী নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর (র.)–এর ভাই। আর আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর হলেন ইব্‌ন নাজীহ্ ; আলী ইব্‌ন মাদীনী (র.)–এর পিতা। (হাদীছবিদ) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র.) তাঁকে

যাঈফ বলেছেন। কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, মুসাফির ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বে সিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে।[১] তবে যতক্ষণ সে তার গ্রাম বা নগর প্রাচীর অতিক্রম না করেছে ততক্ষণ সালাত কসর করতে পারবে না। এ হল ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালীর বক্তব্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تُحْفَةِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিয়াম পালনকারীর তোহফা।

٧٩٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعْدِ ابْنِ طَرِيْفٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالْمِجْمَرُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ . لاَيَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ طَرِيْفٍ . وَسَعْدُ بْنُ طَرِيْفٍ يُضَعَّفُ وَيُقَالُ عُمَيْرُ بْنُ مَأْمُوْمٍ أَيْضًا .

৭৯৯. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.)....হাসান ইব্ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছেন, সিয়াম পালনকারীর জন্য তুহ্ফা হল তৈল ও মিজমার।[২]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব; এর সনদটি তেমন (গ্রহণযোগ্য) নয়। রাবী সা'দ ইব্ন তারীফ ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে এটি সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। সা'দকে যাঈফ গণ্য করা হয় এবং রাবী উমায়র ইব্ন মামূনকে উমায়র ইব্ন মামূমও বলা হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى مَتَى يَكُوْنُ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহা কখন হয়।

٨٠٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفِطْرُ يَوْمَ

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অধিকাংশ আলিম সফরে বের না হওয়া পর্যন্ত তা জায়িয রাখেন না।
২. ধূনা বা লোবান জাতীয় সুগন্ধি।

يُفْطِرُ النَّاسُ . وَالْأَضْحٰى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى سَأَلْتُ
مُحَمَّدًا قُلْتُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَقُوْلُ فِيْ
حَدِيْثِهِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৮০০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ঈদুল ফিত্র হল যে দিন লোকেরা সিয়াম ভঙ্গ করে আর ঈদুল আয্হা হল লোকেরা যেদিন কুরবানী দেয়। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আমি মুহাম্মদ (বুখারী) (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাবী মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির কি আয়েশা (রা.)-এর কাছে হাদীছ শোনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁর হাদীছে তিনি আয়েশা (রা.)-এর কাছে শোনেছি উল্লেখ করে থাকেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব-সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ ছেড়ে বের হয়ে পড়লে।

٨٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِيْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ.
قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُعْتَكِفِ اِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ اَنْ يُتِمَّهُ عَلٰى مَانَوَى . فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيْثِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ مِنْ إِعْتِكَافِهِ فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ بَعْضُهُم إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ أَوْشَيْءٍ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا فَخَرَجَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلاَّ أَنْ

يُحِبَّ ذٰلِكَ ، اِخْتِيَارًا مِنْهُ . وَلاَ يَجِبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فَكُلُّ عَمَلٍ لَكَ أَنْ لاَتَدْخُلَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ فَخَرَجْتَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ، إِلاَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৮০১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, নবী ﷺ রামাযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি ই'তিকাফ করতে পারেননি। ফলে পরবর্তী বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-গরীব-সহীহ্। নিয়্যাত অনুসারে ই'তিকাফ পূর্ণ করার পূর্বেই ই'তিকাফ ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। যদি সে নিয়্যাত অনুসারে পূর্ণ করার আগেই ই'তিকাফ ছেড়ে দেয়, আলিম বলেন, সে যদি তার ই'তিকাফ ভঙ্গ করে তবে তার কাযা ওয়াজিব। তাঁরা এই হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন যে, নবী ﷺ ই'তিকাফ ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন, পরে শাওয়ালে দশ দিন ই'তিকাফ করে। এ হল মালিক (র.)-এর বক্তব্য। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও এমত পোষণ করেন]।

কোন কোন আলিম বলেন, যদি মানত বা নিজেরে জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণকৃত ই'তিকাফ না হয়ে থাকে এবং সে নফল ই'তিকাফ আদায়কারী হয়ে থাকে তবে এমতাবস্থায় ই'তিকাফ ছেড়ে বের হয়ে গেলে তার উপর ওয়াজিব নয় যে সে কাযা করবে। তবে যদি সে স্বেচ্ছায় কাযা করতে পসন্দ করে, তা ভিন্ন কথা। কিন্তু তা তার উপর ওয়াজিব নয়। এ হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে আমল তোমার জন্য ওয়াজিব নয় এমন কোন আমল যদি তুমি করতে শুরু কর আর পূর্ণ না করে তা ছেড়ে দাও তা হলে হজ্জ ও উমরা ছাড়া আর কোন আমলের কাযা করা তোমার উপর ওয়াজিব নয়। এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ أَمْ لاَ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারী প্রয়োজনে বের হতে পারে কি না ?

٨٠٢. حَدَّثَنَا أَبُوْمُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ . وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. هٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكٍ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَالصَّحِيْحُ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

৮০২. আবূ মুসআব মাদানী (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ই'তিকাফে বসতেন, তিনি তাঁর মাথা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এই হাদীছটিকে একাধিক রাবী মালিক ইব্ন আনাস-ইব্ন শিহাব-উরওয়া-আমরা-আয়েশা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে উরওয়া ও আমরা-আয়েশা (রা.)-এর সনদটি সহীহ্। তদ্রূপ লায়স ইব্ন সা'দ (রা.) ও হাদীছটিকে ইব্ন শিহাব-উরওয়া ও আমরা-আয়েশা (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন।

٨٠٣. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ إِعْتِكَافِهِ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ ، وَاجْتَمَعُوْا عَلَى هٰذَا أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَشُهُوْدِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَعُوْدَ الْمَرِيْضَ وَيُتَّبِعَ الْجَنَازَةَ وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ إِذَا اشْتَرَطَ ذٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هٰذَا . وَرَأَوْا لِلْمُعْتَكِفِ ، إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يَجَمَّعُ فِيْهِ ، أَنْ لاَيَعْتَكِفَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ . لاَنَّهُمْ كَرِهُوْا الْخُرُوْجَ لَهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ فَقَالُوْا لاَيَعْتَكِفُ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ . حَتَّى لاَيَحْتَاجُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ . لاَنَّ خُرُوْجَهُ لِغَيْرِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ ، قَطْعٌ عِنْدَهُمْ لِلاِعْتِكَافِ ، هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَالَ أَحْمَدُ لاَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَلاَ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ ، عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَقَالَ إِسْحٰقُ إِنِ اشْتَرَطَ ذٰلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتَّبِعَ الْجَنَازَةَ وَيَعُوْدَ الْمَرِيْضَ .

৮০৩. কুতায়বা (র.) আমাকে উক্ত রিওয়ায়াতটি লায়স (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, ই'তিকাফকারী ব্যক্তি মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফস্থল থেকে বের হতে পারবেনা। এই বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে, পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে সে অবশ্যই বের হতে পারবে। তবে রোগী দেখা, জুমু'আ ও জানাযার সালাতে ই'তিকাফরত ব্যক্তি হাযির হতে পারবে কিনা এ-ই বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমের মত হল, যদি ই'তিকাফের সময় শর্ত করে থাকে তবে সে রোগী দেখতে, জানাযা অনুসরণ করতে এবং জুমু'আর সালাতে হাযির হতে পারবে। এ হল ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইব্ন মুবারক (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, উল্লিখিত কোন কাজ সে করতে পারবে না। ই'তিকাফকারী ব্যক্তি যদি এমন শহরে বাস করে যেখানে জুমু'আর সালাত হয় সেখানে সে জামি' মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ করবে না। তাঁরা ই'তিকাফস্থল ছেড়ে জুমু'আর জন্য বের হওয়াও পসন্দ করেন না। আবার জুমু'আ পরিত্যাগ করাও জায়িয বলে মনে করেন না। সুতরাং তারা বলেন, জামি' মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ করবেনা যাতে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফস্থল থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। কেননা মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়া তাঁদের মতে ই'তিকাফ ভঙ্গের কারণ হিসাবে গন্য।[১] এ হল ইমাম মালিক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম আহ্মাদ (র.) বলেন, আয়েশা (রা.)-এর হাদীছের আলোকে সে রোগী দেখতে ও জানাযায় শরীক হতে বের হতে পারবে না।ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, যদি সে পূর্বেই এই বিষয়ে নিজে নিজে শর্ত করে নেয় তবে সে জানাযার শরীক হতে ও রোগীকে দেখতে যেতে পারবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসের কিয়াম।

٨٠٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِىِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالاَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِىَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জামি' মসজিদ ছাড়াও মহল্লার মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়িয এবং সে জুমু'আর জন্য জামি' মসজিদে যেতে পারবে। তবে জামি' মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।

بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِى السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِى الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ . ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حتَّى بَقِىَ ثَلاَثٌ مِنَ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِى الثَّالِثَةِ . وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلاَحَ . قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلاَحُ ؟ قَالَ السُّحُوْرُ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ . فَرَأَى بَعْضُهُم أَنْ يُصَلِّىَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ رَكْعَةَ مَعَ الْوِتْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ . وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى مَارُوِىَ عَنْ عُمَرَ وَ عَلِىٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً .وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ. وَقَالَ الشَّافِعِىُّ وَهٰكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً . وَقَالَ أَحْمَدُ رُوِىَ فِى هٰذَا أَلْوَانٌ ، وَلَمْ يُقْضَ فِيْهِ بِشَىْءٍ . وَقَالَ إِسْحٰقُ بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ رَكْعَةً عَلَى مَارُوِىَ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ. وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ، الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ . وَإِخْتَارَ الشَّافِعِىُّ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

৮০৪. হান্নাদ (র.).....আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ- এর সঙ্গে আমরা সিয়াম পালন করেছি।তিনি রামাযান মাসে আমাদের নিয়ে (নফল) সালাতে আদায় করেননি। অবশেষে সাত দিন বাকী থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত দাঁড়ালেন। এমনকি রাতের এক তৃতীয়াংশ এতে অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর আর ষষ্ঠ রাত আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন না। কিন্তু প্রথম রাত থাকতে আবার আমাদের নিয়ে সালতে দাঁড়ালেন। এমনকি এতে অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে গেল।

আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের অবশিষ্ট রাতটিও যদি নফল আদায় করে অতিবাহিত করে দিতেন। তিনি বললেন ঃ কেউ যদি ইমামের সঙ্গে (ফরয) সালাতে দাঁড়ায় এবং ইমামের শেষ করা পর্যন্ত তাঁর সাথে দাঁড়ায় তবে তার জন্য সারা রাত (নফল) সালাত আদায়ের সাওয়াব লেখা হয়। এরপর তিন মাসের তিন রাত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন না। তৃতীয় (২৭শে) রাত থাকতে আবার তিনি আমাদের নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। এই রাত তিনি তাঁর পরিজন ও স্ত্রীগণকেও ডেকে তোললেন। অনন্তর তিনি এত (দীর্ঘ) ক্ষণ সালাত আদায় করলেন যে আমাদের "ফালাহ্"-এর ব্যাপারে-এর আশংকা সৃষ্টি হয়ে গেল।রাবী জুবায়র ইব্ন নুফায়র (র.) বলেন যে, আমি আবূ বাকর (রা.)-কে বললামঃ "ফালাহ্" কি? তিনি বললেন, সাহ্রী খাওয়া। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীটি হাসান-সহীহ্।

রামাযানের কিয়াম সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, বিতর সহ-এর রাকআত সংখ্যা একচল্লিশ। এ হল মদীনাবাসীদের অভিমত এবং মদিনা-বাসীদেরও এইরূপ আমল রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের অভিমত আলী ও উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবায় কিরাম থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুযায়ী (তারাবীহ্র) রাকাআত সংখ্যা হল বিশ। সুফিয়ান সাওরী, ইব্ন মুবারক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবূ হানিফা (র.)ও এইমত পোষণ করেন।] ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আমাদের নগর মক্কায়ও এই ধরণের আমল দেখেছি। তাঁরা বিশ রাকাআত (তারাবীহ্র) সালাত আদায় করেন। আহ্মাদ (র.) বলেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। তিনি এই ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক বলেন, উবাই ইব্ন কা'ব (রা.)-এর রিওয়ায়াতের আদেশে আমরা এক চল্লিশ রাকআতের অভিমতটি গ্রহণ করি।

ইব্ন মুবারক, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.) রামাযান মাসে ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করা পছন্দীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। হাফিযুল কুরআন হলে তার জন্য একা (তাসবীহ্র) সালাত আদায় করা উত্তম বলে ইমাম শাফিঈ (র.) অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ সায়িমকে ইফ্তার করানোর ফযীলত।

٨٠٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا .

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮০৫. হান্নাদ (র.)....যায়িদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কেউ যদি কোন সায়িমকে ইফ্তার করায় তবে তার জন্যও অনুরূপ (সিয়ামের) সাওয়াব হবে। কিন্তু এতে সিয়াম পালনকারীর সাওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ التَّرْغِيْبِ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ وَمَا جَاءَ فِيْهِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের সিয়াম-এর প্রতি উৎসাহিত করা এবং এর ফযীলত।

٨٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ ، وَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ . ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ فِى خِلاَفَةِ أَبِى بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلَى ذٰلِكَ . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮০৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. রামাযান মাসের কিয়াম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতেন। তবে তা বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ দেননি। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সাওয়াবের আশা নিয়ে রামাযান মাসের কিয়াম করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। বিষয়টি এভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। পরে আবূ বাক্র (রা.)-এর খিলাফত এবং উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফাতের প্রথম দিকেও বিষয়টি তদ্রুপই ছিল। এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি সহীহ্। এই হাদীছটি যুহরী-উরওয়া-আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

كتاب الحج

অধ্যায় ঃ হজ্জ

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্জ

بَابُ مَاجَاءَ فِى حُرْمَةِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার মর্যাদা ও সম্মান প্রসঙ্গে।

٨٠٧. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِى، أَيُّهَا الأَمِيْرُ! أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ. سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللّٰهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ. وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَّسْفِكَ فِيْهَا دَمًا أَوْ يَعْضِدَبِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. وَلَمْ يَأْذَنْ لَكَ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فِيْهِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيْلَ لأَبِى شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُوْ؟ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذٰلِكَ، يَا أَبَا شُرَيْحٍ! إِنَّ الْحَرَمَ لاَيُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَيُرْوَى (وَلاَ فَارًّا بِخِزْيَةٍ). قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ أَبُوْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو . وَهُوَ الْعَدَوِىُّ ، وَهُوَ الْكَعْبِىُّ . وَمَعْنَى قَوْلَهُ وَلاَ فَارًا بِخَرْبَةٍ يَعْنِى الْجِنَايَةَ . يَقُوْلُ مَنْ يَجْنَى جِنَايَةً ، أَوْ أَصَابَ دَمًا ، ثُمَّ لَجَا إِلَى الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

৮০৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).....আবূ শুরায়হ্ আল-আদাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার গর্ভর্ণর আমর ইব্‌ন সাঈদ যখন (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে) মক্কায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করছিল তখন তিনি তাকে বললেন, হে আমীর ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি একটি হাদীছ আপনার কাছে বর্ণনা করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই হাদীছটি মক্কা বিজয়ের পরদিন ইরশাদ করেছিলেন। যখন তিনি এ কথা বলছিলেন, তখন আমার কর্ণদ্বয় তা শোনছিল, আমার হৃদয় তা সংরক্ষণ করছিল এবং আমার চক্ষুদ্বয় তা প্রত্যক্ষ করছিল, তিনি আল্লাহ্‌র হাম্দ করলেন, তাঁর প্রশংসা করলেন; পরে বললেনঃ মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে "হারাম" করে দিয়েছেন। কোন মানুষ তাকে "হারাম" করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার জন্য হালাল নয় এখানে রক্ত প্রবাহিত করা, এখানকার কোন বৃক্ষ কর্তন করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক এখানে (মক্কা বিজয় কালিন) যুদ্ধ করার ওসীলাধরে (পরবর্তীতে) কেউ যদি এখানে কোনরূপ যুদ্ধভিযান চালানোর অবকাশ খোঁজে তাকে তোমরা বলে দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাঁর রাসূল ﷺ -কেই বিশেষ করে এর অনুমতি দিয়েছেন। তোমাকে এর অনুমতি দেননি। (শোনে রাখ) আমাকেও কেবল দিনের কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। গতকাল যেমন তা হারাম ছিল আজ তেমনিভাবে তা হারাম হওয়ার বিধান প্রত্যার্পিত হয়েছে। তোমাদের উপস্থিত জন (একথা) অনুপস্থিত জনকে পৌছে দিও। (বর্ণনাকারী বলেন), আবূ শুরায়হ্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এই কথা শোনে আম্‌র ইব্‌ন সাঈদ তখন কি বলেছিল ? তিনি বললেন, সে বলেছিল, হে আবূ শুরায়হ্ ! এই হাদীছ সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে অধিক অবহিত। "হারাম" শরীফ কোন অবাধ্যচারী, পলাতক খুনী এবং পলাতক অপরাধীকে আশ্রয় দেয়না।[১]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, بخربة-এর স্থলে بخزية ও বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ শুরায়হ্ বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। আবূ শুরায়হ্ আল-খুযাঈ (রা.)-এ নাম হল খুওয়ালিদ ইব্‌ন আম্‌র আল-আদাবী আল-কা'ব। ولا فارا بخربة -এর خربة অর্থ অপরাধী।বাক্যটির মর্ম হল, কোন অপরাধ করে বা খুন করে যদি কেউ হারাম শরীফে আশ্রয় নেয় তবে ঐ স্থানে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না।

---

১. আম্‌র ইব্‌ন সাঈদের এই কথাটি সত্য। কিন্তু তার মতলব ভাল ছিলনা। কেননা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) তো এই ধরণের অপরাধী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এক মুজাহিদ সাহাবী।

بَابُ مَاجَاءَ فِى ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার সাওয়াব প্রসংগে।

٨٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حُبْشِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

৮০৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করতে থাক।এ দু'টো আমল দারিদ্র্য ও গুনাহ্ বিদূরিত করে দেয়। যেমন ভাটার আগুনে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা-জং দূরিভূত হয়ে থাকে। একটি মকবূল হজ্জের প্রতিদান তো জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে উমার, আমির ইব্‌ন রাবীআ, আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুবশী, উম্মু সালামা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে হাসান-সহীহ্-গারীব।

٨٠٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ أَبُوْ حَازِمٍ

كُوْفِيٌّ ، وَهُوَ الْأَشْجَعِيُّ وَإِسْمُهُ سَلْمَانُ ، مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ .

৮০৯. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)…. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন; যদি কেউ হজ্জ করে এবং তাতে কোনরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ না করে তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। রাবী আবূ হাযিম আল-কূফীই হলেন আল-আশজাঈ। তাঁর নাম হল সালমান। ইনি আয্যা আল-আশজাঈয়া-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস ছিলেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّغْلِيْظِ فِي تَرْكِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী।

٨١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَبْدِاللهِ مَوْلَى رَبِيْعَةَ بْنِ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ الْبَاهِلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوإِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ ، فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا . وَذٰلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُوْلُ فِي كِتَابِهِ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَهِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَجْهُوْلٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ .

৮১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-কুতাঈ আল-বাস্‌রী (র.)….আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি এতটুকু পাথেয় ও সফর সংক্রান্তের অধিকারী হয়,যা তাকে বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, এরপরও যদি সে হজ্জ পালন না করে তবে সে ইয়াহূদী হয়ে মরল বা নাসারা হয়ে মরল এই বিষয়ে (আল্লাহ্‌র) কোন পরওয়া নেই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً .

"মানুষের মাঝে যার সেখানে যাবার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।"

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এটির সনদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাবী হচ্ছেন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আর হারিসকে হাদীছ বর্ণনায় যাঈফ বলা হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى إِيْجَابِ الْحَجِّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হলে হজ্জ ফরয হয়।

٨١١. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ يَزِيْدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَايُوْجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. قَالَ أَبُوعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ .

وَإِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْخَوْزِيُّ الْمَكِّيُّ . وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

৮১১. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কিসে হজ্জ ফরয হয় ? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হলে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, কোন ব্যক্তি যখন পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হয় তখন তার উপর হজ্জ ফরয হয়।

রাবী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ হলেন আল-খাওযী আল-মাক্কী। কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞ আলিম তার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ كَمْ فُرِضَ الْحَجُّ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ কতবার হজ্জ করা ফরয।

٨١٢. حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيْدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ عَبْدِ

الْأَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفِى كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ . فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فِى كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ لاَ ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَسْاَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَإِسْمُ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ سَعِيْدُ بْنُ أَبِى عِمْرَانَ وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ فَيْرُوْزَ .

৮১২. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً .

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। (৩ ঃ ৯৭) এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এ কি প্রতি বছরই করতে হবে ? তিনি চুপ করে রইলেন। তারা আবার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! একি প্রতি বছরই করতে হবে ? তিনি বললেন, না ; আমি যদি বলতাম হ্যাঁ, তবে তো তোমাদের উপর তা (প্রতি বছর করাই) ফরয হয়ে যেত।

অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَسْاَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

হে মু'মিনগণ ! তোমরা সে-সব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। (৫ ঃ ১০১)

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সনদে আলী (রা.)-এর হাদীছটি হাসান-গারীব।রাবী আবুল বাখ্‌তারীর নাম হল সাঈদ ইব্‌ন আবূ ইমরান। ইনি হলেন, সাঈদ ইব্‌ন ফীরোয।

بَابُ مَاجَاءَ كَمْ حَجَّ النَّبِىُّ ﷺ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কয়বার হজ্জ পালন করেছেন ?

٨١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى زِيَادِ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ

سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُّهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَاهَاجَرَ ، وَ مَعَهَا عُمْرَةً فَسَاقَ ثَلَاثَةً وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً . وَجَاءَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ بِبَقِيَّهَا . فِيْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ ، فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَنَحَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ ، فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ . لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِبْنِ حُبَابٍ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَوَىٰ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي كُتُبِهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ .

قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَأَيْتُهُ لَمْ يَعُدَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَحْفُوْظًا . وَ قَالَ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلاً .

৮১৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ কূফী (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, নবী ﷺ তিনবার হজ্জ করেছেন। হিজরতের পূর্বে দুই হজ্জ আর হিজরতের পরে এক হজ্জ। এই হজ্জের সঙ্গে উমরাও করেছেন। তিনি তেষট্টিটি কুরবানীর উট নিয়ে এসেছিলেন। আলী (রা.) বাকী (একশটির) উটগুলি নিয়ে ইয়ামান থেকে এসেছিলেন। এই উটগুলির মধ্যে আবূ জাহলের একটি উট ছিল। এর নাকে একটি রৌপ্যের রিং ছিল। এটিকেও তিনি কুরবানী করেছিলেন। যা হোক, রাসূলুল্লাহ্ . ﷺ প্রতিটি কুরবানীর উট থেকে এক টুক্‌রা গোশ্‌ত নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন, এগুলো পাকানো হলে তিনি এর শোরবা পান করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সুফিয়ানের রিওয়ায়াত হিসাবে এই হাদীছটি গারীব। তাঁর থেকে যায়িদ ইব্‌ন হুবাব ছাড়া আর কারো রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের জানা নাই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দুর রহমান (র.)-কে দেখেছি যে, তিনি এটিকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ-এর বরাতে তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-কে আমি এই রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু তিনি এটিকে সাওরী-জা'ফর-তৎপিতা -জাবির-নবী ﷺ সনদে বর্ণিত আছে বলে জানতে পারেননি।

আমি দেখেছি তিনি এই হাদীছটিকে মাহফূয বা সংরক্ষিত বলে গণ্য করতেননা। তিনি বলেন, সাওরী-আবূ ইসহাক-মুজাহিদ সনদে এটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত আছে।

٨١٤. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ حَجَّ النَّبِىُّ ﷺ ؟ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ ، عُمْرَةً فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ، وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ، إِذْ قَسَّمَ غَنِيْمَةَ حُنَيْنٍ. قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَحَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ، هُوَ أَبُوْ حَبِيْبٍ الْبَصْرِىُّ هُوَ جَلِيْلٌ ثِقَةٌ ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ .

৮১৪. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে বললাম, নবী ﷺ কয়বার হজ্জ করেছেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার হজ্জ এবং চারবার উমরা করেছেন। যিলকা'দ মাসে একটি উমরা, হুদায়বিয়ার উমরা, হজ্জের সঙ্গে একটি এবং জি'ইর্‌রানার থেকে একটি, সে সময় তিনি হুনায়ন যুদ্ধে লব্ধ গনীমত বন্টন করেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ্। রাবী হাব্বান ইব্ন হিলাল হলেন আবূ হাবীব আল-বাসরী একজন মহান ও নির্ভরযোগ্য রাবী। প্রখ্যাত হাদীছবিদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র.) তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কতবার উমরা করেছেন ?

٨١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ قَابِلٍ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةَ الثَّالِثَةِ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ ، وَ الرَّابِعَةَ الَّتِى مَعَ حَجَّتِهِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُوْعِيْسَى

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ . وَ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) .

৮১৫. কুতায়বা (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারবার উমরা করেছেন। হুদায়বিয়্যার উমরা, এর পরবর্তী বছর দ্বিতীয় উমরা, এটি ছিল যিল কা'দ মাসে কাযা উমরা হিসাবে, তৃতীয় উমরা হল জিইর্‌রানা নামক স্থান থেকে, চতুর্থ উমরা হল তাঁর হজ্জের সঙ্গে।

এই বিষয়ে আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্‌র ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব। ইব্ন উআয়না (র.) এই হাদীসটিকে আম্‌র ইব্ন দীনার-ইকরিমা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ চারবার উমরা করেছেন........। এই সনদে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) -এর উল্লেখ করেননি।

٨١٦. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ سَعِيْدُبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُوبْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৮১৬. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান আল-মাখযূমী (র.).....ইক্‌রিমা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন জায়গা থেকে নবী ﷺ ইহ্‌রাম বেঁধেছেন ?

٨١٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَجَّ ، أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوْا . فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَسٍ وَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮১৭. ইব্ন আবূ উমার (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন তখন লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, এতে তারা একত্রিত হল। পরে যুল হুলায়ফার নিকটবর্তী বায়দা নামক স্থানে পৌছে ইহ্‌রাম বাঁধেন।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, আনাস, মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

٨١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِى يُكَذِّبُوْنَ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ ! مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ ، مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ . قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮১৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়দা হল এমন একটি জায়গা, যে ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জড়িয়ে (ইহ্‌রাম সম্পর্কে) ভুল আরোপ করে থাক। আল্লাহ্‌র কসম ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (যুল হুলায়ফার) মসজিদের কাছে একটি বৃক্ষের পার্শ্বে ইহ্‌রামের তাকবীর উচ্চারণ করেছিলেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ مَتَى أَحْرَمَ النَّبِىُّ ﷺ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কখন ইহ্‌রাম বাঁধেন ?

٨١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَهَلَّ فِى دُبُرِ الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. لاَ نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ . وَهُوَ الَّذِى يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، أَنْ يُّحْرِمَ الرَّجُلُ فِى دُبُرِالصَّلاَةِ .

৮১৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (ইহ্‌রামের) সালাতের পর ইহ্‌রামের তাকবীর উচ্চারণ করেন।

ইমাম আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীছটি গারীব। আবদুস্ সালাম ইব্‌ন হারব ছাড়া আর কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমরা জানিনা। (ইহ্‌রামের) সালাতের পর ইহ্‌রাম বাঁধা আলিমগণ মুস্তাহাব বলে মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى إِفْرَادِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ইফরাদ হজ্জ প্রসংগে।

٨٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ . قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَرَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ . وَأَفْرَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ .

৮২০. আবূ মুসআব (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফরাদ[১] হজ্জ করেছেন। এই বিষয়ে জাবির ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

কতক আলিম হাদীছটিকে আমলের জন্য গ্রহণ করেছেন। ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত য়ে, নবী ইফরাদ হজ্জ করেছেন এবং আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা.)ও ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

٨٢١. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَالَ الثَّوْرِىُّ إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ . وَ إِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ . وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ . وَقَالَ الشَّافِعِىُّ مِثْلَهُ . وَقَالَ أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْقِرَانُ .

৮২১. কুতায়বা (র.)..... ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইমাম সাওরী (র.) বলেছেন, যদি ইফরাদ হজ্জ কর তবে তা-ও উত্তম, কিরান[২] যদি কর তাও উত্তম আর তামাত্তু[৩] যদি কর তবে তা-ও উত্তম। ইমাম শাফিঈ (র.) ও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের নিকট সবচে পছন্দনীয় হল ইফরাদ এরপর তামাত্তু এরপর কিরান।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরা একসঙ্গে আদায় করা।

٨٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ

১. ইহ্‌রাম বাঁধার সময় কেবল হজ্জের নিয়্যাত করা।
২. ইহ্‌রাম বাঁধার সময় হজ্জ ও উমরা উভয়ের নিয়্যাত করা।
৩. ইহ্‌রাম বাধার সময় প্রথমে উমরার নিয়্যাত করা এবং তা আদায় করার পর একই সফরে হজ্জ আদায় করা। বিস্তারিত ফিক্‌হ-এর কিতাবসমূহে দ্রষ্টব্য।

النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا . وَاخْتَارُوْهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ .

৮২২. কুতায়বা (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে (ইহ্রামের সময়) لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ উমরা ও হজ্জ উভয়ের (নিয়্যাতে) লাব্বায়েক বলতে শোনেছি। এই বিষয়ে উমার ও ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

কতক আলিম আমলের ক্ষেত্রে এই হাদীছটিকে গ্রহণ করেছেন। কূফাবাসী ফকীহ্গণ (ইমাম আবূ হানীফা) ও অপরাপর আলিম একে অধিক পছন্দনীয় বলে গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّمَتُّعِ

অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু হজ্জ।

٨٢٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَ أَوَّلُ مَنْ نَهَىْ عَنْهَا مُعَاوِيَةُ .

৮২৩. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান (রা.) তামাত্তু হজ্জ করেছেন। মুআবিয়া (রা.)–ই প্রথম তা নিষেধ করেন।

٨٢٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ لَايَصْنَعُ ذٰلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَاللّٰهِ. فَقَالَ سَعْدُ بِئْسَ مَاقُلْتَ ، يَا ابْنَ أَخِى ! فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ فَإِنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَدْنَهَى عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ سَعْدُ

قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ . قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

৮২৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).....মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফাল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সঙ্গে উমরা একত্রিত করে তামাত্তু হজ্জ করা সম্পর্কে সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ও যাহ্হাক ইব্‌ন কায়স (রা.)–কে আলোচনা করতে শোনেছেন। যাহ্হাক ইব্‌ন কায়স (রা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এ কাজ করতে পারেনা। সা'দ (রা.) বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি কত মন্দ কথা বললে। যাহ্হাক বললেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)তো এটা নিষেধ করেছেন। তখন সা'দ (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেও তা করেছেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে থেকে তা করেছি। এই হাদীছটি সহীহ্।

٨٢٥. **حَدَّثَنَا** عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هِيَ حَلاَلٌ فَقَالَ الشَّامِيُّ إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَجَابِرٍ وَسَعْدٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُوعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرُهُمُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ وَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَّدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . ثُمَّ يُقِيْمَ حَتَّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ دَمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ . فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ . وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ ، إِذَا صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَنْ يَصُوْمَ الْعَشْرَ وَيَكُوْنَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ . فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ صَامَ

أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فِى قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ . وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَ إِسْحٰقُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَيَصُوْمُ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ يَخْتَارُوْنَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ فِى الْحَجِّ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

৮২৫. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র.).....সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, হজ্জের সঙ্গে একত্র করে তামাত্তু করা সম্পর্কে তিনি জনৈক সিরিয়াবাসী ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.)-এর কাছে প্রশ্ন করতে শোনেছেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) বললেন, তা করা বৈধ। সিরিয়াবাসী ব্যক্তিটি বলল, আপনার পিতা তো তা করতে নিষেধ করতেন।আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) বললেন, তুমি কি মনে কর, কোন বিষয় যদি আমার পিতা নিষেধ করেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে কি আমার পিতার অনুসরণ করা হবে, না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণ করা হবে? লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাজেরই তো (অনুসরণ করা হবে)। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (তামাত্তু) করেছেন।এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

এই বিষয়ে আলী, উসমান, জাবির, সা'দ, আসমা বিন্ত আবূ বাক্র ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের একদল (হজ্জ ও) উমরা একসঙ্গে করে তামাত্তু করার বিষয়টিকে পছন্দনীয় বলে গ্রহণ করেছেন। তামাত্তু হল একজন (মীকাত থেকে) হজ্জের মাসসমূহে উমরার (-এর ইহ্রাম বেঁধে মক্কায়) দাখিল হবে এবং তা সমাধা করে হজ্জ করা পর্যন্ত ইহ্রাম অবস্থায় অবস্থান করবে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তিটি হবে মুতামাত্তি'-তামাত্তু পালনকারী। তার জন্য যে প্রকারের হাদী (কুরবানীর পশু) সহজ হয় তা কুরবানী করবে। যদি কেউ তাতে সক্ষম না হয় তবে সে হজ্জের সময় তিন দিন এবং বাড়ি প্রত্যাবর্তনকালে সাত দিন সিয়াম পালন করবে। তামাত্তু পালনকারী যখন হজ্জের সময় তিন দিন সিয়াম পালন করবে তখন মুস্তাহাব হল যিল হাজ্জ মাসের দশ দিনের মধ্যে এমনভাবে তা করবে যে আরাফার দিন যেন তার সিয়ামের শেষ দিন হয়। যদি সে এই দশের ভিতর সিয়াম পালন না করে। তবে কতক সাহাবীর মতে সে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝে (যিল হজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ) তা পালন করবে। এ হল ইব্ন উমার ও আয়েশা (রা.)-এর অভিমত। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। কতক আলিম বলেন, আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন করবে না। এ হল কূফাবাসী আলিমগণ (ইমাম আবূ হানীফা (র.) (প্রমুখ)-এর অভিমত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছ বিশেষজ্ঞ আলিমগণ হজ্জের সঙ্গে উমরা করে তামাত্তু করা পছন্দনীয় আমল বলে গ্রহণ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া প্রসংগে।

٨٢٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِىِّ ﷺ كَانَتْ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَإِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . قَالَ الشَّافِعِىُّ وَإِنْ زَادَ فِى التَّلْبِيَةِ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيْمِ اللّٰهِ فَلاَ بَأْسَ ، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَاَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَّقْتَصَرَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ الشَّافِعِىُّ وَإِنَّمَا قُلْنَا لاَ بَأْسَ بِزِيَادَةِ تَعْظِيْمِ اللّٰهِ فِيْهَا لِمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ حَفِظَ التَّلْبِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ زَادَ ابْنُ عُمَرَ فِى تَلْبِيَتِهِ مِنْ قِبَلِهِ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

৮২৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর তালবীয়া ছিল ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ .

আমি হাযির, হে আল্লাহ্ ! আমি হাযির ; শরীক নাই কেউ তোমার, আমি হাযির ; সব হাম্‌দ ও সব নিয়ামত তো তোমারই আর সব সাম্রাজ্যও ; কোন শরীক নাই তোমার।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, জাবির, আয়েশা, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ

হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এই হাদীছটির উপর আমল করেছেন, এ হল সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ব্যঞ্জক কোন শব্দ যদি কেউ তালবিয়াতে বৃদ্ধি করে তবে ইনশাআল্লাহ্ এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পঠিত তালবিয়ার উপর সীমাবদ্ধ থাকাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ইমাম শাফিঈ বলেন, "আল্লাহ্‌র মহত্ব ব্যঞ্জক কোন শব্দ তালবিয়াতে বৃদ্ধি ঘটালে কোন দোষ নাই" দলীল হল ইব্‌ন উমার (রা.)–এর এই রিওয়ায়াতটি। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তালবিয়ার শব্দ সংরক্ষণ করেছেন। এরপরও তিনি নিজের তরফ থেকে এতে বৃদ্ধি করেছেন ঃ

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ.وَالخَيْرُ فِى يَدَيْكَ لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

٨٢٧. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ** حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ فَانْطَلَقَ يُهِلُّ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ هٰذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يَزِيْدُ مِنْ عِنْدِهِ فِى أَثَرِ تَلْبِيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ.وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ لَبَّيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮২৭. কুতায়বা (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন ইহ্‌রাম বাঁধতেন তখন উচ্চস্বরে বলতেন ঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ .

রাবী বলেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) বলতেন, এ হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ–এর তালবিয়া। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর তালবিয়ার শেষে নিজে থেকে এই দু'আ পড়তেন ঃ

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ.وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ لَبَّيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

বান্দা হাযির, বান্দা হাযির, আমি ভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, বান্দা হাযির, সব কুরবানী তোমার প্রতিই, আমলও তোমার জন্যই। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া ও নাহ্‌রের[১] ফযীলত।

٨٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍالصِّدِّيْقِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ أَىُّ الْحَجِّ اَفْضَلُ ؟ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ .

৮২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র.)....আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন ধরণের হজ্জ সবচে উত্তম। ? তিনি বললেনঃ "আল-আজ্জু-ওয়াচ্ছাজ্জু" - উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ আর উট কুরবানী দেওয়া।

٨٢٩. حَدَّثَنَا هَنَّادُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرَ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا .

৮২৯. হান্নাদ (র.)....সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বির্ণত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কোন মুসলিম যখন তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডানে ও বামের যত পাথর, গাছ, মাটি সবকিছুই তার সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করে।এমনিভাবে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যেয়ে তা শেষ হয়।

٨٣٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوْ عَمْرٍ وَالْبَصْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَةَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَحَدِيْثِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى بَكْرٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّمِنْ حَدِيْثِ إِبْنِ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ

১. নাহ্‌র হল উটের বুকে যখম করে তা কুরবানী দেওয়া।

عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ . وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ، عَنْ أَبِيْهِ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَرَوَى أَبُوْ نُعَيْمٍ الطَّحَّانُ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَرْبُوْعٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَأَخْطَأَفِيْهِ ضِرَارٌ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَنْ قَالَ (فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَرْبُوْعٍ عَنْ أَبِيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ (وَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيْثَ ضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكٍ) فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ . فَقُلْتُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكٍ أَيْضًا مِثْلَ رِوَايَتِهِ . فَقَالَ لَاشَىْءَ . إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْهِ (عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ) وَرَأَيْتُهُ يُضَعِّفُ ضِرَارَ بْنِ صُرَدٍ .

وَالْعَجُّ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ هُوَ نَحْرُ الْبُدْنِ .

৮৩০. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ যা'ফরানী ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ আবূ আম্‌র বাসরী (র.) সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) সূত্রে ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশের রিওয়ায়াতের অনুরূপ (৮২৯ নং) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ বাক্‌র (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (৮২৮ নং) গারীব। ইব্‌ন আবূ ফুদায়ক যাহ্‌হাক ইব্‌ন উসমান-এর সূত্র ছাড়া এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। আর আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ারবূ' থেকে রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির কোন রিওয়ায়াত শোনেননি। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির অন্য হাদীছ সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ারবূ' তার পিতা সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ নুআয়ম তাহ্‌হাস যিরার ইব্‌ন সুরাদ এই হাদীছটিকে ইব্‌ন আবূ ফুদায়ক যাহ্‌হাক ইব্‌ন উসমান মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ারবূ' তার পিতার সূত্রে আবূ বাক্‌র (রা.) সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে যিরার ভুল করেছেন।[১]

---

১. কারণ এতে তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির ও আবদুর রহমানের মধ্যে সূত্র হিসাবে সাঈদ-এর উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আহ্মাদ ইব্ন হাসানকে আমি বলতে শোনেছি যে, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র.) বলেছেন যে, রাবী মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ারবূ তার পিতা আবদুর রহমান এইভাবে যিনি হাদীছটির সূত্র উল্লেখ করেছেন তিনি ভুল করেছেন।আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি যিরার ইব্ন সুরাদ ইব্ন আবূ ফুদায়ক সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, এটি ভুল। আমি বললাম, যিরার ছাড়াও অন্যান্য রাবী ইব্ন আবূ ফুদায়ক থেকে অনূরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বললেন, এগুলো কিছু নয়। এরা ইব্ন আবূ ফুদায়ক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন অথচ এতে সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান-এর উল্লেখ করেননি। আমি দেখেছি যে, মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)যিরার ইব্ন সুরাদকে যাঈফ সাব্যস্ত করেছেন।

হাদীছে উল্লেখিত 'الْعَجُّ' অর্থ হল উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা 'الثَّجُّ' অর্থ পশু কুরবানী করা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

٨٣١. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ إِبْنِ أَبِي بَكْرٍ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلاَّدِ ابْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ امُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيْثُ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِيهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ يَصِحُّ وَالصَّحِيْحُ هُوَ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ. وَهُوَ خَلاَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ.

৮৩১. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.).....খাল্লাদ ইব্ন সাঈব ইব্ন খাল্লাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন যে, আমি যেন আমার

সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশ দান করি। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, খাল্লাদ তাঁর পিতার (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে খাল্লাদ ইব্ন সাইব যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি সাহীহ্ নয়। খাল্লাদ ইব্ন সাইব তাঁর পিতা সোয়াইদ ইব্ন খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দ আনসারী। এই বিষয়ে যায়িদ ইব্ন খালিদ, আবূ হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রামের সময় গোসল করা।

٨٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَدَنِىُّ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِغْتِسَالَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ .

৮৩২. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র.).....যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্রামের উদ্দেশ্যে (সিলাই করা) পোশাক খুলে ফেলেছেন ও গোসল করেছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–গারীব।

কোন কোন আলিম ইহ্রামের সময় গোসল করা মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন। এ হল (ইমাম আবূ হানীফা (রা.) ও (ইমাম শাফিঈ (র.)–এর অভিমত।)

بَابُ مَاجَاءَ فِى مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ لِأَهْلِ الْآفَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় হারাম শরীফের বাইরের লোকদের জন্য ইহ্রাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান।

٨٣٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ . وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ . وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ

قَرْنٍ .قَالَ وَيَقُوْلُوْنَ (وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .قَالَ أَبُوْعِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৮৩৩. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কোথা থেকে ইহ্রাম বাঁধব ? তিনি বললেনঃ মদীনাবাসীরা যুল হুলায়ফা থেকে, শামবাসীরা জুহ্ফা থেকে, নাজদ্বাসীরা কারন্ থেকে। তিনি আরো বললেন, ইয়ামান-বাসীরা ইয়ালামলাম থেকে ইহ্রাম বাঁধবে। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আলিমগণ এতদ্-নুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন।

٨٣٤. حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَاوَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ .

৮৩৪. আবূ কুরায়ব (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্য (যাতু ইরাকের নিকটবর্তী) আকীক নামক স্থানকে মীকাত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَا لاَيَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব পোশাক মুহ্রিম (ইহ্রাম রত) ব্যক্তির জন্য পরিধান করা জায়িয নয়।

٨٣٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ

الْعَمَائِمَ وَلاَ الْخِفَافَ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنُ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَلاَتَلْبَسُوْا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرِسُ . وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৮৩৫. কুতায়বা (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি ইহ্‌রাম অবস্থায় কি ধরণের পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, জামা, পায়জামা, টুপী, পাগড়ী এবং মোজা পরিধান করবে না, তবে কারো যদি চপ্পল না থাকে তবে সে পায়ে এমন দু'টি চামড়ার মোজা পরিধান করবে যা পায়ের পাতার উপরের উঁচু হাড়ের নিচে থাকে। যাফরান এবং ওয়ারাস (যরদ রঙ্গের গুল্ম) রং-এ রঞ্জিত কোন পোশাক পরতে পারবে না। মুহরিম মহিলারা মুখ ঢাকবে না এবং হাতে মোজা পরিধান করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আলিমগণ এতদ্-নুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তির যদি তহবন্দ ও চপ্পল জোগাড় করতে না পারে তবে তার পায়জামা ও চামড়ার মোজা পরিধান করা।

٨٣٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُبْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِبْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْاِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو نَحْوَهُ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوْا إِذَا

لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ الْإِزَارَ لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ . وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ . وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَ بِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ .

৮৩৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদা আয্‌ যাব্‌য়ী আল-বাসরী (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শোনেছি যে, ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি যদি তহবন্দ যোগাড় করতে না পারে তবে সে পায়জামাই পরিধান করবে, আর যদি সে চপ্পল জোগাড় করতে না পারে তবে চামড়ার মোজা পরিধান করবে। কুতায়বা (র.).....আম্‌র (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও জাবির (র.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (রা.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি যদি (সেলাইবিহীন) তহবন্দ জোগাড় করতে না পারে তবে পায়জামাই পরিধান করবে আর যদি সে চপ্পল জোগাড় করতে না পারে তবে চামড়ার মোজা পরিধান করবে। এ হলো ইমাম আহ্‌মাদ (র.)-এর বক্তব্য। আর কতক আলিম ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছ অনুসারে বলেন, চপ্পল না পেলে সে চামড়ার মোজা পরতে পারবে তবে সে যেন মোজা দু'টি পায়ের পাতার উপরের উঁচু হাড়ের নীচ পর্যন্ত রাখে। এ হলো ইমাম সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবূ হানীফার মতও অনুরূপ।)

بَابُ مَاجَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ أَوْ جُبَّةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তির গায়ে জামা বা জুব্‌বা থাকলে ।

٨٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ أَعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَّنْزِعَهَا .

৮৩৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).....ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক বেদুঈদুনকে ইহ্‌রাম অবস্থায় জুব্বা পরিহিত দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে এটি খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

٨٣٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . وَهٰذَا أَصَحُّ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى هٰكَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَالصَّحِيحُ مَارَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮৩৮. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)....ইয়ালা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ-এর থেকে অনুরূপ মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি অধিকতর সহীহ্। এই হাদীছটি সম্পর্কে একটি কাহিনীও রয়েছে।[১] কাতাদা হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত প্রমুখ –আতা–ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা (রা.) সূত্রে এইরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু আম্‌র ইব্‌ন দীনার–ইব্‌ন জুরায়জ–আতা–সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন ইয়া'লা–তৎপিতা ইয়া'লা (রা.) নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি হল সহীহ্।

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি কি কি প্রাণী হত্যা করতে পারে ?

٨٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ

১. ইয়া'লা (রা.) উমার (রা.)-কে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল অবস্থায় তাঁকে আপনি আমাকে দেখাবেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে জিইররানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় জৈনক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সুগন্ধি লাগিয়ে যদি কেউ ইহ্‌রাম করে তবে কি হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে রইলেন। এমতাবস্থায় ওহী নাযিল হচ্ছিল। তখন উমার (রা.) ইয়া'লা (রা.)-কে ইশারায় ডাকলেন, তিনি আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ একটি কাপড়ের দ্বারা ছায়াবৃত অবস্থায় ছিলেন। ইয়া'লা (রা.)-এর ভিতর মাথা ঢুকিয়ে দেখেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারক রক্তবর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর গলা দিয়ে গড় গড় আওয়াজ হচ্ছে। যাহোক, এই অবস্থা অপসৃত হওয়ার পর তিনি উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তিটিকে ডেকে বললেনঃ উক্ত সুগন্ধি তিনবার ধুয়ে নাও এবং জুব্বাটি খুলে ফেল আর হজ্জের সময় যা করতে উমরাতেও তা করবে। (বুখারী)

وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবুশ্ শাওয়ারিব (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হারামের ভিতরেও হত্যা করা যায়– ইঁদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল, হিংস্র কুকুর। এই বিষয়ে ইব্ন মাসঊদ, ইব্ন উমার, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

٨٤٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ ابْنُ أَبِى زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَدِىَ وَالْكَلْبَ الْعَقُوْرَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ السَّبُعَ الْعَادِىَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ . وَقَالَ الشَّافِعِىُّ كُلُّ سَبُعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِم ، فَلِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ .

৮৪০. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র).....আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি হিংস্র প্রাণী, কুকুর, ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল ও কাক হত্যা করতে পারে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি হিংস্র প্রাণী ও কুকুর হত্যা করতে পারে। ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র.)–এর অভিমত। (ইমাম আবূ হানীফার এর অভিমত এই)। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে কোন হিংস্র প্রাণী যদি তা মানুষ বা তার পশুর উপর হামলা করে তবে সেটিকে ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি হত্যা করতে পারবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম পালনকারীর সিঙ্গা লাগানো।

٨٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ وَعَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ . قَالُوْا لاَيَحْلِقُ شَعْرًا . وَقَالَ مَالِكُ لاَيَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُوْرَةٍ . وَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ لاَبَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَنْزِعُ شَعَرًا .

৮৪১. কুতায়বা (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছেন। এই বিষয়ে আনাস, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না ও জাবির (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। আলিমদের এক দল ইহ্‌রাম পালনকারীর জন্য সিঙ্গা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এ অবস্থায় কোন চুল কামাবে না। ইমাম মালিক (র.) বলেন, প্রয়োজন ছাড়া ইহ্‌রাম পালনকারী সিঙ্গা লাগাবে না। সুফিয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র.) বলেন, মুহ্‌রিম বা ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তির জন্য সিঙ্গা লাগানোতে কোন দোষ নাই। তবে সে (এর কারণে) চুল কামাবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيْجِ الْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম পালনকারীর বিবাহ করা মাকরূহ্।

٨٤٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ . فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ . فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذٰلِكَ . قَالَ لاَأَرَاهُ إِلاَّ إِعْرَابِيًّا جَافِيًا إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَيَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ أَوْ كَمَا قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَمَيْمُوْنَةَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءَ التَّابِعِيْنَ وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . لاَيَرَوْنَ أَنْ يَّتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ . قَالُوْا فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلُ .

৮৪২. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.).....নুবায়হ ইব্ন ওয়াহ্ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মা'মার তাঁর (মুহ্রিম) পুত্রকে বিবাহ করাতে ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি আমীরুল হজ্জ আবান ইব্ন উসমানের নিকট (এই বিষয়ে আলোচনার জন্য) আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, আপনার ভ্রাতা (ইব্ন মা'মার) তার পুত্রকে বিবাহ করাতে ইচ্ছা করেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি আপনাকে সাক্ষী রাখতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, একে তো আমি মুর্খ বেদুঈনের মত দেখতে পাচ্ছি। ইহ্রাম পালনকারী তো বিবাহ করতেও পারেনা করাতেও পারে না অথবা অনুরূপ বলেছেন। নুবায়হ বলেন, এরপর তিনি উসমান (রা.)-এর বরাতে হাদীছকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে আবূ রাফি' ও মায়মূনা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উসমান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এই হাদীছ অনুসারে নবী ﷺ-এর কতক সাহাবী আমলের অভিমত দিয়েছেন। যেমন উমার ইবন্ খাত্তাব, আলী ইব্ন আবূ তালিব, ইব্ন উমার (রা.)। কতক তাবিঈ ফিক্হাবিদ-এর বক্তব্যও এ-ই। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই। কেউ মুহ্রিম অবস্থায় বিবাহ করতে পারে বলে তারা মনে করেননা। তাঁরা বলেন, কোন মুহ্রিম যদি বিবাহ করে তবে বা বাতিল বলে গণ্য হবে।

٨٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّقِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلاَلُ . وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلُ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا. قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيْعَةَ . وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلاَلُ. رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلاً . قَالَ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيْعَةَ

مُرْسَلاً . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرُوِىَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ هُوَ حَلاَلٌ . وَيَزِيْدُ بْنُ الأَصَمِّ هُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُوْنَةَ .

৮৪৩. কুতায়বা (র.)....আবূ রাফি' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা (রা.)–কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায়ই তাঁর সাথে বাসর হয়েছিল। আমিই তাঁদের মাঝে মাধ্যম হিসাবে ছিলাম।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ মাতার আল–ওয়ার্রাক বারীআ (র.) ছাড়া আর কেউ এটিকে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।মালিক ইব্ন আনাস (র.) রাবীয়া সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মায়মূনা (রা.)–কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। এই রিওয়ায়াত মালিক 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে সুলায়মান ইব্ন বিলাল ও রাবীআ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আ'সাম–মায়মূনা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালাল অবস্থায় আমাকে যখন বিবাহ করেন। কতক রাবী' ইয়াযীদ ইব্ন আ'সাম থেকে এই কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আ'সাম (রা.) হলেন মায়মূনা (রা.)–এর ভগ্নী–পুত্র।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

٨٤٤. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ .

৮৪৪. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মায়মূনা (রা.)–কে ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করেন।এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

কতক আলিম এতদ্‌নুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইমাম [আবূ হানীফা (র.)] সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমত এ-ই।

٨٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৮৪৫. কুতায়বা (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মায়মূনা (রা.)-কে ইহ্‌রামরত (মুহ্‌রিম) অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

٨٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ العَطَّارِعَنْ عَمْروبْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ . وَاخْتَلَفُوْا فِى تَزْوِيْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا فِى طَرِيْقِ مَكَّةَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا حَلاَلاً، وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيْجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ثُمَّ بَنى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ ، بِسَرِفَ فِى طَرِيْقِ مَكَّةَ . وَمَاتَتْ مَيْمُوْنَةُ بِسَرِفَ ، حَيْثُ بَنى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدُفِنَتْ بِسَرِفَ .

৮৪৬. কুতায়বা (র.).....আবুশ্‌শা'ছা ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ. মায়মূনা (রা.)-কে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সহীহ্‌। রাবী আবুশ্‌শা'ছা-এর নাম হল জাবির ইব্‌ন যায়দ। মায়মূনা (রা.)-কে নবী ﷺ কর্তৃক বিবাহের বিষয়ে রাবীদের এই মতবিরোধের কারণ নবী ﷺ তাঁকে মক্কার পথে বিবাহ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি মায়মূনা (রা.)-কে হালাল অবস্থায়ই বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তাঁর এই বিবাহের বিষয়টি যখন জানাজানি হয় তখন তিনি ছিলেন মুহ্‌রিম। এরপর মক্কার পথে 'সারিফ' নামক স্থানে হালাল অবস্থায় তাঁর বাসর হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সঙ্গে মায়মূনা (রা.) -এর যেখানে বাসর শয্যা হয়েছিল পরবর্তীতে সেই 'সারিফ' নামক স্থানেই তাঁর ইন্তিকাল হয় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

٨٤٧. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا حَلَالٌ وَمَتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ مُرْسَلًا ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ حَلَالٌ .

৮৪৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)....মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (উম্মাতুল মোমিনীন মায়মুনা (রা.)-কে) যখন বিবাহ করেন তখন তিনি (নবীজী) হালাল ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যখন বাসর হয় তখনও তিনি হালাল অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীকালে মায়মূনা (রা.) সারিফেই মারা যান এবং যে ঝুপড়িতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাঁর বাসর হয় সেখানেই তাঁকে দাপন করা হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। একাধিক রাবী ইয়াযীদ ইব্‌ন আসম থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালাল অবস্থায় মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিকারের গোশ্‌ত মুহ্‌রিমের পক্ষে খাওয়া।

٨٤٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّالِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، مَالَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْيُصَدْ لَكُمْ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَطَلْحَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ مُفَسَّرٌ . وَالْمُطَّلِبُ لَانَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا عَنْ جَابِرٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايَرَوْنَ بِالصَّيْدِ لِمُحْرِمٍ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَصْطَدْهُ أَوْلَمْ يُصْطَدْ مِنْ أَجْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ هٰذَا أَحْسَنُ حَدِيْثٍ رُوِيَ فِي هٰذَا الْبَابِ ، وَأَقْيَسُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

৮৪৮. কুতায়বা (র.)....জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায়ও শিকারকৃত স্থলজ প্রাণীর গোশ্‌ত তোমাদের জন্য হালাল যতক্ষণ না তা তোমরা নিজেরা শিকার করবে বা তোমাদের উদ্দেশ্যে তা শিকার করা হবে। এই বিষয়ে আবূ কাতাদা ও তালহা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।রাবী মুত্তালিব জাবির (রা.) থেকে হাদীছ শোনেছেন কি না তা আমাদের জানা নেই। এই হাদীছ অনুসারে কোন কোন আলিমের আমল রয়েছে, যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তি নিজে শিকার না করে বা তার উদ্দেশ্যে শিকার করা না হয় তবে তার জন্য এর গোশ্‌ত আহারে তাঁরা কোন অসুবিধা মনে করেন না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই বিষয়ে যতগুলি হাদীছ বর্ণিত আছে তন্মধ্যে এটি সবচেয়ে উত্তম এবং অধিকতর যুক্তিসম্মত। এতদনুসারে আমল করা যায়। এ হলো ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এরও অভিমত।

٨٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا . فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا . فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوا عَلَيْهِ . فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ . فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ. فَأَدْرَكُوا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ .

৮৪৯. কুতায়বা (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, একবার তিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে (এক সফরে) ছিলেন। এক পর্যায়ে মক্কার কোন এক পথে তিনি তাঁর কিছু সাথীসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে মুহ্‌রিম ছিলেন না।হঠাৎ এক স্থানে তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে বসলেন এবং সাথীদেরকে তাঁর বেতটি দিতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। তিনি তাঁর বর্শাটি দিতে বললে তারা তা-ও এগিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। শেষে তিনি নিজেই তা সংগ্রহ করলেন এবং গাধাটির উপর আক্রমণ চালিয়ে সেটিকে হত্যা করলেন। পরে সাহাবীদের কেউ কেউ তো এটির গোশ্‌ত আহার করলেন। আর কেউ কেউ তা আহার করতে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা নবী ﷺ -এর সাথে মিলিত হলেন। তখন এই সম্পর্কে তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ এটি হ'ল এমন খাবার যা আল্লাহ্ নিজে তোমাদের আহার করালেন।

٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ فِى حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِى النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৫০. কুতায়বা (র.)......আবূ কাতাদা (রা.) সূত্রে আবুন নাযরের (৮৪৯ নং-এর) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে যায়িদ ইব্‌ন আসলামের সনদে বর্ণিত এই রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ সেটির গোশ্‌তের কিছু তোমাদের কাছে আছে কি ?

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের গোশ্‌ত আহার করা না জায়িয।[১]

٨٥١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّبِهِ بِالْأَبْوَاءِ أَوْبِوَدَّانَ فَأَهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَافِى وَجْهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارَدُّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَكَرِهُوْا أَكْلَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ . وَقَالَ الشَّافِعِىُّ إِنَّمَا وَجْهُ هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَنَا إِنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ صِيْدَ مِنْ أَجْلِهِ ، وَتَرَكَهُ عَلَى التَّنَزُّهِ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ . وَقَالَ أَهْدَى لَهُ لَحْمَ

---

১. যদি মুহ্‌রিম নিজে তা শিকার করে বা তাতে কোনরূপ সহযোগিতা করে বা তার জন্য যদি শিকার করা হয় তবে তা মুহ্‌রিমের জন্য আহার করা জায়িয নয়।

حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ .قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِبْنِ أَرْقَمَ.

৮৫১. কুতায়বা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আবওয়া বা ওয়াদ্দান নামক স্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটা বন্য গাধা হাদিয়া হিসাবে পেশ করেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বললেন, তোমার এই হাদিয়া আমি প্রত্যাখ্যান করতাম না। কিন্তু বর্তমানে আমি যে ইহ্রামরত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।সাহাবী এবং অপরাপর আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমলের অভিমত গ্রহণ করেছেন-মুহ্রিমের জন্য শিকারের গোশ্ত আহার করা পছন্দনীয় নয় বলে তাঁরা মনে করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক এই হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করার কারণ হল, তিনি ধারণা করেছিলেন যে এটিকে তাঁর উদ্দেশ্যেই হয়ত শিকার করা হয়েছে। ফলে এটি থেকে বেঁচে থাকতে গিয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম যুহ্রী (র.)-এর কতক শাগরিদ যুহ্রী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বন্য গাধার গোশ্ত হাদিয়া প্রদান করা হয়েছিল।....কিন্তু এই রিওয়ায়াতটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়।

এই বিষয়ে আলী ও যায়িদ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিমের জন্য জলজ শিকার।

٨٥٢. حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَاوَكِيْعُ عَنْ حَمَّادِبْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجٍّ أَوْعُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلُ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُ بِسِيَاطِنَا وَ عِصِيِّنَا . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ . كُلُوْهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ .قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. وَأَبُوْ الْمُهَزِّمِ إِسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ شُعْبَةُ .

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَّصِيْدَ الْجَرَادَ وَيَأْكُلُهُ . وَرَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ صَدَقَةً ، إِذَا اصْطَادَهُ وَأَكَلَهُ .

৮৫২. আবূ কুরায়ব (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জ কিংবা উমরা-এর সফরে বেরিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একবার আমাদের সামনে এক ঝাঁক পঙ্গপাল এসে গেল। অমরা তখন আমাদের বেত, লাঠি দিয়ে এগুলো মারতে লাগলাম। তখন নবী ﷺ আমাদের বললেন, এ তোমরা খেতে পার। কারণ, এগুলো জলজ শিকারের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গরীব। আবুল মুহায্যিম ছাড়া এটিকে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে আর কেউ রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। আবুল মুহায্যিমের নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন সুফিয়ান। ইমাম শু' বা (র.) তাঁর সমালোচনা করেছেন।

কতক আলিম মুহ্রিমের জন্য পঙ্গপাল শিকার করা এবং তা আহার করার অবকাশ রেখেছেন। কতক আলিম তা শিকার করলে বা আহার করলে মুহ্রিমের উপর সাদাকা ধার্য হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الضَّبُعِ يُصِيْبُهَا الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্রিমের জন্য দাবু' শিকার করা।[১]

৮৫৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِىَ ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ اٰكُلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِى قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَرَوَى جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ . وَحَدِيْثُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَصَحُّ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحٰقَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِى الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا ، أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ .

৮৫৩. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.)....ইব্ন আবূ আম্মার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে বললাম, আমি দাবু' শিকার করতে পারি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তা খেতে পারি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এ কথা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ? তিনি বললেন,

১. সজারুর মত বড় এক প্রকার প্রাণী।

হ্যাঁ। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ বলেন, জারির ইব্ন হাযিম (র.) এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি জাবির উমার (রা.) সনদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন জুরায়জ (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্।

এ হল ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। মুহ্রিমের ক্ষেত্রে কতক আলিম বলেন, যদি সে দাবু' শিকার করে তবে তাকে এর বিনিময়ে কাফ্ফারা প্রদান করতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِغْتِسَالِ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা শরীফে প্রবেশের জন্য গোসল করা।

٨٥٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ صَالِحٍ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ لِدُخُوْلِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ . وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى نَافِعُ ابْنِ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ الْاِغْتِسَالُ لِدُخُوْلِ مَكَّةَ . وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيْفٌ فِى الْحَدِيْثِ . ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِى وَغَيْرُهُمَا . وَلاَ نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ .

৮৫৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে ফাখ্[1] নামক স্থানে গোসল করেছিলেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়। মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসল করেছিলেন মর্মে বর্ণিত ইব্ন উমার (রা.) থেকে নাফি'-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্। ইমাম [আবূ হানীফা], শাফিঈ (র.)-এর অভিমত এ-ই। তিনি মক্কা প্রবেশের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

রাবী আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল, আলী-ইব্ন মাদীনী (র.) প্রমুখ হাদীছ বিশেষজ্ঞ তাকে যঈফ বলে মত ব্যক্ত করেছে। তার বরাত ছাড়া অন্য কোন বরাতে এই হাদীছটি মারফূ' রূপে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই।

---

১. পবিত্র মক্কা ও মীনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা।

بَابُ مَاجَاءَ فِي دُخُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخُرُوْجِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মক্কার উচ্চভূমি (কাদা) দিয়ে প্রবেশ করাএবং নিম্নভূমি (কুদা) দিয়ে বের হওয়া।

٨٥٥. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৫৫. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন এর উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করলেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বাহির হলেন। এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.)-এর এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي دُخُوْلِ النَّبِيِّ مَكَّةَ نَهَارًا

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ দিনের বেলায় মক্কা প্রবেশ করেছিলেন।

٨٥٦. **حَدَّثَنَا** يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

৮৫৬. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.).....উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দিনের বেলায় মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফ দর্শনকালে হাত তোলা মাকরূহ্।

٨٥٧. **حَدَّثَنَا** يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنَّا نَفْعَلُهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى قَزَعَةَ . وَأَبُوْ قَزَعَةَ اسْمُهُ سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ .

৮৫৭. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).....মুহাজির আল-মাক্কী (র.) থেকে বর্ণিত যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যখন কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফ দর্শন করবে তখন কি সে তার উভয় হাত উঠাবে ? তখন তিনি বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জ করেছি। তখন আমরা তা করেছি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.).....বলেন, বায়তুল্লাহ্ দর্শনে হাত তোলা সম্পর্কিত এই হাদীছটি শু'বা আবূ কাযাআ (র.) সূত্রেই আমরা জানতে পারি। আবূ কাযাআ (র.)-এর নাম হল সুওয়ায়দ ইব্‌ন হুজায়র।

بَابُ مَاجَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফ করার পদ্ধতি।

٨٥٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا ، أَظُنُّهُ قَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৮৫৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা এসে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। অনন্তর হাজরে আসওয়াদে ইস্তিলাম করলেন (চুমু খেলেন)। পরে ডান দিকে অগ্রসর হলেন। এতে তিনি তিন চক্করে (শাওতে) রমল (হাত দুলিয়ে জোরে চলা) করলেন, আর চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে গেলেন। এরপর মাকামে ইব্‌রাহীমে আসলেন, এবং পাঠ করলেন ঃ

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাত-স্থান হিসাবে গ্রহণ কর।) -(সূরা বাকারা ঃ ১২৫) সেখানে তিনি মাকামে ইব্‌রাহীমকে তার ও বায়তুল্লাহ্‌র মঝে রেখে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এরপর হাজরে আসওয়াদে আসলেন এবং তা ইস্তিলাম করলেন। এরপর সাফার দিকে (সাঈর উদ্দেশ্যে) বের হয়ে গেলেন, (রাবী বলেন, আমার মনে হয় তখন তিনি পাঠ করেছিলেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্‌। আলিমগণ এতদ্‌নুসারেই আমল গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّمَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ থেকে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা।

৮৫৯. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ الشَّافِعِىُّ إِذَا تَرَكَ الرَّمَلَ عَمْدًا فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ . وَإِذَا لَمْ يَرْمُلْ فِى الْأَشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ لَمْ يَرْمُلْ فِيْمَا بَقِىَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ ، وَلاَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْهَا .

৮৫৯. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তাওয়াফে তিন শাওত রমল করেছেন এবং চার শাওত হেঁটেছেন। এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্‌।

আলিমগণ এতদ্‌নুসারে আমল গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রমল পরিত্যাগ করে তবে তার এই কাজটি মন্দ বলে বিবেচ্য হবে। কিন্তু এই জন্য তার উপর কিছু ধার্য হবে না। প্রথম তিন শাওতে (চক্করে) রমল না করলে বাকী শাওতসমূহে আর তা করবে না। কতক আলিম বলেন, মক্কাবাসী এবং যারা মক্কা থেকে ইহ্‌রাম করেন তাদের জন্য রমল নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ دُوْنَ مَاسِوَاهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ কেবল হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম করা।

٨٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُبْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ لاَيَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلاَّ اسْتَلَمَهُ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَىْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنْ لاَيَسْتَلِمَ إِلاَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ .

৮৬০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবুত্ তুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর সঙ্গে ছিলাম। মুআবিয়া (রা.) তাওয়াফের সময় যে কোন রুকনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেটিকেই ইস্তিলাম করছিলেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) তাকে বললেন, নবী ﷺ রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কোন রুকনের ইস্তিলাম করতেননা। মুআবিয়া (রা.) বললেন, বায়তুল্লাহ্র কিছুই পরিত্যাক্ত নয়।[১] এই বিষয়ে উমার (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন যে, হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কিছুর ইস্তিলাম করা হবেনা।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইযতিবা[২] অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন।

٨٦١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ

১. মুসনাদ আহ্মাদে আছে এর জবাবে ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ।" তখন মুআবিয়া (রা.) বললেন, হ্যাঁ, তুমি সত্য কথা বলেছ।

২. ডান কাঁধ খোলা রেখে বগল দিয়ে বাম কাঁধে চাদরের দুই কোন্ একত্র করে পরিধান করা।

مُضْطَبِعًا ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ . وَهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَعَبْدُ الْحَمِيْدِ هُوَ ابْنُ جُبَيْرَةَ ابْنِ شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ .

৮৬১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....ইয়া'লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইযতিবা অবস্থায় বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেছেন। তাঁর গায়ে তখন একটি চাদর ছিলো।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এটি হল ইব্‌ন জুরায়জ থেকে বর্ণিত সাওরী (র.)–এর রিওয়ায়াত এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এ হাদীছ আমাদের জানা নেই। এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্‌। রাবী আবদুল হামীদ হলেন, ইব্‌ন জুবায়রা ইব্‌ন শায়বা ইয়া'লা (রা.) হচ্ছেন, ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদে চুম্বন দেওয়া।

٨٦٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّى أُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ . وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَسْتَحِبُّوْنَ تَقْبِيْلَ الْحَجَرِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ . وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ اسْتَقْبَلَهُ إِذَا حَاذَى بِهِ وَكَبَّرَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

৮৬২. হান্নাদ (র.).....আবিস ইব্‌ন রাবীআ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)–কে হাজরে আসওয়াদে চুমা দিতে দেখেছি। তিনি তখন বলছিলেন, আমি জানি তুমি একটি

পাথর, তবুও তোমাকে আমি চুম্বন করছি। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে চুম্বন দিতে না দেখতাম তবে তোমাকে আমি চুমা দিতাম না। এই বিষয়ে আবূ বাক্‌র ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উমার (রা.) বর্ণিত এই রিওয়ায়াতটি হাসান–সহীহ্। আলিমগণ এতদ্–নুসারে আমলের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা মুস্তাহাব বলে অভিমত পেশ করছেন। তবে এর কাছে পৌছা সম্ভব না হলে হাত দিয়ে ইস্তিলাম করে তাতে চুম্বন করবে। এতটুকু কাছে পৌছাও সম্ভব না হলে এর বরাবর পৌছে সামনা–সামনি দাঁড়াবে এবং আল্লাহ্ আকবার বলবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মারওয়ার আগে সাফা থেকে সাঈ শুরু করা।

٨٦٣. **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا . فَقَرَأَ وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى . فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ . ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ بَدَا بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَمْ يُجْزِهِ ، وَبَدَأَ بِالصَّفَا . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْهَا ، رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى بِلَادَهُ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ فَإِنَّهُ لَايُجْزِيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ . لَايَجُوْزُ الْحَجُّ إِلاَّ بِهِ .

৮৬৩. ইব্‌ন আবূ উমার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ্ শরীফ সাত (শাওতে) তাওয়াফ করলেন। পরে মাকামে ইব্‌রাহীমে এসে পাঠ করলেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। -(সূরা বাকারা ঃ ১২৫) এরপর মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। অতপর হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে ইস্তিলাম করলেন। তারপর বললেন ঃ আল্লাহ্ যেখান থেকে শুরু করেছেন আমরাও সেখান থেকে শুরু করি।অনন্তর সাফা থেকে সাঈ শুরু করলেন এবং পাঠ করলেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন-সমূহের অন্যতম।-(সূরা বাকারা ঃ ১৫৮)

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এতদনুসারে **আলিমগণ** আমলের-অভিমত গ্রহণ করেছেন যে, মারওয়ার আগে সাফা থেকেই সাঈ শুরু করা হবে। যদি সাফা-এর আগে মারওয়া থেকে কেউ সাঈ শুরু করে তবে তা হবেনা বরং সাফা থেকেই শুরু করতে হবে।সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে কেবল বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করে কেউ যদি চলে আসে তবে এ সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে কেউ যদি মক্কা থেকে বের হয়ে যায় এবং মক্কার কাছাকাছি থাকা অবস্থায় যদি সেকথা তার মনে পড়ে যায় তবে সে ফিরে আসবে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ সম্পন্ন করবে। আর যদি দেশে ফিরা পর্যন্ত তা মনে না পড়ে তবে হজ্জ হয়ে যাবে কিন্তু তাকে একটি দম (কুরবানী) দিতে হবে। এ হল ইমাম [আবূ হানীফা] ও সাওরী (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ না করে যদি দেশে ফিরে আসে তবে হজ্জ হবে না। এ হল ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার সাঈ হজ্জের অবশ্য করনীয় একটি আমল। সুতরাং তা ছাড়া হজ্জ হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

٨٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ

الصَّفَا وَالْـمَرْوَةِ ، لِيُرِىَ الْـمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَـهُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُــوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْــحٌ . وَ هُوَ الَّذِى يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، أَنْ يَّسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْـمَرْوَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْـمَرْوَةِ رَأَوْهُ جَائِزًا .

৮৬৪. কুতায়বা (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা–মারওয়ার সাঈ (দ্রুত চলা) করেছিলেন। এই বিষয়ে আয়েশা ইব্‌ন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদিছটি হাসান–সহীহ্। আলিমগণ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা মুস্তাহাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ যদি সাঈ না করে সাফা ও মারওয়ার মাঝে হেঁটে যায় তবে তা ও জায়িয।

٨٦٥. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْــسَى حَدَّثَنَا ابْـنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ ابْـنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْــرِ بْنِ جُمْـهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْـشِى فِى السَّعْىِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَمْـشِى فِى السَّعْىِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْـمَرْوَةِ ؟ قَالَ لَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْـعَى وَلَئِنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْـشِى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْــسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْــحٌ . وَرُوِىَ عَنْ سَعِيْـدِ ابْـنِ جُبَيْـرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ .

৮৬৫. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).....কাছীর ইব্‌ন জুমহান র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা.)–কে সাফা ও মারওয়ার সাঈ–স্থলে আস্তে চলতে দেখেছি। আমি তাকে বললাম, আপনি সাফা ও মারওয়ার সাঈ–স্থলে আস্তে চলছেন ? তিনি বললেন, আমি যদি দ্রুত চলি তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –কেও দ্রুত চলতে দেখেছি আর যদি আস্তে চলি তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –কে আস্তে চলতেও দেখেছি। আর এখন তো আমি অতি বৃদ্ধ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.)–ও ইব্ন উমার (রা.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا

অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করা।

٨٦٦. **حَدَّثَنَا** بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ . فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطُوْفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

৮৬৬. বিশ্‌র ইব্ন হিলাল আস–সাওওয়াফ (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর বাহনে আরোহী হয়ে তাওয়াফ করেছেন, হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তিনি এর দিকে ইশারা (করে ইস্তিলাম) করতেন। এ বিষয়ে জাবির, আবুত্ তুফায়ল ও উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্। আলিমগণের একদল ওযর ছাড়া আরোহী অবস্থায় বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা–মারওয়ার সাঈ করা মাকরূহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي فَضْلِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের ফযীলত।

٨٦٧. **حَدَّثَنَا** سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِي

إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا يُرْوَى هٰذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ .

৮৬৭. সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি পঞ্চাশবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করে সে তার মার পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে। এই বিষয়ে আনাস ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। আমি মুহাম্মদ (বুখারী) (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, এটি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে তাঁর উক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়ে থাকে।

٨٦٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ قَالَ كَانُوْا يَعُدُّوْنَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَفْضَلَ مِنْ أَبِيْهِ . وَلِعَبْدِ اللّٰهِ أَخٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا .

৮৬৮. ইব্‌ন আবূ উমার (র.).....আইউব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীছ বিশারদগণ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রকে তার পিতা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র থেকেও উত্তম মনে করতেন। তাঁর এক ভাই ছিল। তাঁর নাম ছিল আব্‌দুল মালিক ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র। তাঁর থেকেও রিওয়ায়াত রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ لِمَنْ يَطُوْفُ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফকারীর জন্য তাওয়াফের ক্ষেত্রে আসর ও ফজরের পরে সালাতুল তাওয়াফ আদায় করা।

٨٦٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ .

قَالَ يَابَنِى عَبْدِ مَنَافٍ ! لاَتَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ . وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى ذَرٍّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جُبَيْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهَ أَيْضًا .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَبَأْسَ بِالصَّلاَةِ وَالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَإِحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِىِّ ﷺ هٰذَا . وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . وَكَذٰلِكَ إِنْ طَافَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ أَيْضًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ . وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَزَلَ بِذِى طُوًى فَصَلَّى بَعْدَ مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

৮৬৯. আবূ আম্মার ও আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....জুবায়র ইব্ন মুত্ঈম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, হে বানূ আব্দ মানাফ ! রাত ও দিনের যে সময় ইচ্ছা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে কাউকে তোমরা বাধা দিওনা। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও আবূ যার্ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন মুত্ঈম (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ্ এই রিওয়ায়াত আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন।

মক্কা শরীফে বাদ আসর ও বাদ ফজর সালাত আদায় সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিছু–সংখ্যক আলিম বলেন, আসর ও ফজরের পরে সালাত ও তাওয়াফে কোন দোষ নাই। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। তাঁরা নবী ﷺ–এর এই হাদীছটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

অপর কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, যদি কেউ আসরের পরে তাওয়াফ করে তবে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সে সালাতুল তাওয়াফ আদায় করবে না। এমনিভাবে যদি কেউ ফজরের পর তাওয়াফ করে তবে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সে সালাতুল তাওয়াফ আদায় করবে না। তাঁরা উমার (রা.)–এর একটি ঘটনা

দ্বারা এর দলীল পেশ করেন। একদিন তিনি ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করলেন। কিন্তু সালাত আদায় করলেন না। মক্কা থেকে যী তুওয়া নামক স্থানে গিয়ে সেখানে নেমে সূর্যোদয়ের পর সালাতুত-তাওয়াফ আদায় করেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] সুফিয়ান ছাওরী ও মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ مَايُقْرَأُ فِى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের দু'রাকআত সালাতে কি তিলাওয়াত করা হবে ?

٨٧٠. أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِىُّ قِرَاءَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . قَرَأَ فِى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ بِسُوْرَتَىِ الْإِخْلاَصِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ .

৮৭০. আবূ মুসআব (র.)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতুত তাওয়াফের দু'রাকআতে দু'টি সূরাতুল ইখ্লাস তিলাওয়াত করেন- قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُل هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ .

٨٧١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَّقْرَأَ فِى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عِمْرَانَ . وَحَدِيْثُ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ فِى هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ جَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍعَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ عِمْرَانَ ضَعِيْفٌ فِى الْحَدِيْثِ .

৮৭১. হান্নাদ (র.).....জা'ফার ইব্ন মুহাম্মদ তৎপিতা মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাওয়াফের দু' রাকআত সালাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই রিওয়ায়াতটি আবদুল আযীয ইব্ন ইমরান-এর

রিওয়ায়াত (৮৬৯ নং) থেকে অধিকতর সহীহ্। জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ তার পিতা মুহাম্মদের বরাতে বর্ণিত রিওয়াতটি এই বিষয়ে জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ তৎপিতা মুহাম্মদ-জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি থেকে অধিকতর সহীহ্। রাবী আবদুল আযীয ইব্‌ন ইমরান হাদীছের বর্ণনায় যঈফ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا

অনুচ্ছেদ ঃ উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ।

٨٧٢. **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا بِأَىِّ شَىْءٍ بُعِثْتَ ؟ قَالَ بِأَرْبَعٍ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَمَنْ لاَ مُدَّةَ لَهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ عَلِىٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৮৭২. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র.).....যায়দ ইব্‌ন উছায়' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনাকে কি বিষয়ে (নবম হিজরী সনে মক্কায়) প্রেরণ করা হয়েছিল ? তিনি বলেন, চারটি বিষয়ে (ঘোষণা প্রদানের জন্য) মুসলিম ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না ; উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে পারবে না ; এই বছরের (নবম হিজরী সনের) পর আর মুসলিম ও মুশরিকগণ এইখানে (কা'বা শরীফে) একত্রিত হবে না, যাদের সঙ্গে নবী ﷺ -এর কোন মেয়াদী চুক্তি আছে তাদের চুক্তি নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে আর যাদের চুক্তিতে কোন মিয়াদের উল্লেখ নাই তাদের জন্য চার মাস সময় নির্দ্ধারণ করে দেওয়া গেল। এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٨٧٣. **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، نَحْوَهُ وَقَالاَ زَيْدُ بْنُ يُثَيْعٍ وَهٰذَا أَصَحُّ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَشُعْبَةُ وَهِمَ فِيهِ فَقَالَ زَيْدُ بْنِ أُثَيْلٍ .

৮৭৩. ইব্ন আবূ উমার ও নাসর ইব্ন আলী (র.).....সুফিয়ান-আবূ ইসহাক (র.)-এর বরাতে উক্ত রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তারা উভয়ে যায়দ ইব্ন উছায়' (اثيع)-এর স্থলে বুছায়' (بثيع) উল্লেখ করেছেন; এটি অধিকতর সহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই ক্ষেত্রে শু'বা (র.)-এর বিভ্রান্তি হয়েছে তিনি যায়দ ইব্ন উছায়ল রূপে এই নামটি উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা।

٨٧٤. **حَدَّثَنَا** ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ عِنْدِى ، وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ اِلَىَّ وَ هُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ إِنِّى دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ اَنِّى لَمْ اَ كُنْ فَعَلْتُ اِنِّى اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ اَتْعَبْتُ اُمَّتِىْ مِنْ بَعْدِىْ . قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৭৪. ইব্ন আবূ উমার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমার নিকট থেকে বের হয়ে গেলেন তখন খুবই উৎফুল্ল ও আনন্দিত চিত্তে ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে এলেন তখন তাঁকে খুবই বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। আমি তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছে আমি যদি এরূপ না করতাম (তবে ভাল ছিল)। আমার আশংকা হচ্ছে আমার পরবর্তীতে আমার উম্মাতদেরকে হয়ত কষ্টে ফেলে দিলাম।[১]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلاَةِ فِى الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করা।

٨٧٥. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِى جَوْفِ الْكَعْبَةِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يُصَلِّ

১. কেননা সকলেই আমার অনুকরণে এতে প্রবেশ করতে চাইবে অথচ তা প্রত্যেকের জন্য সম্ভব হবে না। ফলে তা তাদের জন্য কষ্টকর হবে।

وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ بِلاَلٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لا يَرَوْنَ بِالصَّلاَةِ فِى الْكَعْبَةِ بَأْسًا . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لاَبَأْسَ بِالصَّلاَةِ النَّافِلَةِ فِى الْكَعْبَةِ وَكَرِهَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوْبَةُ فِى الْكَعْبَةِ.وَقَالَ الشَّافِعِىُّ لاَبَأْسَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوْبَةُ وَالتَّطَوُّعُ فِى الْكَعْبَةِ لأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالْمَكْتُوْبَةِ فِى الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ سَوَاءٌ .

৮৭৫. কুতায়বা (র.)......বিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, তিনি সালাত আদায় করেননি, তবে সেখানে তাক্‌বীর বলেছিলেন। এই বিষয়ে উসামা ইব্‌ন যায়দ, ফায্‌ল ইব্‌ন আব্বাস, উছমান ইব্‌ন তালহা ও শায়বা ইব্‌ন উছমান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, বিলাল (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে সালাত আদায়ে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) বলেন, কা'বা শরীফের ভিতরে নফল সালাত আদায়ে কোন দোষ নাই ; তবে ফরয সালাত আদায় করা মাকরূহ্।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ফরয হোক বা নফল যে কোন সালাতই কা'বা শরীফের ভিতরে আদায় করায় দোষ নাই। কেননা কিবলামুখী হওয়া, তাহারাত (পবিত্রতা) অর্জন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফরয ও নফলের হুকুম-আহ্‌কাম একই রকমের।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَسْرِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ (নির্মাণকল্পে) কা'বা শরীফ ভাঙ্গা।

٨٧٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الأَسْوَدِبْنِ يَزِيْدَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُ حَدِّثْنِى بِمَا كَانَتْ تُفْضِى إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَعْنِى عَائِشَةَ . فَقَالَ حَدَّثَتْنِى أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا

لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ .
قَالَ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৭৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন যুবায়র (রা.) তাকে বললেন, উম্মুল মু'মিনীন-আয়েশা (রা.) তোমাকে গোপনে কি বলেছিলেন, আমার কাছে তুমি তা বর্ণনা কর। আসওয়াদ বললেন, তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. তাঁকে বলেছিলেন, তোমার কাওম যদি জাহিলী যুগের এত কাছাকাছি এবং ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে এত নয়া না হত তবে আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করতাম) এর দু'টো দরজা বানাতাম। পরে ইব্‌ন যুবায়র যখন ক্ষমতাধিকারী হন তখন এটিকে ভেঙ্গে (পুনঃনির্মাণ করেছিলেন এবং) এর দু'টো দরজা রেখেছিলেন।[১]

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلاَةِ فِى الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিজর বা হাতীমে[২] সালাত আদায় করা।

৮৭৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيْهِ . فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَأَدْخَلَنِى الْحِجرَ . فَقَالَ صَلِّى فِى الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلٰكِنْ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوْهُ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ ، فَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ .

---

১. ইব্‌ন যুবায়র (রা.)-এর শাহাদতের পর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ পুনরায় কা'বা শরীফ ভেঙ্গে পূর্বের মত করে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বাদশাহ হারুনুর রশীদ তা ভেঙ্গে এই হাদীছ অনুসারে নির্মাণ করতে চাইলে হযরত ইমাম মালিক (র.) তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, এতে কা'বা শরীফ ক্ষমতাশীলদের হাতের খেলনা হয়ে যাবে এবং যেই আসবে সেই তা নিজের মত করে বানাতে চাইবে। ফলে এর মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে।

২. কা'বা সংলগ্ন উত্তর দিকের দেয়াল ঘেরা জায়গা। এটি ইব্‌রাহীম (আ.)-এর আমলে কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে কুরায়শগণ পুনঃনির্মাণের সময় হালাল অর্থাভাবের জন্য এতটুকু স্থান ছেড়ে দেয়।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِى عَلْقَمَةَ هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ بِلَالٍ .

৮৭৭. কুতায়বা (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্‌র ভিতর প্রবেশ করে সেখানে সালাত আদায় করতে আমার খুব আকাংখা হত। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে হিজর-এ (হাতিমে) প্রবেশ করিয়ে আমাকে বললেন, তুমি যদি বায়তুল্লাহ্ প্রবেশের ইচ্ছা রেখে থাক তবে এই হিজরেই সালাত আদায় করে নাও। কেননা ওটিও বায়তুল্লাহ্‌র অংশ। কিন্তু তোমার কাওম যখন বায়তুল্লাহ্ পুনঃনির্মাণ করছিল তখন অর্থাভাবে এই স্থানটিকে বায়তুল্লাহ্‌র বাইরে রেখে দেয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। রাবী আলকামা ইব্‌ন আবূ আলকামা হলেন আলকামা ইব্‌ন বিলাল।

بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ রুকন ও মাকামে ইব্‌রাহীমের ফযীলত।

٨٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِىْ آدَمَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِى هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৭৮. কুতায়বা (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তখন সেটি ছিল দুধ থেকেও শুভ্র। মানুষের গুনাহ্-খাতা এটিকে এমন কালো করে দিয়েছে। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٨٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَجَاءٍ أَبِى يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ ، طَمَسَ اللّٰهُ نُوْرَهُمَا . وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لَاضَاءَتَا مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، مَوْقُوْفًا قَوْلُهُ . وَفِيْهِ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا . وَهُوَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

৮৭৯. কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম হচ্ছে জান্নাতের ইয়াকূত পাথর থেকে দুটো ইয়াকূত পাথর। এ দু'টির নূর আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যদি এ দু'টির নূর নির্ধারিত করে দেওয়া না হত তবে তা পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.)-এর এই বক্তব্য মাওকূফ হিসাবেও বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও রিওয়ায়াত আছে। তবে এটি গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخُرُوْجِ إِلَى مِنًى وَالْمَقَامِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মিনা গমন এবং সেখানে অবস্থান।

٨٨٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَدْ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

৮৮০. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করেছেন এবং এর পরে ভোরে আরাফাতের দিকে যাত্রা করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, রাবী ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

٨٨١. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْأَجْلَحِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ

وَالْفَجْرَ . ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِى قَالَ يَحْيَى قَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلاَّ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَعَدَّهَا . وَلَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْمَا عَدَّ شُعْبَةُ .

৮৮১. আবূ সাঈদ আল–আশাজ্জ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ . ﷺ মিনায় যুহর ও ফজর সালাত আদায় করেছেন এবং এরপরে ভোরে আরাফাতের দিকে যাত্রা করেছেন।এই বিষয়ে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ও আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মিক্‌সাম–ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটির বিষয়ে কথা হল যে, আলী ইব্‌নুল মাদীনী (র.) ইয়াহ্ইয়া–এর সনদে প্রখ্যাত হাদীছ বিশেষজ্ঞ শু'বা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মিকসাম থেকে হাকাম মাত্র পাঁচটি রিওয়ায়াতই শুনেছেন। এরপর তিনি এই পাঁচটির বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলোর মাঝে বক্ষমান হাদীছটি ছিল না।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

অনুচ্ছেদ ঃ যিনি মিনায় যে স্থানে আগে পৌঁছবেন সেটিই হবে তার অবস্থানস্থল।

٨٨٢. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَلاَ نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى ؟ قَالَ لاَ . مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৮২. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা মিনায় আপনার জন্য কি একটা ঘর বানিয়ে দিব যাতে আপনি ছায়া গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন, না। যিনি মিনায় যে স্থানে আগে পৌঁছবেন সেটিই হবে তার অবস্থানস্থল। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي تَقْصِيْرِ الصَّلاَةِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় সালাত কসর করা।

٨٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى آمَنَ مَاكَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ ، صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى تَقْصِيْرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى لأَهْلِ مَكَّةَ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوْا الصَّلَاةَ بِمِنًى إِلاَّ مَنْ كَانَ بِمِنًى مُسَافِرًا . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَابَأْسَ لأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوْا الصَّلَاةَ بِمِنًى . وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِىِّ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ .

৮৮৩. কুতায়বা (র.)..... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে একজন লোক যতটুকু নিরাপত্তায় থাকতে পারে ততটুকু নিরাপত্তাকালে এবং সর্বাধিক সংখ্যক লোকসহ মিনায় দু' রাকআত সালাত আদায় করেছি। এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ, ইব্‌ন উমার ও আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হারিসা ইব্‌ন ওয়াহব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্‌। ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে মিনায় দু' রাকআত সালাত আদায় করেছি। আবূ বাক্‌র, উমার ও উছমানের খিলাফতের প্রথম দিকেও এখানে দু' রাকআত সালাত আদায় করেছি। মক্কাবাসীদের জন্য মিনায় সালাত কসর করা সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম বলেন, যদি কেউ মিনায় মুসাফির অবস্থায় থাকে তবে সে ছাড়া আর কোন মক্কাবাসী সেখানে কসর করবে না। এ হলো ইব্‌ন জুরায়জ, [ইমাম আবূ হানীফা], সুফিয়ান ছাওরী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতিপয় আলিম বলেন, মক্কাবাসীর জন্য মিনায় কসর করতে কোন অসুবিধা নাই। এ হলো আওযাঈ, মালিক, সুফিয়ান ইব্‌ন উআয়না ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوُقُوْفِ بِعَرَفَاتٍ وَالدُّعَاءِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থান এবং সেখানে দু'আ করা।

٨٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَ نَحْنُ وُقُوْفٌ بِالْمَوْقِفِ (مَكَانًا يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو) فَقَالَ إِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُوْلُ كُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ . فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَالشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، لَانَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ . وَابْنُ مِرْبَعٍ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ . وَإِنَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ الْوَاحِدُ .

৮৮৪. কুতায়বা (র....ইয়াযীদ ইব্‌ন শায়বান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে ইব্‌ন মিরবা' আনসারী (রা.) এলেন। তখন আমরা আরাফাতের এমন এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম যে জায়গাটিকে আম্‌র বহু দূর বলে মনে করছিলেন।ইব্‌ন মিরবা আনসারী (রা.) বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূত হিসাবে এসেছি। তিনি বলেছেন, তোমরা হজ্জের নির্দ্ধারিত স্থান-সমূহে থাকবে। কারণ তোমরা হলে ইব্‌রাহীম (আ.) -এর ওয়ারাসাতের ওয়ারিস। এই বিষয়ে আলী, আয়েশা, জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম, শারীদ ইব্‌ন সুওয়ায়দ সাকাফী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন মিরবা বর্ণিত হাদীছটি হাসান। ইব্‌ন উআয়না- আমর ইব্‌ন দীনার (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। ইব্‌ন মিরবা-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্‌ন মিরবা আনসারী। তাঁর এই একটি হাদীছই বর্ণিত আছে বলে জানা যায়।

٨٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى دِيْنِهَا وَهُمُ الْحُمُسُ يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ قَطِيْنُ اللّٰهِ . وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . قَالَ وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوْا لَايَخْرُجُوْنَ مِنَ الْحَرَمِ . وَعَرَفَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ وَأَهْلُ مَكَّةَ كَانُوْا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ قَطِيْنُ اللّٰهِ يَعْنِى سُكَّانَ اللّٰهِ . وَمَنْ سِوَى أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوْا يَقِفُوْنَ بِعَرَفَاتٍ. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ . وَالْحُمْسُ هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ .

৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী বাসরী (র.)...আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ এবং যারা তাদের অনুসারী ছিল তাদের বলা হত হুমুস। এরা মুযদালিফায় উকূফ করত এবং বলত যে, আমরা কাতীনুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র ঘরের অধিবাসী। এরা ছাড়া বাকী মানুষ আরাফায় উকূফ করত। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (এরপর লোকেরা যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।) (সূরা বাকারা ঃ ১৯৯)

ইমাম আবূ ঈসা (র) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। হাদীছটির মর্ম হল, মক্কবাসীরা হারাম শরীফ থেকে বের হতনা। আরাফা হারাম শরীফের বাইরে অবস্থিত। তাই মক্কাবাসীরা মুযদালিফায় উকূফ করত। আর নিজদেরকে কাতীনুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র ঘরের অধিবাসী বলে (গর্ব করে) পরিচয় দিত। মক্কাবাসীরা ছাড়া অন্যান্য লোক আরাফায় উকূফ করত। এতদ্বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ ثُمَّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ' اَلْحُمُسُ ' হল হারামবাসী।

بَابُ مَاجَاءَ أَنْ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

অনুচ্ছেদ ঃ গোটা আরাফাই উকূফ স্থল।

٨٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ

أَبِيْهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هٰذِهِ عَرَفَةُ وَهٰذَا هُوَ الْمَوْقِفُ . وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفُ ثُمَّ أَفَاضَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ . وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هِيْنَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً ، يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ! عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلاَتَيْنِ جَمِيْعًا . فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِى مُحَسِّرٍ . فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِى فَوَقَفَ . وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا . ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ هٰذَا الْمَنْحَرُ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ . وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ . فَقَالَتْ إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ حُجِّى عَنْ أَبِيْكِ . قَالَ وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً ، فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ! إِنِّى أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ قَالَ احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلاَ حَرَجَ ، قَالَ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّى ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ ، قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ . قَالَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ زَمْزَمَ فَقَالَ يَابَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ! لَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَنْهُ ، لَنَزَعْتُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ

عَلِيٍّ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَيَّاشٍ. وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، مِثْلَ هٰذَا . وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. رَأَوْا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، فِي وَقْتِ الظُّهْرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي رَحْلِهِ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ جَمَعَ هُوَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِثْلَ مَاصَنَعَ الْإِمَامُ . قَالَ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৮৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতে উকূফ করলেন। পরে বললেনঃ এ হলো আরাফা, এ হলো উকূফ স্থল। আর গোটা আরাফাতই উকূফ স্থল।এরপর তিনি সূর্য অস্ত গেলে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ-কে তাঁর বাহনের পিছনে বসালেন। তিনি স্বীয় অবস্থান থেকে হাত ইশারা করছিলেন। লোকজন ডানে বামে তাদের উটগুলো হাঁকাচ্ছিল। তিনি তাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, হে লোক সকল ! তোমরা শান্তভাবে চল। এরপর তিনি মুযদালিফায় এলেন, এখানে তিনি তাদেরকে নিয়ে উভয় ওয়াক্ত (মাগরিব ও এশা) সালাত এক সঙ্গে আদায় করলেন, ভোরে তিনি 'কাযাহ্' নামক স্থানে এসে অবস্থান করলেন এবং বললেন, এ হলো কাযাহ্ ; এ-ও উকূফ স্থল, আর মুযদালিফা সারাটাই উকূফের জায়গা। এরপর তিনি ওয়াদী মুহাস্‌সারে এসে পৌছলেন। তিনি তাঁর উটটিকে বেত দিয়ে মারলেন ফলে সেটি খুব দ্রুত দৌড়ে এই উপত্যকাটি অতিক্রম করে গেলে, পরে তিনি থামলেন এবং তাঁর পিছনে (ইব্‌ন আব্বাস) ফায্‌ল কে বসালেন। এরপর তিনি জামরায় আসলেন এবং এখানে কংকর মারলেন। পরে কুরবানীর জায়গায় আসলেন এবং বললেন, এ হলো, কুরবানী করার স্থান। আর গোটা মিনাই হলো কুরবানী করার স্থান, এই সময় খাছআম গোত্রের এক যুবতী মহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তার উপর আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হজ্জ ফরয হয়েছে। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তা কি আদায় হয়ে যাবে ? তিনি বললেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে একটি হজ্জ আদায় করে নাও। আলী (রা.) বলেন, এই সময় তিনি ফাযলের ঘাড় অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার এই পিতৃব্য পুত্রের ঘাড় কেন ঘুরিয়ে দিলেন ? তিনি বললেন, আমি দেখলাম এরা দু'জন হল যুবক-যুবতী। সুতরাং আমি তাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ মনে করিনি। এরপর একজন লোক এসে তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যে মাথা মুন্ডনের পূর্বেই তাওয়াফে ইফাযা করে ফেলেছি। তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডন করে নাও, কোন অসুবিধা নেই। (অথবা বললেন চুল ছেটে নাও কোন অসুবিধা নেই) রাবী বলেন, আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কংকর মারার আগে আমি যবেহ্ করে ফেলেছি। তিনি বললেন কংকর মেরে নাও, কোন অসুবিধা নেই। আলী (রা.)

বলেন, এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্ এসে তাওয়াফ করলেন। পরে যমযম কূপের কাছে এসে বললেন, হে বানূ আবদুল মুত্তালিব ! এই বিষয়ে মানুষ তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠবে এই আশংকা যদি না হত তবে আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে পানি টেনে তুলতাম।এই বিষয় জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আয়াশ-এর সূত্র ছাড়া আলী (রা.)-এর এই হাদীছটি অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। একাধিক রাবী ছাওরী (রা.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আলিমগণ এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, আরাফায় যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতে হবে। কতক আলিম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের অবস্থান স্থলেই সালাত আদায় করে, ইমামের সঙ্গে সালাতে হাযির না হয় তবে সে ইচ্ছা করলে ইমামের মত দুই সালাত এক সঙ্গে আদায় করতে পারে। (এরূপ অবস্থায় হানাফী মযহাবের মতে যুহর ও আসর নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করতে হবে।) রাবী যায়দ ইব্‌ন আলী হলেন যায়দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন।

٨٨٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ . أَوْضَعَ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ وَزَادَ فِيْهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ . وَزَادَ فِيْهِ أَبُوْ نُعَيْمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ . وَقَالَ لَعَلِّى لاَ أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِى هٰذَا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৮৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ওয়াদীয়ে মুহাস্‌সার-এ তাঁর সাওয়ারী দ্রুত চালিয়ে যান। বিশ্‌র এই হাদীছে আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। খুবই শান্ত ও ধীর ছিলেন তিনি এবং অন্যদেরকেও এই ধীরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। আবূ নুআয়ম আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি ছোট পাথরকনা দিয়ে 'রময়ী' করতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, হয়ত এই বছরের পর আর আমি তোমাদের দেখা পাব না।উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকেও এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করা।

৮৮৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ . فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ هٰذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ .

৮৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মালিক (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমার (রা.) মুযদালিফায় সালাত আদায় করলেন। তিনি সেখানে এক ইকামতে দুই সালাত (মাগরিব ও এশা) একত্রে আদায় করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এই জায়গায় এই আমল করতে দেখেছি।

৮৮৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ يَحْيَى . وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُفْيَانَ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ ، فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . وَحَدِيثُ سُفْيَانَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لاَنَّهُ لاَ تُصَلَّى صَلاَةُ الْمَغْرِبِ دُوْنَ جَمْعٍ فَإِذَا أَتَى جَمْعًا ، وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يَتَطَوَّعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا . وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ سُفْيَانُ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ تَعَشَّى

وَوَضَعَ ثِيَابَهُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ. يُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَيُقِيمُ، وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُقِيمُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَرَوَى إِسْرَائِيْلُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَخَالِدٍ ، ابْنَىْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَحَدِيْثُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ أَيْضًا .رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَمَّا أَبُوْ إِسْحٰقَ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَخَالِدٍ ، أَبْنَىْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

৮৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত আছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার বলেন যে, ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, সুফিয়ান (র.)-এর বর্ণনাটি হল সঠিক। এই বিষয়ে আলী, আবূ আয়্যুব, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ, জাবির ও উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.)-এর হাদীছ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র.)-এর রিওয়ায়াত আপেক্ষা সুফিয়ান (র.)-সূত্রে রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্। সুফিয়ান (র.)-এর রিওয়ায়াতটি হাসান-সহীহ্। ইসরাঈল এই হাদীছটিকে আবূ ইসহাক-মালিক পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ্ ও খালিদ সূত্রে-ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। সালামা ইব্‌ন কুহায়লও এটিকে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক (র.) এটিকে মালিক পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ্ ও খালিদ ইব্‌ন উমার (রা.) সনদে বর্ণনা করেছেন।

এতদনুসারে আলিমগণ আমল করেছেন। তারা বলেন, মুযদালিফা ছাড়া মাগরিবের সালাত আদায় করা যাবে না।মুযদালিফায় যখন আসবে তখন এক ইকামতে দুই সালাত একত্রে আদায় করবে। এর মাঝে নফল আদায় করবে না। কোন কোন আলিম এই মতটি গ্রহণ করেছেন। এ হলো [ইমাম আযম আবূ হানীফা] সুফিয়ান ছাওরী (র.) এর অভিমত। সুফিয়ান (র.) বলেন, ইচ্ছা করলে মাগবির আদায় করে রাতের খাবার খেয়ে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে পরে ইকামত দিয়ে ইশার সালাত আদায় করতে পারে। আবার কতিপয় আলিম বলেন, মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করবে। মাগরিবের আযান দিয়ে ইকামত দিবে এবং মাগরিবের সালাত আদায় করবে। পরে পুনরায় ইকামত দিবে এবং ইশার সালাত আদায় করবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুযদালিফায় ইমামকে পাবে সে হজ্জ পেল বলে গণ্য হবে।

٨٩٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوْهُ . فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى الْحَجُّ عَرَفَةُ. مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ . أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ . فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ .

قَالَ وَزَادَ يَحْيَى وَأَرْدَفَ رَجُلاً فَنَادَى .

৮৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া মুর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নজদবাসী কপিতপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর কাছে এল তখন তিনি আরাফায় ছিলেন। তারা হজ্জ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তখন এক ঘোষণাকারীকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন যে, হজ্জ হল আরাফাতে অবস্থানের নাম। কেউ যদি মুযদালিফার রাতে ফজর উদয়ের পূর্বেই এখানে আসে তবে সে হজ্জ পেল। মিনা অবস্থানের দিন হল তিন দিন। কেউ দুই দিন অবস্থান করে শীঘ্র ফিরে যেতে চাইলে তাতে কোন দোষ নাই। আর তিন দিন অবস্থান বিলম্বিত করতে চাইলেও তাতে কোন দোষ নাই।

মুহাম্মদ আল–বুখারী (র.) বলেন যে, ইয়াহ্ইয়া আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন অনন্তর এই ব্যক্তি এ ব্যাপারে ঘোষণা প্রদান করলেন।

٨٩١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . وَهٰذَا أَجْوَدُ حَدِيْثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ عِنْدَ

أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ . وَلاَ يُجْزِيءُ عَنْهُ إِنْ جَاءَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ . وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ. قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا أَنَّهُ ذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ هٰذَا الْحَدِيْثُ أُمُّ الْمَنَاسِكِ .

৮৯১. ইব্‌ন আবী উমার (র.).....আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মুর (রা.) সূত্রে নবী থেকে এই মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আবী উমার (র.) বলেছেন যে, সুফিয়ান ইব্‌ন উআয়না বলেন, এটি একটি উত্তম রিওয়ায়াত যা সুফিয়ান ছাওরী (র.) রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সাহাবী ও অন্যান্য আলিম আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মুর (রা.)–এর হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন ফজর উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যদি কেউ উকূফে আরাফা করতে না পারে তার হজ্জ ফওত হয়ে যাবে। ফজরের উদয়ের পর যদি আসে তবে তা ধর্তব্য হবে না। বরং তা উমরা হয়ে যাবে এবং আগামী বছর তাকে হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। এ হলো ছাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

শু'বা (র.)ও বুকায়র ইব্‌ন আতা (র.) থেকে ছাওরী (র.)–এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জারূদ (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, ওয়াকী' এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করে বলেছেন, এই হাদীছটি হলো হজ্জ সম্পর্কিত হাদীছসমূহের মূল।

٨٩٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ الطَّائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَي طَيِّءٍ . أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللّٰهِ ! مَاتَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ

فَهَلْ لِى مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هٰذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৮৯২. ইব্‌ন আবী উমার (র)–উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস ইবন আওস ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন লামতাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর কাছে মুযদালিফায় আসলাম, তিনি তখন সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি তায়–এর দুই পাহাড় (অঞ্চল) থেকে এসেছি। আমার বাহনকেও ক্লান্ত করে ফেলেছি আর নিজেকেও খুবই পরিশ্রান্ত করেছি। এখানে এমন কোন পাহাড় কে ছাড়িনি যেখানে আমি উকূফ করিনি। আমার হজ্জ হবে কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমাদের এই সালাতে যে হাযির হয়েছে এবং রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে উকূফ করেছে আর এর পূর্বে রাতে হোক বা দিনে উকূফে আরাফা করেছে তার হজ্জ সমাধা হয়েছে এবং সে তার হজ্জের বিধানসমূহ সম্পাদন করে নিতে পেরেছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَقْدِيْمِ الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ দুর্বল লোকদের মুযদালিফা থেকে রাত্রেই যাত্রা ত্বরান্বিত করা।

٨٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى ثَقَلٍ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ . قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ وَاَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ .

৮৯৩. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মাল–সামানবাহী দলের সাথে রাত্রেই মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে আয়েশা, উম্মু হাবীবা, আসমা ও ফযল (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

٨٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ لاَتَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعْفَةُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ ، يَصِيْرُوْنَ إِلَى مِنًى . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ لَايَرْمُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنْ يَّرْمُوْا بِلَيْلٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ لَايَرْمُوْنَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ . قَالَ أَبُـوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي ثَقَلٍ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُشَاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ . وَهٰذَا حَدِيْثٌ خَطَاءٌ . أَخْطَأَ فِيْهِ مُشَاشٌ وَزَادَ فِيْهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَمُشَاشٌ بَصْرِيٌّ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ .

৮৯৪. আবূ কুরায়ব (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বলদের আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা রমী (কংকর নিক্ষেপ) করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

আলিমগণ এই হদীছ অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন। দুর্বলদেরকে আগেই মুযদালিফা থেকে মিনায় রাত্রে রওয়ানা করাতে কোন দোষ আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। অধিকাংশ আলিম এই হাদীছটির উপর ভিত্তি করে বলেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত রমী করবে না। তবে কতিপয় আলিম রাত্রেও রমী করার অবকাশ দিয়েছেন। এ হলো ইমাম ছাওরী ও শাফিঈ (র.)–এর অভিমত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রাত্রেই মাল–সামানবাহীদের সাথে মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন"–মর্মের ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সহীহ্। তাঁর বরাতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে মুশাশ–আতা– ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের দুর্বলদেরকে আগেই মুযদালিফা থেকে রাত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এটির সনদ ভুল। এতে রাবী মুশাশ ভুল করেছেন। তিনি সনদে ফযল ইব্‌ন আব্বাস

(রা.)-এর নাম অতিরিক্ত করেছেন। ইব্‌ন জুরায়য প্রমুখ এই হাদীছটিকে আতা- ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ করেন নি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ ضُحًى

অনুচ্ছেদ ঃ (১০ই যিল হজ্জ) চাশ্‌তের সময় রমী করা।

٨٩٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمِيْ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى . وَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَيَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَالِ .

৮৯৫. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ 'ইয়াওমুন্ নাহরে' (১০ই যিল হজ্জ) চাশ্‌তের সময় রমী করেছেন। এর পরবর্তী দিনগুলোতে মধ্যাহ্নের পর রমী করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা ইয়াওমুন নাহ্‌রের পরবর্তী দিনসমূহে মধ্যাহ্নের পর ছাড়া রমী করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই রওয়ানা হওয়া।

٨٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَإِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْتَظِرُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفِيْضُوْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْـ
أَنْ نَكُوْنَ الْجِمَارُ الَّتِى يُرْمَى بِهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ .

৮৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ছোট কঙ্কর দিয়ে রমী করতে দেখেছি। এই বিষয়ে সুলায়মান ইব্ন আমর ইব্ন আহওয়াস তার মাতা উম্মু জুন্দুব আল- আযদিয়া থেকে এবং ইব্ন আব্বাস, ফযল ইব্ন আব্বাস, আবদুর রহমান ইব্ন উছমান তায়মী ও আবদুর রহমান ইব্ন মুআয (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।আলিমগণ এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, রমী করার পাথর হবে ক্ষুদ্র আকৃতির।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّمْيِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাওয়াল বা মধ্যাহ্নের পর রমী করা।

٨٩٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِى الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৮৯৯. আহ্মাদ ইব্ন আব্বাস আয্-যাব্বী আল-বাসরী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মধ্যাহ্নের পর রমী জিমার (কঙ্কর নিক্ষেপ) করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِى رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী এবং হাঁটা অবস্থায় রমী করা।

٩٠٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ

اللّٰهِ ، وَأُمِّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْجِمَارِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِيَ إِلَى الْجِمَارِ . وَوَجْهُ هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَنَا أَنَّهُ رَكِبَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لِيُقْتَدَى بِهِ فِي فِعْلِهِ . وَكِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৯০০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইয়াওমুন নাহরে আরোহী অবস্থায় রমী জামরা করেছেন।এই বিষয়ে জাবির, কুদামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌, উম্মু সুলায়মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল-আহওয়াস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। কতক আলিম হেঁটে রমী করা পছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রমী জামরা করতে হেঁটে গিয়েছেন। আমাদের কাছে এই হাদীছটির তাৎপর্য হলো। নবী ﷺ এর আমলসমূহ অনুসরণের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত তিনি কোন কোন সময় আরোহী অবস্থায় আমল করেছেন। উভয় ধরণের হাদীছই আলিমগণের নিকট গ্রহণীয়।

٩٠١. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَرْكَبُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَمْشِي فِي الْأَيَّامِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ هٰذَا إِنَّمَا أَرَادَ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي فِعْلِهِ لأَنَّهُ إِنَّمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمَ النَّحْرِ حَيْثُ ذَهَبَ يَرْمِي الْجِمَارَ . وَلاَ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ إِلاَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

৯০১. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রমী জামরা-এর সময় হেঁটে যেতেন এবং হেঁটে ফিরতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে মারফূ না করে উবায়দুল্লাহ্ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ইয়াওমুন নাহরে সওয়ার হয়ে এবং তৎপরবর্তী বাকী দিনগুলোতে হেঁটে রমী করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, যারা এই কথা বলেছেন তারা মূলতঃ নবী ﷺ-এর আমলের অনুসরণার্থে তা বলেছেন। কেননা, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইয়াওমুন নাহরে রমী জামরা করতে যাওয়ার সময় সওয়ারী অবস্থায় গিয়েছেন। আর ইয়াওমুন নাহ্‌রে জামরা আকাবাতেই রমি করা হয়ে থাকে।

بَابُ مَاجَاءَ كَيْفَ تُرْمَى الْجِمَارُ

অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে রমী জামরা করা হবে।

٩٠٢. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدٍ . قَالَ لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللّٰهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ . يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ! مِنْ هٰهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

৯০২. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).....আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) যখন জামরা আকাবায় এলেন তখন উপত্যকার মাঝে এসে দাঁড়ালেন, কিব্‌লা রুখ হলেন এবং ডান ভ্রুর বরাবর উঁচু করে রমী জামরা শুরু করলেন। সাতটি কঙ্কর মারলেন এবং প্রতি কঙ্কর মারার সময় আল্লাহু আকবার বললেন, এরপর তিনি বললেন, সেই আল্লাহ্‌র কসম যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, যে সত্তার উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে (নবী ﷺ) সেই সত্তা এখান থেকেই রমী করেছিলেন।

٩٠٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ

وَفِى الْبَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَخْتَارُوْنَ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَرْمِيَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ، رَمَى مِنْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى بَطْنِ الْوَادِى .

৯০৩. হান্নাদ (র.).....আল-মাসউদী (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে ফযল ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমার ও জাবির (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

এতদনুসারে আলিমগণ আমল করেছেন। উপত্যকার মাঝ থেকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করা এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা পছন্দনীয় বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। কতক আলিম এই অবকাশ রেখেছেন যে, উপত্যকার মাঝ থেকে যদি রমী করা সম্ভব না হয় তবে যেখান থেকে সম্ভব হয় সেখান থেকেই রমী করা যাবে।

٩٠٤. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْىُ الْجِمَارِ ، وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯০৪. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী ও আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.).....আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র যিকর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রমী জামরা ও সাফা-মারওয়ার সাঈ-এর বিধান রাখা হয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ রমী জামরার সময় লোকদের হাকিয়ে সরিয়ে দেয়া মাকরূহ্।

٩٠٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجِمَارَ عَلَى نَاقَةٍ. لَيْسَ ضَرْبٌ وَلاَ طَرْدٌ. وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. وَهُوَ حَدِيْثُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ. وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

৯০৫. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.).....কুদামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে আমি তার উটনীটিতে সওয়ার হয়ে রমী জামরা করতে দেখেছি। সেখানে কোন মারপিট, কোনরূপ ধাক্কা-ধাক্কি এবং 'সরে যাও' 'সরে যাও' ইত্যাদি কিছু ছিল না। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, কুদামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এই সূত্রেই হাদীছটি পরিচিত এবং এটি হাসান-সহীহ্। রাবী আয়মান ইব্ন নাবিল হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে ছিকাহ্ ও নির্ভরযোগ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উট ও গরু কুরবানীতে শরীক হওয়া।

٩٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. يَرَوْنَ الْجَزُوْرَ عَنْ سَبْعَةٍ

وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُوْرَ عَنْ عَشَرَةٍ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحٰقَ وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ .

৯০৬. কুতায়বা (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে থেকে একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি উটও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছি। এই বিষয়ে ইব্ন উমার, আবূ হুরায়রা, আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী প্রদান জায়েজ মনে করেন। এ হলো [ইমাম আবূ হানীফা], সুফিয়ান ছাওরী, শাফিঈ ও আহ্মাদ (র.)–এর অভিমত। ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, গরু সাতজনের পক্ষে এবং উট দশ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। এ হলো ইসহাক (র.)–এর অভিমত ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি কেবল এক সূত্রেই আমরা জানি।

٩٠٧. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ . فَحَضَرَ الْأَضْحَى . فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً ، وَفِي الْجَزُوْرِ عَشَرَةً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَهُوَ حَدِيْثُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ .

৯০৭. হুসাইন ইব্ন হুরায়ছ প্রমুখ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন কুরবানীর ঈদ সমুপস্থিত হলে আমরা গরুতে সাত জন এবং উটে দশ জন করে শরীক হয়েছিলাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন এই হাদীছটি হাসান–গারীব। এটি হলো হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ (র.) বর্ণিত হাদীছ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى إِشْعَارِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাদী হিসাবে প্রেরিত উটকে ইশআর[১] করা।

٩٠٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ وَأَشْعَرَ الْهَدْىَ فِى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ . وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ حَسَّانَ الْأَعْرَجُ اسْمُهُ مُسْلِمٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَرَوْنَ الْإِشْعَارَ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ.قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ عِيْسَى يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ (حِيْنَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ) لاَ تَنْظُرُوا إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الرَّأْىِ فِى هٰذَا فَإِنَّ الْإِشْعَارَ سُنَّةٌ وَقَوْلُهُمْ بِدْعَةٌ . قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا السَّائِبِ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ وَكِيْعٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِى الرَّأْىِ أَشْعَرَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيَقُوْلُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ قَدْرُوِىَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِىِّ أَنَّهُ قَالَ الْإِشْعَارُ مُثْلَةٌ .

قَالَ فَرَأَيْتُ وَكِيْعًا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ أَقُوْلُ لَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ . وَتَقُوْلُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ ! مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لاَ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هٰذَا .

৯০৮. আবূ কুরায়ব (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যুল হুযায়ফা নামক স্থানে হাদীর গলায় পাদুকা ঝুলিয়ে দিলেন এবং এর ডানপার্শ্বে ইশআর করলেন ও রক্ত ছড়িয়ে দিলেন। এই বিষয়ে মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. কুরবানীর উটের কুজোর একপাশে জখম করে রক্ত প্রবাহিত করা, যেন সকলেই বুঝতে পারে যে, এটি হজ্জের হাদী ও কুরবানীর উট।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। রাবী আবূ হাস্সান আল-আরাজ-এর নাম হলো মুসলিম। সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন এবং তারা ইশআর-এর বিধান দিয়েছেন। এ হলো ছাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইস্হাক (র.)-এর অভিমত।

ইউসুফ ইব্ন ঈসা বলেন যে, ওয়াকী যখন এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেন তখন তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, এই বিষয়ে রায় ও কিয়াস পন্থীদের কথার দিকে লক্ষ্য করবে না। কারণ ইশআর হলো সুন্নাত। তাদের (ইশআর বিরোধী) মতামত হলো বিদআত।আবূ সাইবকে বলতে শুনেছি, আমি ওয়াকী' (র.)-এর কাছে বসা ছিলাম। একজন রায়পন্থী লোককে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশআর করেছেন আর আবূ হানীফা বলেন যে তা হলো মুছলা বা অঙ্গ বিকৃতকরণ। ঐ ব্যক্তি বলল, ইব্রাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ইশআর হলো মুছলা। আবুস সাইব বলেন, আমি দেখলাম ওয়াকী' (র.) মারাত্মক ভাবে রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, আমি বলছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন আর তুমি বলছ ইব্রাহীম বলছেন ! তোমাকে কারারুদ্ধ করে রাখা কর্তব্য। যতক্ষণ না এই বক্তব্য প্রত্যাহার করছ ততক্ষণ যেন তোমাকে সেখান থেকে বের না করা হয়।[১]

بَابٌ

অনুচ্ছেদ :

٩٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ . وَرُوِىَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى مِنْ قُدَيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا أَصَحُّ .

৯০৯. কুতায়বা ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুদায়দ নামক স্থান থেকে তাঁর হাদী (হজ্জের কুরবানীর পশু) খরীদ করেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামানের বরাত ছাড়া ছাওরীর

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) মূলতঃ ইশআর বিদআত মনে করতেন না। রাসূল ﷺ -এর জামানায় যে পদ্ধতিতে যে সামান্য আঘাতের দ্বারা ইশআর করা হত তা ছিল সুন্নাত। কিন্তু পরবর্তীকালে ইশআর করতে গিয়ে যেভাবে মারাত্মক জখম করা হয় তাকে তিনি বিদআত মনে করতেন। ইমাম সাহেবের মতামতের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের ব্যর্থতার দরুণই অন্যেরা তাঁর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন।

عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلَّهَا غَنَمًا ثُمَّ لاَ يُحْرِمُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَرَوْنَ تَقْلِيْدَ الْغَنَمِ .

৯১১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর পশুর গলার মালার রশি পাঁকিয়ে দিতাম। এই সবগুলোই ছিল বকরি এরপর তিনি ইহ্রাম বাঁধেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্। কতিপয় সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা হজ্জের কুরবানীর বকরীর গলায় মালা পরানো বৈধ মনে করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ مَا يُصْنَعُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের কুরবানীর পশু যদি চলতে অক্ষম হয়ে যায় তবে কি করা হবে।

٩١٢. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، صَاحِبِ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ قَالَ انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا . ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُوْهَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ ذُؤَيْبٍ أَبِي قَبِيْصَةَ الْخُزَاعِيِّ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ نَاجِيَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالُوْا (فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ إِذَا عَطِبَ) لاَيَأْكُلُ هُوَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ. وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُوْنَهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَقَالُوْا إِنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا غَرِمَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَكَلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ شَيْئًا ، فَقَدْ ضَمِنَ الَّذِي أَكَلَ .

৯১২. হারূণ ইব্‌ন ইসহাক হামদানী (র.).....নাজিয়া খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার হজ্জের কুরবানীর পশু যদি চলতে অক্ষম হয়ে যায় এবং এর মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয় তবে আমি কী করব ? তিনি বললেন, এটিকে যবেহ করে পাগুলো তার রক্তে রাঙ্গিয়ে দিবে। এরপর তা মানুষের জন্য রেখে দিবে যেন তা তারা খেতে পারে।এই বিষয়ে যুওয়ায়ব আবী কাবীসা আল-খুযাঈ (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, নাজিয়া বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। আলিমগণ এতদনুসারে আমলের অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন, পশুটি যদি নফল কুরবানীর হয় তবে সেটি চলতে অক্ষম হয়ে গেলে (যবহের পর) সেটির গোশত সে নিজে বা তার সঙ্গীরা কেউই খেতে পারবে না। লোকদের জন্য তা ছেড়ে দিবে। যাতে তারা খেতে পারে। আর কুরবানী হিসাবে এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, যদি এ থেকে সে কিছু আহার করে থাকে তবে যতটুকু পরিমাণ আহার করেছে ততটুকুর ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

অপর কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, যদি সে নফল কুরবানীর পশু থেকে কিছু আহার করে তবে এটির বিনিময়ে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর উটের উপরে আরোহণ করা।

٩١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . رَأَى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً . فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ . فَالَ لَهُ فِى الثَّالِثَةِ أَوْ فِى الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ فِى رُكُوْبِ الْبَدَنَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَرْكَبُ مَالَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا .

৯১৩. কুতায়বা (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে তার

কুরবানীর উট টেনে নিয়ে যেতে দেখতে পেয়ে বললেন, এতে তুমি আরোহণ কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এতো কুরবানীর উট, শেষে তিনি তৃতীয় বার বা চতুর্থ বারে তাকে বললেন, আরে আহমক! এতে আরোহণ কর। এই বিষয়ে আলী, আবূ হুরায়রা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। সাহাবী ও অপরাপর একদল আলিম প্রয়োজনে কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, একান্ত অনন্যোপায় না হলে কুরবানীর উটে আরোহণ করা যাবে না।

بَابُ مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِى الْحَلْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাথার কোন্ পাশ দিয়ে মুন্ডন শুরু করবে।

٩١٤. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ ﷺ الْجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَهُ ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ. فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ فَقَالَ اَقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯১৪. আবূ আম্মার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কঙ্কর মারার পর, পশু কুরবানী করলেন। এরপর তাঁর মাথা মুন্ডনকারীকে ডান পার্শ্ব বাড়িয়ে দিলেন সে তা মুন্ডন করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ চুলগুলো আবূ তালহা-কে দিয়ে দিলেন। এরপর বাম পার্শ্ব বাড়িয়ে দিলে তা মুন্ডন করা হলো। তিনি বললেন, এগুলো লোকজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। ইব্ন আবী উমার (র.).....হিশাম (র.) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুন্ডন করা ও চুল ছোট করা।

٩١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ . ثُمَّ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أُمِّ الْحُصَيْنِ وَمَارِبَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي مَرْيَمَ وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَخْتَارُوْنَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ . وَإِنْ قَصَّرَ يَرَوْنَ أَنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

৯১৫. কুতায়বা (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ এবং সাহাবীদের একদল মাথা মুন্ডন করেছেন আর কিছু সাহাবী চুল ছোট করে ছেটেছেন। ইব্ন উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন মাথা মুন্ডনকারীদের উপর ! এ কথাটি তিনি একবার কি দুইবার বললেন, এরপর তিনি বললেন, চুল ছোট করে কর্তনকারীদের উপরও। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উম্মিল হুসায়ন, মারিব, আবূ সাঈদ, আবূ মারয়াম, হুবশী ইব্ন জুনাদা এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে মাথা মুন্ডন করা উত্তম বলে তারা মত ব্যক্ত করেছেন। তবে চুল ছোট করে ছাটলেও তা যথেষ্ট হবে বলে তারা মনে করেন। এ হলো ইমাম ছাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। (এবং ইমাম আবূ হানীফারও এই মত)।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নিষিদ্ধ।

٩١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْجُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا .

৯১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা জুরাশী বাসরী (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নিষেধ করেছেন।

٩١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ خِلاَسٍ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (عَنْ عَلِيٍّ .)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ فِيْهِ اضْطِرَابٌ . وَرُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقًا . وَيَرَوْنَ أَنْ عَلَيْهَا التَّقْصِيْرَ .

৯১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....খাল্লাস (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সূত্রে আলী (রা.)-এর উল্লেখ নাই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটিতে ইয্‌তিরাব রয়েছে। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা-কাতাদা-আয়েশা (রা.) থেকে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ মহিলাদের মাথা মুন্ডন করা নিষেধ করেছেন। এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা মহিলাদের মাথা মুন্ডনের অনুমতি দেন না। তবে তাদের ক্ষেত্রে (ইহ্‌রাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য) কিছু চুল ছাটার অভিমত পোষণ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ

অনুচ্ছেদ ঃ যবাহের পূর্বে মাথা মুন্ডন বা কঙ্কর মারার পূর্বে যবাহ করে ফেললে।

٩١٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ فَقَالَ أَذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَسَأَلَهُ آخَرُ فَقَالَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .

৯১৮. সাঈদ ইব্‌ন আবদির রহমান মাখযূমী ও ইব্‌ন আবী উমার (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, আমি যবাহ্ করার আগে মাথা মুন্ডন করে ফেলেছি ? তিনি বললেনঃ যবাহ্ করে ফেল। এতে কোন দোষ নাই। অন্য একজনে জিজ্ঞাসা করল কঙ্কর মারার আগে আমি কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কঙ্কর মেরে নাও, এতে কোন দোষ নাই। এই বিষয়ে আলী, জাবির, ইব্‌ন উমার ও উসামা ইব্‌ন শরীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

অধিকাংশ আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, হজ্জ পালন করার ক্ষেত্রে কোন আমলকে অন্য আমলের অগ্রে করে ফেললে তাকে দম (পশু কুরবানী) দিতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা।

٩١٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ يَعْنِى (ابْنِ زَاذَانَ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ ، بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ . وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَذَبَحَ وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ، إِلاَّ النِّسَاءَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ . وَقَدْ

ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ .

৯১৯. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং ইয়াওমুন্ নাহরে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফের পূর্বে মিশ্কে আম্বর মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়েছি। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁদের অভিমত হলো, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি যখন ইয়াওমুন্ নাহরে (১০ই যুল হিজ্জা) জামরা আকাবায় কঙ্কর মারবে, যবাহ করবে এবং মাথা মুন্ডন বা চুল ছেটে নিবে তখন থেকেই তার জন্য যা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে, অবশ্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল হবে না। এ হলো, ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত (এবং ইমাম আবূ হানীফাও এই মত পোষণ করেন।) উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তার জন্য স্ত্রী সম্ভোগ এবং সুগন্ধি ছাড়া আর সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। কিছু সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। কূফাবাসী কিছু আলিমেরও এই মত।

بَابُ مَاجَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে কখন থেকে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা হবে।

٩٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرْدَفَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى . فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ الْفَضْلِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَاعِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْحَجَّ لَايَقْطَعُ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

৯২০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَابُ مَا جَاءَ فِى طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে তাওয়াফে যিয়ারত করা।

٩٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى أَنْ يُؤَخَّرَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ . وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يَزُوْرَ يَوْمَ النَّحْرِ . وَوَسَّعَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرَ وَلَوْ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ مِنَى .

৯২২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন আব্বাস ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারত রাত্রি পর্যন্ত পিছিয়ে আদায় করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

আলিমগণের কেউ কেউ রাত্রি পর্যন্ত পিছিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করার অবকাশ দিয়েছেন। কেউ কেউ ইয়াওমুন নাহরে তা করা মুস্তাহাব বলে মত প্রকাশ করেছেন। আর কেউ কেউ এমনকি মিনা অবস্থানের শেষ দিন পর্যন্ত এটিকে পিছিয়ে আদায় করার অবকাশ রেখেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى نُزُوْلِ الْأَبْطَحِ

অনুচ্ছেদ ঃ আবতাহ্–এ[১] অবতরণ করা।

٩٢٣. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُوْنَ الْأَبْطَحَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِى رَافِعٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ

---
১. মক্কা ও মীনার মাঝে অবস্থিত একটি স্থান। একে মুহাস্সাব, বুতহা ও খায়ফবানী কিনানাও বলা হয়।

الْعِلْمِ نُزُوْلَ الْأَبْطَحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَوا ذٰلِكَ وَاجِبًا إِلاَّ مَنْ أَحَبَّ ذٰلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَنُزُوْلُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ .

৯২৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এবং আবূ বাক্‌র, উমার ও উছমান (রা.) সকলেই আবতাহে অবতরণ করতেন। এই বিষয়ে আয়েশা, আবূ রাফি ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্-গরীব। আবদুর রায্‌যাক-উবায়দুল্লাহ-ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রেই কেবল এটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

কোন কোন আলিম আবতাহে অবতরণ করা মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন। তবে এটি ওয়াজিব নয়।ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আবতাহে অবতরণ করা হজ্জের কোন অঙ্গ নয়। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সফরের একটি মানযিল, যেখানে তিনি অবতরণ করেছিলেন।

٩٢٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَىْءٍ . إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى التَّحْصِيْبُ نُزُوْلُ الْأَبْطَحِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯২৪. ইব্‌ন আবী উমার (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তাহ্‌সীব কোন কিছু নয়। এতো ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সফরের একটি মনযিল, যেখানে তিনি অবতরণ করেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, "তাহ্‌সীব" অর্থ হলো আবতাহে অবতরণ করা।ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

٩٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ الْأَبْطَحَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَهُ .

৯২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল আ'লা (র).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রসূলল্লাহ্ ﷺ আবতাহে অবতরণ করেছিলেন। কারণ, সেখান থেকে (মদীনার উদ্দেশ্য) বের হয়ে যাওয়া তুলনা-মূলক ভাবে সহজ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হদীছটি হাসান-সহীহ্।

ইব্‌ন আবী উমার (র.)-হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

مَاجَاءَ فِى حَجِّ الصَّبِىِّ

অনুচ্ছেদ : শিশুদের হজ্জ।

٩٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَلِهٰذَا حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

৯২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন তারীফ আল-কূফী (র.).....জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা তার এক শিশুকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে তুলে ধরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এরও কি হজ্জ হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আর এইজন্য তোমার ছওয়াব হবে। এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব।

٩٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِىُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ . يَعْنِى حَدِيْثَ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيْفٍ . قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَجَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا أَدْرَكَ لاَتُجْزِىءُ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ. وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ فِي رِقِّهِ ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً وَلاَ يُجْزِىءُ عَنْهُ مَاحَجَّ فِي حَالِ رِقِّهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحٰقَ .

৯২৭. কুতায়বা (র.).....জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মুহম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র.) সূত্রে এটি মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।

আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, নাবালেগ শিশু যদি হজ্জ করে তবে বালিগ হওয়ার পর (হজ্জ ফরয হলে) পুনরায় তাকে ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। শিশুকালের হজ্জ তার ইসলাম জনিত ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে না। এমনিভাবে কোন দাস যদি হজ্জ করে এরপর সে আযাদ হয় তবে হজ্জের সামর্থ হলে পুনরায় তাকে হজ্জ আদায় করতে হবে। দাস অবস্থার হজ্জ তার ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে না। এ হলো ছাওরী, শাফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

٩٢٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ. قَالَ حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯২৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).....সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নিয়ে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেছেন, আমার বয়স তখন সাত বৎসর ছিল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٩٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ . فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ. قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ

غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ أَلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ يُلَبِّى عَنْهَا غَيْرُهَا . بَلْ هِىَ تُلَبِّى عَنْ نَفْسِهَا وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ .

৯২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-ওয়াসিতী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে যখন হজ্জ করতাম তখন আমরা মহিলাদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করতাম আর শিশুদের পক্ষ থেকে রমী করতাম। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। এই সূত্রটি ছাড়া এটির সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

এই বিষয়ে আলিমগণ একমত যে, মহিলাদের নিজেদের তালবিয়া করতে হবে। তাদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ তালবিয়া পাঠ করলে তা হবে না। তবে মহিলাদের জন্য উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ মাকরূহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ অতি বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

٩٣٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ أَبِى أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيْرِ قَالَ حُجِّى عَنْهُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَبُرَيْدَةَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِى رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِىِّ وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِى ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىِّ ، عَنْ عَمَّتِهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا

عَنْ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ ؟ فَقَالَ أَصَحُّ شَىْءٍ فِى هٰذَا الْبَابِ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُوْنَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ رَوَى هٰذَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَأَرْسَلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِى سَمِعَهُ مِنْهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى هٰذَا الْبَابِ غَيْرُ حَدِيْثٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . يَرَوْنَ أَنْ يُّحَجَّ عَنِ الْمَيِّتِ . وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُّحَجَّ عَنْهُ حُجَّ عَنْهُ .

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُّحَجَّ عَنِ الْحَىِّ إِذَا كَانَ كَبِيْرًا أَوْ بِحَالٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَّحُجَّ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ .

৯৩০. আহ্‌মদ ইব্‌ন মানী' (র.).....ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, খাছআম গোত্রের জনৈকা মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয কিন্তু তিনি তো অতিশয় বৃদ্ধ। উটের পিঠে বসার মত সামর্থও তার নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ করে নাও। এই বিষয়ে আলী, বুরায়দা, হুসায়ন ইব্‌ন আওফ, আবূ রাযীন আল-উকায়লী, সাওদা বিনতে যাম'আ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে হুসায়ন ইব্‌ন আউফ, আল মুযানী (র.) নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে হাদীছটি বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে সিনান ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আল- জুহানী-তাঁর ফুফু সূত্রেও নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বরাতে নবী ﷺ থেকেও একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে এই রিওয়ায়াতগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এই বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ্ হল ইব্‌ন আব্বাস কর্তৃক ফযল ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরো বলেন, এ-ও সম্ভব যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হাদীছটি ফযল ইব্‌ন আব্বাস এবং অন্যদের সূত্রে নবী ﷺ থেকে শুনেছেন। পরে মুরসালরূপে এটিকে বর্ণনা করেছেন। যাঁর থেকে শুনেছিলেন (কোন কোন ক্ষেত্রে) তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে একাধিক সহীহ্ হাদীছ বর্ণিত আছে। সাহাবায়ে কিরাম ও অপরাপর আলিমগণ

এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.) এই মত পোষণ করেন। (ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এরও মত এই)। তাঁরা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে বলে মনে করেন।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়্যত করে যায় তবে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে। কেউ কেউ বলেন, জীবিত ব্যক্তি যদি বৃদ্ধ হয় এবং এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, হজ্জ করার সমর্থ রাখেনা তবে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে। এ হলো ইমাম ইব্ন মুবারক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফাও এই মত পোষণ করেন।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ।

٩٣١. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ . فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ . قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ الْعُمْرَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ ، أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ .

وَأَبُوْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيُّ اسْمُهُ لَقِيْطُ بْنُ عَامِرٍ .

৯৩১. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.)...আবূ রাযীন আল-উকায়লী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ, উমরা পালনে এমন কি যান-বাহনে চলতেও সক্ষম নন। তিনি বললেন, তোমরা পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় করে নিবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এই হাদীছটিতে নবী ﷺ থেকে উমরা সম্পর্কে উল্লেখিত আছে যে, তিনি অন্য জনের পক্ষ থেকে উমরা করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

আবূ রাযীন আল-উকায়লী (রা.)-এর নাম হলো লাকীত ইব্ন আমির।

٩٣٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا .

قَالَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

৯৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.).....বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমার মা মারা গিয়েছেন। কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করে যান নি। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে নিব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করে নাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لاَ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ উমরা ওয়াজিব কি–না।

٩٣٣.حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ لاَ ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوْا الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ . وَكَانَ يُقَالُ هُمَا حَجَّانِ الْحَجُّ الأَكْبَرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي تَرْكِهَا وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِإِسْنَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لاَتَقُوْمُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ . وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوْجِبُهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى كُلُّهُ كَلاَمُ الشَّافِعِيِّ .

৯৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা আস-সানআনী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ -কে উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এটা কি ওয়াজিব ? তিনি বললেন, না, তবে উমরা করবে। তা হলো আফযাল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এ হলো কোন কোন আলিমের অভিমত। তাঁরা বলেন, উমরা ওয়াজিব নয় এবং এ কথাও বলা হত যে, হজ্জ হলো দুটি। ইয়াওমুন্ নাহরে হলো হাজ্জে আকবার (বড় হজ্জ) আর হাজ্জে আসগার (ছোট হজ্জ) হলো উমরা। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উমরা হলো সুন্নাত (অর্থাৎ সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত অবশ্য করণীয় ইবাদত)। এটি পরিত্যাগের কেউ অবকাশ রেখেছেন বলে আমরা জানি না। এটি নফল বলে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ নাই। তিনি আরো বলেন, নবী থেকে এটি নফল বলে যে রিওয়ায়াত আছে তা যঈফ। এই ধরণের রিওয়ায়াত দলীল হিসবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এ-ও জেনেছি যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) এটিকে ওয়াজিব মনে করতেন।

بَابُ مِنْـهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٩٣٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْ لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ . وَهٰكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ وَمَعْنَى هٰذَا الحَدِيْثِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا لاَ يَعْتَمِرُوْنَ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ . فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ رَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْنِى لاَبَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ ، لاَ يَنْبَغِى لِلرَّجُلِ أَنْ يُّهِلَّ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَشْهُرُ الْحُرُمِ رَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ

٩٣٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيْمِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৩৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা ও ইব্‌ন আবী উমার (র.).....অবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আয়েশা (রা.)-কে তানঈম থেকে (ইহ্‌রাম করে) উমরা করাতে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকর-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্‌।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَّانَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জি'ইর্‌রানা[১] থেকে উমরা করা।

٩٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِى مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَّانَةِ لَيْلاً مُعْتَمِرًا . فَدَخَلَ مَكَّةَ لَيْلاً فَقَضَى عُمْرَتَهُ. ثُمَّ خَرَجَ عَنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ. فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ ، خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيْقِ ، طَرِيْقِ جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ . فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَلاَ نَعْرِفُ لِمُحَرِّشٍ الْكَعْبِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَيُقَالُ جَاءَ مَعَ الطَّرِيْقِ مَوْصُوْلٌ .

৯৩৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....মুহার্‌রিশ আল-কা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'ইর্‌রানা থেকে রাতে উমরার উদ্দেশ্যে বের হন এবং রাতেই মক্কা প্রবেশ করেন। উমরা সম্পাদন করে ঐরাতেই ফিরে আসেন। জি'ইর্‌রানায় এমন করে তার ভোর হয় যে মনে হচ্ছিল তিনি

১. তাইফ ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান।

যেন এখানেই রাত্রি যাপন করেছেন। পরবর্তী দিন মধ্যাহ্নের পর বাতনে সারিফে[১] বের হয়ে পড়েন। বাতনে সারিফে মুযদালিফার পথে চলে আসেন। এই কারণে সাধারণভাবে মানুষের কাছে তাঁর এই উমরার খবর অজানা থেকে যায়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। মুহাররিশ আল-কা'বী (রা.)-এর বরাতে এটি ছাড়া আর কোন হাদীছ নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى عُمْرَةِ رَجَبٍ

অনুচ্ছেদ ঃ রজব মাসে উমরা করা।

٩٣٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِى أَىِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ فِى رَجَبٍ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ (تَعْنِى ابْنَ عُمَرَ) وَمَا اعْتَمَرَ فِى شَهْرِ رَجَبٍ قَطُّ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ حَبِيْبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

৯৩৮. আবূ কুরায়ব (র.).....উরওয়া (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, রাসূল ﷺ কোন মাসে উমরা পালন করেছিলেন? তিনি বললেন, রজব মাসে। উরওয়া বলেন, তখন আয়েশা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন কোন উমরা করেননি যাতে তিনি অর্থাৎ ইব্‌ন উমার তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু রাসূল ﷺ তো রজব মাসে কোন উমরা কখনও করেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত কখনও উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়র (র.) থেকে কিছু শুনেন নি।

٩٣٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِى رَجَبٍ .

১. মক্কা থেকে তিন মাইল দূর একটি স্থান।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৩৯. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.)......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চারবার উমরা করেছেন। এর মধ্যে একবার করেছেন রজবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى عُمْرَةِ ذِى الْقَعْدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুল কা'দায় উমরা করা।

٩٤٠. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ (هُوَ السَّلُوْلِىُّ الْكُوْفِىُّ) عَنْ إِسْرَائِيْلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اعْتَمَرَ فِى ذِى الْقَعْدَةِ .قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৯৪০. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ আদ দাওরী (র.)....বারা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যুল কা'দায় উমরা পালন করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى عُمْرَةِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমযানে উমরা পালন করা।

٩٤١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ ، عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُمْرَةٌ فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ، وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَوَهْبِ ابْنِ خَنْبَشٍ . قَالَ أَبُوعِيْسَى وَيُقَالُ هَرَمُ بْنُ خَنْبَشٍ . قَالَ بَيَانٌ وَجَابِرٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ . وَقَالَ دَاوُدُ الْأَوْدِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ . وَ وَهْبٌ أَصَحُّ .

وَحَدِيْثُ أُمِّ مَعْقِلٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

قَالَ إِسْحٰقُ مَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ مِثْلُ مَارُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

৯৪১. নাসর ইব্ন আলী (র.).....উম্মু মা'কিল (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে উমরা করা হজ্জের সমতুল্য। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, জাবির, আবূ হুরায়রা, আনাস ওয়াহব ইব্ন খান্বাশ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, বলা হয় ইনি হলেন হারাম ইব্ন খান্বাশ। বায়ান ও জাবির (র.) তাঁদের সনদে শা'বী ওয়াহব ইব্ন খান্বাশরূপে উল্লেখ করেছেন। দাঊদ আওদী তাঁর সনদে শা'বী-হারাম ইব্ন খান্বাশরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওয়াহ্ব-ই হলো অধিকতর সহীহ্। এই সূত্রে উম্মু মা'কিল বর্ণিত হাদীছটি হলো হাসান-গারীব। আহ্মাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত ভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রামাযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

ইসহাক বলেন এ হাদীছের মর্ম হলো সূরা ইখলাস সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছটির মর্মের অনুরূপ। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ. . . . . .তিলাওয়াত করল সে যেন কুরআন মাজীদের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করল।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الَّذِىْ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرَجُ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর যদি কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় বা সে লেংড়া হয়ে যায়।

٩٤٢. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ وَعَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى .فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَا صَدَقَ . حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِىُّ عَنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ .

قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . هٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَرَوَى مَعْمَرٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ . عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . هٰذَا الْحَدِيْثَ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ لَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيْثِهِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ أَصَحُّ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৯৪২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)....ইকরামা (র.) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন আম্র (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন যে, (ইহ্রামের পর) কারো যদি কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় বা সে লেংড়া হয়ে যায় তবে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তাকে আরেকবার হজ্জ আদায় করতে হবে। ইকরামা বলেন, আমি আবূ হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, হাজ্জাজ সত্য বলেছেন। ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)....হাজ্জাজ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এতে হাজ্জাজ (রা.) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি।

আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। একাধিক রাবী হাজ্জাজ আস-সাওওয়াফ (র.) থেকেও এই হাদীছটির অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মা'মার ও মুআবিয়া ইব্ন সাল্লাম (র.) এই হাদীছটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাছীর ইকরামা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাফি হাজ্জাজ ইব্ন আম্র সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাজ্জাজ আস্-সাওওয়াফ তাঁর সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাফি' (র.)-এর উল্লেখ করেন নি। যা হোক হাজ্জাজ (র.) হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে একজন হাফিজ, ছিকা ও আস্থাভাজন বিশ্বস্ত রাবী। আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীছটির ক্ষেত্রে মা'মার ও মুআবিয়া ইব্ন সাল্লাম (র.)-এর রিওয়ায়াতটি হলো অধিক সহীহ্।

আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র.)...হাজ্জাজ ইব্ন আমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِشْتِرَاطِ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে শর্ত আরোপ করা।

٩٤٣. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ! إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ. أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ قُولِى لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ مَحِلِّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِى. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ وَعَائِشَةَ. قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. يَرَوْنَ الْاِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ. وَيَقُوْلُوْنَ إِنِ اشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ، فَلَهُ أَنْ يَّحِلَّ وَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ.

وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْإِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ. وَقَالُوْا إِنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ. وَيَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

৯৪৩. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব আল-বাগদাদী (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যুবাআ বিনত যুবায়র (রা.) নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি হজ্জ করতে ইচ্ছা রাখি। এই ক্ষেত্রে আমি কি কোন শর্ত করতে পারি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। যুবাআ বললেন, কিভাবে বলব ? তিনি বললেন, বলবে লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক হে আল্লাহ যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করে দিবে সেখানেই আমি হালাল হব। এই বিষয়ে জাবির, আসমা ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এতদনুসারে কতক আলিম আমল করেছেন। হজ্জের ক্ষেত্রে এইরূপ শর্তারোপ করা যায় বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁরা বলেন, এইরূপ শর্ত করার পর যদি সে বাঁধার সম্মুখীন হয় অথবা মা'যূর হয়ে পড়ে তবে সে হালাল হয়ে যেতে পারবে এবং ইহ্‌রাম ছেড়ে দিতে পারবে। এ হলো ইমাম শফিঈ, আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম হজ্জের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা যায় বলে মনে করেন না। তারা বলেন, যদি শর্ত করে তবুও সে ইহ্‌রাম ছেড়ে দিতে পারবেনা। এমতাবস্থায় তাকে কোন কিছু শর্তারোপ না করা ব্যক্তির মতই মনে করা হবে।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ।

٩٤٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ ؟

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৪৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হজ্জে কোনরূপ শর্তারোপ করা অস্বীকার করতেন এবং তিনি বলতেন, তোমাদের নবীজীর সুন্নাত কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে।

٩٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ذَكَرْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ فِي أَيَّامِ مِنًى. فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَالُوْا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلاَ ، إِذًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَنْفِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ.

৯৪৫. কুতায়বা (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করা হলো যে, (উম্মুল মু'মিনীন) সাফিয়্যা বিনত হুওয়াইয়ের মিনা অবস্থানের দিনগুলিতে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, এ আমাদের আটকে ফেলবে নাকি ? অন্যরা বলল, তিনি তাওয়াফে যিয়ারত করে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা হলে আর আটকানোর বিষয় নেই। এই বিষয়ে ইব্ন উমার ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে যে, কোন মাহিলা যদি তাওয়াফে যিয়ারত সমাধা করে নেয় এরপর তার ঋতুস্রাব শুরু হয় তবে সে চলে আসতে পারে। এতে তার উপর অন্য কিছু বর্তাবে না। এ হলো ইমাম ছাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ)।

٩٤٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ . إِلاَّ الْحُيَّضَ وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

৯৪৬. আবূ আম্মার (র.)......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করে তার শেষ আমল যেন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ হয়। তবে ঋতুবতী মহিলা হলে ভিন্ন কথা। কারন, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে আসার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ مَا تَقْضِى الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মহিলা হজ্জের কি কি আমল করতে পারবে ?

٩٤٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ جَابِرٍ (وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِىِّ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَسْوَدِ . عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حِضْتُ فَأَمَرَنِى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، مَاخَلاَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .

وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ أَيْضًا .

৯৪৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হজ্জের সময় আমার ঋতুস্রাব শুরু হলে নবী ﷺ আমাকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব আমল পুরা করে যেতে নির্দেশ দেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন যে, ঋতুবতী মহিলা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব আমল পুরা করবে। আয়েশা (রা.) থেকে এই হাদীছটি এই সূত্র ছাড়াও বর্ণিত আছে।

٩٤٨. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ) أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لاَتَطُوْفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৯৪৮. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে মারফূরূপে বর্ণনা করেন যে, হায়েয ও নেফাসবতী মহিলারা গোসল করে ইহ্‌রাম বাধবে এবং হজ্জের সব আমল পুরা করবে। কিন্তু পাক না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এতদ্‌সূত্রে হাসান–গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে কেউ হজ্জ বা উমরা করবে তার শেষ আমল যেন বায়তুল্লাহ সংশ্লিষ্ট হয়।

٩٤٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ

بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مِنْ يَدَيْكَ . سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ ؟ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَوْسٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ مِثْلَ هٰذَا وَقَدْ خُوْلِفَ الْحَجَّاجُ فِي بَعْضِ هٰذَا الإِسْنَادِ .

৯৪৯. নাসর ইব্‌ন আবদির রহমান আল-কূফী (র.).....হারিছ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে কেউ এই ঘরের হজ্জ বা উমরা করবে তার শেষ আমল যেন এই বায়তুল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট হয়। উমর (রা.) তখন তাকে (হারিছ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌কে) বললেন, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তুমি এই বিষয়টি শুনেছ অথচ আজো আমাদেরকে তা জানাও নি ! এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হারিছ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন আওস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত (র.) থেকেও একাধিক রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, এই সনদের কিছু অংশে হাজ্জাজের বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوْفُ طَوَافًا وَاحِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ কিরান হজ্জ পালনকারী এক তাওয়াফই করবে।

٩٥٠. حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى

حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوْا الْقَارِنُ يَطُوْفُ طَوَافًا وَاحِدًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَطُوْفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

৯৫০. ইব্‌ন আবী উমার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরান রূপে হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করেন এবং উভয়ের জন্য একই তাওয়াফ করেন। এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কিছু সংখ্যক ছাহাবী ও অন্যান্য আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, কিরান পালনকারী একটি তাওয়াফই করবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ আহ্‌মাদ ও ইসহাক (রা.)-এর অভিমত।অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী ও আলিম বলেন, কিরানকারীকে দুটি তাওয়াফ ও দুটি সাঈ করতে হবে (একটি হজ্জের আর একটি উমরার)। এ হলো ইমাম (আবূ হানীফা) ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমত।

٩٥١. حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ وَهُوَ أَصَحُّ .

৯৫১. খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম আল-বাগদাদী (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম করবে তার জন্য এতদুভয়ের এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট হবে এবং উভয় থেকে একই সঙ্গে সে হালাল হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্-গারীব। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র.) থেকে একাধিক রাবী এটি রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু তারা এটিকে মারফূরূপে উল্লেখ করেন নি। আর তা-ই হলো অধিকতর সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ يَمْكُثَ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ ঃ মিনা থেকে ফিরার পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারেন।

৯৫২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ (يَعْنِى مَرْفُوْعًا) قَالَ يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلاَثًا . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ، بِهٰذَا الإِسْنَادِ مَرْفُوْعًا .

৯৫২. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.).....অলা ইবনু'ল হাযরামী (রা.) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হজ্জ সম্পাদনের পর মুহাজিরগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্।এই সনদে অন্যভাবেও এটি মারফূরূপে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الْقُفُوْلِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরা সম্পাদন করে ফিরার সময়ের দু'আ।

৯৫৩. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْعُمْرَةٍ فَعَلاَ فَدْفَدًا مِنَ الأَرْضِ أَوْ شَرَفًا. كَبَّرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ . أَيِبُوْنَ ، تَائِبُوْنَ ، عَابِدُوْنَ ، سَائِحُوْنَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ . وَنَصَرَ

عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৫৩. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র.).....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন গাযওয়া, বা হজ্জ বা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যখনই কোন টিলা বা উঁচু স্থানে উঠতেন তিনবার "অল্লাহু আক্‌বার" বলে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ . أَيِبُوْنَ ، تَائِبُوْنَ ، عَابِدُوْنَ ، سَائِحُوْنَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ . وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

"কোন ইলাহ্ নাই আল্লাহ্ ছাড়া, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁরই সকল সাম্রাজ্য, তাঁরই সকল প্রশংসা, তিনি সব বিষয়ের উপর শক্তিশালী।আমরা ফিরছি, আমরা তওবাকারী, আমরা ইবাদত পালনকারী, আমাদের প্রেমাষ্পদ আল্লাহ্র পথে ঘুরি, আমরা আমাদের প্রভুরই প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ সত্যে পরিণত করেছেন তাঁর ওয়া'দা, সাহায্য করেছেন তাঁর বান্দাকে, পরাজিত করেছেন সকল বিরুদ্ধবাদী দলকে একাই।" এই বিষয়ে বারা , আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ فِى إِحْرَامِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামরত অবস্থায় যদি ইহ্‌রামকারী মৃত্যুবরণ করে।

٩٥٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ . فَرَأَى رَجُلاً قَدْ سَقَطَ مِنْ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . وَكَفِّنُوْهُ فِى ثَوْبَيْهِ . وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ أَوْ يُلَبِّى. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ

الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ انْقَطَعَ إِحْرَامُهُ وَيُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ .

৯৫৪. ইব্ন আবী উমার (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ তিনি দেখলেন এক ব্যক্তি স্বীয় উট থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা যায়। সে ছিল ইহ্রাম অবস্থায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও এবং তার (ইহ্রামের) এই দুই কাপড়েই তাকে কাফন পরাও। তার মাথা ঢাকবে না। সে অবশ্যই কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্য।

কিছুসংখ্যক আলিম বলেন, ইহ্রাম পালনকারী ব্যক্তি যদি মারা যায় তবে তার ইহ্রাম শেষ হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় যার ইহ্রাম নেই তার সঙ্গে যেরূপ করা হয় এই ব্যক্তির সঙ্গেও তদ্রূপ করা হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ

অনুচ্ছেদঃ ইহ্রামরত ব্যক্তির চক্ষু রোগ হলে তাতে ঔষধ হিসাবে সাবির বৃক্ষের রস ব্যবহার করা।

৯৫৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَسَأَلَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَقَالَ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ . فَإِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لاَيَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَّتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِدَوَاءٍ ، مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ .

৯৫৫. ইব্ন আবী উমার (র.)....নুবায়হ ইব্ন ওয়াহব (র.) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (র.)-এর চক্ষু রোগ হয়। তিনি ছিলেন মুহ্রিম, এই বিষয়ে আবান ইব্ন উছমান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এতে সাবির বৃক্ষের রস লাগিয়ে দাও। আমি উছমান ইব্ন আফ্ফান

(রা.) –কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন এতে সাবির–এর রস লাগিয়ে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। ঔষধে সুগন্ধি জাতীয় কিছু না থাকলে মুহ্‌রিমের জন্য তা ব্যবহারে কোন দোষ আছে বলে তারা মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِى إِحْرَامِهِ مَاعَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম পালনকারী ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুন্ডন করে ফেললে তার উপর কি বর্তাবে।

٩٥٦ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ أَبِى نَجِيحٍ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّبِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هٰذِهِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ احْلِقْ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصُعٍ أَوْصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ أَوِ اذْبَحْ شَاةً .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْلَبِسَ مِنَ الثِّيَابِ مَالَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِى إِحْرَامِهِ، أَوْتَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِمِثْلِ مَارُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৫৬. ইব্‌ন আবী উমার (র.).....কা'ব ইব্‌ন উজ্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা প্রবেশের পূর্বে হুদায়বিয়্যা অবস্থানকালে নবী ﷺ তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, কা'ব ছিলেন ইহ্‌রামরত। এই সময় তিনি ডেকচির নীচে আগুন জ্বালাচ্ছিলেন, তার চেহারায় উকূন গড়িয়ে পড়ছিল।নবী ﷺ তাকে বললেন,

এই পোকাগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? কা'ব বললেন, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তাহলে মাথা মুন্ডন করে ফেল। আর ছয়জন মিসকীনকে এক "ফারাক" খাদ্যসামগ্রী দিয়ে দাও। তিন সা'-তে হয় এক ফারাক। অথবা তিন দিন সিয়াম পালন কর বা একটি জানোয়ার কুরবানী কর। ইব্ন আবী নাজীহ (র.) বর্ণনা করেন, অথবা একটি বকরী যবাহ্ করে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। সাহাবায়ে কিরাম ও অপরাপর আলিম-গণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি মাথা মুন্ডন করে ফেলে বা ইহ্‌রামে যে ধরণের পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত নয় সে ধরণের কাপড় যদি কেউ পরে বা সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে এই রিওয়ায়াতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তার উপর কাফ্‌ফারা বর্তাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوْا يَوْمًا

অনুচ্ছেদ ঃ রাখালদের জন্য একদিন রমী করে অপর দিনের রমী পরিত্যাগের অবকাশ প্রদান।

৯৫৭. **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا، وَيَدَعُوْا يَوْمًا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰكَذَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ . وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ . وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا، وَيَدَعُوْا يَوْمًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

৯৫৭. ইব্ন আবী উমার (র.).....আদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাখালদের জন্য একদিন রমী করতে এবং আরেকদিন রমী ছাড়তে অবকাশ দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উয়ায়না এইরূপই বর্ণনা করেছেন। আর মালিক ইব্ন আনাস (র.) এটিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাকর -আসিম ইব্ন আদী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মালিক (র.)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ্।

আলিমদের একদল রাখালদের জন্য একদিন রমী করার এবং অন্যদিন তা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি রেখেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

٩٥٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ ، أَنْ يَّرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ . ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوْنَهُ فِي أَحَدِهِمَا . قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا (ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ .)

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ .

৯৫৮. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.).....আসিম ইব্ন আদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উট রাখালদের ক্ষেত্রে মিনায় রাত্রি যাপন না করার এবং ইয়াওমুন্ নাহরে রমী করে পরবর্তী দুই দিনের রমী কোন একদিন একত্রে করার অবকাশ দিয়েছেন। মালিক (র.) বলেন, আমার মনে হয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাকর তার রিওয়ায়াতে বলেছিলেন, দুই দিনের প্রথম দিন একত্রে রমী করবে এরপর মিনা থেকে যাত্রার শেষ দিন রমী করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। ইব্ন উয়ায়না-আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাকর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অপেক্ষা এটি অধিকতর সহীহ্।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

٩٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لاَ أَنْ مَعِيَ هَدْيًا لأَحْلَلْتُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৯৫৯. আবদুল ওয়ারিছ ইব্‌ন আবদুস্‌সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা.) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলে তিনি তাকে বললেন, কিভাবে ইহ্‌রাম করেছ ? আলী (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে ইহ্‌রাম করেছেন আমিও সেই ইহ্‌রাম করেছি। নবী ﷺ বললেন, আমার সঙ্গে হাদী না থাকলে আমি (উমরা করে) হালাল হয়ে যেতাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সনদে হাসান-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ اَلْحَجُّ الْاَكْبَرُ - এর দিন সম্পর্কে।

٩٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ . عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ .

৯৬০. আবদুল ওয়ারিছ ইব্‌ন আবদুস্‌সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হজ্জে আকবার কোন দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, এটি হলো ইয়াওমুন্ নাহর।

٩٦١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ . وَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوْفًا ، أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ ، مَرْفُوْعًا . هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِىٍّ مَوْقُوْفًا . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ مَوْقُوْفًا .

৯৬১. ইব্‌ন আবী উমার (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হজ্জে আকবারের দিন

হলো ইয়াওমুন্ নাহর, অবশ্য তিনি ইহা মারফূরূপে বর্ণনা করেন নি। এই হাদীছটি প্রথম হাদীছ অপেক্ষা অধিকতর সহীহ্। ইব্‌ন উয়ায়না (র.)-এর মওকূফরূপে বর্নিত রিওয়ায়াতটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)-এর মারফূরূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (৯৬০নং) থেকে অধিকতর সহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, একাধিক হাফিজুল হাদীছ রাবী এই রিওয়ায়াতটিকে আবূ ইসহাক-হারিছ-আলী (রা.) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা।

٩٦٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا ، مَارَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفْعَلُهُ فَقُلْتُ يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ! إِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَارَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ . فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَيَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ عَنْهُ خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً .قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (عَنْ أَبِيْهِ .)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৬২. কুতায়বা (র.).....উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) চাপাচাপি করে হলেও হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনী বায়তুল্লাহ্‌র এই দুই রুকনে যেতেন। আমি একদিন তাঁকে বললাম, আপনি এ দুটি রুকনে ভীড়ে চাপাচাপি করে হলেও গিয়ে উপস্থিত হন কিন্তু অন্য কোন

সাহাবীকে তো এমন চাপাচাপি করে সেখানে যেতে দেখি না। তিনি বললেন, যদি আমি এরূপ চাপাচাপি-ধাক্কাধাক্কি করি তাতে দোষ কি? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এ দুটো রুকন স্পর্শ করণে গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কেউ যদি যথাযথ ভাবে বায়তুল্লাহ্র সাতবার তাওয়াফ করে একটি ক্রীতদাস আযাদ করার মত ছওয়াব হয়। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, তাওয়াফ করতে গিয়ে এমন কোন কদম সে রাখেনা বা তা উঠায়না যদ্বারা তার একটি গুনাহ মাফ না হয় এবং একটি নেকী লেখা না হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) আতা ইব্নুস সাইব-ইব্ন উমার (রা.) সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই সনদে উমায়র (র.)-এর উল্লেখ নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْكَلاَمِ فِى الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে কথাবার্তা বলার বিষয়ে।

٩٦٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ. إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا . وَلاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِى الطَّوَافِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ أَوْ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى أَوْ مِنَ الْعِلْمِ .

৯৬৩. কুতায়বা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, বায়তুল্লাহ্র চারদিকে তাওয়াফ করা সালাত আদায় করার মতই। তবে সালাতে তোমরা কথা বলতে পার না কিন্তু এতে কথা বলতে পার। সুতরাং এ সময় ভাল কথা ছাড়া কিছু বলবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন তাউস প্রমুখ থেকে ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে এটি মাওকূফরূপে বর্ণিত আছে। আতা ইব্ন সাইব ছাড়া আর কোন সূত্রে এটি মারফূরূপে রিওয়ায়াত আছে বলে আমাদের জানা নেই। অধিকাংশ আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। বিশেষ কোন প্রয়োজন, আল্লাহ্র

যিকর ও ইলম অর্জনমূলক কথা ছাড়া তাওয়াফের সময় অন্য কোন ধরণের কথা না বলা মুস্তাহাব বলে তারা মনে করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে।

٩٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَجَرِ وَاللّٰهِ ! لَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৬৪. কুতায়বা (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, এটি কিয়ামতের দিন এভাবে উথিত হবে যে, এর দুটি চোখ থাকবে যদ্বারা সে দেখবে। একটি যবান হবে যদ্বারা সে কথা বলবে। সত্য হৃদয়ে যে ব্যক্তি এর ইস্তিলাম করে এ তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে স্বাক্ষ্য দিবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

٩٦٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى الْمُقَتَّتُ الْمُطَيَّبُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ فِى فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ وَرَوَى عَنْهُ النَّاسُ .

৯৬৫. হান্নাদ (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় তেল ব্যবহার করতেন তবে তা সুগন্ধি হতো না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছোক্ত مُقَتَّت অর্থ সুগন্ধযুক্ত জিনিষ। এই হাদীছটি গারীব। ফারকাদ আস-সাবাখী সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) এই ফারকাদ আস-সাবাখী -এর সমালোচনা করেছেন। তার বরাতে অবশ্য লোকেরা রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

٩٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ . وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৯৬৬. আবূ কুরায়ব (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যমযমের পানি সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও তা বহন করে আনতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

٩٦٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ الْوَاسِطِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ بِمِنًى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ بِالْأَبْطَحِ . ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيْثِ إِسْحٰقَ بْنِ يُوْسُفَ الْأَزْرَقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ .

৯৬৭. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াযীর আল-ওয়াসিতী (র.)...... আবদুল আযীয ইব্‌ন রাফী' (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াওমুত্-তারবিয়া (৮ই যিল হাজ্জ)-এ যুহরের সালাত কোথায় আদায় করেছেন ? এই সম্পর্কে আপনি যা জানেন আমাকে তা বলেন তো। তিনি বললেন, মিনায়। আমি বললাম ইয়াওমুন নাফর অর্থাৎ ১৩ই যিল হাজ্জ আসরের সালাত তিনি কোথায় আদায় করেছেন ? তিনি বললেন, অবতাহ্[১]-এ। এরপর বললেন, তোমার আমীররা যা করবে তুমিও সেই ভাবে এই কাজগুলো করো।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ইসহাক আল-আযরাক ছাওরী (র.) সূত্রে এই রিওয়ায়াতটিকে গারীব[২] বলে মনে করা হয়।

---

১. মক্কা ও মিনার সাথে অবস্থিত বাতহা উপত্যকা। একে মুহাস্‌সাব ও মুআরবাসও বলা হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ ইসহাক আল-আযরাক এটি রিওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে একা।

ابـواب الـجـنـائـز
কাফন–দাফন অধ্যায়

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

কাফন–দাফন অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগ ভোগের ছাওয়াব।

٩٦٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ، وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَسَدِ بْنِ كُرْزٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْهَرَ وَأَبِي مُوْسَى.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৯৬৮. হান্নাদ (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কোন মু'মিন যদি একটি কাঁটা বা এর চেয়েও ক্ষুদ্র কিছুতে আক্রান্ত হয় তবে আল্লাহ্ তাকে এর বিনিময়ে তার একটি দরজা বাড়িয়ে দেন ও একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন। এই বিষয়ে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রাহ্, আবূ হুরায়রা, আবূ উমামা, আবূ সাঈদ, আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, আসাদ ইব্ন কুরয, জাবির, আবদুর রহমান ইব্ন আযহার ও আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

٩٦٩. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ شَىْءٍ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ وَصَبٍ حَتَّى الْهَمُّ يَهُمُّهُ، إِلاَّ يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ . قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ فِى هٰذَا الْبَابِ قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ لَمْ يُسْمَعْ فِى الْهَمِّ اَنَّهُ يَكُوْنُ كَفَّارَةً إِلاَّ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ . قَالَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৯৬৯. সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.).....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা ও রোগ যা কিছুই একজন মু'মিনের হোক না কেন এমন কি কোন দুশ্চিন্তাও তাকে আক্রমণ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীছ হাসান। তিনি বলেন, আমি জারূদ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি ওয়াকী থেকে শুনেছেন তিনি বলেছে, । দুঃশ্চিন্তাও যে গুনাহর জন্য কাফ্‌ফারা হয় এই বিষয়ে এই হাদীছটি ছাড়া আর কোন রিওয়ায়াত তিনি শুনেন নি। কেউ কেউ এই রিওয়ায়াতকে আতা ইব্‌ন ইয়াসার আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর খোঁজ-খবর নেওয়া।

٩٧. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِّى ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ . وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ، وَأَبِى مُوْسَى وَالْبَرَاءِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِثُ ثَوْبَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَى أَبُوْ غِفَارٍ وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ نَحْـوَهُ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ فَهُوَ أَصَحُّ .

قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحَادِيْثُ أَبِى قِلَابَـةَ إِنَّمَا هِىَ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ إِلاَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَهُوَ عِنْدِى عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ .

৯৭০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.).....ছাওবান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মুসলিম তার কোন রোগী মুসলিম ভাইকে দেখতে গেলে সে ততক্ষণ যেন জান্নাতের খুরমা বাগানে অবস্থান করে। এই বিষয়ে আলী, আবূ মূসা, বারা, আবূ হুরায়রা, আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ছাওবান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। আবূ গিফার ও আসিম আল-আহওয়াল (র.) এই হাদীছ আবূ কিলাবা-আবুল আশআছ-আবূ আসমা-ছাওবান সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এ হাদীছ যারা আবুল আশআছ আবূ আসমা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাদের সনদটি অধিকতর সাহীহ্। মুহাম্মদ বুখারী (র.) আরো বলেন, এই হাদীছ ছাড়া আবূ কিলাবা-এর রিওয়ায়াতটি সাধারণতঃ আবূ আসমা (র.) থেকেই বর্ণিত। কিন্তু এই হাদীছটি আমার কাছে আবুল আশআছ (র.)-এর মাধ্যমে আবূ আসমা থেকে এসেছে।

٩٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ . عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَزَادَ فِيْهِ قِيْلَ مَاخُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ جَنَاهَا . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ خَالِدٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ (عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ .)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرَوَاهُ بَعْضُهُم عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৯৭১. মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াযীর ওয়াসিতী (র.).....ছাওবান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত

আছে। তবে এতে আরো আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, খুরফাতুল জান্নাত কি ? তিনি বললেন, এ হলো জান্নাতের কুড়ানো ফল।আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদা আয্‌-যাব্‌বী (র.)....ছাওবান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে খালিদ (র.)-এর রিওয়ায়াত (৯৬৯ নং)-এর অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু এই সনদে আবুল-আশআছ-এর উল্লেখ নাই। কেউ কেউ এই হাদীছকে হান্নাদ ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা মারফূ'রূপে উল্লেখ করেন নি।

٩٧٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُوَيْرٍ (هُوَابْنُ أَبِى فَاخِتَةَ) عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِى قَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُوْدُهُ . فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوْسَى ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوْسَى ! أَمْ زَائِرًا ؟ فَقَالَ لاَ بَلْ عَائِدًا . فَقَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُمُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً ، إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ . وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . مِنْهُمْ مَنْ وَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَأَبُوْ فَاخِتَةَ اسْمُهُ سَعِيْدُ بْنُ عِلاَقَةَ .

৯৭২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.)....ছুওয়ার তৎপিতা আবূ ফাখেতা (র.) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, একদা আলী (রা.) আমার হাত ধরে বললেন, আমার সঙ্গে চল, হুসায়ন অসুস্থ, তাকে দেখে আসি। আমরা গিয়ে তাঁর কাছে আবূ মূসা (রা.)-কেও পেলাম, আলী (রা.) বললেন, আবূ মূসা, রোগী-দর্শনের উদ্দেশ্যে এসেছিলে না এমনি বেড়াতে এসেছ ? তিনি বললেন, না, রোগী দেখার নিয়্যতে এসেছি। আলী (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম যদি কোন মুসলিম রোগীকে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা দু'আ করেন। আর যদি সন্ধ্যার সময় কোন মুসলিম রোগীকে দেখতে যায় তবে তার জন্য ভোর পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা দু'আ করেন। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব ও হাসান। আলী (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। এর মধ্যে কেউ কেউ তো এটিকে মারফূ না করে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। রাবী আবূ ফাখেতা-এর নাম হলো সাঈদ ইব্ন ইলাকা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَنِّي الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

٩٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ لَقِيتُ . لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعُونَ أَلْفًا . وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا ، أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ خَبَّابٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَايَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ ! أَحْيِنِي مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৯৭৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......হারিছা ইব্ন মুযার্‌রিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি খাব্বাব (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম তাঁর পেটে তখন (আগুন দিয়ে) দাগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, জানিনা, নবী ﷺ -এর কোন সাহাবী এত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কিনা যত বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন আমি হয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে একটি দিরহামও সংগ্রহ করতে

পারতাম না আর এখন আমার ঘরের কোণে চল্লিশ হাজার দিরহাম পড়ে আছে। (আমার মগযে এত কষ্ট হচ্ছে যে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি মৃত্যু কামনা করতে আমাদেরকে নিষেধ না করতেন তবে অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন খাব্বাব বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোন দুঃখ–কষ্ট আপতিত হওয়ার কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। বরং সে যেন বলে, হে আল্লাহ্ জীবন যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে জীবিত রাখ আর মৃত্যু যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমকে মৃত্যু দান কর।

এটি আলী ইব্ন হুজ্র (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ঝাড়–ফুক করা।

٩٧٤. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ ! اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ . مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنِ حَاسِدٍ بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ .

৯৭৪. বিশ্র ইব্ন হিলাল আস্ সাওওয়াফ আল–বাসরী (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জিব্রাঈল (আ.) নবী ﷺ –এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ! আপানি কি অসুস্থ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাঈল তখন পাঠ করলেন ঃ بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيْكَ . مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنِ حَاسِدٍ بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ . আল্লাহ্র নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি ঐ সব কিছু থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়। সকল অনিষ্টকর প্রাণী থেকে এবং সকল কুদৃষ্টি থেকে। আল্লাহ্র নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি। আর আল্লাহ্ই আপনাকে শিফা দান করবেন।

٩٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . فَقَالَ ثَابِتٌ يَا أَبَا

حَمْزَةَ ! اشْتَكَيْتُ. فَقَالَ أَنَسٌ أَفَلاَ أَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ اَللّٰهُمَّ ! رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ انْتَ الشَّافِى. لاَشَافِىَ إِلاَّ أَنْتَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقُلْتُ لَهُ رِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ أَصَحُّ أَوْ حَدِيْثُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ ؟ قَالَ كِلاَهُمَا صَحِيْحٌ .

وَرَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ .

৯৭৫. কুতায়বা (র.)......অবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাবিত আল-বুনানী এবং আমি একদিন আনাস (রা.)-এর কাছে গেলাম। ছাবিত বললেন, হে আবূ হামযা, আমি অসুস্থবোধ করছি। আনাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দু'আ পড়ে ঝাড়তেন আমি কি তোমাকে সেইভাবে ঝেড়ে দিব ? তিনি বললেন, জি, হ্যাঁ। আনাস (রা.) বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ ! رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ انْتَ الشَّافِى لاَشَافِىَ إِلاَّ أَنْتَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا . হে আল্লাহ্, সকল মানুষের রব, ক্লেশ বিতাড়ণকারী, শিফা দিন, আপনিই তো শিফা দানকারী, আপনি ছাড়া তো কেউ শিফা দানকারী নাই। এমনভাবে শিফা দান করুন যে তা যেন কোন রোগকে না ছাড়ে। এই বিষয়ে আনাস ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদ বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। তিনি বলেন, আর আমি আবূ যুরআ (র.)-কে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আবদুল আযীয-আবূ নাযরা-আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিক সহীহ্ না আবদুল আযীয-আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিক্ সহীহ্ ?

তিনি বললেন, এই উভয় রিওয়ায়াতই সহীহ্। আমাকে আবদুস সামাদ ইব্ন আবুদল ওয়ারিছ (র.) তৎপিতা আবদুল ওয়ারিছ থেকে আনাস (রা.) সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াসিয়াত করতে উৎসাহিত করা।

٩٧٦. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاحَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ . إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৭৬. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের যদি কিছু ওয়াসিয়্যাত করার থাকে তবে সে যেন ওয়াসিয়্যাত নামা লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে না রেখে দুই রাত্রিও অতিবাহিত না করে। এই বিষয়ে ইব্ন আবী আওফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্নে উমারের হাদীছ হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক–তৃতীয়াংশ বা এক–চতুর্থাংশ সম্পদের ওয়াসিয়্যাত করা।

٩٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَادَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ أَوْصَيْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَمْ ؟ قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ . قَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَازِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ . قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ . لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ سَعْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَيَرَوْنَ أَنْ يُوْصِيَ الرَّجُلُ

بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ . وَيَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ .
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ فِى الْوَصِيَّةِ الْخُمُسَ دُوْنَ الرُّبُعِ .
وَالرُّبُعَ دُوْنَ الثُّلُثِ . وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلاَ يَجُوْزُ لَهُ
إلاَّ الثُّلُثُ .

৯৭৭. কুতায়বা (র.)....সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি ওয়াসিয়্যাত করেছ ? বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, কতটুকু? বললাম, আমার সব মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, তোমার সন্তানদের জন্য কি পরিমান রেখেছ ? বললাম, তারা বেশী ধনী। তিনি বললেন, এক দশমাংশ ওয়াসিয়্যাত করে যাও। সা'দ বলেন, আমি তা কম মনে করতে লাগলাম, শেষে তিনি বললেন, একতৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করে যাও। একতৃতীয়াংশ তো বিরাট। আবূ আবদুর রহমান বলেন, এক-তৃতীয়াংশের কম ওয়াসিয়্যাত করা আমরা মুস্তাহাব মনে করি। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ তো অনেক। এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সা'দ বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। কোন কোন বর্ণনায় كَبِير শব্দ কোন কোন বর্ণনায় كَثِير শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করার অভিমত প্রকাশ করেছেন। একতৃতীয়াংশেরও অধিক ওয়াসিয়্যাত করা তারা জায়েজ মনে করেন না। বরং এক তৃতীয়াংশের কম পরিমাণ ওয়াসিয়্যাত করা তারা মুস্তাহাব বলে মনে করেন। সুফইয়ান ছাওরী বলেনঃ এক চতুর্থাংশের তুলনায় এক পঞ্চমাংশ, একতৃতীয়াংশের তুলনায় এক চতুর্থাংশ ওয়াসিয়্যাত করা পূর্ববর্তী আলিমগণ মুস্তাহাব বলে মনে করতেন। যে ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়াসিয়্যাত করল সে তো আর কিছু ছাড়লই না। এক তৃতীয়াংশের অধিক ওয়াসিয়্যাত করা তার জন্য জায়েজ নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَلْقِيْنِ الْمَرِيْضِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালিমা শোনানো এবং তার জন্য দু'আ করা।

৯৭৮. حَدَّثَنَا أَبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقِّنُوْا

مَوْتَاكُمْ لاَإِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَسُعْدَى الْمُرِّيَةِ . وَهِىَ امْرَأَةُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

৯৭৮. আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ আল-বাসরী (র.).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মৃত্যুমুখীদের لاَإِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ পড়ে শোনাও। এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা, উম্মু সালামা, আয়েশা, জাবির ও সু'দা আলমুরীয়া-তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর স্ত্রী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব-সহীহ্।

٩٧٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيْقٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَاتَقُوْلُوْنَ . قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ مَاتَ . قَالَ فَقُوْلِى اَللّٰهُمَّ ! اغْفِرْلِى وَلَهُ وَأَعْقِبْنِى مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً . قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِى اللّٰهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .
شَقِيْقٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ ، أَبُوْ وَائِلٍ الْأَسَدِىُّ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَرِيْضُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَوْلُ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللّٰهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ مَرَّةً ، فَمَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يُلَقَّنَ وَلاَ يُكْثَرَ عَلَيْهِ فِى هٰذَا .

وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ.فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ إِذَا قُلْتُ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذٰلِكَ مَالَمْ أَتَكَلَّمْ

بِكَلَامٍ . وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ إِنَّمَا أَرَادَ مَارُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৯৭৯. হান্নাদ (র.)....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদিগকে বলেছেন, তোমরা কোন অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির কাছে হাযির হলে তার বিষয়ে তোমরা ভাল বলবে। কেননা, তোমরা যা বল ফিরিশতাগণ তদ্বিষয়ে আমীন বলে থাকেন। উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আবূ সালামা (রা.)-এর মৃত্যু হলে আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (আমার স্বামী) আবূ সালামা তো ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, তুমি বল, 'হে আল্লাহ্ আপনি আমাকে এবং তাঁকে মাফ করে দিন এবং তার পরে আমাকে এর চাইতে উত্তম প্রতিদান দিন। উম্মু সালামা (রা.) বলেন, পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, তার পরবর্তীতে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চাইতে উত্তম ব্যক্তি দান করেছেন। তিনি হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, শকীক হচ্ছেন ইব্নে সালামা আবূ ওয়ায়েল আসাদী। ইমাম আবূ ঈসা (র.) আরো বলেন, উম্মু সালামা বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

রোগীকে ইন্তেকালের সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালকীন করা মুস্তাহাব। কতক আলিম বলেন, যদি একবার সে এই কালিমা বলে নেয় তবে পরে অন্য কথা না বললে তাকে পুনরায় তালকীন করা সমীচীন নয় এবং এই বিষয়ে তাকে বার বার চাপ দেওয়া ঠিক নয়। ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর তালকীন করতে থাকে এবং তাঁকে বার বার এই বিষয়ে তাকিদ করতে থাকে। তখন তিনি বললেন, আমি যখন একবার তা বলেছি তখন পরে অন্য কথা না বলা পর্যন্ত তো আমি এই কথাতেই আছি।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র.)-এর এই কথার মর্ম হল তাই যা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় কষ্ট হওয়া।

৯৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ . وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ

بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ! أَعِنِّى عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

৯৮০. কুতায়বা (র)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মৃত্যুকাতর অবস্থায় দেখেছি। তাঁর কাছে একটি পানি ভর্তি পেয়ালা ছিল, তিনি সেই পেয়ালাতে তাঁর হাত ঢুকাচ্ছিলেন পরে পানি নিয়ে তাঁর চেহারায় তা মুছছিলেন! অনন্তর বলছিলেন, হে আল্লাহ্, মৃত্যু কষ্টে ও মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘবে আমাকে সাহায্য করুন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব।

٩٨١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاأَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هٰذَاالْحَدِيْثِ وَقُلْتُ لَهُ مَنْ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ الْعَلَاءِ ؟ فَقَالَ هُوَ الْعَلَاءُ بْنُ اللَّجْلَاجِ . وَإِنَّمَا عَرَّفَهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৯৮১. হাসান ইব্নুস সাব্বাহ আল-বাগদাদী (র.).....আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যে কষ্ট হতে দেখেছি এরপর কারো মৃত্যুর সময় আসান হতে দেখলে আমার আর কোন ঈর্ষা হয় না।

রাবী বলেন, আমি এই হাদীছ সম্পর্কে আবূ যুরআ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলেছিলাম, রাবী আব্দুর রাহমান ইবনুল আলা কে? তিনি বললেন, ইনি হলেন আলা ইব্নুল লাজ্লাজ। তাঁকে এইরূপেই আমরা জানি।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কপালের ঘাম সহ মুমিনের মৃত্যু হয়।

٩٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ .

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। কেউ কেউ হাদীছটিকে ছাবিত সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ النَّعْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর প্রচারণা মাকরূহ।[১]

٩٨٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ ابْنِ خُنَيْسٍ . حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤَاذِنُوا بِى . إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ نَعْيًا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৮৪. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.).....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার মৃত্যু হলে কাউকে এই বিষয়ে ঘোষণা দিবে না। আমার আশংকা হয় তা হলে, এ 'না' ঈ' (মৃত্যুর প্রচার) বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি 'না' ঈ' থেকে নিষেধ করতে শুনেছি।

হাদীছটি হাসান।

٩٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ وَهَرُوْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالنَّعْىَ فَإِنَّ النَّعْىَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَالنَّعْىُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ .

---

১. প্রয়োজনের বাইরে মৃত্যুর খবর ফলাও করা পছন্দনীয় নয়। তবে আত্মীয়-স্বজন বা মৃত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জনদেরকে খবর জানান দোষণীয় নয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে অনুমোদন পাওয়া যায়।

৯৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ আর-রাযী (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা 'না'ঈ' থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, 'না'ঈ' হলো জাহেলী কান্ড। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, 'না'ঈ অর্থ হলো মৃত্যুর খবর ফলাও করে ঘোষণা করা।

এই বিষয়ে হুযায়ফা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٩٨٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالْمَيِّتِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُوْحَمْزَةَ هُوَ مَيْمُوْنٌ الْأَعْوَرُ وَلَيْسَ هُوَبِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّعْيَ . وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْلِمَ أَهْلَ قَرَابَتِهِ وَإِخْوَانَهُ . وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُّعْلِمَ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ .

৯৮৬. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান আল-মাখযূমী (র.)...আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটিকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করা হয়নি এবং তাতে اَلنَّعْيُ اَذَانٌ بِالْمَيِّتِ এই কথাটিরও উল্লেখ নাই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আন্বাসা আবূ হাময়া (র.)-এর রিওয়ায়াত (৯৮৫নং)-এর তুলনায় এই রিওয়ায়াত অধিকতর সহীহ্। আবূ হামযা হলেন মায়মূন আল আ'ওয়ার।হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি শক্তিশালী ও আস্থাযোগ্য রাবী নন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। কোন কোন আলিম 'না'ঈ' মাকরূহ বলে অভিমত প্রদান করেছেন। তাঁদের মতে 'না'ঈ' হলো লোকেরা যাতে এর জানাযায় শরীক হতে পারে এতদুদ্দেশ্যে লোকদের মাঝে এই বলে ঘোষণা দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন।কতক আলিম বলেন, নিকট আত্মীয় স্বজন এবং ভাই-বেরাদরদের মৃত্যুর খবর প্রদানে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুর খবর প্রদানে কোন দোষ নেই।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِى الصَّدْمَةِ الأُوْلَى

অনুচ্ছেদ ঃ কষ্টের প্রথম মুহূর্তেই ধৈর্যধারণ করা।

৯৮৭. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ فِى الصَّدْمَةِ الأُوْلَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

৯৮৭. কুতায়বা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কষ্টের প্রথম অবস্থায়ই ধৈর্যধারণ করতে হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে গারীব।

৯৮৮. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ধৈর্য হলো কষ্টের প্রথমাবস্থায়ই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন প্রদান।

৯৮৯. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِىْ . أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ قَالُوْا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উছমান ইব্‌ন মাযঊন (রা.)–কে মৃতাবস্থায় চুম্বন করেছিলেন। আর তিনি তখন কাঁদছিলেন। বর্ণনান্তরে, তাঁর চোখ দিয়ে তখন অশ্রু ঝরছিল।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, জাবির ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন, আবূ বাকর (রা.) নবী ﷺ –কে মৃতাবস্থায় চুম্বন করেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى غُسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুর্দাকে গোসল করান।

٩٩٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُوْرٌ وَهِشَامٌ (فَأَمَّا خَالِدٌ وَهِشَامٌ ، فَقَالاَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ . وَقَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْخَمْسًا أَوْأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاِغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . وَاجْعَلْنَ فِى الْآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْشَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ . فَإِذَا فَرَغْتُنَّ اذِنَّنِى فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ . فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا بِهِ . قَالَ هُشَيْمٌ وَفِى حَدِيْثِ غَيْرِ هٰؤُلاَءِ وَلاَ أَدْرِى وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُم قَالَتْ وَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ . قَالَ هُشَيْمٌ أَظُنُّهُ قَالَ فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا قَالَ هُشَيْمٌ فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ عَنْ حَفْصَةَ وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ . وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ أَنَّهُ قَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَيْسَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ

مُؤَقَّتٌ . وَلَيْسَ لِذٰلِكَ صِفَةٌ مَعْلُوْمَةٌ وَلٰكِنْ يُطَهَّرُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلاً مُجْمَلاً ، يُغَسَّلُ وَيُنْقَى وَ إِذَا أَنْقِيَ الْمَيِّتُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأَ ذٰلِكَ مِنْ غُسْلِهِ وَلٰكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُّغْسَلَ ثَلاَثًا فَصَاعِدًا لاَيُقْصِرُعَنْ ثَلاَثٍ لِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْخَمْسًا وَإِنْ أَنْقَوْا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ ، أَجْزَأَ وَلاَ نَرَىٰ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الْإِنْقَاءِ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ يُؤَقِّتْ وَكَذٰلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيْثِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ وَتَكُوْنُ الْغَسَلاَتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُوْنُ فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ كَافُوْرٍ .

৯৯০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....উম্মু আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জনৈকা কন্যা-র [১] ইন্তিকাল হয়। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে বেজোড়ভাবে গোসল দাও- তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে ততোধিকবারও দিতে পার। বরই পাতা ও পানি দিয়ে গোসল দিবে। আর শেষে কিছু কর্পূর এতে দিও। গোসল শেষ হওয়ার পর আমাকে জানিও। অনন্তর আমরা তাকে গোসল করিয়ে যখন শেষ করলাম তখন তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি আমাদের দিকে একটা ইযার ছুড়ে দিলেন এবং বললেন, এটি তার গায়ে লেপটে দাও। হুশায়ম বলেন, এদের (খালিদ, মনসুর), ছাড়া অন্যদের হয়ত হিশামও তাদের অন্যতম রিওয়ায়াতে আছে যে, উম্মু আতিয়্যা বলেন, তার (নবীজীর মৃত কন্যার) চুলগুলোকে আমারা তিন ভাগে বিন্যস্ত করে দিয়েছিলাম। হুশায়ম বলেন, আমার ধারনায় তিনি এ-ও বলেছেন যে, এগুলো পিঠের পিছন দিকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। হুশায়ম বলেন, এঁদের মধ্যে খালিদ (র.) আমাকে হাফসা ও মুহাম্মাদ উম্মু অতিয়্যা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মু আতিয়্যা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, মৃতের ডান পাশ দিয়ে তার উযূর স্থানসমূহ থেকে গোসল শুরু করবে। এই বিষয়ে উম্মু সুলায়ম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উম্মু আতিয়্যা বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। ইবরাহীম আন-নাখঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুর্দাকে গোসল প্রদান জানাবতের গোসলের মত। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) বলেন, মায়্যিতের গোসলের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কোন নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতি নেই। বরং মূল কথা হলো তাকে পাক করা।

---

১. যয়নাব (রা.)।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মালিক (র.)-এর বক্তব্যটি সুস্পষ্ট নয়। মুর্দাকে গোসল করান হবে এবং তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে। নিরেট পানি বা অন্য কোন পানি দ্বারা যদি তাকে পরিষ্কৃত করা হয় তবে গোসলের বিষয়টি যথেষ্ট হয়ে যাবে। তবে আমার নিকট প্রিয় হলো তিন বা ততোধিকবার বেজোড় সংখ্যায় গোসল করান। কিন্তু তিন থেকে যেন কম না হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা তাকে তিনবার বা পাঁচবার গোসল করাও। তিনবারের কমেও যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে তা যথেষ্ট হবে। নবী ﷺ -এর এই বক্তব্যের আসল মর্ম হলো পাক-সাফ করা। তিন বারেই হোক বা পাঁচ বারেই হোক। তিনি এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন পরিমান নির্ধারিত করে দেননি। ফকীহগণও এরূপ কথা বলেছেন, আর তাঁরাই হাদীছের মর্ম সম্পর্কে অধিক অবহিত হয়ে থাকেন। ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, পানি ও বরই পাতা সহযোগে গোসল দিতে হবে এবং শেষ করে এতে কিছু কর্পূর মিশ্রিত করে নিতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মায়্যিতের জন্য মিশ্‌ক আম্বর ব্যবহার করা।

٩٩١. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ وَشَبَابَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ. سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَطْيَبُ الطِّيْبِ الْمِسْكُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৯৯১. মাহ্মূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম সুগন্ধি হল মিশ্‌ক আম্বর।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٩٩٢. **حَدَّثَنَا** سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ هُوَ أَطْيَبُ طِيْبِكُمْ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمِسْكَ

لِلْمَيِّتِ . قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ أَيْضًا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ ثِقَةٌ . قَالَ يَحْيَى خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثِقَةٌ .

৯৯২. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.)....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে মিশ্‌ক আম্বর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, এ হলো তোমাদের সুগন্ধিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্। কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হলো আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম মুর্দার জন্য মিশ্‌ক আম্বর ব্যবহার করা মাকরূহ বলে মনে করেন। আল-মুস্‌তামির ইবনুর রায়্যানও এই হাদীছটি আবূ নাযরা - আবূ সাঈদ-সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আলী (র.) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) বলেছেন, আল-মুস্‌তামির ইব্‌নুর রায়্যান ছিকা ও নির্ভরযোগ্য এবং খুলায়দ ইব্‌ন জা'ফারও নির্ভরযোগ্য রাবী।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুর্দাকে গোসল দিয়ে নিজে গোসল করা।

٩٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ يَعْنِي الْمَيِّتَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَلاَ أَرَى ذٰلِكَ وَاجِبًا . وَهٰكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُوْا أَنْ لاَيَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَاقِيلَ فِيهِ وَقَالَ إِسْحٰقُ لاَبُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ .

قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ لَايَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ .

৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবিশ্‌ শাওয়ারিব (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মায়্যিতের গোসল দানের পর গোসল করবে আর তাকে বহনের পর উযূ করবে। এই বিষয়ে আলী ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এটি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মাওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে। মুর্দাকে গোসল প্রদানকারীর গোসলের বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, যে ব্যক্তি মায়্যিতকে গোসল করাবে তাকেও পরে গোসল করতে হবে। কেউ কেউ বলেন, তাকে উযূ করতে হবে।মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) বলেন, মায়্যিত গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা মুস্তাহাব। একে আমি ওয়াজিব বলে মনে করি না। ইমাম শাফিঈ (র.)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহ্‌মাদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মায়্যিতকে গোসল দিবে আমি আশা করি তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়। আর উযূর বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা-ই ধর্তব্য, ইসহাক (র.) বলেন, উযূ অবশ্যই করতে হবে। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, মায়্যিতকে গোসল করানোর কারণে গোসলও করতে হবে না, উযূও করতে হবে না।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَكْفَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন্‌ ধরণের কাফন মুস্তাহাব।

٩٩٤. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ . اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ

الَّتِى كَانَ يُصَلِّىْ فِيْهَا وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيْنَا أَنْ يُكَفَّنَ فِيْهَا ، الْبَيَاضُ . وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الْكِفْنِ .

৯৯৪. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা সাদা রঙ্গের পোষাক পরিধান করবে। কেননা তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পোষাক আর এতে তোমরা তোমাদের মৃতব্যক্তিদের কাফন দিও। এই বিষয়ে সামুরা, ইব্‌ন উমার ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।আলিমগণও এটি মুস্তাহাব মনে করেন। ইবনুল মুবারক বলেন, যে পোষাক পরে মায়্যিত সালাত আদায় করত তা দিয়ে তাকে কাফন প্রদান করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সাদা কাপড়ে কাফন প্রদান করা। সুন্দর কাফন দেওয়া মুস্তাহাব।

بَابُ مِنْهُ

অনুরূপ আরেকটি অনুচ্ছেদ।

৯৯৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَلِىَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.وَفِيْهِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَلاَّمُ بْنُ أَبِى مُطِيْعٍ فِى قَوْلِهِ وَلْيُحَسِّنْ أَحَدُكُمْ كَفَنَ أَخِيْهِ قَالَ هُوَ الصَّفَاءُ وَلَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ .

৯৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বশ্শার (র.)....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার কোন ভ্রাতার ওলী ও কর্ম সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত হয় তবে সে যেন তার ভ্রাতার জন্য সুন্দর কাফনের ব্যবস্থা করে।এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান গারীব। ইব্‌ন মুবারক বলেন "সে যেন তার ভ্রাতার জন্য সুন্দর কাফনের ব্যবস্থা করে"-এর মর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাল্লাম ইব্‌ন মুতী বলেছেন, এই সৌন্দর্য হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে, উচ্চমূল্যের কাফন হতে হবে সে অর্থে নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَفَنِ النَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ কয়টি কাপড়ে নবী ﷺ -কে কাফন দেওয়া হয়েছিল?

٩٩٦. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ . قَالَ فَذَكَرُوْا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِى ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِىَ بِالْبُرْدِ ، وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৯৬. কুতায়বা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনটি সাদা ইয়ামানী কাপড়ে নবী ﷺ -কে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এতে কামীস ও পাগড়ী অন্তর্ভূক্ত ছিলনা। রাবী বলেন, তখন লোকেরা আইশা (রো.)-কে বলল, অন্যরা বলেন, তাঁকে দু'টো কাপড় এবং একটি লম্বা লম্বা রেখাযুক্ত চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল। আয়েশা (রা.) বললেন, একটি চাদর আনা হয়েছিল কিন্তু তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাতে কাফন দেওয়া হয়নি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

٩٩٧. **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فِى نَمِرَةٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ.قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ فِى كَفَنِ النَّبِىِّ ﷺ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ. وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الْأَحَادِيْثِ الَّتِى رُوِيَتْ فِى كَفَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِى

ثَلَاثِ أَثْوَابٍ إِنْ شِئْتَ فِى قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ. وَإِنْ شِئْتَ فِى ثَلَاثِ لَفَائِفَ وَيُجْزِى ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ . وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . قَالُوا تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .

৯৯৭. ইব্ন আবূ উমার (র.).......জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-কে কেবল একটি সাদা-কাল রেখাযুক্ত চাদরে কাফন দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে আলী ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। নবী ﷺ-এর কাফনের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়াত রয়েছে। নবী ﷺ-এর কাফন সম্পর্কে যতগুলি রিওয়ায়াত পাওয়া যায় তন্মধ্যে আয়েশা (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি সর্বাপেক্ষা সহীহ্।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। সুফইয়ান ছাওরী বলেন, পুরুষদেরকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে। ইচ্ছা করলে দুটো চাদর ও একটি কামীস দিয়ে, বা ইচ্ছা করলে তিনটি চাদরেই কাফন দেওয়া যায়। দুটো কাপড় পাওয়া না গেলে একটিতেই যথেষ্ট হবে। আর তিনটি না পাওয়া গেলে দুটোতেই যথেষ্ট হবে। তিনটি পাওয়া গেলে তা হবে অধিকতর পছন্দনীয়। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইযার, কামীস, চাদর এই তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে]। তারা বলেন, মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الطَّعَامِ يُصْنَعُ لأَهْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের জন্য আহার্য প্রস্তুত করা।

৯৯৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اصْنَعُوا لأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا. فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ

يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ لِشُغْلِهِمْ بِالْمُصِيبَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَ جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ .

৯৯৮. আহ্মাদ ইব্ন মানী' ও আলী ইব্ন হুজ্র (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জা'ফার (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ এলে নবী ﷺ বলেছিলেন, জা'ফার-এর পরিবারের জন্য তোমরা খানা প্রস্তুত কর। কেননা, তাদের এমন খবর এসেছে যে, তা নিয়ে তারা ব্যতিব্যস্ত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান। মুর্দার পরিবারের মসীবত জনিত ব্যস্ততার কারনে তাদেরকে কিছু আহার্য হিসাবে প্রেরণ করা মুস্তাহাব বলে কোন কোন আলিম মত প্রদান করেছেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা ও] শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।রাবী জা'ফার ইব্ন খালিদ হলেন ইব্ন সারা। তিনি ছিকা ও নির্ভরযোগ্য। তাঁর বরাতে ইব্ন জুরায়জ (র.)ও হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُوْدِ وَشَقِّ الْجُيُوْبِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসীবতে পড়ে গালে হাত চাপড়ানো ও কাপড় ছিড়ে ফেলা নিষেধ।

৯৯৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْأَيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَضَرَبَ الْخُدُوْدَ ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৯৯৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কাপড়ের গলা ছিড়ে ফেলে, গাল চাপড়ায় ও জাহিলী যুগের মত বিলাপ করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিলাপ অনুষ্ঠান করা দোষণীয়।

١٠٠٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَنِيْحَ عَلَيْهِ . فَجَاءَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَابَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ ! أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي مُوْسَى وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجُنَادَةَ بْنِ مَالِكٍ وَأَنَسٍ وَأُمِّ عَطِيَّةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০০০. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....আলী ইব্‌ন রাবীআ আল-আসাদী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কারাযা ইব্‌ন কা'ব নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য বিলাপ করে কান্না-কাটি শুরু হয়। তখন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা এসে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানার পর বললেন, ইসলামী যুগে এই ধরণের বিলাপের অবকাশ কোথায় ? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যার সম্পর্কে বিলাপ করে কাঁদা হয় তাকে বিলাপ অনুসারে আযাব দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে উমার, আলী, আবূ মূসা, কায়স ইব্‌ন আসিম, আবূ হুরায়রা, জুনাদা ইব্‌ন মালিক, আনাস, উম্মু আতিয়্যা, সামুরা ও আবূ মালিক আল-আশআরী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মুগীরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব-হাসান-সহীহ্।

١٠٠١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْدَاؤُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ وَالْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ

وَالطَّعْنُ فِى الْأَحْسَابِ وَالْعَدْوٰى (أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ) وَالْأَنْوَاءُ (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا .)

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১০০১. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি বিষয় হলো জাহিলী বিষয়, এগুলোকে লোকেরা (পুরোপুরি ভাবে) ছাড়বে না ঃ ক. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা, খ. বংশ তুলে গালি দেওয়া, গ. রোগ সংক্রামিত হওয়ার ধারনা, একটি উটে চর্ম রোগ হলে একশটি উটে তা সংক্রামিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথমটিকে কে চর্ম রোগে আক্রান্ত করল ? ঘ. আর নক্ষত্র ও রাশিচক্রের (প্রভাব) মান্য করা, (তারা বলে) অমুক, অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের বৃষ্টি হলো।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না-কাটি করা দোষণীয়।

١٠٠٢. **حَدَّثَنَا** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ . قَالُوْا الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَذَهَبُوْا إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَرْجُوْ، إِنْ كَانَ يَنْهَاهُمْ فِى حَيَاتِهِ ، أَنْ لَا يَكُوْنَ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ شَىْءٌ .

১০০২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র.)......উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্য পরিবারের লোকদের কান্নাকাটি করার কারণে তাকে আযাব দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার ও ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না-কাটি করা একদল আলিম দোষণীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্না-কাটি করার কারণে তাকে আযাব দেওয়া হয়ে থাকে। তারা এই হাদীছকে গ্রহণ করেছেন। ইব্ন মুবারক (র.) বলেন, জীবদ্দশায় এই ব্যক্তি যদি তার পরিবারের লোকদের এই বিষয়ে নিষেধ করে যায় তবে আশা করি তার উপর এই কারণে কিছু হবে না।

١٠٠٣. **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَسِيْدُ بْنُ أَبِي أَسِيْدٍ أَنَّ مُوْسَى بْنَ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِ فَيَقُوْلُ وَاجَبَلَاهُ ! وَاسَيِّدَاهُ ! أَوْنَحْوَ ذَلِكَ ، إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهٰكَذَا كُنْتَ ؟

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১০০৩. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র.).....আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ মারা গেলে তার জন্য ক্রন্দনকারীরা যখন বলে, ওয়া জাবালাহ (হায় মসীবতের পাহাড়) বা ওয়া সায়্যিদাহ (হে আমাদের নেতা) বা এই ধরণের আরো কিছু তখন ঐ মৃত ব্যক্তির উপর দুই জন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেওয়া হয় তারা তাকে পিটাতে থাকে। আর বলতে থাকে তুই কি এ ধরণের ছিলি? ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য নিরব কান্নার অনুমতি।

١٠٠٤. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى . حَدَّثَنَا مَعْنٌ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ، وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لِأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ! أَمَّا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ أَوْأَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ

গেছে। আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক মৃত ইয়াহূদী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তিটিকে তো আযাব দেওয়া হচ্ছে আর তার পরিবার–পরিজনরা তার জন্য কান্নাকাটি করছে। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, কারাযা ইব্ন কা'ব, আবূ হুরায়রা, ইব্ন মাসঊদ ও উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সহীহ্। আয়েশা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন আলিম এতদনুসারে আমলের অভিমত প্রদান করেছেন। তারা এই আয়াতের উল্লেখ করেন।আয়াতটি হলো ঃ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَى أُخْــرَى 'কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।'

এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)–এর অভিমত। (ইমাম আবূ হানীফাও এই অভিমত পোষণ করেন।)

١٠٠٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْـرَمٍ أَخْـبَرَنَا عِيْـسَى بْنُ يُوْنُـسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخَـذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ. فَوَجَدَهُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ. فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ فِى حِجْرِهِ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَتَبْكِىْ؟ أَوَ لَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟ قَالَ لاَ . وَلٰكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْـمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْـبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوْهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ . وَفِيْ الْحَدِيْثِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هٰذَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১০০৬. আলী ইব্ন খাশরাম (র.)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আওফের হাত ধরে তাকে সহ (অসুস্থ) পুত্র ইবরাহীম (রা.)–এর নিকট গেলেন। তখন ইবরাহীম (রা.)–কে মৃত্যুমুখী অবস্থায় দেখতে পেলেন। নবী ﷺ তাকে ধরে স্বীয় কোলে রাখলেন। অনন্তর তিনি কেঁদে উঠলেন। আবদুর রহমান তাঁকে বললেন, আপনিও কাঁদছেন ? আপনি কি আগে কাঁদতে নিষেধ করেন নি ? তিনি বললেন, না, বরং আমি তা নিষেধ করেছি দুই ধরণের আহাম্মুকী ও অন্যায় চিৎকারকে। তাহলো, বিপদের সময় চিৎকার করা। মুখ খামছানো ও গলার কাপড় ছিড়ে ফেলা আর শয়তানের গুনগুনানী। হাদীছটিতে এর চেয়েও বেশী বক্তব্য রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা–এর সামনে চলা।

١٠٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

১০০৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আহ্মাদ ইব্ন মানী', ইসহাক ইব্ন মানসূর ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....সালিম তাঁর পিতা ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ আবূ বাকর ও উমার (রা.)-কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি।

١٠٠٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ مَنْصُوْرٍ وَبَكْرٍ الْكُوْفِيِّ وَزِيَادٍ وَسُفْيَانَ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

১০০৮. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.).....সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ , আবূ বাকর ও উমার (রা.)-কে জানাযার আগে আগে চলতে দেখেছি।

١٠٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ هٰكَذَا ، رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزِيَادُ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَرَوَى مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي

سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ . وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْحَدِيْثَ الْمُرْسَلَ فِي ذٰلِكَ أَصَحُّ. قَالَ أَبُوْعِيْسَى سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوْسَى يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ فِي هٰذَا مُرْسَلٌ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأُرَى ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرَوَى هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ زِيَادٍ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ . وَمَنْصُوْرٍ وَبَكْرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ . وَإِنَّمَا هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْهُ هَمَّامٌ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ فَرَأَىْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَهَا أَفْضَلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ .

১০০৯. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র.).....যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবূ বাকর ও উমার (রা.) জানাযার আগে আগে চলতেন।

যুহরী বলেনঃ আমাকে সালিম (র.) বলেছেন যে, তাঁর পিতা (ইব্‌ন উমার) জানাযার আগে আগে চলতেন।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.)–এর হাদীছটি এইরূপভাবে ইব্‌ন জুরায়জ, যিয়াদ ইব্‌ন সা'দ প্রমুখ যুহরী–সালেম তাঁর পিতা ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে ইব্‌ন উয়ায়না (র.)–এর বর্ণনার (১০০৮ নং) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মা'মার, ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ ও মালিক প্রমুখ হাফিযুল হাদীছ রাবী যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ জানাযার আগে আগে চলতেন। সালিম (র.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা (ইব্‌ন উমার [রা.]) জানাযার আগে আগে চলতেন।

হাদীছ বিশারদগণ সকলেই এই বিষয়ে (যুহরী থেকে বর্ণিত) মুরসাল হাদীছটিকে অধিকতর সাহীহ্ বলে মনে করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা বলেছেন, আবদুর রায্‌যাককে বলতে শুনেছি যে, ইব্‌ন মুবারক (র.) বলেছেন, এই বিষয়ে যুহরীর মুরসাল রিওয়ায়াতটি ইব্‌ন উয়ায়নার হাদীছটি থেকে অধিকতর সাহীহ্। ইব্‌ন মুবারক আরো বলেন, আমার মনে হয় ইব্‌ন জুরায়য এটিকে ইব্‌ন উয়ায়না থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাম্মাম ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.) হাদীছটি যিয়াদ-ইব্‌ন সা'দ, মানসূর, বাকর ও সুফইয়ান-যুহ্‌রী-সালিম-তাঁর পিতা ইব্‌ন উমার (রা.) সনদে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাম (র.) যে সুফইয়ান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হলেন সুফইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র.)।

জানাযার আগে আগে চলা সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিম জানাযার আগে আগে চলা আফ্‌যল বলে মনে করেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (র.)-এর অভিমত।

١٠١٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . وَإِنَّمَا يُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَمْشُوْنَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ .

قَالَ مُحَمَّدٌ هٰذَا أَصَحُّ .

১০১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বাকর, উমার ও উছমান (রা.) জানাযার আগে আগে চলতেন। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আমি মুহাম্মাদ আল- বুখারী (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এ হাদীছটির সনদে মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাকর ভুল করেছেন। হাদীছ মূলতঃ ইউনুস-যুহরী (র.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ আবূ বাকর ও উমার (রা.) জানাযার আগে আগে চলতেন। যুহরী (র.) বলেন, সালিম (র.) আমাকে বলেছেন, তাঁর পিতা (ইব্‌ন উমার) জানাযার আগে আগে চলতেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেন, এটিই হলো অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পিছনে চলা।

١٠١١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى

إِمَامِ بَنِى تَيْمِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى مَاجِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَشْىِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ؟ قَالَ مَادُوْنَ الْخَبَبِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوْهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلاَ يُبَعَّدُ إِلاَّ أَهْلُ النَّارِ الْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلاَ تُتْبَعُ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَيُعْرَفُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يُضَعِّفُ حَدِيْثَ أَبِى مَاجِدٍ لِهٰذَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قِيْلَ لِيَحْيَى مَنْ أَبُوْمَاجِدٍ هٰذَا ؟ قَالَ طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا .

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هٰذَا رَأَوْا أَنَّ الْمَشْىَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَإِسْحٰقُ قَالَ إِنَّ أَبَا مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ لاَيُعْرَفُ إِنَّمَا يُرْوَى عَنْهُ حَدِيْثَانِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ . وَيَحْيَى إِمَامُ بَنِى تَيْمِ اللّٰهِ ثِقَةٌ . يُكْنَى أَبَا الْحَارِثِ . وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الْجَابِرُ . وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الْمُجْبِرُ أَيْضًا . وَهُوَ وُفِىٌّ رَوَى لَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .

১০১১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -কে জানাযার পিছনে চলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, দৌড়ে চলার চেয়ে কিছুটা কম দ্রুত চলবে। যদি সে ভাল লোক হয়ে থাকে তবে তো তাকে শীঘ্র শীঘ্র স্বস্থানে পৌছে দিলে। আর সে খরাপ লোক হয়ে থাকলে তবে শীঘ্র এক জন জাহান্নামীকে বিদূরিত করে দিলে। জানাযাকে অনুসরণ করা হবে। তা কাউকে অনুসরণ করবে না। যে ব্যক্তি এর আগে আগে যাবে সে এর (ছওয়াবের) অন্তর্ভূক্ত নয়

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি এই সূত্র ছাড়া আমরা কিছু জানি না। আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.)-কে আবূ মাজিদ বর্ণিত এই রিওয়ায়াতটিকে যঈফ বলতে শুনেছি। মুহাম্মাদ-হুমায়দী- ইব্‌ন উয়ায়না (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহইয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ এই আবূ মাজিদ কে? তিনি বললেন, একটি পাখি উড়ে এসে আমাদেরকে হাদীছ শুনিয়েছে (অর্থাৎ বর্ণনাকতরী অপরিচিত ব্যক্তি)।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমলের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা জানাযার পিছনে চলা আফযল বলে মনে করেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] ছাওরী ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

আবূ মাজিদ একজন অখ্যাত রাবী। ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে তার দুটি রিওয়ায়াত রয়েছে। বানূ তায়মিল্লাহ–এর ইমাম ইয়াহইয়া ছিকা রাবী। তার কুনিয়াত হলো আবুল হারিছ। তাঁকে ইয়াহইয়া আল–জাবির এবং ইয়াহইয়া আল–মুজবির ও বলা হয়।[১] তিনি ছিলেন কূফী। তাঁর বরাতে শু'বা, সুফইয়ান ছাওরী, আবুল আহওয়াস ও সুফইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র.)–ও রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الرُّكُوْبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পিছনে সওয়ার হয়ে চলা মাকরূহ।

١٠١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ أَبِى بَكْرِبْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَنَازَةٍ . فَرَأَىْ نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ أَلاَ تَسْتَحْيُوْنَ ؟ إِنَّ مَلاَئِكَةَ اللّٰهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُوْرِ الدَّوَابِّ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ثَوْبَانَ قَدْرُوِىَ عَنْهُ مَوْقُوْفًا قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَوْقُوْفُ مِنْهُ أَصَحُّ .

১০১২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ.–এর সঙ্গে একটি জানাযায় বের হলাম। তখন তিনি কিছু লোককে আরোহী অবস্থায় চলতে দেখে বললেন, তোমাদের কি লজ্জা করে না, আল্লাহর ফিরিশ্‌তারা তো পায়ে হেঁটে চলছেন আর তোমরা চলছ পশুর পিঠে সওয়ার হয়ে !

এই বিষয়ে মুগীরা ইব্‌ন শু'বা ও জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ছাওবান (রা.)–এর রিওয়ায়াতটি তাঁর বরাতে মাওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মাওকূফটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

---

১. অধিকাংশ হাদীছ বিশারদের মতে ইনি যঈফ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٠١٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْدَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّصُ بِهِ .

১০১৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....সিমাক ইব্‌ন হারব (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ইবনুদ-দাহ্‌দাহ-এর জানাযায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন, আর আমরা তাঁর চার পাঁশে ছিলাম। তিনি ঘোড়ার চলার তালে তালে দুলছিলেন।

١٠١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِتَّبَعَ جَنَازَةَ اَبِي الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০১৪. আবদুল্লাহ ইবনুস সাব্‌বাহ আল-হাশিমী (র.).....জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ হেটে হেটেই ইবনুদ দাহ্‌দাহ-এর জানাযার অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ফিরার সময় ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা নিয়ে জলদি করা।

١٠١٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ يَّكُنْ خَيْرًا تُقَدِّمُوْهَا اِلَيْهِ . وَاِنْ يَكُنْ شَرًّا تَضَعُوْهُ عَنْ

رِقَابِكُمْ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০১৫. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চলবে। যদি সে ভাল লোক হয়ে থাকে তবে তো তার মঙ্গলের দিকে তাকে অগ্রসর করে দিলে আর সে খারাপ হয়ে থাকলে তোমাদের গর্দান থেকে দ্রুত তাকে নামিয়ে দিলে।এই বিষয়ে আবূ বাকরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى قَتْلَى أُحُدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ এবং হামযা (রা.)-এর আলোচনা।

١٠١٦. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْصَفْوَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ . فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ. فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَجِدَ صَفِيَةُ فِيْ نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ العَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُوْنِهَا . قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيْهَا . فَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلاَهُ . وَاِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَارَأْسُهُ . قَالَ فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ . قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ . ثُمَّ يُدفَنُوْنَ فِى قَبْرٍ وَاحِدٍ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ . قَالَ فَدَفَنَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . النَّمِرَةُ الْكِسَاءُ الْخَلَقُ وَقَدْ خُوْلِفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِى رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ. وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ جَابِرٍ . وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ إِلاَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ .

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ حَدِيْثُ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ جَابِرٍ اَصَحُّ .

১০১৬. কুতায়বা (র.).....আনাস ইব্ন মলিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উহুদের দিন নবী ﷺ হামযার (লাশের) কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, তাঁর চেহারা বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। বললেন, যদি সাফিয়্যার (হামযা রা.-এর বোন) মনে কষ্টবোধ না হত তবে আমি তার লাশ এভাবেই ছেড়ে রাখতাম। হিংস্র জন্তুরা এসে তা খেয়ে ফেলত। শেষে কিয়ামতের দিন তিনি এদের পেট থেকে উত্থিত হতেন। এরপর তিনি সাদা-কাল ডোরাযুক্ত একটি চাদর আনতে বলেন, এবং এতেই হামযা (রা.)-কে কাফন দেন। এটি এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানলে তার দুইপা খুলে যেত আর তার পায়ের দিকে টানলে তাঁর মাথা খুলে যেত।

নিহতদের সংখ্যা ছিল অনেক আর কাপড় ছিল কম। তাই একজন, দুইজন এমনকি তিনজন করেও এক এক কাপড়ে কাফন দেওয়া হয় এবং একই কবরে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করতেন, এদের মধ্যে কুরআন কার বেশী জানা আছে ? পরে তাকেই তিনি কিবলার দিকে আগে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের দাফন কার্য সমাধা করলেন। কিন্তু তাদের জন্য জানাযার সালাত আদায় করেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া আনাস (রা.) থেকে এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابٌ آخَرُ

আরেকটি অনুচ্ছেদ।

١٠١٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ ، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ . وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيْفٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ لِيْفٌ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ. وَمُسْلِمٌ الْاَعْوَرُ يُضَعَّفُ . وَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ كَيْسَانَ تُكُلِّمَ فِيْهِ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الْـمَلاَئِىُّ .

১০১৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে,. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন, জানাযায় হাযির হতেন, গাধায় আরোহণ করতেন। গোলামের দাওয়াতও কবূল করতেন। বানূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন তিনি একটি গাধায় সওয়ার ছিলেন, খর্জুর ছাল নির্মিত লাগাম ছিল এর মুখে আর তাতে ছিল খর্জুর ছাল নির্মিত একটি আসন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মুসলিম-আনাস (রা.) সূত্র ছাড়া এই হাদীছ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এই মুসলিম আল-আওয়ার যঈফ হিসাবে পরিচিত। ইনি হলেন মুসলিম ইব্‌ন কায়সান আল-মুলাঈ।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١٠١٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْتَلَفُوْا فِى دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مَانَسِيْتُهُ . قَالَ مَاقَبَضَ اللّٰهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِى الْـمَوْضِعِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ ادْفِنُوْهُ فِى مَوْضِعِ فِرَاشِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْـمُلَيْكِىُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ . فَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَيْضًا .

১০১৮. আবূ কুরায়ব (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ওফাতের পর তাঁর দাফন সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়।তখন আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছি যা আমি ভুলি নাই। তা হলো, তিনি বলেছেন, যে স্থানে আল্লাহ

তা'আলা তাঁর নবীর দাফন হওয়া পছন্দ করেন সেই স্থানেই তাঁর রূহ কবয করেন। পরে সাহাবীগণ নবী ﷺ -কে তাঁর শয্যাস্থানে দাফন করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বাকর আল-মুলায়কী স্মরণ শক্তির দিক থেকে যঈফ। হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে, এটিকে ইব্‌ন আব্বাস (রা.)ও আবূ বাকর (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ اٰخَرُ

আরেকটি অনুচ্ছেদ

١٠١٩. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ الْمَكِّيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءٍ اَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ مِصْرِيٌّ أَقْدَمُ وَأَثْبَتُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ الْمَكِّيِّ.

১০১৯. আবূ কুরায়ব (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের গুণ ও ভাল দিকসমূহ আলোচনা করবে আর তাদের মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে বিরত থাকবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব। আমি মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাবী ইমরান ইব্‌ন আনাস আল-মাক্‌কী মুনকারুল হাদীছ-তার হাদীছ প্রত্যাখ্যাত। কেউ কেউ এটিকে আতা-আয়েশা (রা.) সূত্রেও উল্লেখ করেছেন। ইমরান ইব্‌ন আবী আনাস আল-মিসরী (র.) এই ইমরান ইব্‌ন আনাস আল-মাক্‌কী-এর তুলনায় অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجُلُوْسِ قَبْلَ أَنْ تُوْضَعَ

জানাযা রাখার আগে বসা।

١٠٢٠. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ . فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ هٰكَذَا نَصْنَعُ يَامُحَمَّدُ . قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ خَالِفُوْهُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ .

১০২০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......উবাদা ইবনুস–সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন জানাযার অনুসরণ করে যেতেন তখন কবরে জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসতেন না। পরে এক ইয়াহূদী পন্ডিত তাঁকে বলল, হে মুহাম্মদ, আমরাও তো এরূপ করে থাকি।এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাযা স্থাপনের আগেই বসতে লাগলেন। বললেন, তোমরা এদের বিপরীত করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন,হাদীছটি গারীব।রাবী বিশ্র ইব্ন রাফি' হাদীছের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।

بَابُ فَضْلِ الْمُصِيْبَةِ إِذَا احْتَسَبَ

অনুচ্ছেদ ঃ মসিবতের ফযীলত, যদি তার উপর ছওয়াবের আশা করে।

١٠٢١. **حَدَّثَنَا** سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سِنَانٍ قَالَ دَفَنْتُ ابْنِى سِنَانًا .وَأَبُوْ طَلْحَةَ الْخَوْلَانِىُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ . فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ أَخَذَ بِيَدِى فَقَالَ اَلَا اُبَشِّرُكَ يَااَبَا سِنَانٍ ! قُلْتُ بَلٰى فَقَالَ حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ ، قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى ! فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ! فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِى؟ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوْا لِعَبْدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ . وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১০২১. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র.).....আবূ সিনান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার ছেলে সিনানকে দাফন করছিলাম।সে সময় আবূ তালহা আল-খাওলানী কবরের কিনারায় বসা ছিলেন। পরে আমি যখন কবর থেকে বের হতে ইচ্ছা করলাম তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, হে আবূ সিনান, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দিব ? আমি বললাম, অবশ্যই দিন। তিনি বললেন, যাহ্হাক ইব্ন আবদুর রহ্মান ইব্ন আর্যাব (র.) আমাকে আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তান কবয করে নিয়ে এলে ? তারা বলে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা তার হৃদয়ের ফল কবয করে নিয়ে এলে ? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা কি বলেছে ? তারা বলে, আপনার হামদ করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নামকরণ কর "বায়তুল হাম্দ" বা প্রশংসালয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল জানাযা-এর তাকবীর।

١٠٢٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ . حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِى أَوْفَى وَجَابِرٍ ، وَيَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَيَزِيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ أَخُوْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ . شَهِدَ بَدْرًا وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَرَوْنَ التَّكْبِيْرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১০২২. আহ্মাদ ইব্ন মানী' (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নাজাশী-এর জন্য জানাযার সালাত আদায় করেন এবং এতে তিনি চারবার তাকবীর পাঠ করেন। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আবী আওফা, জাবির, আনাস ও ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা.) হলেন যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর ভাই। তিনি ছিলেন, বড়। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কিন্তু যায়দ বদরে শরীক ছিলেন না।ইমাম আবূ ঈসা (র.) আরও বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এই হাদীসের উপর আমল রয়েছে। তাঁরা সালাতুল জানাযায় চার তাকবীর পাঠ করার মত গ্রহণ করেছেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্ন আনাস, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

١٠٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا . وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ . رَأَوُا التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ خَمْسًا . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ خَمْسًا فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ الإِمَامُ .

১০২৩. মুহাম্মদ ইব্নুল মুছান্না (র.).....আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) জানাযায় চার তাকবীর পাঠ করতেন। কিন্তু তিনিই এক জানাযায় পাঁচবার তাকবীর দেন। এই বিষয়ে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ তাকবীর দিতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) বর্ণিত হদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তারা জানাযায় পাঁচ তাকবীর দিতে হবে বলে মনে করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, যদি কোন ইমাম সালাতুল জানাযায় পাঁচ তাকবীর দেন তবে অবশ্য ইমামের অনুসরণ করতে হবে।

بَابُ مَايَقُوْلُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল জানাযার দু'আ।

١٠٢٤. **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ حَدَّثَنِى أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ! اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَ أُنْثَانَا . قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِى أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَزَادَ فِيْهِ اللّٰهُمَّ ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ .وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَائِشَةَ وَأَبِى قَتَادَةَ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَجَابِرٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ وَالِدِ أَبِى إِبْرَاهِيْمَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرَوَى هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً. وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيْثُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ . وَعِكْرِمَةُ رُبَّمَا يَهِمُ فِى حَدِيْثِ يَحْيَى وَرُوِىَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِى هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيْمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيْهِ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ اِسْمِ أَبِى إِبْرَاهِيْمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ .

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرَدِ وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ مُحَمَّدٌ أَصَحُّ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ ، هٰذَا الْحَدِيْثُ .

১০২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আওফ ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাতুল জানাযায় দু'আ পড়তে শুনেছি। তাঁর দু' আর এই বাক্যগুলি আমি বুঝতে পারি ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاغْسِلْهُ بِالْبَرَدِ وَاغْسِلْهُ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ

হে আল্লাহ্, তাকে মাফ করুন, তার উপর রহম করুন এবং তাকে শিশিরের পানি দিয়ে এমনভাবে ধৌত করে দিন যেভাবে কাপড় ধৌত করা হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্।মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীছটি সর্বাপেক্ষা সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

١٠٢٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذٰلِكَ الْقَوِيِّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُوْ شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ، مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ . وَالصَّحِيْحُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَوْلُهُ مِنَ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১০২৬. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। এই বিষয়ে উম্মু শারীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। রাবী ইবরাহীম ইব্ন উছমান হলেন আবূ শায়বা আল ওয়াসিতী। তিনি মুনকারুল হাদীছ – তার হাদীছ প্রত্যাখ্যাত, সহীহ্ হলো ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি, তিনি বলেন সালাতুল-জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নতের অন্তর্ভূক্ত।

١٠٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ . فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ. قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . يَخْتَارُوْنَ أَنْ يُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ . إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللّٰهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ .

وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ هُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ . رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ .

১০২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বশ্‌শার (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) একবার সালাতুল জানাযা পড়েন এবং এতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। এই বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ হলো সুন্নাত অথবা বললেন, এ হলো সুন্নাতের পরিপূর্ণতা বিধানের অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্‌।

কতক সাহবী ও অপরাপর আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, সালাতুল জানাযায় (সূরা ফাতিহা) পাঠ করা হবে না। এতো কেবল আল্লাহর হামদ ও ছানা, নবী ﷺ -এর উপর দরূদ পাঠ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] ছাওরী ও অন্যান্য কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالشَّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল জানাযা ও মৃত ব্যক্তির জন্য শাফাআতের পদ্ধতি।

١٠٢٨. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَيُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُم ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ، فَقَدْ أَوْجَبَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَمَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. هٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ. وَرَوَى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ. وَأَدْخَلَ بَيْنَ مَرْثَدٍ وَمَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ رَجُلًا. وَرِوَايَةُ هٰؤُلَاءِ أَصَحُّ عِنْدَنَا.

১০২৮. আবূ কুরায়ব (র.)......মারছাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল ইয়াযানী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুবায়রা (রা.) যখন সালাতুল জানাযায় যেতেন তখন লোক সংখ্যা কম হলে তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন কাতার লোক যার সালাতুল জানাযা আদায় করেছে তার জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে। এই বিষয়ে আয়েশা, উম্মু হাবীবা, আবূ হুরায়রা, উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মালিক ইব্ন হুবায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। এইভাবেই একাধিক রাবী এটিকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম ইব্ন সা'দ হাদীছটিকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এতে মারছাদ ও মালিক ইব্ন হুবায়রা (রা.)–এর মাঝে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। আমার কাছে এদের রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সহীহ্।

١٠٢٩. **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ وَحَدَّثَنَا

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ (رَضِيْعٍ كَانَ لِعَائِشَةَ) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا مِائَةً، فَيَشْفَعُوْا لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِى حَدِيْثِهِ مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ أَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

১০২৯. ইব্‌ন আবী উমার, আহমাদ ইব্‌ন মানী ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম যদি মারা যায় এবং একশতের মত মুসলিমের একটি দল তার সালাতুল জানাযা আদায় করে এবং তার জন্য শাফাআত করে তবে তার জন্য অবশ্যই তাদের শাফাআত কবূল করা হবে। আলী (র.) তার বর্ণনায় "একশত বা ততোধিক" কথাটির উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। কেউ কেউ এটিকে মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন, মরফূরূপে বর্ণনা করেন নি।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাতুল জানাযা মাকরূহ।

١٠٣٠. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فِيْهِنَّ ، أَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ . وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ . وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَكْرَهُوْنَ الصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ فِى هٰذِهِ السَّاعَاتِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا يَعْنِى الصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ. وَكَرِهَ الصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ لاَبَأْسَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِى السَّاعَاتِ الَّتِى تُكْرَهُ فِيْهِنَّ الصَّلاَةُ .

১০৩০. হান্নাদ (র.).....উকবা ইব্ন আমির আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনটি সময় এমন যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত আদায় করতে বা মৃতদের কবরে রাখতে নিষেধ করতেন, সূর্য যখন পরিষ্কার হয়ে উঠত পূর্ণভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত, ঠিক মধ্যাহ্নের সময় পশ্চিম দিকে সূর্য না হেলা পর্যন্ত, অস্তমিত হওয়ার দিকে ঝুকে যাওয়ার সময় পূর্ণভাবে অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা এই সময়-গুলোতে সালাতুল জানাযা আদায় করা মাকরূহ মনে করেন। ইব্ন মুবারক (র.) বলেন, "নিষেধ করেছেন এই সময়গুলোতে মৃতদেরকে কবরে রাখতে"—এই বাক্যটির মর্ম হলো সালাতুল জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, ঠিক মধ্যাহ্নে সূর্য পশ্চিমে না হেলো পর্যন্ত সালাত মাকরূহ। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যে সময়সমূহে সালাত আদায় করা মাকরূহ সে সময়সমূহে সালাতুল জানাযা আদায়ে কোন দোষ নাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الأَطْفَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের জন্য সালাতুল জানাযা।

١٠٣١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنِ اٰدَمَ بْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ ، الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ . حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ، وَالْمَاشِىْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. رَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوْا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ . بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১০৩১. বিশর ইব্ন আদম ইব্ন বিনত আযহার আস্ সাম্মান (র.).....মুগীরা ইব্ন শু' বা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আরোহীরা থাকবে জানাযার পিছনে, পদব্রজে গমনকারী যে দিক দিয়ে ইচ্ছা চলতে পারে আর শিশুদের জন্যও সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্। ইসরাঈল (র.) প্রমুখ এটিকে সাঈদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র.)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন।

কোন কোন সাহাবী ও অন্যান্য আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, শিশুর জন্মের পরে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেলে, কান্নাকাটি না করলেও তার জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنِيْنِ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ

অনুচ্ছেদঃ জন্মের পর কান্নাকাটি না করা পর্যন্ত শিশুদের জন্য সালাতুল জানাযা আদায় পরিত্যাগ করা।

١٠٣٢. **حَدَّثَنَا** أَبُوْعَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّىِّ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . قَالَ الطِّفْلُ لاَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ قَدِ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيْهِ . فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِى

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوْعًا . وَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوْفًا . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوْفًا . وَكَأَنَّ هٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا . قَالُوْا لاَيُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ .

১০৩২. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র.).....জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জন্মের পর কান্নাকাটি না করা পর্যন্ত শিশুর জন্য সালাতুল জানাযা নেই এবং সে কারো ওয়ারিছও হবে না ও তার থেকেও কেউ ওয়ারিছ হবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটিতে রাবীগণের ইযতিরাব বিদ্যমান। কেউ কেউ এটিকে আবূ যুবায়র–জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন। আশআছ ইব্‌ন সাওওয়ার (র.) প্রমুখ আবূ যুবায়র– জাবির (রা.) সূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। এটি মারফূ' রূপে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির তুলনায় অধিকতর সহীহ্।

কোন কোন আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, জন্মের পর কান্নাকাটি না করলে সেই শিশুর মৃত্যুতে সালাতুল জানাযা নেই। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] ছাওরী ও শাফিঈ (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা।

١٠٣٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ مَالِكٌ لاَ يُصَلِّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ . وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

১০৩৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ল ইবনুল বায়যা-এর সালাতুল জানাযা মসজিদে আদায় করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদিছটি হাসান। কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন, ইমাম মালিক (র.) বলেন, মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা যাবে না। [ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মত এ-ই]। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মসজিদে সালাতুল জানাযা আদায় করা যায়। তিনি এই হাদীছকে দলীল হিসাবে পেশ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ أَيْنَ يَقُوْمُ الْإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা বা পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

١٠٣٤. **حَدَّثَنَا** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ. فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ . فَقَالُوْا يَاأَبَا حَمْزَةَ ! صَلِّ عَلَيْهَا . فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ . فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ هٰكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ . قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوْا . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ مِثْلَ هٰذَا . وَرَوَى وَكِيْعٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هَمَّامٍ فَوَهِمَ فِيْهِ ، فَقَالَ عَنْ غَالِبٍ عَنْ أَنَسٍ . وَالصَّحِيْحُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ. وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُوَاحِدٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ مِثْلَ رِوَايَةِ هَمَّامٍ. وَاخْتَلَفُوْا فِي اسْمِ أَبِي غَالِبٍ هٰذَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَالُ اسْمُهُ نَافِعٌ وَيُقَالُ رَافِعٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১০৩৪. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুনীর (র.)......আবূ গালিব (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)–এর সঙ্গে জনৈক পুরুষের সালাতুল জানাযা আদায় করেছি। তিনি তখন লাশের মাথা বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর লোকেরা জনৈকা কুরায়শী মহিলার জানাযা নিয়ে এল। তারা তাঁকে বলল, হে আবূ হামযা, এর সালাতুল জানাযা–ও পড়িয়ে দিন। তখন তিনি খাটিয়ার মাঝামাঝি দাঁড়ালেন। এতে আলা ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে বললেন, যেভাবে আপনি মহিলার জানাযায় দাঁড়িয়েছেন আর যেভাবে পুরুষের জানাযায় দাঁড়িয়েছেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –কেও এরূপ করতে দেখেছেন ? তিনি বললেন হ্যাঁ। জানাযা সম্পাদনের পর তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এই বিষয়টির তোমরা সংরক্ষণ করো। এই বিষয়ে সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। একাধিক রাবী হাম্মাম (র.)–এর বরাতে এইরূপই বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী (র.)ও হাম্মাম (র.) থেকে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু সনদের ক্ষেত্রে তাঁর বিভ্রান্তি হয়ে গেছে। তিনি গালিব (র.) সূত্রে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ সাহীহ্ হলো আবূ গালিব–আনাস (রা.)।আবুদল ওয়ারিছ ইব্‌ন সাঈদ প্রমুখও এটিকে আবূ গালিব (র.) থেকে হাম্মাম (র.)–এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এই আবূ গালিব (র.)–এর নামের ব্যাপারে হাদীছবিদদের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম হলো নাফি'। কেউ কেউ বলেন, রাফি'।

কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

١٠٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ ابْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَقَامَ وَسَطَهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ .

১০৩৫. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈকা মহিলার সালাতুল জানাযা পড়ালেন। তখন তিনি তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। শু'বা (র.)ও এটিকে হুসায়ন আল–মুআল্লিম (র.)–এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের জন্য সালাতুল জানাযা ত্যাগ করা।

١٠٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ . ثُمَّ يَقُوْلُ أَيُّهُمَا اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا اُشِيْرَ لَهُ إِلَى اَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ . وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيْدِ . فَقَالَ بَعْضُهُم لاَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيْدِ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةَ ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيْدِ . وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ . وَبِهِ يَقُوْلُ إِسْحٰقُ .

১০৩৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী ﷺ উহুদ যুদ্ধে নিহতদের দুইজন দুইজন করে একই কাপড়ে কাফন দিয়েছিলেন। পরে বললেন, এদের দুজনের মধ্যে কে কুরআন অধিক হিফজ করেছে ? তখন তাদের যার দিকে ইশারা করা হচ্ছিল তাকে তিনি লাহদে[১] আগে রাখছিলেন। এরপর তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আমি এঁদের জন্য সাক্ষী হব।

এরপর তিনি তাদের রক্ত সহই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের জন্য সালাতুল জানাযাও আদায় করা হয় নাই এবং তাদেরকে গোসলও দেওয়া হয় নাই। এই বিষয়ে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. আরবে কবরের ভিতর একপার্শ্বে গর্ত করে তাতে মৃত ব্যক্তির লাশ রাখার নিয়ম রয়েছে। শক্ত ভূমিতে তা সম্ভব। এটিকে লাহদ বলা হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। হাদীছটি যুহরী - আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকেও বর্ণিত আছে। আবার যুহরী - আবদুল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন আবূ সুআয়র সূত্রে নবী ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাদের কেউ কেউ জাবির (রা.)-এর সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন।

শহীদের সালাতুল জানাযা সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম বলেন, শহীদের জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করতে হয় না। এ হলো মদীনাবাসী ফকীহগণের অভিমত। ইমাম শফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।

কোন কোন আলিম বলেন, শহীদের জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। নবী ﷺ হামযা (রা.)-এর সালাতুল জানাযা আদায় করেছিলেন বলে যে হাদীছটি আছে সেটিকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] ছাওরী ও কূফাবাসী ফকীহগণের অভিমত। ইমাম ইসহাক (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা।

١٠٣٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ . حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَبُرَيْدَةَ وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، صُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ . وَرَأَى ابْنُ الْمُبَارَكِ الصَّلاَةَ عَلَى الْقَبْرِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ .

وَقَالاَ أَكْثَرُ مَاسَمِعْنَا عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أُمِّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرٍ .

১০৩৭. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে দেখেছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, একবার নবী ﷺ (সাধারণ কবরস্থান থেকে) দূরে বিচ্ছিন্ন একটি কবর দেখতে পেলেন।তখন তিনি সঙ্গী সাহাবীদের কাতার করে এতে সালাতুল জানাযা আদায় করলেন।

শা'বী (র.)-কে বলা হল, কে আপনাকে এই রিওয়ায়াত করেছেন ? তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)।

এই বিষয়ে আনাস, বুরায়দা, ইয়াযীদ ইবন ছাবিত, আবূ হুরায়রা, আমির ইব্‌ন রাবীআ, আবূ কাতাদা ও সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্‌। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা যাবে না। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফাও] মালিক ইব্‌ন আনাস (র.)-এর অভিমত। ইব্‌ন মুবারক বলেন, যদি মৃত ব্যক্তিকে সালাতুল জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয় তবে তার কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা যাবে। এতে বুঝা যায় ইব্‌ন মুবারক কবরে সালাতুল জানাযা আদায়ের পক্ষে মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, দাফনের এক মাস পর্যন্ত কবরে সালাতুল জানাযা আদায় করা যায়।

তারা বলেন, এই বিষয়ে সর্বাধিক যে সময়সীমা আমরা শুনেছি তা হলো ঃ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.)-এর মাতার কবরে একমাস পর সালাতুল জানাযা আদায় করেছিলেন।

١٠٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِىُّ ﷺ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ .

১০৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা.)-এর মা যখন মারা যান তখন নবী ﷺ (মদীনায়) উপস্থিত ছিলেন না। পরে যখন আসেন তখন তার সালাতুল জানাযা আদায় করেন। এর মধ্যে একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

بَابُ مَاجَاءَ فِى صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِى

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কর্তৃক নাজাশীর[১] জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা।

١٠٣٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ . قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِىَّ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوا عَلَيْهِ . قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَأَبِى سَعِيْدٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ ، وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُوْقِلاَبَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . وَأَبُوْ الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو . وَيُقَالُ لَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو .

১০৩৯. আবূ সালামা ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ ও হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.).....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে বললেন, তোমাদের ভাই নাজাশী মারা গেছেন। তোমরা দাঁড়াও এবং তার জন্য সালাতুল জানাযা আদায় কর।

ইমরান ইব্ন হুসায়ন বলেন, আমরা দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির জানাযার জন্য যেভাবে কাতার করা হয় সেরূপ কাতার বাঁধলাম এবং মৃত ব্যক্তির জন্য যেভাবে সালাত আদায় করা হয় সেভাবে তাঁর জন্য সালাত আদায় করলাম।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আবূ সাঈদ, হুযায়ফা ইব্ন আসীদ ও জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-সহীহ্-গরীব। আবূ কিলাবা (র.)ও এটিকে তাঁর চাচা আবুল মুহাল্লাব - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুল মুহাল্লাব (র.)-এর নাম হলো আবদুর রহমান ইব্ন আমর। বলা হয় মুআবিয়া ইব্ন আমর।

১. অবিসিনিয়ার প্রাচীন সম্রাটদের নাম। ইনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তঁর প্রকৃত নাম ছিল আসহামা।

بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল জানাযার ফযীলত।

١٠٤٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ . وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْأَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ . وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَأَبِى سَعِيْدٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ وَثَوْبَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . قَدْ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

১০৪০. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি সালাতুল জানাযা আদায় করে তবে তাঁর এক কীরাত নেকী লাভ হবে। আর যে জানাযার পিছনে পিছনে যাবে এবং তার দাফনও সম্পাদন করবে তার জন্য দুই কীরাত নেকী হবে। এর একটি বা ছোটটি হ'ল উহুদ পাহাড়ের সমান।

রাবী আবূ সালামা বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা.)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আয়েশা (রা.)-এর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন আয়েশা (রা.) বললেন, আবূ হুরায়রা সত্য বলেছেন। ইব্‌ন উমার (রা.) (এই কথা জেনে) বললেন, অনেক কিরাত আমরা বিনষ্ট করেছি।

এই বিষয়ে বারা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ, আবূ সাঈদ, উবাই ইব্‌ন কা'ব, ইব্‌ন উমার ও ছাওবান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হসান-সাহীহ্। তাঁর বরাতে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابٌ أَخَرُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

١٠٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُهَزَّمِ قَالَ صَحِبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِيْنَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً ، وَحَمَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَأَبُوْ الْمُهَزَّمِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ . وَضَعَّفَهُ شُعْبَةُ .

১০৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আবুল মুহায্‌যাম (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি দশ বছর আবূ হুরায়রা (রা.)-এ সংসর্গে কাটিয়েছি। তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জানাযার পিছনে চলবে এবং তিনবার তা বহন করবে সে ব্যক্তি তার উপর আরোপিত জানাযার হক আদায় করে দিতে পারল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব। কেউ কেউ এটিকে এই সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, তবে মারফূ'রূপে করেন নি। আবুল মুহায্‌যামের নাম হলো ইয়াযীদ ইব্‌ন সুফইয়ান। শু'বা তাঁকে যঈফ বলে নিরূপন করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য উঠে দাঁড়ান।

١٠٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৪২. কুতায়বা (র.)......আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন জানাযা দেখবে তখন এর জন্য দাঁড়িয়ে যাবে যতক্ষণ না তোমাদেরকে অতিবাহিত করে চলে যায় বা মাটিতে রাখা হয়।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, জাবির, সাহল ইব্ন হুনায়ফ, কায়স ইব্ন সা'দ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

١٠٤٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا. فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوْضَعَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . قَالاَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوْضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَتَقَدَّمُوْنَ الْجَنَازَةَ فَيَقْعُدُوْنَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَيْهِمُ الْجَنَازَةُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

১০৪৩. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী ও হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র.).....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তোমরা জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত সে বসবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করবে তা মানুষের কাঁধ থেকে না নামানো পর্যন্ত সে যেন না বসে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর

আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা জানাযার আগে আগে যেতেন এবং জানাযা না পৌছা পর্যন্ত বসে থাকতেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য না দাঁড়ানোর অবকাশ।

١٠٤٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدٍ (وَهُوَ ابْنُ عَمْرِوبْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِى طَالِبٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ فِى الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوْضَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ. وَفِى الْبَابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَفِيْهِ رِوَايَةُ أَرْبَعَةٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهٰذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِى هٰذَا الْبَابِ . وَهٰذَا الْحَدِيْثُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا . وَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ شَاءَ قَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُمْ . وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ رُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ . وَهٰكَذَا قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ (قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ) يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ. قَامَ ثُمَّ تَرَكَ ذٰلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ لَايَقُوْمُ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ .

১০৪৪. কুতায়বা (র.)....অলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাটিতে না রাখা পর্যন্ত জানাযার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কিন্তু পরবর্তীতে বসে রয়েছেন। এই বিষয়ে হাসান ইব্ন আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্। রিওয়ায়াতটির সনদে চারজন তাবীঈ-এর বর্ণনা পরম্পরা রয়েছে (১. ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ, ২. ওয়াকিদ ইব্ন আম্র ইব্ন সা'দ ইব্ন মুআয- ৩. নাফি ইব্ন জুবায়র - ৪. মাসউদ ইবনুল হাকাম)।

কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীছটিই সর্বাধিক সহীহ্। "তোমরা জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যাবে"- প্রথমোক্ত এই হাদীছটির মর্মকে বর্তমান হাদীছটি রহিত করে দেয়।

ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, ইচ্ছা হলে দাঁড়াতেও পারে আর ইচ্ছা করলে না-ও দাঁড়াতে পারে। কেননা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথমে দাঁড়াতেন এবং পরবর্তীতে বসে থেকেছেন। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.)ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। "রাসূল ﷺ জানাযার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছেন পরে বসেছেন" - আলী (রা.)-এর এই কথাটির মর্ম হলো, নবী ﷺ জানাযা দেখলে দাঁড়াতেন কিন্তু পরে তা ত্যাগ করেন এবং জানাযা দেখলেও আর দাঁড়াতেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী 'লাহদ' জাতীয় কবর আমাদের আর 'শাক্' জাতীয় কবর অন্যদের।[১]

١٠٤٥. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكُوفِىُّ وَيُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ. اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا . وَفِى الْبَابِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১০৪৫. আবূ কুরায়ব, নাসর ইব্ন আবদুর রহমান আল-কূফী, ইউসুফ ইব্ন মূসা আল-কাত্তান আল-বাগদাদী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'লাহদ' আমাদের জন্য 'শাক্' অন্যদের জন্য। এই বিষয়ে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্, আয়েশা, ইব্ন উমার ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

---

১. কবরের ভিতরে কিবলার দিকে গর্ত করে তাতে লাশ দাফন করাকে লাহদ বলা হয়। এতে সংরক্ষণের অধিকতর সুবিধা হয়। আরবের মত শক্ত মাটির দেশে এই ধরণের করা সহজ। 'শাক্' হল প্রচলিত চৌকোনা সাধারণ কবর।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাখিল করার কালে দু'আ।

١٠٤٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ . حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ (وَقَالَ أَبُوْ خَالِدٍ مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ) قَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ . وَقَالَ مَرَّةً بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَرَوَاهُ أَبُوْ الصِّدِّيْقِ النَّاجِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا أَيْضًا .

১০৪৬. আবূ সা'ঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কবরে মুর্দা দাখিল করার সময় নবী ﷺ বলেছেনঃ (এবং রাবী আবূ খালেদ বলেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন তার লাহাদ [কবরে] রাখা হয় তখন তিনি বলেছেন) ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ রাবী কখনও রিওয়ায়াত করেছেন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছ এই সূত্রে হাসান-গারীব।

হাদীছটি ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অন্য রিওয়ায়াতেও বর্ণিত আছে। এটি আবুস্-সিদ্দীক আন-নাজী-ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার আবুস্-সিদ্দীক আন-নাজী-ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে মাওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরে মৃত ব্যক্তির নীচে একটি কাপড় বিছিয়ে দেওয়া।

١٠٤٧. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ قَالَ

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ الَّذِى اَلْحَدَ قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَبُو طَلْحَةَ . وَالَّذِى أَلْقَى الْقَطِيْفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ جَعْفَرٌ وَأَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُوْلُ أَنَا ، وَاللّٰهِ ! طَرَحْتُ الْقَطِيْفَةَ تَحْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقَبْرِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ شُقْرَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى عَلِىُّ بْنُ الْمَدِيْنِىِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ ، هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১০৪৭. যায়দ ইব্‌ন আখযাম আত-তাঈ (র.).....উছমান ইব্‌ন ফারকাদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)-কে তাঁর পিতা মুহাম্মদ (র.)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরের 'লাহদ' কেটেছিলেন আবূ তালহা (রা.) আর তাঁর নীচে একটি চাদর রেখেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস শুকরান (রা.)।

জা'ফার (র.) বলেন, আমাকে ইব্‌ন আবূ রাফি' বলেছেন যে, আমি শুকরান (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, কবরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নীচে আমিই একটি চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলাম।
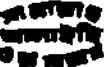
এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ঈমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, শুকরান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আলী ইবনুল মাদীনী (র.)ও এই হাদীছ উছমান ইব্‌ন ফারকাদ (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٨. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ . قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِى مَوْضَعٍ اَخَرْ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَهٰذَا أَصَحُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الْقَصَّابِ ، وَاسْمُهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِى عَطَاءٍ . وَرُوِىَ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ

وَاسْمُـهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ ، وَكِلاَهُـمَا مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّـهُ كَرِهَ أَنْ يُلْقَى تَحْتَ الْـمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ . وَإِلَى هٰذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১০৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কবরে একটি লাল চাদর রাখা হয়েছিল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্। শু'বা (র.) এটিকে আবূ হামযা আল-কাস্‌সাব (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর নাম হলো ইমরান ইব্‌ন আবী আতা। আবূ জামরা আয-যুবাঈ (র.) থেকেও বর্ণিত আছে। তাঁর নাম হলো নাসর ইব্‌ন ইমরান। এঁরা উভয়েই ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর শাগিরদ।
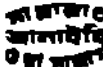
ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মায়্যিতের নীচে কোন কিছু রাখা পছন্দ করতেন না। কোন কোন আলিম এই হাদীছের মর্মানুসারে আমল করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) অন্যস্থলে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার ও ইয়াহইয়া- শু'বা- আবূ জামরা- ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এটি অধিকতর সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবর সমান করে দেওয়া।

١٠٤٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَابَعَثَنِي بِهِ النَّبِيُّ أَنْ لاَ تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ وَلاَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَكْرَهُوْنَ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ فَوْقَ الأَرْضِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ أَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ إِلاَّ بِقَدْرِ مَايُعْرَفُ أَنَّهُ قَبْرٌ ، لِكَيْلاَ يُوْطَأَ وَلاَ يُجْلَسَ عَلَيْهِ .

১০৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আবূ ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা.) আবুল-হায়্যাজ আল-আসাদী (র.)-কে বলেছিলেন, নবী ﷺ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, আমি

তোমাকেও সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি। তা হলো, কোন উঁচু কবরকে (মাটি) সমান করা ব্যতীত ছাড়বেনা, আর কোন প্রতিকৃতি বিধ্বংস করা ব্যতীত ছাড়বে না।এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কোন কোন আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা যমীনের উপর কবর উচু করে বাঁধা অপছন্দনীয় বলে মনে করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যতটুকু উঁচু করলে এটিকে কবর বলে চিনা যায় তদপেক্ষা কবরকে উঁচু করা আমি পছন্দ করিনা। তবে চিহ্নস্বরূপ কিছু উঁচু করার দরকার এই জন্য যে, এটিকে যেন কেউ পদদলিত না করে বা এর উপর যেন কেউ না বসে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَالْجُلُوْسِ عَلَيْهَا وَالصَّلاَةِ إِلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কবরকে পদদলিত করা বা এর উপর বসা মাকরূহ।

١٠٥٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَبَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، بِهٰذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

১০৫০. হান্নাদ (র.).....আবূ মারছাদ আল-গানাবী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ. বলেছেন, তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং সেই দিকে ফিরে সালাতও আদায় করবে না।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, অ'মর ইব্‌ন হাযম ও বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٠٥١. **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَبُوْ عَمَّارٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ بُسْرِبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ وَهٰذَا الصَّحِيْحُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيْثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ خَطَأٌ ، أَخْطَأَ فِيْهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَزَادَفِيْهِ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ وَإِنَّمَا هُوَبُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ وَاثِلَةَ هٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ. وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ أَبِى إِدْرِيْسَ وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ .

১০৫১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও আবূ আম্মার (র.).....আবূ মারছাদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই সনদে আবূ ইদরীস (র.)-এর বরাতের উল্লেখ নাই। আর এটিই সহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেছেন যে, ইব্‌ন মুবারক (র.)-এর রিওয়ায়াতটি ভুল, এতে ইব্‌ন মুবারকই ভুল করেছেন। তিনি সনদে আবূ ইদরীস আল-খাওলানীর নাম অতিরিক্ত বলেছেন। আসলে রিওয়ায়াতটি হলো বুসর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ-ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রা.) সূত্রের। আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন জাবির (র.) থেকে একাধিক রাবী এইরূপই বর্ণনা করেছেন। এতে আবূ ইদরীস আল-খাওলানী-এর উল্লেখ নাই। বুসর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ সরাসরিই ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কবরে চুনা ব্যবহার করা এবং তাতে লেখা মাকরূহ।

١٠٥٢. **حَدَّثَنَا** عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوْ عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ . أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا ، وَأَنْ تُوْطَأَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ فِى تَطْيِيْنِ الْقُبُوْرِ . وَقَالَ الشَّافِعِىُّ لاَبَأْسَ أَنْ يُطَيَّنَ الْقَبْرُ .

১০৫২. আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ আবূ আমর আল বাসরী (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরে চুনা লাগাতে এবং তাতে লিখতে, এর উপর ঘর নির্মাণ করতে ও তা পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। জাবির (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

হাসান–বাসরী সহ কতক আলিম কবর মাটি দিয়ে লেপার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মাটি দিয়ে কবর লেপায় কোন দোষ নেই।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরস্থানে প্রবেশের দু'আ।

١٠٥٣. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِى كُدَيْنَةَ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ أَبِى ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ . فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَاأَهْلَ الْقُبُوْرِ! يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَأَبُوْكُدَيْنَةَ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ . وَأَبُوْ ظَبْيَانَ اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ .

১০৫৩. আবূ কুরায়ব (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এর দিকে ফিরে বললেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَاأَهْلَ الْقُبُوْرِ! يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ.

আস্‌সালামু আলাইকুম হে কবরের অধিবাসীগণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এবং তোমাদের মাগফিরাত করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী আর আমরা তোমাদের পদাংক অনুসারী।

এই বিষয়ে বুরায়দা, আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। রাবী আবূ কুদায়নার নাম হল ইয়াহইয়া ইবনুল-মুহাল্লাব। আর আবূ যাবয়ান-এর নাম হলো হুসায়ন ইব্‌ন জুন্দুব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারতের অনুমতি।

١٠٥٤. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِى زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ . فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الاٰخِرَةَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَإِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لاَيَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ بَأْسًا . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১০৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান ও হাসান ইব্‌ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদকে তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা তা আখিরাতকে স্মরণ করায়।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, ইব্‌ন মাসউদ, আনাস, আবূ হুরায়রা ও উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, বুরায়দা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা কবর যিয়ারতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা, ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

١٠٥٥. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ بِحَبْشِيٍّ قَالَ فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَتْ :

وَكُنَّا كَنَدْمَانَى جَذِيْمَةَ حِقْبَةً + مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّى وَمَالِكًا + لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ، لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ! لَوْحَضَرْتُكَ مَادُفِنْتَ إِلاَّ حَيْثُ مُتَّ . وَلَوْشَهِدْتُكَ مَازُرْتُكَ.

১০৫৫. হুসায়ন ইবনুল হুরায়ছ (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বাকর (রা.) হাব্‌শায় ইন্তিকাল করেন। পরে তাকে মক্কায় এনে দাফন করা হয়। আয়েশা (রা.) মক্কায় এলে (তাঁর ভ্রাতা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরের কবরের নিকট আসেন এবং নিম্নের কবিতাটি পাঠ করেন ঃ

وَكُنَّا كَنَدْمَانَى جَذِيْمَةَ حِقْبَةً + مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّى وَمَالِكًا + لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ، لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

অর্থাৎ আমরা সুদীর্ঘকাল জাযীমার দুই সভাসদের মত ছিলাম। এমনকি বলা হত, কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না এরা দুইজন। কিন্তু যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম, আমি ও মালিক সুদীর্ঘকাল একসঙ্গে বসবাস করার পরও মনে হচ্ছে একরাতও বুঝি আমরা কখনও একসঙ্গে কাটাইনি।

এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যদি হাযির থাকতাম তবে তুমি যেখানে মারা গিয়েছিলে সেখানেই তোমাকে দাফন করতাম। আর (তোমার মৃত্যুর সময়) তোমার কাছে আমি উপস্থিত থাকলে এখন আর তোমার যিয়ারত করতে আসতাম না।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরূহ।

١٠٥٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ هٰذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ . فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ ، لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ .

১০৫৬. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের লা'নত করেছেন।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান–সহীহ্। কতক আলিম মনে করেন, হাদীছটি হলো নবী ﷺ কর্তৃক কবর যিয়ারতের অনুমিত প্রদানেরও আগেকার। সুতরাং কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের পর এখন পুরুষ–মহিলা সকলেই এই অনুমতির অন্তর্ভূক্ত।

কোন কোন আলিম বলেন, মহিলাদের মাঝে ধৈর্য কম এবং কান্নাকাটির আধিক্য হেতু তাদের জন্য কবর যিয়ারত অপছন্দনীয় বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিতে দাফন করা।

١٠٥٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيْفَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا . فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ . فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللّٰهُ ! إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَيَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ . وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَكْبَرُ مِنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا وَقَالُوْا يُدْخَلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسَلُّ سَلاً . وَرَخَّصَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ .

১০৫৭. আবূ কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইব্ন আমর আস-সাওওয়াক (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি কবরে রাত্রিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর জন্য একটি বাতি জ্বালান হলো। অনন্তর মুর্দাকে কিবলার দিক থেকে হাতে নিলেন এবং বললেন, তোমাকে আল্লাহ্ রহম করুন, তুমিতো (আল্লাহ্র ভয়ে) অত্যন্ত রোদনকারী এবং খুব কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলে এবং তিনি (তার জানাযায়) চারবার তাকবীর বললেন।

এই বিষয়ে জাবির ও ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা.) হলেন যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর ভাই। তিনি বয়সে তাঁর থেকে বড় ছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কোন কোন আলিম এ মত অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, মুর্দাকে কিবলার দিক থেকে কবরে প্রবেশ করানো হবে। আর কোন কোন আলিম বলেন, মাথার দিক থেকে ধরে কবরে নামান হবে। অধিকাংশ আলিম রাত্রিতে দাফনের অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা।

١٠٥٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৫৮. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ দিয়ে এক জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা তার গুনের প্রশংসা করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বাক্ষী।

এই বিষয়ে উমার, কা'ব ইব্ন উজরা ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ।

١٠٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّارُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى الْفُرَاتِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ . فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَمَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا. فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَمَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ أَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُلَهُ ثَلاَثَةٌ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْنَا وَاثْنَانِ ؟ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوَاحِدِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ الأَسْوَدِ الدِّيْلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ .

১০৫৯. ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা ও হারুণ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বায্যার (র.)......আবুল আসওয়াদ দীলী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনায় এলাম এবং উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে গিয়ে বসলাম। এমন সময় একটি জানাযা পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। লোকেরা তার গুণের প্রশংসা করল। তখন উমার (রা.) বললেন, (এর জন্য জান্নাত) ওয়াজিব হয়ে গেল।

আমি তখন উমার (রা.)-কে বললাম কী ওয়াজিব হয়ে গেল ? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ যেরূপ বলেছিলেন আমিও সেরূপ বলেছি। তিনি বলেছিলেন, কোন মুসলিম সম্পর্কে যদি তিন জনও (ভাল) স্বাক্ষ্য দেয় তবে তার জন্য অবশ্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।উমার (রা.) বললেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, যদি দুইজনে দেয় ? তিনি বললেন, দুইজনে দিলেও। উমার (রা.) বলেন, আমরা আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একজনের স্বাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবুল আসওয়াদ দীলী (র.)-এর নাম হলো যালিম ইব্ন আমর ইব্ন সুফইয়ান।

بَابُ مَاجَاءَ فِى ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا

অনুচ্ছেদ ঃ যে তার সন্তানকে অগ্রে পাঠিয়ে দেয়[১] তার ছওয়াব।

١٠٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَمُعَاذٍ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ وَأُمِّ سُلَيْمٍ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِى ذَرٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِى ثَعْلَبَةَ الأَشْجَعِىِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِىِّ .

قَالَ وَأَبُوْ ثَعْلَبَةَ الأَشْجَعِىُّ لَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ هُوَ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَلَيْسَ هُوَ الْخُشَنِىَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৬০. কুতায়বা ও আনসারী (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের যদি তিনটি সন্তান মারা যায় তবে তাকে অগ্নি স্পর্শ করতে পারে না। তবে শপথ পূরণ মাত্র।[২]

এই বিষয়ে উমার, মুআয, কা'ব ইব্‌ন মালিক, উতবা ইব্‌ন আব্‌দ, উম্মু সুলায়ম, জাবির, আনাস, আবূ যারর, ইব্‌ন মাসঊদ, আবূ ছা'লাবা আল-আশজাঈ, ইব্‌ন আব্বাস, উক্‌বা ইব্‌ন আমির, আবূ সাঈদ ও কুররা ইব্‌ন ইয়াস মুযানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ ছা'লাবা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই একটি হাদীছই বর্ণিত আছে। ইনি খুশানী নন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

١٠٦١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ

---

১. অর্থাৎ যার সন্তান মারা যায় আর সে ধৈর্যধারণ করে তবে এর ছওয়াব।

২. কুরআনের সিদ্ধান্ত—'তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হ'বে (১৯:৭১)—অনুযায়ী সকলকেই জাহান্নাম অতিক্রম করেই জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।

ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ .

قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ قَدَّمْتُ اِثْنَيْنِ . قَالَ اِثْنَيْنِ فَقَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا ؟ قَالَ وَوَاحِدًا وَلٰكِنْ إِنَّمَا ذٰلِكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ .

১০৬১. নাসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র.)......আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি তিনটি না-বালেগ সন্তান অগ্রে পাঠায় তবে তারা তার জন্য সুরক্ষিত দুর্গ হবে। আবূ যার্‌র (রা.) বললেন, আমার দুটো সন্তানকে অগ্রে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, দুটো পাঠালেও। সায়্যিদুল কুররা (ক্বারীগণের সর্দার) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) বললেন, আমি তো একটি অগ্রে পাঠিয়েছি ? তিনি বললেন, একটিকে পাঠালেও। তবে তা হবে, সন্তান-বিয়োগ ব্যথায় ধৈর্য ধারণ করলে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। রাবী আবূ উবায়দা (র.) তাঁর পিতা ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে হাদীছ শোনেন নি।

١٠٦٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى أَبَا أُمِّى سِمَاكَ بْنَ الْوَلِيْدِ الْحَنَفِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِى أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ ، يَامُوَفَّقَةُ ! قَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ فَأَنَا فَرَطٌ أُمَّتِى لَنْ يُصَابُوْا بِمِثْلِى .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ بَارِقٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرَابِطِيُّ . حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ . أَنْبَأَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَسِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ ، هُوَ أَبُوْ زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ .

১০৬২. নাসর ইব্ন আলী জাহ্যামী ও আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বাসরী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যার দু'জন অগ্রগামী (সন্তান) থাকবে এদের ওয়াসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন। তখন আয়েশা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার উম্মতের যদি কারো একজন অগ্রগামী থাকে ? তিনি বললেন, হে, (উম্মাতের ব্যথায় ব্যথিত হওয়ার) তাওফীক প্রাপ্তা, যার একজন অগ্রগামী থাকবে তার জন্যও। আয়েশা (রা.) বললেন, তবে আপনার উম্মতের মধ্যে যার কোন অগ্রগামী নেই ? তিনি বললেন, আমি নিজেই আমার উম্মতের জন্য অগ্রগামী। আমার বিয়োগ ব্যথার মত তাদের জন্য কোন ব্যথা নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। শুধু আবদে রাব্বিহী ইব্ন বারিক (র.)-এর সূত্রেই এ হাদীছ আমরা জানতে পেরেছি এবং তাঁর থেকে একাধিক মুহাদ্দিছ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ মুরাবিতী—হাব্বান ইব্ন হিলাল (র.)-আব্দে রাব্বিহী ইব্ন বারিক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী সিমাক ইব্ন ওয়ালীদ হানাফী (র.) হলেন আবূ যুমায়ল হানাফী।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদ কাদের বুঝায় ?

١٠٦٣. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَجَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ وَخَالِدِبْنِ عُرْفُطَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَأَبِى مُوْسَى وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৬৩. আনসারী ও কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শহীদ হলো পাঁচ প্রকারঃ প্লেগে মৃত, কলেরায় মৃত, ডুবে মৃত, ধ্বসে মৃত, আর হলো আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদাত বরণকারী।

এই বিষয়ে আনাস, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা, জাবির ইব্ন আতীক, খালিদ ইব্ন উরফুতা, সুলায়মান ইব্ন সুরাদ, আবূ মূসা ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

١٠٦٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوْ سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ السَّبِيْعِيِّ ، قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ (أَوْ خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ) أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ نَعَمْ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ فِي هٰذَا الْبَابِ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ .

১০৬৪. উবায়দ ইব্ন আসবাত ইব্ন মুহাম্মাদ কুরাশী কূফী (র.).....আবূ ইসহাক সুবায়ঈ (র.) থেকে বর্ণিত যে, সুলায়মান ইব্ন সুরাদ (রা.) একবার খালিদ ইব্ন উরফুতা (রা.)-কে বললেন, অথবা খালিদ (রা.) সুলায়মান (রা.)-কে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেননি যে, উদরাময়ে যে মারা যায় তাকে কবরে আযাব দেওয়া হয় না? তখন একজন অপরজনকে বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে হাদীছটি হাসান-গারীব। অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগ থেকে পলায়ন নিষিদ্ধ।

١٠٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ الطَّاعُوْنَ فَقَالَ بَقِيَّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ . فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا مِنْهَا . وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوْا عَلَيْهَا .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৬৫. কুতায়বা (র.)......উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্লেগের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এতো আল্লাহ্‌র এক আযাবের অবশিষ্টাংশ যা আল্লাহ তা'আলা বানূ ইসরাঈলের এক দলের প্রতি পাঠিয়েছিলেন। যখন কোন অঞ্চলে সেই মহামারি দেখা দেয় আর তুমি সেখানে থাক তবে সেখান থেকে বের হয়ে যাবেনা।আর যখন কোন অঞ্চলে তা দেখা দেয় আর সেখানে তুমি না থাক তবে সেখানে তুমি যাবে না।

এই বিষয়ে সা'দ, খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, জাবির ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে জন আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন।

١٠٦٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُوْ الأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ . وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى مُوْسَى وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৬৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মিকদাম আবুল আশআছ ইজলী (র.)....উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুলাকাত ভালবাসে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুলাকাতকে অপছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

এই বিষয়ে আবূ মূসা, আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

١٠٦٧. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ . قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ . قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ . قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ . وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ ، أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ ، وَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ . وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৬৭. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাকর (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুলাকাত ভালবাসে আল্লাহ্‌ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুলাকাতকে অপছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে না পছন্দ করেন।

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, আমরা সবাইতো মৃত্যুকে না পছন্দ করি !

তিনি বললেন, আসল ব্যাপার তা নয়। বরং কথা হচ্ছে, মু'মিনকে যখন (মৃত্যুর সময়) আল্লাহ্‌র রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের খোশ খবরী দেওয়া হয় তখন তার নিকট আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত প্রিয় হয়ে উঠে আর আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। পক্ষান্তরে কাফিরকে যখন (মৃত্যুর সময়) আল্লাহ্‌র আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির খবর দেওয়া হয় তখন তার কাছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুলাকাত অপ্রিয় হয়ে উঠে আর আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাতকে না পছন্দ করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান-সহীহ্‌।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لاَيُصَلَّى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তার সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে না।

١٠٦٨. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ وَشَرِيْكٌ

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ . فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هٰذَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحٰقَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ لَايُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ .

১০৬৮. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).....জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে নবী ﷺ তার সালাতুল জানাযা আদায় করেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান–সহীহ্।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, আত্মহত্যাকারীসহ যে কোন কিবলামুখী ব্যক্তির (অর্থাৎ মু'মিনের) সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। ইমাম আহ্‌মাদ (র.) বলেন, ইমাম আত্মহত্যাকারীর সালাতুল জানাযা আদায় করবেন না, তবে অন্যরা তা আদায় করবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَدْيُوْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযা প্রসঙ্গে।

١٠٦٩. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ . قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ . فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا . قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ .

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْوَفَاءِ ؟ قَالَ بِالْوَفَاءِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৬৯. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী কাতাদা তাঁর পিতা আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ -এর কাছে জনৈক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সালাতুল জানাযার জন্য আনা হলো। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর সালাতুল জানাযা আদায় করে নাও। (আমি এতে শরীক হচ্ছি না) কারণ, তার যিম্মায় ঋণ রয়ে গেছে। তখন আবূ কাতাদা বললেন, এর ঋণ আমার যিম্মায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তা আদায়ের অঙ্গীকারের সাথে তো ? এরপর তিনি নিজে ঐ ব্যক্তির সালাতুল জানাযা আদায় করলেন।

এই বিষয়ে জাবির, সালামা ইবনুল আকওয়া' ও আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

١٠٧٠. حَدَّثَنِي أَبُوْ الفَضْلِ مَكْتُوْمُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَقُوْلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ . وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ.فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا، عَلَيَّ قَضَاؤُهُ . وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ .

১০৭০. আবুল ফায্‌ল মাকতূম ইবনুল আব্বাস (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট (সালাতুল জানাযার জন্য) এমন কোন মৃত ব্যক্তি আনা হলে যার উপর ঋণের দায়িত্ব বিদ্যমান তিনি বলতেন, এই ব্যক্তি ঋণ আদায় হওয়ার মত কোন সম্পদ রেখে গেছে কি ? যদি বলা হত যে, হ্যাঁ সে তার ঋণ আদায় হওয়ার মত সম্পদ রেখে গেছে, তা হলে তিনি নিজে তার সালাতুল জানাযা আদায় করতেন। আর তা না হলে মুসলিমদেরকে বলতেন তোমরা তোমাদের সাথীর সালাতুল জানাযা আদায় করে নাও।

পরে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ব্যাপক বিজয় দান করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের তুলনায়ও ঘনিষ্টতর। সুতরাং মু'মিনদের কেউ মারা গেলে সে যদি ঋণ রেখে যায় তা আদায় করা আমার দায়িত্ব। আর কেউ যদি সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি হাসান–সহীহ্। ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র প্রমুখ (র.) এটিকে লায়ছ ইব্ন সা'দ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব।

١٠٧١. **حَدَّثَنَا** أَبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ (أَوْقَالَ أَحَدُكُمْ) أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ . لأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالآخَرَ النَّكِيْرُ . فَيَقُوْلاَنِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِى هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ مَا كَانَ يَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِى قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِى سَبْعِيْنَ. ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُوْلُ أَرْجِعِ إِلَى أَهْلِى فَأُخْبِرُهُمْ ؟ فَيَقُولاَنِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِى لاَيُوْقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِه إِلَيْهِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاس يَقُوْلُوْنَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ . لاَأَدْرِى . فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ ذٰلِكَ . فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِى عَلَيْهِ . فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ. فَتَخْتَلِفُ فِيْهَا أَضْلاَعُهُ . فَلاَ يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১০৭১. আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালাফ বাসরী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন দুইজন কৃষ্ণবর্ণের ও নীল চক্ষু বিশিষ্ট ফিরিশ্‌তা তার কাছে আসেন, একজনকে বলা হয় "মুনকার" আর অপরজনকে বলা হয় "নাকীর"। তাঁরা বলেন, এই ব্যক্তি (নবী ﷺ) সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? সে তখন (দুনিয়াতে) তাঁকে যা বলত তা–ই বলবে যে, ইনি হলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল ; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া, আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারপর তাঁরা বলবেন আমরা জানতাম যে তুমি এই কথা বলবে। এরপর তার কবর সত্তর গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং তার জন্যে এটি অলোকিত করে দেওয়া হবে। এরপর তাকে বলা হবে। তুমি ঘুমিয়ে পড়। ঐ ব্যক্তি বলবে, আমি আমার পরিবার–পরিজনের নিকট ফিরে যেতে চাই যাতে এই খবরটি তাদের দিতে পারি। তখন ফিরিশ্‌তা দুইজন বলবেন, নয়া দুলহার মত তুমি ঘুমিয়ে থাক। যাকে তার পরিবারের সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া জাগায়না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এই শয্যা থেকে উত্থিত করবেন।

আর মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক হয় তবে সে (ফিরিশ্‌তাদের প্রশ্নের উত্তরে) বলবে, আমি তো জানিনা, তবে লোকদের যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি। ফিরিশ্‌তারা বলবে, আমরা জানতাম তুমি এই ধরণেরই কথা বলবে।এরপর যমীনকে বলা হবে একে চাপ দাও। তখন যমীন তাকে চাপ দিবে। ফলে তার পিঞ্জরাস্থিসমূহ একটার ভিতর অন্যটা ঢুকে পড়বে।এভাবে সে আযাব ভোগ করতে থাকবে ; অবশেষে তাকে আল্লাহ তা' আলা তার এ শয্যা থেকে উত্থিত করবেন।

এই বিষয়ে আলী, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, ইব্‌ন আব্বাস, বারা ইব্‌ন আযিব, আবূ আয়্যুব, আনাস, জাবির, আয়েশা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। এঁরা সকলেই কবরের আযাব সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–গারীব।

١٠٧٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ.

فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৭২. হান্নাদ (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির সামনে তার মূল বাসস্থানকে তুলে ধরা হবে। সে যদি জান্নাতী হয় তবে জান্নাতের বাসস্থান আর যদি সে জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামের বাসস্থান। পরে বলা হবে, এ-ই তোমার স্থান। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কিয়ামতের দিন উথিত করবেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَجْرِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার ছওয়াব।

١٠٧٣. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللّٰهِ ! مُحَمَّدُبْنُ سُوْقَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . قَالَ مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ. وَرَوَى بَعْضُهُم عَنْ مُحَمَّدِبْنِ سُوْقَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَوْقُوْفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

وَيُقَالُ أَكْثَرُ مَا ابْتُلِىَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، بِهٰذَا الْحَدِيْثِ . نَقَمُوْا عَلَيْهِ .

১০৭৩. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.).......আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেয় তবে সে সেই ব্যক্তির অনুরূপ প্রতিদান পাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব। আলী ইব্ন আসিম (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি মারফূ হিসেবে বর্ণিত বলে আমরা জানিনা।

কেউ কেউ এই সনদে মুহাম্মদ ইব্ন সূকা (র.) থেকে মাওকূফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা

এটিকে মারফূ' হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি। বলা হয় এই হাদীছের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলী ইব্‌ন আসিম সমালোচনার পরীক্ষায় পড়েছেন ; হাদীছবিদগণ তাঁকে দোষী করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমআ বারের মৃত্যু।

١٠٧٤. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

قَالَ وَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ . رَبِيْعَةُ بْنُ سَيْفٍ ، إِنَّمَا يَرْوِى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِّى ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو. وَلاَ نَعْرِفُ لِرَبِيْعَةَ بْنِ سَيْفٍ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

১০৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ আমির আকাদী (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি জুমআ বারে বা জুমুআর রাতে ইন্তিকাল করবে তাকে আল্লাহ্ তা আলা কবরের ফিতনা থেকে হিফাযত করবেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন এই হদীছটি গরীব। এর সনদ মুত্তাসিল নয়। রাবীআ ইবন সায়ফ এই হাদীছটিকে আসলে আবূ আবদুর রহমান হুবুল্লী– আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে রাবীআ ইব্‌ন সায়ফ সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে আমরা জানিনা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَعْجِيْلِ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা তাড়াতাড়ি আদায় করা।

١٠٧٥. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَاعَلِيُّ ! ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ . وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُؤًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ .

১০৭৫. কুতায়বা (র).....আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, হে আলী, তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করবে না, সালাতের যখন ওয়াক্ত হয়ে যায়, জানাযা যখনই উপস্থিত হয়। স্বামীহীনা মেয়ের যখনই বিয়ের সমমানের সম্বন্ধ পাওয়া যায়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব।এটির সনদ মুত্তাসিল বলে আমি মনে করিনা।

بَابٌ آخَرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ

তা'যিয়া বা শোক সন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনা দান সম্পর্কে আরেকটি অনুচ্ছেদ।

١٠٧٦. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ الأَسْوَدِ عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزَّى ثَكْلَى ، كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ .

১০৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম মুআদ্‌দিব (র.)....আবূ বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সন্তানহারা মাকে যে ব্যক্তি সান্ত্বনা দিবে তাকে জান্নাতের চাদর পরানো হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গরীব। এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল জানাযায় দুই হাত উঠানো।

١٠٧٧. **حَدَّثَنَا** الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ (وَهُوَ ابْنُ

أَبِى أُنَيْسَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ . فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى هٰذَا . فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ ، فِى كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَأِسْحٰقَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِى أَوَّلِ مَرَّةٍ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ. وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ (فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ) لاَيَقْبِضُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ . وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِى الصَّلاَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى اَلْقَبْضُ أَحَبُّ إِلَىَّ .

১০৭৭. ক্বাসিম ইব্‌ন দীনার আল–কূফী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযায় তক্‌বীর দেন। তিনি এর প্রথম তকবীরে হাত উঠিয়েছিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। এই বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম মনে করেন যে, সালাতুল জানাযার প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উঠাতে হবে। এ হলো ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, কেবল প্রথম তাকবীরেই হাত উঠাবে। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] ছাওরী ও কুফাবাসী আলিমদের অভিমত।ইব্‌ন মুবারক (র.)–এর বরাতে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি বলেন, সালাতুল জানাযায় ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরবে না।

কতক আলিম বলেন, সালাতের মধ্যে যেমন ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা হয় তেমনি সালাতুল জানাযায়ও ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরা হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সালাতুল জানাযায়ও (ডান হাত দিয়ে বাম হাত) ধরা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

بَابُ مَاجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋণের কারণে মু'মিনের রূহ লটকে থাকে, যে পর্যন্ত না তা আদায় করা হয়।

١٠٧٨. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ .

১০৭৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মু'মিনের রূহ ঋণের দায়ে লটকানো থাকে।

١٠٧٩. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْأَوَّلِ .

১০৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মু'মিনের রূহ্ ঋণের সাথে লটকানো থাকে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। এই রিওয়ায়াতটি প্রথমটির তুলনায় অধিক সহীহ্।

كِتَابُ النِّكَاحِ

বিবাহ অধ্যায়

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় ঃ বিবাহ

بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ التَّزْوِيْجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ফযীলত এবং এতদ্বিষয়ে উৎসাহিত করা।

١٠٨. **حَدَّثَنَا** سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ أَبِى الشِّمَالِ ، عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . أَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَثَوْبَانَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِى نَجِيْحٍ وَجَابِرٍ وَعَكَّافٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى أَيُّوْبَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِىُّ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أَبِى الشِّمَالِ ، عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ حَفْصٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ . وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ أَبِى الشِّمَالِ . وَحَدِيْثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ أَصَحُّ .

১০৮০. সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াকী' (র.)......আবূ আয়্যুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, চারটি বিষয় হলো রাসূলগণের সুন্নাতঃ লজ্জা, আতর ব্যবহার, মিসওয়াক এবং বিবাহ। এই বিষয়ে উছমান, ছাওবান, ইব্‌ন মাসঊদ, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, জাবির ও আক্‌কাফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ আয়্যুব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

মাহমূদ ইব্‌ন খিদাশ (র.)......আবূ আয়্যূব (রা.) থেকে হাফস (র.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই হাদীছটি হুশায়ম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-ওয়াসিতী, আবূ মুআবিয়া (র.) প্রমুখ আল-হাজ্জাজ - মাকহূল - আবূ আয়্যূব (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের রিওয়ায়াতে আবুশ শিমাল (র.)-এর উল্লেখ নাই। হাফস ইব্‌ন গিয়াছ ও আব্বাদ ইব্‌ন আওওয়াম (র.)-এর রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সাহীহ্।

١٠٨١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - وَنَحْنُ شَبَابٌ لاَنَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ . فَقَالَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ ! عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ . فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ . فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ هٰذَا وَرَوَى أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى كِلاَهُمَا صَحِيْحٌ .

১০৮১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম কতিপয় যুবক। কোন অর্থ-সামর্থ আমাদের ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের বিবাহ করা কর্তব্য। কেননা তা চক্ষু অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান রক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক। তবে তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ নেই তার উচিত সিয়াম পালন করা। কেননা সিয়াম তার যৌন প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......উমারা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী আ'মাশ (র.) থেকেও এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ মুআবিয়া ও আল-মুহারিবী (র.)ও এটিকে আ'মাশ - ইবরাহীম - আলকামা - আবদুল্লাহ সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ التَّبَتُّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ থেকে বিরত থাকা নিষিদ্ধ।

١٠٨٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَ إِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ ، قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىْ عَنِ التَّبَتُّلِ .

قَال أَبُوْ عِيْسَى وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِى حَدِيْثِهِ وَقَرَأَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَيُقَالُ كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ .

১০৮২. আবূ হিশাম আর রিফাঈ, যায়দ ইব্ন আখযাম ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল বাসরী (র.)......সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ স্ত্রী সম্পর্ক পরিত্যাগ করা নিষেধ করেছেন।

যায়দ ইব্ন আখযাম (র.) তাঁর বর্ণনায় আরো রিওয়ায়াত করেন যে, কাতাদা তখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .

তোমাদের পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি (সূরা রা'দ ১৩ ঃ ৩৮)।

এই বিষয়ে সা'দ, আনাস ইব্‌ন মালিক, আয়েশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আশআছ ইব্‌ন আবদুল মালিক (র.) এই হাদীছটিকে হাসান- সা'দ ইব্‌ন হিশাম - আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বলা হয় উভয় রিওয়ায়াতই সাহীহ্‌।

١٠٨٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُوَاحِدٍ قَالُوْا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ . وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৮৩. হাসান ইব্‌ন আলী আল-খাল্লাল প্রমুখ (র.)....সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ উছমান ইব্‌ন মাজঊনের স্ত্রী-সম্পর্ক পরিত্যাগ করে থাকার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে দেন। তিনি যদি এর অনুমতি দিতেন তবে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্‌।

بَابُ مَاجَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যার দীন তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হয় তাকে বিয়ে কর।

١٠٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنِ ابْنِ وَثِيْمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ . إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَدْ خُوْلِفَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحدِيْثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ . وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيْثَ عَبْدِ الْحَمِيْدِ مَحْفُوْظًا .

১০৮৪. কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কাছে এমন কেউ বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দনীয় হয় তবে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি এরূপ না কর তবে পৃথিবীতে ফিত্না ও বিরাট বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে, এই বিষয়ে আবূ হাতিম মুযানী, আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটির সনদের ক্ষেত্রে আবদুল হামীদ ইব্ন সুলায়মানের বিরোধিতা করা হয়েছে। লায়ছ ইব্ন সা'দ এটিকে ইব্ন আজলান – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মুহাম্মাদ বুখারী (র.) বলেছেন যে, লায়ছ (র.)–এর রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধ তার অধিক নিকটবর্তী। তিনি আবদুল হামীদ (র.)–এর হাদীছটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি।

١٠٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيْدِ بْنَى عُبَيْدٍ عَنْ أَبِى حَاتِمٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ . قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَإِنْ كَانَ فِيْهِ ؟ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَ أَبُوْ حَاتِمٍ الْمُزَنِىُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১০৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আম্র (র.)......আবূ হাতিম মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয় তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে। তা যদি না কর তবে পৃথিবীতে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি তার মাঝে (কুফূ-এর দিক থেকে) কিছু ত্রুটি থাকে ? তিনি বললেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কারো প্রস্তাব আসে যার দীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয় তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে। এই কথা তিনি তিনবার বললেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। আবূ হাতিম মুযানী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। নবী ﷺ থেকে তার বরাতে এই হাদীছ ছাড়া আর কোন হাদীছ আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন গুণের ভিত্তিতে মেয়েদের বিবাহ করা।

١٠٨٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرٍ ، أَنِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِيْنِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا . فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ . تَرِبَتْ يَدَاكَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِى سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৮৬. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন মেয়েদের বিবাহ করা হয়ে থাকে তার দীনদারীর কারণে, অর্থ সম্পদের কারণে, সৌন্দর্যের কারণে। তুমি দীনদার পাত্রীকেই নির্বাচন করবে। তোমার শুভ হোক।[১]

এই বিষয়ে আওফ ইব্ন মালিক, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

---

১. تَرِبَتْ يَدَاكَ "তোমার হাত বিনিময় হোক"। এটি একটি আরবী বাক পদ্ধতি। এতে স্নেহ প্রকাশ, শুভ কামনা, কোন ক্ষেত্রে নিন্দা জ্ঞাপন অর্থেও এটি ব্যবহৃত। এখানে শুভ কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্তাবিত পাত্রী দেখা।

١٠٨٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ (هُوَ الأَحْوَلُ) عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ إِمْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ انْظُرْ إِلَيْهَا . فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ ، وَقَالُوْا لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَالَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ أَحْرَى أَنْ تَدُوْمَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا .

১০৮৭. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈকা স্ত্রীলোককে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। তা তোমাদের উভয়ের প্রণয়ে সহায়ক হবে।

এই বিষয়ে মুহম্মদ ইব্ন মাসলামা, জাবির, আনাস, আবূ হুমায়দ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

কোন কোন আলিম এ হাদীছ অনুযায়ী অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ যা দেখা নিষিদ্ধ তার প্রতি না তাকিয়ে তাকে দেখে নেয়ায় কোন দোষ নাই। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। أَحْرَى أَن يُودَمَ بَيْنَكُمَا -এ অর্থ হলো তা তোমাদের পরস্পরে ভালবাসা স্থায়ী হওয়ার অধিকতর অনুকুল হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي إِعْلاَنِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ঘোষণা।

١٠٨٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ مَابَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَ أَبُوْ بَلْجٍ إِسْمُهُ يَحْيَى بْنُ اَبِى سُلَيْمٍ وَيُقَالُ ابْنُ سُلَيْمٍ أَيْضًا وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ قَدْ رَأَىٰ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيْرٌ .

১০৮৮. আহমাদ ইব্ন মানী (র.).....মুহম্মদ ইব্ন হাতিব জুমাহী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হারাম (ব্যভিচার) ও হালাল (বিবাহ)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো ঘোষণা ও দফ ব্যবহার।

এই বিষয়ে আয়েশা, জাবির, রুবায়্যি' বিনত মুআওবিয (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিব (রা.) বর্ণিত হাদীটি হাসান। রাবী আবূ বালজ-এর নাম হলো ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ সুলায়ম; এবং তাকে ইব্ন সুলায়ম ও বলা হয়ে থাকে। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিব (রা.) নবী ﷺ-কে দেখেছেন। তখন তিনি ছোট ছেলে ছিলেন।

١٠٨٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ الْأَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ فِى هٰذَا الْبَابِ . وَعِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ الْأَنْصَارِىُّ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ . وَعِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ الَّذِى يَرْوِى عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ التَّفْسِيْرَ هُوَ ثِقَةٌ .

১০৮৯. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বিবাহের ঘোষণা দিবে এবং তা মসজিদে সম্পন্ন করবে। আর এ উপলক্ষে দফ বাজাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীছটি হাসান-গারীব। রাবী ঈসা ইব্ন মায়মূন

আনসারী হাদীছ বর্ণনায় যঈফ। আর যে ঈসা ইব্‌ন মায়মূন তাফসীর বিষয়ে ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য।

١٠٩٠. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِي . فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوْفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ . اِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ "وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَافِي غَدٍ" فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْكُتِي عَنْ هٰذِهِ ، وَقُوْلِي الَّذِي كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَبْلَهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৯০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা বাসরী (র.).....রুবাইয়ি' বিনত মু'আওবিয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বাসর রাতের পরদিন ভোরে আমার ঘরে এলেন, এবং তুমি (খালিদ ইব্‌ন যাকওয়ান) আমার যতটুকু কাছে তিনি ততটুকু কাছে বিছানায় বসলেন। বালিকারা তখন তাদের দফ বাজাচ্ছিল এবং আমাদের বাপ-দাদা যারা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের প্রশংসা গাঁথা গাইছিল। প্রসঙ্গক্রমে তাদের একজন গাইল ঃ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَافِي غَدٍ "আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন যিনি আগামী কাল কি হবে তাও জানেন।" তখন নবী ﷺ মেয়েটিকে বললেন, এই ধরণের বক্তব্য থেকে বিরত থাক। এর আগে যা বলছিলে তা-ই বল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

অনুচ্ছেদ ঃ নব দম্পতির জন্য দু'আ।

١٠٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ ، إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ . وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৯১. কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কেউ বিয়ে করত তখন তিনি এ বলে মুবারকবাদ দিতেন, بَارَكَ اللّٰهُ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى الْخَيْرِ – আল্লাহ্ তা'আলা বরকতময় করুন এবং তোমার উপরও বরকত বর্ষণ করুন। আর তোমাদের উভয়কে কল্যানে একত্রিত করুন।

এই বিষয়ে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর সাথে মিলনের দুআ।

١٠٩٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ، قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا – فَإِنْ قَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৯২. ইব্‌ন আবূ উমার (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, তখন বলবে, بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا – "আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ্ আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখ, এবং আমাদের যা দান করবে তা থেকেও শয়তানকে বিদূরিত করে দাও" (এ মিলনে) যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে কোন সন্তানের ফায়সালা করেন তবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْأَوْقَاتِ الَّتِى يُسْتَحَبُّ فِيْهَا النِّكَاحُ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ করার সুন্নাত সময়।

١٠٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ . وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ .

১০৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. আমাকে শাওওয়ালে বিবাহ করেন এবং শাওওয়াল মাসেই তাঁর সঙ্গে আমার বাসর হয়। আয়েশা (রা.) তাঁর পরিবারের মেয়েদের জন্য শাওওয়াল মাসে বাসর হওয়া পছন্দ করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। এ হাদীছ ইসমাঈল থেকে ছাওরীর বর্ণনা ছাড়া আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوَلِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালীমা প্রসঙ্গে।

١٠٩٤. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ . فَقَالَ مَاهٰذَا ؟ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ . أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ . وَقَالَ إِسْحٰقُ هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ .

১০৯৪. কুতায়বা (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা.)–এর গায়ে হলুদে চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, খেজুর বিচির পরিমাণ সোনার মাহরের বিনিময়ে আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি।

নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। ওয়ালিমা কর, একটি বকরী দ্বারা হলেও।

এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ, আয়েশা, জাবির, যুহায়র ইব্‌ন উছমান (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সহীহ্‌।

আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেন, খেজুর বিচির সমান সোনার পরিমাণ হলো তিন দিরহাম ও এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ। ইসহাক (র.) বলেন, এর পরিমাণ হলো পাঁচ দিরহাম ও এক দিহামের এক তৃতীয়াংশ।

١٠٩٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

১০৯৫. ইব্‌ন আবী উমার (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (উম্মুল মু'মিনীন) সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা.)–এর (বিবাহে) ওয়ালীমা করেছিলেন শুকনা খেজুর ও ছাতু সহযোগে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীটি হাসান–গারীব।

١٠٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، نَحْوَ هٰذَا . وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُدَلِّسُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ . فَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ .

১০৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)......সুফইয়ান (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। একাধিক রাবী এই হাদীছটিকে ইব্‌ন উয়ায়না – যুহরী – আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তারা "ওয়াইল – তৎপুত্র বা পিতা"–এর কথা উল্লেখ করেন নি। সুফইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না এই হাদীছ বর্ণনায় তদ্‌লীস করেছেন। কখনও তিনি "ওয়াইল – তৎপুত্র" কথাটির উল্লেখ করেননি, আবার কখনও করেছেন।

١٠٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ. وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِى سُنَّةٌ. وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ . وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ . وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ كَثِيْرُ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاكِيْرِ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ وَكِيْعٌ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، مَعَ شَرَفِهِ ، يَكْذِبُ فِى الْحَدِيْثِ .

১০৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা বাসরী (র.)......ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রথম দিনের খানা হলো যথার্থ ; দ্বিতীয় দিনের খানা হলো সুন্নত ; আর তৃতীয় দিনের খানা হলো লোক শোনান। যে ব্যক্তি লোক শোনানোর জন্য করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার এ মনোবৃত্তি শুনিয়ে দিবেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। এবং যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ বহু মুনকার ও আজগুবি বিষয়ের রিওয়ায়াতকারী। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) মুহাম্মাদ ইব্‌ন উকবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ওয়াকী' (র.) বলেছেন, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ তার মর্যাদা সত্ত্বেও তিনি হাদীছে অনেক অসত্য বর্ণনা করে থাকেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى إِجَابَةِ الدَّاعِى

অনুচ্ছেদ ঃ দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবূল করা।

١٠٩٨. حَدَّثَنَا أَبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . إِئْتُوْا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ وَأَبِى أَيُّوْبَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১০৯৮. আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র.).......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যদি দাওয়াত করা হয় তবে তাতে আসবে।

এই বিষয়ে আলী, আবূ হুরায়রা, বারা, আনাস ও আবূ আয়্যুব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা দাওয়াতে ওয়ালীমা খেতে আসা।

١٠٩٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ شُعَيْبٍ إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ ، فَقَالَ اصْنَعْ لِى طَعَامًا يَكْفِى خَمْسَةً . فَإِنِّى رَأَيْتُ فِى وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُوْعَ . قَالَ فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ . فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِيْنَ دُعُوْا . فَلَمَّا انْتَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْبَابِ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِيْنَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ . قَالَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ ، فَلْيَدْخُلْ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

১০৯৯. হান্নাদ (র.).......আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ শুআয়ব নামে এক ব্যক্তি তার গোশ্ত ওয়ালা গোলামকে গিয়ে বলল, পাঁচ জনের জন্য যথেষ্ট হয় সে পরিমান খাবার তৈরী কর। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারায় আমি ক্ষুধার আলামত দেখেছি। সে খাবার তৈরী করল। পরে আবূ শুআয়ব নবী ﷺ এবং তার সঙ্গে বসা কয়েকজন লোককে দাওয়াত দিয়ে আনতে একজনকে পাঠায়। নবী ﷺ যখন (দাওয়াতে যাওয়ার জন্য) উঠলেন তখন এক ব্যক্তি যে দাওয়াত করার সময় তাদের সঙ্গে ছিল না, তাদের পিছনে পিছনে চলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তার দরজায় এসে পৌছলেন, তখন বাড়ীওয়ালাকে বললেন, একজন লোক আমাদের অনুসরণ করেছে, যে দাওয়াতের সময় আমাদের সঙ্গে ছিলনা। এখন যদি তুমি অনুমতি দাও তবে সে প্রবেশ করতে পারে। আবূ শুআয়ব বললেন, আমি তাকে অনুমতি দিলাম, সে প্রবেশ করুক।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَزْوِيْجِ الأَبْكَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী বিবাহ করা।

١١٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ فَقُلْتُ لاَ بَلْ ثَيِّبًا . فَقَالَ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ؟ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعًا . فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ . قَالَ فَدَعَا لِى . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১০০. কুতায়বা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। এরপর আমি নবী ﷺ এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, কুমারী, না অকুমারী ? আমি বললাম, না ; বরং অকুমারী। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন ? তাহলে তুমিও তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে আর সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করত।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (আমার পিতা) আবদুল্লাহ মারা গিয়াছেন। তিনি সাতটি অথবা (রাবীর সন্দেহ) নয়টি কন্যা রেখে গেছেন। সুতরাং আমি এমন এক মহিলা বরণ করেছি, যে তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারে।

তখন তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন।

এই বিষয়ে উবাই ইব্ন কা'ব, কা'ব ইব্ন উজ্রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ ওলী ছাড়া বিয়ে হয় না।

١١٠١. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَـةَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ .ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَـنْ إِسْرَائِيْلَ عَـنْ أَبِى إِسْحٰقَ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَـةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِـى هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ .

১১০১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র, কুতায়বা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র.) ......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ওলী ছাড়া বিয়ে হয় না।

এই বিষয়ে আয়েশা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١١٠٢. **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَـةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُـوْسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَـةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْـمَهْرُبِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . فَأَنِ اشْتَجَرُوْا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُوَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَهٰذَا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَحَدِيْثُ أَبِى مُوْسَى حَدِيْثٌ فِيْهِ اخْتِلاَفٌ. رَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ وَشَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَ أَبُوْ عَوَانَـةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَـةَ وَقَيْسُ

ابْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوْسَى ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَى أَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسَى ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوْسَى ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَيْضًا . وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ . وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسَى وَلاَ يَصِحُّ . وَرِوَايَةُ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ رَوَوْا عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ عِنْدِىْ أَصَحُّ لأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِى إِسْحٰقَ فِى أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيْعِ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ رَوَوْا عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ . فَإِنَّ رِوَايَةَ هٰؤُلاَءِ عِنْدِى أَشْبَهُ . لأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِىَّ سَمِعَا هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِى إِسْحٰقَ فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذٰلِكَ مَاحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحٰقَ أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ ؟ فَقَالَ نَعَمْ . فَدَلَّ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِىِّ عَنْ مَكْحُوْلٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِى وَقْتٍ وَاحِدٍ . وَإِسْرَائِيْلُ هُوَ ثِقَةٌ ثَبْتٌ فِى أَبِى

إِسْحٰقَ . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنّٰى يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُوْلُ مَا فَاتَنِى مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ الَّذِى فَاتَنِى ، إِلاَّ لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيْلَ لأَنَّهُ كَانَ يَأْتِى بِهِ أَتَمَّ . وَحَدِيْثُ عَائِشَةَ فِى هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ حَدِيْثٌ عِنْدِى حَسَنٌ . رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : وَرَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فِى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ لَقِيْتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَأَنْكَرَهُ . فَضَعَّفُوْا هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَجْلِ هٰذَا . وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلاَّ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ . قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ . وَسَمَاعُ إِسْمَاعِلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ . إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ مَاسَمِعَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

وَالْعَمَلُ فِى هٰذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيْثِ النَّبِىِّ ﷺ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ . وَهٰكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ ، أَنَّهُمْ قَالُوْا لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ . مِنْهُمْ سَعِيْدُ بْنُ

الْـمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْـرِىُّ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِىُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْـدِ الْعَزِيْزِ وَغَيْـرُهُمْ . وَبِهٰذَا يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالْأَوْزَاعِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْـمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

১১০২. ইব্‌ন আবী উমার (র.)....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে কোন মহিলা তার ওলীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করবে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। যদি এরপর স্বামী–তার সাথে সঙ্গত হয় তবে স্ত্রী মহরানার হকদার হবে। যেহেতু তার স্বামী তার লজ্জাস্থানকে হালাল মনে করে ভোগ করেছে। ওলীরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে, শাসকই ওলী হবে, যার ওলী নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। –ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আয়্যুব ও সুফইয়ান ছাওরী প্রমুখ হাফিজুল হাদীছ ইব্‌ন জুরায়জ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ মূসা বর্ণিত হাদীছটির (১১০২ নং) সনদে বর্ণনা–বিরোধ রয়েছে। ইসরাঈল, শরীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, আবূ আওয়ানা, যুহায়র ইব্‌ন মুআবিয়া, কায়স ইব্‌ন রাবী (র.) এটিকে আবূ ইসহাক – আবূ বুরদা – আবূ মূসা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও যায়দ ইব্‌ন হুবাব (র.) এটিকে ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক – আবূ ইসহাক – আবূ বুরদা – আবূ মূসা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবূ উবায়দা হাদ্দাদ (র.) এটিকে ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক – আবূ বুরদা – আবূ মূসা (রা.) নবী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আবূ ইসহাক (র.)–এর উল্লেখ করেননি। ইউনুস ইব্‌ন আবূ ইসহাক –আবূ ইসহাক– আবূ বুরদা – আবূ মূসা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

শু'বা, ছাওরী (র.) – আবূ ইসহাক – আবূ বুরদা (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, ওলী ছাড়া বিবাহ হয় না। সুফইয়ান (র.)–এর কতক শাগির্দ এটিকে সুফইয়ান – আবূ ইসহাক – আবূ বুরদা – আবূ মূসা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সাহীহ্ নয়।

আমার মতে আবূ ইসহাক (র.) থেকে যারা আবূ বুরদা – আবূ মূসা (রা.) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 'ওলী ছাড়া বিবাহ হয় না' – তাদের রিওয়ায়াতটি অধিকতর সাহীহ্। কেননা, তাঁরা আবূ ইসহাক (র.) থেকে এটিকে বিভিন্ন সময়ে শুনেছেন। যদিও শু'বা ও ছাওরী অধিকতর স্মরণ শক্তি সম্পন্ন এবং অধিকতর নির্ভর যোগ্য যাঁরা এ হাদীছটি আবূ ইসহাক (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তাদের তুলনায়, তবে তাঁদের সকলের রিওয়ায়াতই আমার মতে অধিকতর সাহীহ্ ও পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। শু'বা এবং ছাওরী (র.) উভয়েই এই হাদীছটি আবূ ইসহাক (র.) থেকে এক মজলিসে শুনেছেন। মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)–এর রিওয়ায়াতে এর প্রমাণ রয়েছে। মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.) বলেন, আবূ দাউদ

বলেছেন যে, শু'বা (র.) বলেছেন, আমি সুফইয়ান ছাওরী কর্তৃক আবূ ইসহাক (র.)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, আপনি কি আবূ বুরদা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ওলী ছাড়া বিবাহ হয় না ?

তিনি তখন বললেন, হ্যাঁ। সুতরাং এই রিওয়ায়াতটি প্রমাণ করে যে, শু'বা ও ছাওরী (র.) এই হাদীছটি একই সময়ে শুনেছেন। রাবী ইসরাঈল (র.) আবূ ইসহাক (র.) থেকে রিওয়ায়াতের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.) বলেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র.)-কে বলতে শুনেছি, ইসরাঈল (র.)-এর উপর যখন থেকে নির্ভর করেছি তখন থেকেই আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত ছাওরীর রিওয়ায়াত সমূহ আমার ছুটে গেছে। কারণ, ইসরাঈল (র.) আবূ ইসহাক (র.)-এর রিওয়ায়াত পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আয়েশা (রা.) বর্ণিত নবী ﷺ -এর "ওলী ব্যাতিরেকে বিবাহ হয় না।" এই হাদীছটি হাসান। ইব্ন জুরায়জ এটিকে সুলায়মান ইব্ন মূসা – যুহরী – উরওয়া – আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত ও জা'ফার ইব্ন রাবীআ (র.) এটিকে যুহরী – উরওয়া – আয়েশা (রা.) সনদে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইব্ন উরওয়া – তার পিতা উরওয়া – আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন মুহাদ্দিছ যুহরী – উরওয়া – আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত নবী ﷺ-এর হাদীছটির সনদের সমালোচনা করেছেন। ইব্ন জুরায়জ বলেন, "পরবর্তীতে আমি যুহরী (র.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি তখন এটি অস্বীকার করেন।" এই কারণে, মুহাদ্দিছগণ এই রিওয়ায়াতটিকে যঈফ বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন (র.) থেকে উল্লেখিত আছে যে, তিনি বলেন, একমাত্র ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র.)-ই ইব্ন জুরায়জ (র.) বরাতে উক্ত বক্তব্যটির উল্লেখ করেছেন। আর ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের কিছু শ্রবণ তেমন প্রমাণিত নয়। আবদুল মাজীদ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন আবূ রাওওয়াদ (র.)-এর কিতাব থেকে নিজের কিতাব সংশোধন করেছেন। তিনি (ইসমাঈল) ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে কিছুই শোনেন নি। ইব্ন জুরায়জ (র.) এর বরাতে বর্ণিত ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের রিওয়ায়াত সমূহকে ইয়াহইয়া (র.) যঈফ বলেছেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইব্ন আবী তালিব, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ নবী ﷺ-এর আহলে ইল্‌ম সাহাবীগণ "ওলী ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না" শীর্ষক হাদীছটির উপর আমল করেছেন। কোন কোন ফকীহ তাবিঈ থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন, ওলী ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না। এঁদের মধ্যে রয়েছেন, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব, হাসান বসরী, শুরায়হ, ইবরাহীম নাখঈ, উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র.) প্রমুখ। সুফইয়ান ছাওরী, আওযাঈ, মালিক, আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও এই অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না।

١١٠٣. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .

قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ رَفَعَ عَبْدُ الأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ. وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

১১০৩. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ আল-বাসরী (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ. বলেছেন, তারা হলো ব্যভিচারিনী যারা সাক্ষী ছাড়া নিজেরাই নিজেদের বিবাহ করে নেয়।

ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র.) বলেন, তাফসীর অধ্যায় প্রসঙ্গে আবদুল আ'লা এই রিওয়ায়াতটিকে মারফূ' রূপে এবং কিতাবুত্ তালাকে মারফূ' না করে মাওকূফরূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَهَذَا أَصَحُّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . لاَنَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلاَّ مَارُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هٰذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا . وَالصَّحِيحُ مَارُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ "لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ " . هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ . وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَ هٰذَا مَوْقُوفًا. وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ

التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوْا لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِشُهُوْدٍ . لَمْ يَخْتَلِفُوْا فِى ذٰلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلاَّ قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى هٰذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ لاَيَجُوْزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ . وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ إِذَا أُشْهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوْا ذٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ . هٰكَذَا قَالَ إِسْحٰقُ فِيْمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوْزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَإِمْرَاَتَيْنِ فِى النِّكَاحِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ •

১১০৪. কুতায়বা (র.)......সাঈদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এটিকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন নি। আর তা-ই অধিকতর সাহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়।আব্দুল আ'লা-সাঈদ-কাতাদা (র.) সূত্র ছাড়া এটি মারফূ'রূপে কেউ রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আব্দুল আ'লা-সাঈদ(র.) সূত্রে এটি মাওকূফরূপেও বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহ্ হলো ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁর উক্তি। "সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না।" একাধিক রাবী সাঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র.) থেকেও মাওকূপরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে ইমরান ইব্ন হুসায়ন, আনাস, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

সাহাবী এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের তাবিঈ ও অন্যান্য আলিমগণের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে। তাঁরা বলেন, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না। আমাদের জানামতে পূববর্তী আলিমগণের মাঝে এই বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তবে পরবর্তী যুগের কিছু সংখ্যক আলিম মতবিরোধ করেছেন। এই অলিমগণের মতবিরোধ হলো এক জনের পর আরেক জন সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে।অধিকাংশ কূফাবাসী ও অপরাপর আলিম বলেন বিবাহের আক্দের সময় একসঙ্গে দুই জন সাক্ষী না হলে বিবাহ জায়েয হবে না। মদীনাবাসী কতক আলিমের মতে একসঙ্গে না হয়, একজনের পর একজন সাক্ষী হলেও তা জায়েয হবে যদি তারা এর ঘোষণা করে। এ হলো ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অভিমত। মদীনা বাসীদের বর্ণনানুসারে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.)-এর বক্তব্যও অনুরূপ।

কতক আলিম বলেন, একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্যেও বিবাহ জয়েয আছে। এ হলো ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। (ইমাম আবূ হানীফারও এই মত)।

بَابُ مَاجَاءَ فِى خُطْبَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের খুতবা।

١١٠٥. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِى الْحَاجَةِ . قَالَ التَّشَهُّدُ فِى الصَّلَاةِ : التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ . السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . وَالتَّشَهُّدُ فِى الْحَاجَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ . وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ . وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ

قَالَ عَبْثَرٌ فَفَسَّرَهُ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ . وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِى تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا . اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيْدًا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِاللّٰهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ . لِأَنَّ إِسْرَائِيْلَ جَمَعَهُمَا فَقَالَ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ

وَأَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১১০৫. কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাতের তাশাহ্হুদ শিখিয়েছেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রের তাশাহ্হুদও শিখিয়েছেন। সালাতের তাশাহ্হুদ হলো ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

অর্থাৎ ঃ

'যাবতীয় মৌখিক ইবাদাত, দৈহিক ইবদাত ও আর্থিক ইবাদাত আল্লাহ্রই জন্য।'

'হে নবী, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এবং তাঁর রহমত ও বরকত।'

'শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বন্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া মাবূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।'

এরপর তিনি তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। বর্ণনাকারী 'আবছার (র.) বলেন, সুফইয়ান ছাওরী এই তিনটি আয়াতের বিবরণ দিয়েছেন।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রের তাশাহ্হুদ ঃ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ . وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ . وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আর আল্লাহ্র আশ্রয় নিই আমাদের নিজেদের কুপ্রবৃত্তি থেকে এবং আমাদের মন্দ আমল থেকে। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালনা করেন, তাকে কেউ পথ ভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ সৎপথে পরিচালিত করতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।'

(১) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ .

আল-ইমরান- ৩ ঃ ১০২

(২) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ - وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِى تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيْبًا .

নিসা ৪ ঃ ১

(৩) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا . . . . . فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا .

আহযাব ৩৩ ঃ ৭০

(১) '. . . . . তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থ ভাবে ভয় কর। এবং তোমরা আত্ম সমর্পনকারী না হয়ে মরো না।" (৩ ঃ ১০২)

(২) ' . . . . .এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' (৪ ঃ ১)

(৩) '. . . . . .আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।' (৩৩ ঃ ৭০)

এই বিষয়ে আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

আ'মাশ এটিকে আবূ ইসহাক – আবুল আহওয়াস – আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। শু'বা (র.) এটিকে আবূ ইসহাক – আবূ উবায়দা – আবদুল্লাহ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। উভয় সনদই সাহীহ্। কেননা ইসরাঈল (র.) উভয় রিওয়ায়াতকেই একত্রিত করে আবূ ইসহাক – আবুল আহওয়াস ও আবূ উবায়দা – আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

কোন কোন আলিম বলেন, খুতবা প্রদান ছাড়াও বিবাহ জাইয। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী ও অন্যান্য আলিমগণের অভিমত।

١١٠٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهُّدٌ فَهِىَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

১১০৬. আবূ হিশাম রিফাঈ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে সব ভাষনের সঙ্গে তাশাহ্হুদ (খুতবা) নেই সে সব হলো কাটা হাতের মত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী ও অকুমারী মহিলাদের অনুমতি গ্রহণ।

١١٠٧. **حَدَّثَنَا** إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ . وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوْتُ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَالْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الثَّيِّبَ لاَتُزَوَّجُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ . وَإِنْ زَوَّجَهَا الْأَبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا ، فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ ، فَالنِّكَاحُ مَفْسُوْخٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى تَزْوِيْجِ الْأَبْكَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ الْآبَاءُ . فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْأَبَ إِذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ وَهِىَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا ، فَلَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيْجِ الْأَبِ ، فَالنِّكَاحُ مَفْسُوْخٌ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ تَزْوِيْجُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَرِهَتْ ذٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১১০৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অকুমারী মহিলাকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। কুমারী মহিলাকেও তার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর চুপ থাকাই তার সম্মতি। এই বিষয়ে উমর, ইব্ন আব্বাস, আয়েশা, উরস ইব্ন আমীরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, সুস্পষ্ট ভাবে না বলা পর্যন্ত অকুমারী মহিলার বিবাহ হতে পারে না। যদিও তার পিতা তার অনুমতি ব্যতিরেকে তার বিবাহ দিয়ে দেয় এবং সে তা অপছন্দ করে তবে অধিকাংশ উলামার মতে, তার এ নিকাহ বাতিল হবে।

পিতা অনুমতি গ্রহণ না করে কুমারী কন্যাকে বিবাহ প্রদানের বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কুফাবাসী এবং অপরাপর অধিকাংশ আলিমের মতে পিতা যদি তার সাবালিকা কুমারী কন্যাকে সম্মতি না নিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয় আর সে পিতৃপ্রদত্ত এই বিয়েতে সন্তুষ্ট না হয় তবে এই বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

মদীনাবাসী কোন কোন আলিম বলেন, কুমারী কন্যা অমত হলেও তাকে পিতা বিয়ে দিয়ে দিলে জায়েয হবে, ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর এ অভিমত।

١١٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا . وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، بِهٰذَا الْحَدِيْثِ . وَلَيْسَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ مَااحْتَجُّوْابِهِ . لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَهٰكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلِيَّ لاَيُزَوِّجُهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوْخٌ ، عَلَى حَدِيْثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ . حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوْ هَاوَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُ .

১১০৮. কুতায়বা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অকুমারী

মেয়ে নিজের ব্যপারে তার ওলীর অপেক্ষা অধিক হকদার। কুমারীর বেলায় তার বিষয়ে তার নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। আর তার চুপ থাকা অনুমতি।

এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। শু'বা ও সুফইয়ান ছাওরী (র.) এ হাদীছটি মালিক ইব্ন আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ওলী ছাড়াই বিবাহ জাইয হওয়ার বিষয়ে কেউ কেউ এই হাদীছটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। বস্তুতঃ তাঁরা যে বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন এ হাদীছে তা প্রমাণিত হয়না। কেননা ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে একাধিক সনদে নবী ﷺ-এর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ওলী ব্যতিরেকে বিবাহ হয়না। নবী ﷺ-এর ওয়াফাতের পর ইব্ন আব্বাস (রা.) এরূপ ফতওয়া দিয়েছেন।

"অকুমারী মেয়ে নিজের বিষয়ে তার ওলী অপেক্ষা অধিকতর হকদার"-এই হাদীছটির মর্ম অধিকাংশ আলিমের মতে এই যে, ওলী তাকে তার সন্তুষ্টি ও তার স্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত বিবাহ দিতে পারে না। যদি সে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয় তবে খানসা বিনত খিযাম (রা.)-এর হাদীছের ভিত্তিতে এই বিয়ে বাতিল। খানসাকে তাঁর পিতা অকুমারী অবস্থায় বিয়ে দিয়েছিলেন, আর তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।তখন নবী ﷺ এই বিবাহ বাতিল করে দেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম কুমারীকে জবরদস্তিমূলক বিয়ে দেওয়া।

١١٠٩. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا. يَعْنِي إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوْسَى وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ. فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ، فَالنِّكَاحُ مَوْقُوْفٌ حَتَّى تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْفَسْخِهِ. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ

بَعْضُهُمْ لاَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْيَتِيْمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ. وَلاَ يَجُوْزُ الْخِيَارُ فِى النِّكَاحِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ إِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيْمَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ فَزُوِّجَتْ ، فَرَضِيَتْ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ . وَلاَ خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ . وَاحْتَجَّا بِحَدِيْثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ . وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ ، فَهِىَ امْرَأَةٌ .

১১০৯. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন (সাবালিকা) ইয়াতীম কুমারী থেকে তার বিবাহের ব্যাপারে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। যদি সে চুপ থাকে তবে তাই তার সম্মতি বলে গণ্য হবে। আর যদি অস্বীকার করে তবে তার উপর তা কার্যকরী হবেনা। এই বিষয়ে আবূ মূসা, ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

আলিমগণের ইয়াতীম কুমারী মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিমের অভিমত এই যে, কোন ইয়াতীম কুমারী কন্যার যদি বিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার নিকাহ্ বালেগ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। সে বালেগ হলে, তার এ বিয়ে বহাল রাখা বা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে। এ হলো কোন কোন তাবিঈ ও অপরাপর আলিমের বক্তব্য। [ইমাম আবূ হানিফারও এই মত]।

কোন কোন আলিম বলেন, সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত ইয়াতীম কুমারী কন্যার বিয়ে জাইয নয়। বিবাহের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার প্রযোজ্য নয়।এহলো, সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, প্রমুখ আলিমগণের অভিমত।

ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (র.) বলেন, যখন ইয়াতীম কন্যার বয়স নয় বৎসর হয় আর তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় এবং সে সম্মতি দান করে তবে এই বিয়ে জাইয। সাবালিকা হওয়ার পর আর তার ইখতিয়ার থাকবে না। তাঁরা আয়েশা (রা.)-এর ঘটনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন যে, যখন তার বয়স নয় বৎসর হয়, তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন। আয়েশা (রা.) বলেন, মেয়েদের বয়স নয় বছর হলে সে মহিলা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ যদি দুই ওলী (অভিভাবক) বিবাহ দেয়।

١١١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ،

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُم فِي ذٰلِكَ اخْتِلاَفًا . إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الآخَرِ فَنِكَاحُ الأَوَّلِ جَائِزٌ، وَنِكَاحُ الآخَرِ مَفْسُوْخٌ . وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيْعًا ، فَنِكَاحُهُمَا جَمِيْعًا مَفْسُوْخٌ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১১১০. কুতায়বা (র.)......সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন মহিলাকে যদি (সমপর্যায়ের) দুই ওলী বিবাহ দেয় তবে তাদের প্রথম জনের বিবাহ কার্যকর হবে। আর কেউ যদি দুইজনের কাছে কোন জিনিষ বিক্রি করে তবে তা এদের মধ্যে প্রথম জনে পাবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

এ হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। এই বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই। যদি সমপর্যায়ের দুই ওলী এক জনের আগে আরেকজন কোন মহিলাকে বিয়ে দিয়ে দেয় তবে প্রথমটিই কার্যকর হবে। দ্বিতীয় জনেরটি বাতিল গণ্য হবে। আর যদি উভয়েই একই সঙ্গে বিয়ে দেয় তবে উভয়টিই বাতিল বলে গণ্য হবে। এ হলো ইমাম ছাওরী, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া গোলামের বিয়ে।

١١١١. **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ يَصِحُّ وَالصَّحِيْحُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لاَيَجُوْزُ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَغَيْرِهِمَا بِلاَ اخْتِلاَفٍ .

১১১১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ. বলেছেন, যে গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে সে ব্যভিচারী।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

কেউ কেউ এই হাদীছটিকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল – ইব্‌ন উমার (রা.)–এর সনদে নবী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি সাহীহ্ নয়।

সাহীহ্ হলো, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল – জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে। সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণের এই হাদীছটির উপর আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে গোলামের বিবাহ জায়েয নয়। এ হলো, ইমাম আহমাদ, ইসহাক প্রমুখের অভিমত।

١١١٢. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ .

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১১২. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ উমাবী (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে কোন গোলাম তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করবে সে ব্যভিচারী।

এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى مُهُوْرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের দেনমহর।

١١١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِى حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْمَهْرِ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَا ضَوْا عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَايَكُوْنُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِيْنَارٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ لَايَكُوْنُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .

১১১৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.)......'আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বানী ফাযারার জনৈকা মহিলা দুটো পাদুকা মহরানার বিনিময়ে বিবাহ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার জান ও মালের বিনিময়ে এই দুটো পাদুকার ওপর তুমি নিজের বিয়েতে রাজি হয়ে গেলে ? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন এই বিয়ের অনুমোদন দিয়ে দিলেন।

এই বিষয়ে উমার, আবূ হুরায়রা, সাহ্ল ইব্ন সা'দ, আবূ সাঈদ, আনাস, আয়েশা, জাবির এবং আবূ হাদরাদ আসলামী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আমির ইব্ন রাবীআ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

মাহরানার পরিমাণ সম্পর্কে আলিমগণের মত বিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যে পরিমাণ মহরের উপর তারা সম্মত হয় তা-ই মহর বলে গণ্য হবে। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (রা.) বলেন, এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)-এর এক চতুর্থাংশের কম মহর হতে পারে না। কূফাবাসী কতক আলিম এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, দশ দিরহামের কমে মহর হতে পারে না।

بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুরূপ আরেকটি অধ্যায়।

١١١٤. **حَدَّثَنَا** الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عِيْسَى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ ، قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ . فَقَامَتْ طَوِيْلاً . فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَزَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا ؟ فَقَالَ مَاعِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هٰذَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِزَارَكَ ، إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ . فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ مَا أَجِدُ . قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا . لِسُوَرٍ سَمَّاهَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ يُصْدِقُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَيُعَلِّمُهَا سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১১১৪. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)......সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জনৈকা মহিলা এসে বলল, আমি আপনার জন্য আমাকে হেবা করলাম। মহিলাটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তবে এই মহিলাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, একে মহর দেয়ার

মত তোমার কাছে কিছু আছে কি ? লোকটি বলল, এই লুঙ্গিটি ছাড়া আমার কাছে কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার লুঙ্গিটি যদি একে দিয়ে দাও তবে তো তোমার (ঘরে) বসে থাকতে হবে। তোমার নিজের তো কোন লুঙ্গি থাকবে না। সুতরাং (মহরের জন্য) অন্য কিছু তালাশ কর। লোকটি বলল, কিছুই তো পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তালাশ কর। লোহার আংটি হলেও (নিয়ে এস)।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তালাশ করে কিছুই পেলনা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার কাছে কুরআনের কিছু অংশ আছে কি? লোকটি কতগুলো সূরার উল্লেখ করে বললঃ হ্যাঁ, অমুক সূরা অমুক সূরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার কাছে কুরআনের যা আছে তার কারণে এই মহিলাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সহীহ।

ইমাম শাফিঈ (র.) এই হাদীছ অনুসারে অভিমত প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, কারো যদি মহর প্রদানের মত কিছু না থাকে আর সে কোন মহিলাকে কুরআনের কোন সূরা মহরের বিনিময়ে বিয়ে করে তবে সে বিয়ে জাইয। আর ঐ ব্যক্তি এই মহিলাকে কুরআনের সেই সূরা শিখিয়ে দিবে।

কোন কোন আলিম বলেন, এমতাবস্থায় বিয়ে জাইয হবে। তবে মহিলাকে মহরে মিছল [১] দিতে হবে এ হলো কুফাবসী উলামা, (ইমাম আবূ হানীফা) আহমাদ, ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

١١١٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اَلاَ لاَ تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ . فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُوْمَةً فِى الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللّٰهِ ، لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ ، عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَى عَشْرَةَ أُوْقِيَةً . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ الْعَجْفَاءَ السُّلَمِيُّ إِسْمُهُ هَرَمٌ . وَالْأُوْقِيَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا . وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوْقِيَةً أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُوْنَ دِرْهَمًا .

১১১৫. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......আবুল আজফা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, সাবধান. তোমরা উচ্চ হারে মহর নির্ধারণ করবে না। কেননা, উচ্চহারে মহর নির্ধারণ করা যদি দুনিয়ার কোন সম্মান বা আল্লাহ্‌র কাছে কোনরূপ তাকওয়াজনক বিষয় হত, তবে

---

১. বিবাহিত মহিলার পিতৃপুরুষদের দিক থেকে নিকট আত্মীয়া যেমন ফুফু, বোন, ইত্যাদির সম পরিমাণ মহরকে মহর মিছল বলে।

আল্লাহ্‌র নবী ﷺ-ই তোমাদের চাইতে বেশী এর উদ্যোগী হতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর বিবাহে বা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিতে গিয়ে বার উকিয়া স্বর্ণ মুদ্রার অধিক মহর নির্ধারণ করেছেন বলে আমি জানিনা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

রাবী আবুল আজফা সুলামী--এর নাম হলো হারম। আলিমগণের মতে চল্লিশ দিরহামে হলো এক উকিয়া। সুতরাং বার উকিয়া হলো চার শ' আশি দিরহাম।[১]

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করা।

١١١٦. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ . وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ صَفِيَّةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا ، حَتّٰى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى الْعِتْقِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১১১৬. কুতায়বা (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফিয়্যা (রা.)-কে আযাদ করে দিয়েছিলেন (এবং বিয়ে করেছিলেন), এবং তাঁর আযাদীকে তার মহর সাব্যস্ত করেছিলেন।

এই বিষয়ে সাফিয়্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। অপর কতক আলিম 'আযাদ করা' -কেই মহর হিসাবে সাব্যস্ত করা জাইয রাখেননি। (তাঁদের মতে) 'আযাদ করা' ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে মহর সাব্যস্ত করতে হবে। প্রথম অভিমতটি অধিক সহীহ্।

১. অবশ্য উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রা.) ছিলেন এর ব্যতিক্রম ; তাঁর মহর ছিল চার হাজার দিরহাম। তবে তা নবী ﷺ নির্ধারণ করেন নি, বরং হাবশার মুসলিম বাদশাহ নাজাশী তা নির্ধারণ করেছিলেন এবং নিজে থেকে তা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْفَضْلِ فِى ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বীয় দাসী আযাদ করে তাকে বিবাহ করার ফযীলত।

١١١٧. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوْسَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ ، فَذَاكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ . وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيْئَةٌ ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، يَبْتَغِى بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ ، فَذٰلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ . وَرَجُلٌ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الْآخَرُ فَآمَنَ بِهِ . فَذٰلِكَ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ (وَهُوَ ابْنُ حَىٍّ) عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى مُوْسَى حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ أَبِى مُوْسَى اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ . وَرَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَىٍّ . وَصَالِحُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَىٍّ هُوَ وَالِدُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَىٍّ .

১১১৭. হান্নাদ (র.).......আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। সেই গোলাম যে আল্লাহ্‌র হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে ; এমন এক ব্যক্তি যার ছিল সুন্দরী দাসী। সে একে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং অতি উত্তমরূপে তাকে শিক্ষা দেয় এরপর সে তাকে আযাদ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাকে বিয়ে করে সেই ব্যক্তিকেও দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে, এমন এক ব্যক্তি যে পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমান এনেছে এবং আখেরী কিতাব (কুরআন) আসার পর এর উপরও ঈমান এনেছে সেই ব্যক্তিকেও দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে।

ইব্‌ন আবী উমার (র.).....আবূ মূসা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ মূসা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আবূ বুরদা ইব্‌ন আবূ মূসা-এর পূর্ণ নাম হলো আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স। শু'বা এবং ছাওরী (র.)ও এই হাদীছটিকে সালিহ ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন হায়্যি (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিহ ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন হায়্যি (র.) হলেন হাসান ইব্‌ন সালিহ্-এর পিতা।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لاَ ؟

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে মিলনের পূর্বেও যদি তাকে তালাক দেওয়া হয় তবে তার কন্যার সাথে বিবাহ করা জাইয কি-না।

١١١٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَيَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ . وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وابْنُ لَهِيْعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيْثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوْا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا . لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ" وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১১১৮. কুতায়বা (র.).......আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র.) তৎ পিতা - পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে মিলিত হয় তবে সেই মহিলার

কন্যার সাথে তার বিবাহ হালাল নয়।আর যদি মিলিত না হয় তবে সেই মহিলার কন্যার সাথে বিবাহ হতে পারবে। আর কেউ যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তবে সে তার সাথে মিলিত হউক বা না হউক ঐ মহিলার মা কে বিবাহ করা তার জন্য হালাল নয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সনদের দিক থেকে সাহীহ্ নয় । আমর ইব্ন শু'আয়ব (র.) থেকে এটিকে ইব্ন লাহীআ এবং মুছান্না ইবনুস সাব্বাহ রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ইব্ন লাহীআ এবং মুছান্না ইবনুস সাব্বাহ উভয়েই যঈফ।

এই হাদীছ আনুসারে অধিকাংশ আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, কোন মহিলাকে বিবাহ করার পর তার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তার কন্যাকে ঐ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হালাল। যদি কন্যাকে বিবাহ করে এবং মিলিত হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে তার মাকে বিবাহ করা হালাল নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।– وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের মা হারাম করা হয়েছে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। [ইমাম আবূ হানিফা (র.)–এরও এই অভিমত।]

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় পরে সেই মহিলা যদি অন্য একজনকে বিয়ে করে এবং ঐ স্বামীও মিলিত হওয়ার পূর্বেই যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়।

١١١٩. **حَدَّثَنَا** ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ. جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ . فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي. فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ . فَقَالَ أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ وَالرُّمَيْصَاءِ أَوِ الْغُمَيْصَاءِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا

عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا . فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الآخَرُ .

১১১৯. ইব্‌ন আবূ উমার ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ কুরাযীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি রিফাআর বিবাহ বন্ধনে ছিলাম। তিনি আমাকে তালাক দিয়ে দেন এবং চূড়ান্ত তালাক দেন। তারপর আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়রকে বিয়ে করি। কিন্তু তার কাছে কাপড়ের ঝালোরের তুল্যই রয়েছে।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি আবার রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, যতক্ষন না তুমি তার (আবদুর রহমানের) মধু আস্বাদ করেছ এবং সে তোমার মধু আস্বাদ করেছে ততক্ষণ তুমি তা পার না।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, আনাস, রুমায়সা বা গুমায়সা এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয় এবং সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে আর সেই স্বামীও যদি মিলিত হওয়ার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবেনা, যদিও দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে মিলিত হয়নি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ 'হিলা'কারী এবং যার জন্য 'হিলা' করা হয়।

١١٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زُبَيْدٍ الأَيَامِيُّ. حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ. وَعَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالاَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ . وَهٰكَذَا رَوَى أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ (هُوَ الشَّعْبِيُّ) عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ

১. তার সহবাসের যোগ্যতা নেই।

وَعَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ . لِأَنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيْدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَرَوَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ نُمَيْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَلِيٍّ . وَهٰذَا قَدْ وَهِمَ فِيْهِ ابْنُ نُمَيْرٍ . وَالْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيْرَةُ وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ .

১১২০. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ ও আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (হিলার উদ্দেশ্যে) যে ব্যক্তি 'হিলা' (বিয়ে) করে আর যার জন্য 'হিলা' করা হয় উভয়ের উপরই লানত করেছেন।[১]

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, আবূ হুরায়রা, উক্‌বা ইব্ন আমির ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী ও জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি মা'লুল বা ক্রটিপূর্ণ। আশআছ ইব্ন আবদুর রহমান - মুজালিদ- আমির - হারিছ-আলী (রা.) সূত্রে, এবং আমির - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটির সনদ প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.)--সহ কোন কোন আলিম মুজালিদ ইব্ন সাঈদ-কে যইফ বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়রও এই হাদীছটিকে মুজালিদ -আমির -জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ -আলী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে ইব্ন নুমায়রের বিভ্রান্তি ঘটেছে। প্রথম সূত্রটি অধিক সাহীহ। মুগীরা, ইব্ন আবী খালিদ প্রমুখ এটিকে শা'বী -হারিছ -আলী (রা.) সনদে বর্ণনা করেছেন।

١١٢١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ

১. স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদানের পর পুনরায় ঐ স্ত্রীকে তার জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে হিলা করতে যেয়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করে তাকে বলা হয় محل বা হালালকারী আর তিন তালাকদাতা যে স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তা করা হয় তাকে বলে محلل له ।

الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَرْوَانَ ، وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُ هُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِيْنَ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِيْعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهٰذَا. وَقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْمِيَ بِهٰذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ . قَالَ جَارُوْدٌ قَالَ وَكِيْعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ، ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ .

১১২১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হীলাকারীকে এবং যার জন্য হীলা করা হয় তাকে লা'নত করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্ রাবী আবূ কায়স আওদীর পূর্ণ নাম হলো আবদুর রহমান ইব্ন ছারওয়ান। নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

উমার ইবনুল খাত্তাব, উছমান ইব্ন আফ্ফান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও অপরাপর উলামাদের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাবিঈ ফকীহগণের বক্তব্যও এ-ই। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। জারূদ, ওয়াকী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিও এমত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, এই বিষয়ে কিয়াসকারীদের মতামত ছুড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। ওয়াকী আরো বলেন, সুফইয়ান বলেছেন, কেউ যদি অন্যের জন্য হীলার উদ্দেশ্যে কোন স্ত্রী-লোককে বিবাহ করে এবং পরে যদি সে নিজেই তাকে রেখে দিতে চায় তবে নতুনভাবে বিবাহ করা ছাড়া তার জন্য তাকে রেখে দেওয়া হালাল হবেনা।

بَابُ مَاجَاءَ فِي تَحْرِيْمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুত্'আ বিবাহ হারাম।

١١٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيْهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَعَنْ لُحُوْمِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيْمِ الْمُتْعَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১১২২. ইব্ন আবী উমার (র.)......আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বার যুদ্ধকালে মেয়েদের সাথে মুত্‌আ বিবাহ, গৃহ পালিত গাধার গোশ্‌ত নিষিদ্ধ করেছেন। এই বিষয়ে সাব্‌রা জুহানী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। মুতআ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে কিছু অবকাশ আছে বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সব হাদীছের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তিনি স্বীয় মত প্রত্যাহার করেন। অধিকাংশ আলিম মুতআ হারাম হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ হলো ইমাম ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবূ হানিফারও এই মত]।

١١٢٣. **حَدَّثَنَا** مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُوْ قَبِيْصَةَ بْنِ عُقْبَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِى أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ . كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ . فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَايَرَى أَنَّهُ يُقِيْمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ . حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ "إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هٰذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ .

১১২৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুত্আ বিষয়টি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। কোন ব্যক্তি কার্য ব্যাপদেশে এমন অঞ্চলে বা শহরেও যেত সেখানে তার কোন পরিচিত জন থাকত না। তখন সে যতদিন সেখানে থাকবে বলে মনে করত ততদিনের জন্য বিয়ে করে নিত। সেই মহিলা তার মাল-সামান হিফাযত করত ও তার জিনিষ-পত্তর তত্ত্বাবধান করত। শেষে "স্বীয় স্ত্রী বা মালিকানাভূক্ত দাসী ব্যাতীত তোমাদের জন্য হালাল নয়"- মর্মে আয়াত নাযিল হলো। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, ফলে এই দুইটি ছাড়া আর সব লজ্জাস্থান হারাম।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'শিগার' নিকাহ নিষিদ্ধ।

١١٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ (وَهُوَ الطَّوِيلُ) قَالَ حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ . وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ، فَلَيْسَ مِنَّا .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي رَيْحَانَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ .

১১২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ শাওয়ারিব (র.)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ইসলামে 'জালাব'[১] (যাকাতের সম্পদ একত্রীকরণ), জানাব (দূরে সরানো) এবং শিগার (বিনিময়ের বিবাহ) নেই। আর অন্যের মাল ছিনতাইকারী আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে আনাস, আবূ রায়হানা, ইব্ন উমার, জাবির, মুআবিয়া, আবূ হুরায়রা এবং ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١١٢٥. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ

১. যাকাত যোগ্য উট বকরী ইত্যাদি একত্রিত করার জন্য মালিককে বাধ্য করাকে 'জালাব' এবং যাকাত আদায়কারী থেকে এগুলিকে দূরে সরিয়ে নেয়াকে 'জানাব', বলা হয়।

أَهْلِ الْعِلْمِ . لاَيَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى اَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ . وَلاَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوْخٌ وَلاَ يَحِلُّ ، وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَرُوِىَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَهُوَ قَوْلُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১১২৫. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনছারী (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ . 'বিনিময়ের বিবাহ' থেকে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

এই হাদীছ অনুসারে অধিকাংশ আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা বিনিময়ের বিবাহ জাইয বলে মনে করেন না।। 'বিনিময়ের বিবাহ' হলো, কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট এই শর্তে বিবাহ দিল যে ঐ ব্যক্তিও তার কন্যা বা বোনকে এর নিকট বিবাহ দিবে আর এই ক্ষেত্রে কারো কোন মহরানা দিতে হবে না।কতক আলিম বলেন, 'বিনিময়ের বিবাহ' বাতিল। পরে যদি মহরানাও নির্দ্ধারণ করে তবুও তা হালাল হবে না। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তাদের উভয়েরই বিবাহ বহাল রাখা হবে আর তাদের ক্ষেত্রে 'মহর মিছল' নির্দ্ধারিত হবে। এ হলো কুফাবাসী আলিমগণের অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এরও এই অভিমত।]

بَابُ مَاجَاءَ لاَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে তার ফুফু খালার উপর (সতীনরূপে) বিয়ে করা যাবে না।

١١٢٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ أَبِى حُرَيْزٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَي عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا . وَأَبُو حُرَيْزٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُسَيْنٍ .

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ

سِيْــــرِيْنَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِى سَعِيْدٍ وَأَبِى أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِى مُوْسَى وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

১১২৬. নাসর ইব্ন আলী জহ্যামী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মহিলাকে তার ফুফু বা খালার উপর (সতীনরূপে) বিয়ে করা নিষেধ করেছেন।

নাসর ইব্ন আলী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, ইব্ন উমার, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, আবূ সাঈদ, আবূ উমামা, জাবির, আয়েশা, আবূ মূসা এবং সামুরা ইব্ন জুন্দব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١١٢٧. **حَدَّثَنَا** الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّــةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيْهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا. وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْــسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لاَنَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلاَفًا أَنَّهُ لاَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا . فَإِنْ نَكَحَ امْــرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْخَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا، فَنِكَاحُ الأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوْخٌ وَبِهِ يَقُوْلُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُوْ عِيْــسَى أَدْرَكَ الشَّعْــبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا فَقَالَ صَحِيْحٌ. قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ .

১১২৭. হাসান ইব্ন আলী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মহিলাকে তার ফুফুর উপর বা ফুফুকে ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপর, কোন মহিলাকে তার খালার উপর বা খালাকে

তার ভগ্নি কন্যার উপর অর্থাৎ এই সম্পর্কে ছোটকে বড়র উপর বা বড়কে ছোটর উপর বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছ হাসান–সাহীহ।

অধিকাংশ আলিমের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এই বিষয়ে আলিমদের মাঝে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নাই যে, কোন মহিলা ও তার ফুফু বা খালাকে বিবাহ বন্ধনে একত্র করা হালাল নয়। যদি কেউ কোন মহিলাকে তার ফুফু বা খালার উপর বা ফুফুকে ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপর বিবাহ করে তবে পরবর্তী জনের বিবাহ বাতিল। সর্বস্তরের আলিমদের এ অভিমত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, শা'বী (র.) আবূ হুরায়রা (রা.)–কে পেয়েছেন এবং তিনি তাঁর থেকে রিওয়ায়াতও করেছেন। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) (র.)–কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বিষয়টি সাহীহ। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, শা'বী জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমেও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের আকদের সময়কার শর্ত।

١١٢٨. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىِّ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ يُوْفَى بِهَا مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَرُوِىَ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ شَرْطُ اللّٰهِ قَبْلَ شَرْطِهَا. كَأَنَّهُ رَأَى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتِ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لاَيُخْرِجَهَا. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১১২৮. ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.)......উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বাধিক পূরণ যোগ্য সে সকল শর্ত যে গুলির দ্বারা তোমরা কোন মহিলাকে (বিয়ের মাধ্যমে) হালাল করে নিয়েছ।আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.)......ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়ীদ আব্দুল হামিদ ইব্ন জা'ফার (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কোন কোন সাহাবী এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এরও এই অভিমত। তিনি বলেন, যদি কেউ কোন মহিলাকে বিয়ে করার সময় এই শর্ত করে যে, স্ত্রীকে তার শহর থেকে বের করে নিয়ে যাবে না তবে স্বামীর অধিকার নাই তাকে বের করে নিয়ে যাওয়ার। কোন কোন আলিমের এ-ই মত। এ হলো ইমাম শাফিঈ আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মহিলা প্রদত্ত শর্তের অগ্রে রয়েছে আল্লাহর শর্ত। এতে বুঝা যায় স্বামী তাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে বলে তিনি মনে করেন, যদিও স্ত্রী এই শর্ত করে যে, তাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।

কোন কোন আলিম এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী ও কোন কোন কূফাবাসী আলিমের অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার দশজন স্ত্রী ছিল।

١١٢٩. **حَدَّثَنَا هَنَّادٌ** حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ . قَالَ

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ. وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمْزَةَ، قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيْفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ ، أَوْ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ ، كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِى رِغَالٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ غَيْلاَنَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

১১২৯. হান্নাদ (র.)......উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, গায়লান ইব্‌ন সালামা ছাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার অধিকারে জাহিলী আমলের দশ জন স্ত্রী ছিল। তাঁরাও তার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে। তখন নবী ﷺ তাকে এদের মধ্যে চারজনকে নিজের জন্য বাছাই করে নিতে নির্দেশ দেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মা'মার–যুহরী–সালিম–এর পিতা (ইবন উমার (রা.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীছটি নির্ভরযোগ্য (মাহফুজ) নয়। শুআয়ব ইব্‌ন আবূ হামযা প্রমুখ–যুহরী ও হামযা (র.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সাহীহ। ইমাম বুখারী বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সুওয়ায়দ ছাফাফী থেকে আমাকে বলা হয়েছে যে, গায়লান ইব্‌ন সালামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর ছিল দশ স্ত্রী. . . .। মুহাম্মাদ বুখারী (র) বলেনঃ যুহরীর রিওয়ায়াতটি হল সালিম– তৎপিতা ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ছাকীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেয়। উমার (রা.) তাকে বললেন, তোমার স্ত্রীদের হয়ত ফিরিয়ে আনবে নয়ত তোমার কবরে আমি এমনভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করব যেভাবে আবূ রিগালের [১] কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। আমিলমগণের গায়লান ইব্‌ন সালামা (রা.)–এর হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.) রয়েছেন।

---

১. জাহিলী যুগের ছামূদ কওমের এক অভিশপ্ত ব্যক্তি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ একজন ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার কাছে দুই বোন (স্ত্রী হিসেবে) আছে।

١١٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهَ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

১১৩০. কুতায়বা (র.)......ফায়রূয দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি অথচ আমার অধীনে দুই বোন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এদের যাকে ইচ্ছা তুমি বাছাই করে নাও।

١١٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ . قَالَ اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَأَبُوْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِيُّ اسْمُهُ الدَّيْلَمُ بْنُ هُوْشَعٍ .

১১৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......ফায়রূয দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি অথচ আমার অধীনে দুই বোন রয়েছে। তিনি বললেন, এদের যাকে ইচ্ছা তুমি বাছাই করে নাও।

এই হাদীছটি হাসান। রাবী আবূ ওয়াহব জায়শানী-এর পূর্ণ নাম হলো দায়লাম ইব্‌ন হুশা'।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন গর্ভবতী দাসী ক্রয় করলে।

١١٣٢. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَايَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ ، أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، وَأَبِي سَعِيْدٍ .

১১৩২. উমার ইব্‌ন হাফস আশ-শায়বানী বাসরী (র.)......রুওয়ায়ফি' ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন অন্যের সন্তানকে (মার গর্ভে থাকাবস্থায়) নিজের বীর্য দিয়ে সিঞ্চিত না করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। রুওয়ায়ফি' ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা জাইয মনে করেন না, কেউ যদি গর্ভবতী দাসী খরীদ করে তার সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গত হওয়া।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, আবূ দারদা, ইরবায ইব্‌ন সারিয়া ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الْأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদী বাঁদীর স্বামী থাকলে তার সঙ্গে মালিকের জন্য মিলন কি হালাল হবে ?

١١٣٣. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ عَنْ أَبِي الْخَلِيْلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ. فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلَتْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَهٰكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ

عَنْ أَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ . وَأَبُوْ الْخَلِيْلِ اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ . وَرَوَى هَمَّامٌ هٰـذَا الْحَدِيْـثَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِى الْخَلِيْـلِ ، عَنْ أَبِى عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيْـدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَبْـدُ بْنُ حُمَيْدٍ . حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ .

১১৩৩. আহমাদ ইব্‌ন মানী (র.).....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওতাস যুদ্ধে বহু বন্দীনী আমাদের হস্তগত হয়। তাদের গোত্রে অনেকেরই স্বামী বর্তমান ছিল। বিষয়টি সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করলে এই আয়াত নাযিল হয় যে, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ সকল সধবা নারী, কিন্তু অধিকারভূক্ত দাসীগণ (সধবা হলেও হালাল)। (৪ ঃ ২৪)

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। ছাওরীও এটিকে উছমান বাত্তী-আবুল খালীল - আবূ সাঈদ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আবুল খালীল-এর পূর্ণ নাম হলো সালিহ ইব্‌ন আবূ মারয়াম। হাম্মাম (র.) এই হাদীছটিকে কাতাদা- সালিহ আবুল খালীল -আবূ আলকামা হাশিমী - আবূ সাঈদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ - হাব্‌বান ইব্‌ন হিলাল - হাম্মাম সূত্রে আমার কাছে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারীনীর উপার্জন হারাম।

١١٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَـةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْـدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَـهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَأَبِى جُحَيْفَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১৩৪. কুতায়বা (র.).....আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারীনীর উপার্জন এবং গণকের সম্মানী নিষিদ্ধ করেছেন। এই বিষয়ে রাফি' ইব্‌ন খাদিজ, আবূ জুহায়ফা, আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ মাসঊদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ أَنْ لاَيَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না।

١١٣٥. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ) لاَيَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَيَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيثِ "لاَيَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ" هٰذَا عِنْدَنَا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ. فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا. وَالْحُجَّةُ فِي ذٰلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا. فَقَالَ أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ، فَرَجُلٌ لاَيَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَمَالَ لَهُ. وَلٰكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ. فَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ، أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ، لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ.

১১৩৫. আহমাদ ইব্‌ন মানী' ও কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, কুতায়বা বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীছটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন, আবূ আহমাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ. বলেছেন, কেউ তার মুসলিম ভ্রাতার বিক্রির উপর বিক্রির প্রস্তাব দিবে না এবং কেউ তার ভ্রাতার বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না।

এই বিষয়ে সামুরা ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) বলেন, কারো প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো, কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের পর সে যদি রাযী হয় তবে এই প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া কারো জন্য জায়েয নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, "কেউ তার ভ্রাতার প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না" আমাদের কাছে এই হাদীছটির মর্ম হলো কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর সে যদি তাতে রাযী হয়ে যায় এবং উক্ত প্রস্তাবের প্রতি সে ঝুকে পড়ে এমতাবস্থায় কারো জন্য জায়েয নেই এই প্রস্তাবের উপর অন্য প্রস্তাব দেওয়া। কিন্তু প্রথম প্রস্তাবের প্রতি ঐ মহিলার অনুরক্তি বা সম্মতি জানার পূর্বে তাকে প্রস্তাব দেওয়াতে দোষ নেই। ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা.)-এর ঘটনাটি এর প্রমাণ। তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলেছিলেন, আবূ জাহম ইব্‌ন হুযায়ফা ও মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান উভয়েই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবূ জাহম তো হলো এমন ব্যক্তি যে মহিলাদের থেকে তার লাঠি সরায়না। আর মুআবিয়া তো দরিদ্র। তার তো ধন-সম্পদ নেই। বরঞ্চ তুমি উসামাকে বিয়ে কর।

আমাদের মতে এই হাদীছটির অর্থ এ-ই দাঁড়ায় যে, ফাতিমা (রা.) এতদুভয়ের একজনের ক্ষেত্রেও সে সম্মত বলে তাঁকে জানায়নি। যদি তা তাঁকে জ্ঞাপন করত তবে এই মহিলা যার প্রতি সম্মতির কথা উল্লেখ করতেন তাকে ছেড়ে অন্য জনকে বিয়ে করার পরামর্শ নবী ﷺ দিতেন না।

١١٣٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ انْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُوْبَكْرِ بْنُ أَبِى الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ . فَحَدَّثَتْنَا ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً . قَالَتْ وَوَضَعَ لِى عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيْرًا وَخَمْسَةً بُرًّا . قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ . قَالَتْ فَقَالَ صَدَقَ قَالَتْ فَأَمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَّ فِى بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ . ثُمَّ قَالَ لِى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيْكٍ بَيْتٌ يَغْشَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ . وَلٰكِنِ اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ . فَعَسَى أَنْ تُلْقِى ثِيَابَكِ وَلاَ يَرَاكِ . فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِيْنِى . فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِى خَطَبَنِى أَبُوْ جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ . قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ . فَقَالَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لاَمَالَ لَهُ . وَأَمَّا أَبُوْجَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيْدٌ عَلَى النِّسَاءِ . قَالَتْ فَخَطَبَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِى فَبَارَكَ اللّٰهُ لِى فِى أُسَامَةَ .

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَزَادَ فِيْهِ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ انْكِحِى أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى الْجَهْمِ بِهٰذَا .

১১৩৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ জাহম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান একদিন ফাতিমা বিনত কায়স (রা.)-এর কাছে এলাম। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তার জন্য কোন বাসস্থান বা খোরপোষ নির্ধারণ করেনি। তিনি বলেন, অবশ্য আমার জন্য তার চাচাত ভাইয়ের কাছে দশ কাফীয (ঝুড়ি) রেখে দেন। এতে যব ছিল পাঁচ কাফীয আর গম ছিল পাঁচ কাফীয। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম এবং বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, সে (তার স্বামী) ঠিকই করেছে। অতঃপর তিনি আমাকে উম্মে শরীকের ঘরে ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু পরে আবার বললেন, উম্মে শরীকের ঘরটি তো এমন যেখানে মুহাজিরীনরা খুবই আসা যাওয়া করেন। বরঞ্চ তুমি ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের ঘরে ইদ্দত পালন কর। তোমার কাপড় খুলতে গেলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না (যেহেতু সে অন্ধ)। তোমার ইদ্দত যখন শেষ হবে তখন কেউ যদি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তুমি আমার কাছে আসবে।

পরে আমার ইদ্দত শেষ হলে আমার কাছে আবূ জাহম ও মুআবিয়া বিয়ের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, মুআবিয়া তো এমন ব্যক্তি যে, তার কোন ধন-সম্পদ নেই। আর আবূ জাহম তো স্ত্রীদের উপর খুবই কঠোর।

ফাতিমা (রা.) বলেন, তারপর আমার কাছে উসামা বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা উসামাকে আমার জন্য বরকতময় করে দিলেন।

এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

সুফইয়ান ছাওরী (র.) এটিকে আবূ বাকর ইব্ন আবূ জাহম (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আরো অতিরিক্ত আছে যে, 'আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে করে নাও।"

মাহমূদ ইবন গায়লান – ওয়াকী' – সুফইয়ান – আবূ বাকর ইব্ন আবূ জাহম (র.) সূত্রে এ হাদীছটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযল।

١١٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ . فَزَعَمَتِ الْيَهُوْدُ أَنَّهَا الْمَوْءُوْدَةُ الصُّغْرَى . فَقَالَ كَذَبَتِ الْيَهُوْدُ . إِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ .

১১৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবুশ্ শাওয়ারিব (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা একবার বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা তো আয্ল করতাম। কিন্তু ইয়াহূদীরা বলে, এতো হল সন্তানকে ছোট ধরণের পুতে মারার অপর নাম। তখন তিনি বললেন, ইয়াহূদীরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ যদি কাউকে সৃষ্টি করতে ইরাদা করেন তবে কেউ–ই তা বাধা দিতে পারবে না।

এই বিষয়ে উমার, বারা, আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١١٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْعَزْلِ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ وَلاَتُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ .

১১৩৮. কুতায়বা ও ইব্ন আবূ উমার (র.)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আযল করতাম অথচ তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। তাঁর বরাতে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

সাহাবী ও অপরাপর একদল আলিম আযলের ক্ষেত্রে অবকাশ দিয়েছেন। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, আযল করতে হলে স্বাধীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার অনুমতি নিতে হবে। পক্ষান্তরে দাসীর বেলায় তার থেকে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযল নিষিদ্ধ হওয়া।

١١٣٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ ؟ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيْثِهِ وَلَمْ يَقُلْ لاَيَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدُكُمْ . قَالاَ فِي حَدِيْثِهِمَا فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ. وَقَدْ كَرِهَ الْعَزْلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ .

১১৩৯. ইব্ন আবূ উমার ও কুতায়বা (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আযল সম্পর্কে আলোচনা উঠলে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ এটা কেন করে ?

ইব্‌ন আবূ উমার তার রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বর্ণন করেন যে, নবী ﷺ এই কথা বলেন নি যে তোমাদের কেউ এই কাজ করবে না। যা হোক, ইব্‌ন আবূ উমার ও কুতায়বা (র.) তাঁদের হাদীছে আরো রিওয়ায়াত করেন যে, যে প্রাণ সৃষ্ট হওয়া নির্ধারিত অবশ্য তা আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ। আবূ সাঈদ (রা.) থেকে এটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। সাহাবী ও অপরাপর একদল আলিম আযল করা নিষেধ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী ও অকুমারী স্ত্রীদের ক্ষেত্রে বন্টন নীতি।

١١٤٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْشِئْتُ أَنْ أَقُوْلَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا .قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَعْضُهُمْ . قَالَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالُوْا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالْعَدْلِ . وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১১৪০. আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুন্নাত হলো, কোন ব্যক্তি তার পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় যখন কুমারী মহিলা বিয়ে করবে তখন সে তার নিকট লাগাতার সাত দিন অবস্থান করবে আর যদি পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় অকুমারী মহিলা বিয়ে করে তবে তার নিকট সে লাগাতার তিন দিন অবস্থান করবে।

এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এটিকে আয়্যূব – আবূ কিলাবা – আনাস (রা.) সূত্রে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন। আর কতক রাবী এটিকে মারফূ' করেন নি।

কোন কোন আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, যদি কেউ তার পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোন কুমারী মহিলা বিবাহ করে তবে সে তার নিকট সাত দিন অবস্থান করবে। এরপর তার স্ত্রীদের মধ্যে রাত্রিযাপন ইনসাফের ভিত্তিতে সম বন্টন করে নিবে। আর যদি পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় অকুমারী মহিলা বিয়ে করে তবে তার কাছে সে তিন দিন অবস্থান করবে।

এ হলো মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। তাবিঈগণের মধ্যে কতক আলিম বলেন, কেউ তার পূর্ব স্ত্রী থাবা অবস্থায় কুমারী মহিলা বিবাহ করলে তার নিকট তিনদিন অবস্থান করবে। আর অকুমারী মহিলা বিবাহ করলে তার কাছে দুই রাত অবস্থান করবে। প্রথম অভিমতটিই অধিক সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সতীনদের মাঝে সম আচরণ করা।

١١٤١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ! هٰذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ هٰكَذَا ، رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يَقْسِمُ . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ مُرْسَلاً أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

১১৪১. ইব্ন আবী উমার (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে রাত্রি বন্টন করে নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি কঠোরভাবে ইনসাফ ও সমতার বিধান অনুসরণ করতেন। এরপরও বলতেন ; হে আল্লাহ্, এ তো বন্টন হলো এমন বিষয়ে যাতে আমি ক্ষমতা রাখি, আর যে বিষয়ে আমার ক্ষমতা নাই, তুমিই তার মালিক সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না।

আয়েশা (রা.)-এর হাদীছটি অনুরূপভাবে একাধিক রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালামা – আয়্যূব – আবূ কিলাবা – আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ – আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ রাত্রি বন্টন করে নিয়েছিলেন।

হাম্মাদ ইব্ন যায়দ প্রমুখ আয়্যূব – আবূ কিলাবা (র.) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ রাত্রি বন্টন করে নিয়েছিলেন' . . . . . . .এই রিওয়ায়াতটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.)-এর রিওয়ায়াত থেকে অধিকতর সাহীহ্।

["যে বিষয়ে আমি ক্ষমতাবান নই তুমিই যাতে ক্ষমতার মালিক সে বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করো না" – বাক্যটির মর্ম হলো অন্তরের টান ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আমাকে তিরস্কার করো না। কোন কোন আলিম বাক্যটির এই ভাষ্যই করেছেন।]

١١٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هٰذَا الْحَدِيْثَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ يُقَالُ . وَلاَ نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ هَمَّامٍ . وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ .

১১৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন যদি কারো দুই স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মাঝে ইনসাফের সঙ্গে সমব্যবহার না করে তবে সে তার এক পার্শ্ব ভগ্ন অবস্থায় কিয়ামতের দিন উঠে আসবে।

হাম্মাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া এই হাদীছটিকে কাতাদা (র.) থেকে মুসনাদ হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন। হিশাম আদ দাসতাওয়াঈ এটিকে কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বলা হয় হাম্মাম (র.)–এর সূত্র ছাড়া এটি মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। আর হিশাম বিশ্বস্ত (ছিকা) ও হাফিজুল হাদীছ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক দম্পতির একজন যদি ইসলাম গ্রহণ করে।

١١٤٣. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بنِ الرَّبِيْعِ ، بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَفِي الْحَدِيْثِ الْآخَرِ أَيْضًا مَقَالٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَاكَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১১৪৩. আহমাদ ইব্‌ন মানী' ও হান্নাদ (র.).....আমর ইব্‌ন শুআয়ব তৎপিতা ও তৎ পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা যায়নাব (রা.)–কে স্বামী আবুল আস ইবনুর রাবী'–এর কাছে (ইসলাম গ্রহণের পর) নতুন মহরানায় নতুন ভাবে বিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদে কথা আছে।

এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। যদি স্ত্রী তার স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে এরপর তার ইদ্দত অবস্থায়ই যদি স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করে তবে যতদিন ইদ্দত থাকবে তার স্বামীই তার বিষয়ে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। এ হলো মালিক ইব্‌ন আনাস, আওযাঈ, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

١١٤٤. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ قَالَ

حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِيْنَ ، بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ ، وَلٰكِنْ لَانَعْرِفُ وَجْهَ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هٰذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

১১৪৪. হান্নাদ (র.).....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কন্যা যায়নাবকে ছয় বছর পর তার স্বামী আবুল আস-এর কাছে প্রথম বিয়ের উপরই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নতুন করে কোন বিয়ের ব্যবস্থা নেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদে কোন বাধা নেই। কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। সম্ভবতঃ দাউদ ইব্‌ন হুসায়ন-এর স্মরণ শক্তির দুর্বলতা থেকে এই বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে।

١١٤٥. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً . فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرُدَّهَا عَلَيَّ . فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ . وَحَدِيْثُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيْدٍ . قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا . وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

১১৪৫. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে এক ব্যক্তি মুসলিম হয়ে আসে। এরপর তার স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করে। ঐ ব্যক্তি তখন বলল, ইয়া

রাসূলাল্লাহ ! এই মহিলাও আমার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। অনন্তর তিনি মহিলাটিকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন।

এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

আব্দ ইব্ন হুমায়দকে বলতে শুনেছি যে, আমি ইয়াযীদ ইব্ন হারূণকে এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)–এর সূত্রে উল্লেখ করতে শুনেছি।

হাজ্জাজ–এর হাদীছটি হলো আমর ইব্ন শুআয়ব – তাঁর পিতা – তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কন্যা যায়নাবকে তাঁর স্বামী আবুল আস ইব্ন রাবী'–এর নিকট নতুন মহরানায় নতুন করে বিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ইয়াযীদ ইব্ন হারূন বলেন ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সনদ হিসাবে বিশুদ্ধতর। কিন্তু আমল হলো আমর ইব্ন শুআয়ব – তাঁর পিতা – তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণিত হাদীছ অনুসারে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوْتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর মহরানা নির্ধারণের পূর্বেই যদি স্বামী মারা যায়।

١١٤٦. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى مَاتَ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا . لاَوَكْسَ وَلاَ شَطَطَ . وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ الَّذِى قَضَيْتَ . فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ الْجَرَّاحِ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ ، نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ

مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ ، قَالُوْا لَهَا الْمِيْرَاثُ ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . قَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيْثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيْمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرُوِىَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هٰذَا الْقَوْلِ ، وَقَالَ بِحَدِيْثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .

১১৪৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত, "কোন ব্যক্তি যদি কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার পর তার সাথে মিলিত হওয়ার আগেই মারা যায় এবং স্ত্রীর জন্য কোন মহরানা নির্ধারণ না করে থাকে তবে কি হবে" – এই সম্পর্কে ইব্ন মাসঊদ (রা.)–কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, সে মহিলা তার স্বগোত্রীয় মহিলাদের অনুরূপ মহর পাবে। এর চেয়ে কমও নয়, বেশীও নয়। তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে মীরাছও পাবে।

তখন মা'কিল ইব্ন সিনান আশজাঈ (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের গোত্রের এক মহিলা – বিরওয়া' বিনত ওয়াশিকের ক্ষেত্রে নবী ﷺ আপনার মত ফয়সালা দিয়েছিলেন। এই কথা শুনে ইব্ন মাসঊদ (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন। এই বিষয়ে জার্‌রাহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

হাসান ইব্ন আলী আল–খাল্‌লাল (র.)......মানসূর (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম ছাওরী, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।[ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এরও এই অভিমত]।

আলী ইব্ন আবী তালিব, যায়দ ইব্ন ছাবিত ও ইব্ন উমার (রা.) সহ কতক সাহাবীর অভিমত হলো, কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং মহর নির্ধারণ না করেই মারা যায় তবে সে মীরাছ পাবে কিন্তু মহর পাবে না। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ (র.)–এর অভিমত। তিনি বলেন, বিরওয়া' বিনত ওয়াশিকের হাদীছটি যদি প্রমাণিত হয় তবে তো নবী থেকে যা বর্ণিত তা–ই তো হবে দলীল হিসাবে অধিকতর গ্রহণীয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিসরে গমণের পর তার পূর্ব অভিমত প্রত্যাহার করেন ; বিরওয়া' বিনত ওয়াশিক (রা.)–এর হাদীছ অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেন।

كِتَابُ الرِّضَاعِ

অধ্যায় ঃ শিশুদের দুগ্ধপান

كِتَابُ الرِّضَاعِ

অধ্যায় ঃ শিশুদের দুগ্ধপান

بَابُ مَاجَاءَ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ নসব সূত্রে যারা হারাম রাযাআত (দুগ্ধপান) সূত্রেও তারা হারাম।

١١٤٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَاحَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. لاَنَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذٰلِكَ اخْتِلاَفًا .

১১৪৭. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নসব-সূত্রে যাদের হারাম করেছেন তিনি রাযাআত (বা দুগ্ধপান) সূত্রেও তাদের হারাম করেছেন।

এই বিষয়ে আয়েশা, ইব্ন আব্বাস ও উম্মু হাবীবা (রা.) থেকেও এই হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

সাধারণভাবে সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। এই বিষয়ে তাঁদের মাঝে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

١١٤٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَاحَرَّمَ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. لاَنَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذٰلِكَ اخْتِلاَفًا.

১১৪৮. বুনদার (র.)......আয়েশ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জন্ম সূত্রে যাদের হারাম করেছেন, দুগ্ধপান সূত্রেও তাদের হারাম করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। সাধারণভাবে নবী ﷺ-এর সাহাবী ও আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এই বিষয়ে তাদের মাঝে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে পুরুষের মাধ্যমে স্ত্রী দুগ্ধবতী হয় তার বিধান।

١١٤٩. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ. قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . كَرِهُوْا لَبَنَ الْفَحْلِ وَالْأَصْلُ فِي هٰذَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১১৪৯. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্‌লাল (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দুগ্ধ সম্পর্কীয় চাচা আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে তাকে আমার কাছে আসতে অনুমতি দিতে আমি অস্বীকৃতি জানালাম। অনন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ . বললেন, ইনি অবশ্যই তোমার কাছে আসতে পারেন। কারণ, তিনি তো তোমার চাচা।

আয়েশা (রা.) বললেন, আমাকে তো এক মহিলা দুগ্ধপান করিয়েছেন। কোন পুরুষ তো আমাকে দুগ্ধ পান করান নি ? তিনি বললেন, ইনি তো তোমার চাচা। সুতরাং ইনি তোমার কাছে এসে ঘরে প্রবেশ করতে পারেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা যার মাধ্যমে মহিলা দুগ্ধবতী হয়েছে, তার সম্বন্ধেও নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি। কোন কোন আলিম এই বিষয়ে অবকাশ রেখেছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিক সাহীহ্।

١١٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ . أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ ؟ فَقَالَ لَا . اَللِّقَاحُ وَاحِدٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا الْأَصْلُ فِي هٰذَا الْبَابِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১১৫০. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এক ব্যক্তির দু'জন ক্রীতদাসী আছে। এদের একজন একটি শিশু মেয়েকে দুধ পান করায়। আরেকজন একটি শিশু ছেলেকে দুধ পান করায়। এমতাবস্থায় এই ছেলেটি কি এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারবে ?

তিনি বললেন, না। কেননা যে পুরুষের মধ্যমে ক্রীতদাসী দুটি দুগ্ধবতী হয়েছে সে তো একজনই। "লাবানুল ফাহল" বা 'পুরুষের মধ্যমে দুধ' কথাটির ব্যাখ্যা এ-ই। এ-ই হলো এই বিষয়ের মূল ভিত্তি। আর এ হলো আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ لاَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক-দুই চুমুক (ঢোক) দুগ্ধ পানে হারাম হয় না।

١١٥١. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ . وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الْبَصْرِيُّ "عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ حَدِيْثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا فَقَالَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ . وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَتْ عَائِشَةُ أُنْزِلَ فِى الْقُرْآنِ "عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ "فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى "خَمْسُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ" فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . وَالْأَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ . حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا . وَبِهٰذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِى وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحٰقَ. وَقَالَ أَحْمَدُ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ لَاتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ وَقَالَ إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِى خَمْسِ رَضَعَاتٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ . وَجَبُنَ عَنْهُ أَنْ يَّقُوْلَ فِيْهِ شَيْئًا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ . يُحَرِّمُ قَلِيْلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكِيْعٍ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدِ اسْتَقْضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ أَدْرَكْتُ ثَلاَثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

১১৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, এক দুই চুমুক দুধ পান (কাউকে) হারাম করে না।

এই বিষয়ে উম্মুল ফায্‌ল, আবূ হুরায়রা, যুবায়র এবং ইবনুয যুবায়র – আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, এক দুই চুমুক দুধ পান (কাউকে) হারাম করে না।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন দীনার.......হিশাম ইব্‌ন উরওয়া – তাঁর পিতা উরওয়া – আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র

(রা.) সূত্রেও তা বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন দীনার (র.) এই সনদে যুবায়র (রা.)–এরও অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা মাহফূজ বা বিশুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে 'ইব্ন আবী মুলায়কা – আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র – আয়েশা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সনদটি হাদীছবিদগণের মতে সাহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

কোন কোন বিজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। আয়েশা (রা.) বলেন, কুরআনে "নির্ধারিত দশ চুমুক" এই মর্মে বিধান নাযিল হয়েছিল। পরে পাঁচ চুমুক রহিত হয়ে (হারাম হওয়ার জন্য) পাঁচ চুমুক দুধ পানের বিধান বাকী থেকে যায়। নবী ﷺ ইন্তিকাল করে গেলেন, আর এদিকে পাঁচ চুমুকে হারাম হওয়ার বিধান বাকী থেকে গেল।

ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী – মালিক – মা'ন – আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর – 'আমরা – আয়েশা (রা.) সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আয়েশা (রা.) ও কোন কোন উম্মুল মুমিনীন (রা.)–ও এতদনুসারে ফতওয়া দিতেন। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত এই। ইমাম আহমদ (র.) নবী ﷺ –এর "এক–দুই চুমুক দুগ্ধপান কাউকে হারাম করে না" – এ বানী অনুসারে অভিমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ কেউ যদি আয়েশা (রা.)–এর বক্তব্যানুযায়ী পাঁচ চুমুকে হারাম হওয়ার বিধান গ্রহণ করে তবে তা একটি শক্তিশালী মত হিসেবে গণ্য হবে। এই বিষয়ে তাঁর কিছু বলা দুর্বলতা। নবী ﷺ–এর সাহাবীদের মধ্যে কোন কোন আলিম বলেন, শিশুর পেটে পড়ার পর, কম বা বেশী যে পরিমাণই হোক, গুগ্ধপান দ্বারা হারাম হওয়া ছাবিত হয়। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্ন আনাস, আওযাঈ, আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, ওয়াকী' এবং কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এরও এ মত]।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবী মুলায়কা (র.) হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবী মুলায়কা। তাঁর উপনাম হলো আবূ মুহাম্মাদ। আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রা.) তাঁকে তাইফের কাযী নিযুক্ত করেছিলেন। ইব্ন মুলায়কা (র.) থেকে ইব্ন জুরায়জ (র.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ –এর ত্রিশ জন সাহাবীকে পেয়েছি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে এক মহিলার সাক্ষ্য।

١١٥٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرْثِ قَالَ "وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلٰكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ احْفَظُ" قَالَ تَزَوَّجْتُ

امْـرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْـرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ . فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِىَ كَاذِبَةٌ . قَالَ فَأَعْرَضَ عَنِّى قَالَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَأَعْـرَضَ عَنِّى بِوَجْـهِهِ . فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ . قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا . دَعْهَا عَنْكَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرِثِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرِثِ. وَلَمْ يَذْكُرُوافِيْـهِ "عَنْ عُبَيْـدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ" وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيْـهِ "دَعْـهَا عَنْكَ "

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ . وَغَيْـرِهِمْ. اَجَازُوْا شَهَادَةَ الْـمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِى الرَّضَاعِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَجُوْزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِى الرَّضَاعِ وَيُؤْخَذُ يَمِيْنُهَا . وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَتَجُوْزُ شَهَادَةُ الْـمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ حَتَّى يَكُوْنَ أَكْـثَرَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْـعًا يَقُوْلُ لاَتَجُوْزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِى الْحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِى الْوَرَعِ .

১১৫২. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......উকবা ইবনুল হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জনৈকা মাহিলাকে বিয়ে করি তখন এক কালো মহিলা এসে বলল, আমি তোমাদের উভয়কেই দুগ্ধপান করিয়েছি। অনন্তর আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের মেয়ে অমুককে বিয়ে করেছি। এখন এক কাল মহিলা এসে বলছে, আমি তোমাদের উভয়কে দুগ্ধ পান করিয়েছি। অথচ সে মিথ্যাবাদী।

উকবা বলেন, নবী ﷺ আমার দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। তখন আমি আবার তাঁর চেহারার সামনা–সামনি হয়ে বললাম, নিশ্চয় এই মহিলাটি মিথ্যাবাদী।তিনি বললেন, কেমন করে তুমি এই মেয়ে নিয়ে ঘর করবে অথচ এই মহিলাটি বলছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুগ্ধ পান করিয়েছে। তোমার বন্ধন থেকে এই মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উকবা ইব্ন হারিছ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

একাধিক রাবী এটিকে ইব্ন আবী মুলায়কা – উকবা ইবনুল হারিছ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁরা রাবী উবায়দ ইব্ন আবী মারয়াম–এর কথা এবং '–একে তোমার বন্ধন থেকে ছেড়ে দাও' – কথাটির উল্লেখ করেন নি। নবী ﷺ –এর আলিম সাহাবীদের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা রাযাআত বা দুগ্ধপানের ব্যাপারে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ অনুমোদন দিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, দুধ পান প্রমানের জন্য একজন মহিলার সাক্ষ্যই গ্রহণ করা যায় এবং এর সঙ্গে তার কসমও নেয়া হবে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, একাধিক সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত দুধ পান প্রমানের জন্য একজন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। এ হলো শাফিঈ [ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)]–এর অভিমত।

জারূদ বলেন, আমি ওয়াকী' (র.)–কে বলতে শুনেছি, বিধানমতে একজন মহিলার সাক্ষ্যে দুগ্ধ পান প্রমাণিত হয় না বটে কিন্তু তাকওয়া–এর খাতিরে (এই অবস্থায়ও) স্বামী–স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

بَابُ مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ اَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَتُحَرِّمُ إِلاَّ فِى الصِّغَرِ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই বছর কম বয়সের শিশু অবস্থায় দুগ্ধপান ছাড়া তাতে কেউ হারাম হয় না।

١١٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ(وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ . وَهِىَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَافتَقَ الْأَمْعَاءَ فِى الثَّدْىِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَتُحَرِّمُ إِلاَّ مَاكَانَ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ . وَمَاكَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا .

১১৫৩. কুতায়বা (র.)......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শিশুর দুধ ছাড়ানোর বয়সের পূর্বে স্তনের যে দুধ খাদ্যনালীকে ভেদ করে দুগ্ধপানের মাধ্যমে তা ছাড়া অন্য কিছু বিয়ে হারাম করে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে অধিকাংশ আলিমের এবং অন্যান্যদের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, দুই বছরের কম বয়সে যে দুগ্ধপান হয়, তাছাড়া অন্য কিছু বিয়ে হারাম করেনা। পূর্ণ দুই বছরের পর কোন শিশু কারো দুধ পান করলে তাতে (বিয়ে) হারাম হয় না। রাবী ফাতিমা বিন্‌ত মুনযির ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওওয়াম হলেন হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র.)-এর স্ত্রী।

بَابُ مَاجَاءَ مَايُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ যদ্বারা দুগ্ধপানের হক মিটানো যায়।

١١٥٤. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَايُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَايُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ يَقُوْلُ إِنَّمَا يَعْنِى بِهِ ذِمَامَ الرَّضَاعَةِ وَحَقَّهَا. يَقُوْلُ إِذَاأَعْطَيْتَ الْمُرْضِعَةَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَقَدْ قَضَيْتَ ذِمَامَهَا. وَيُرْوَى عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ النَّبِىُّ ﷺ رِدَاءَهُ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَيْهِ . فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيْلَ هِىَ كَانَتْ أَرْضَعَتِ النَّبِىَّ ﷺ هٰكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ، وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَحَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ . وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى هٰؤُلَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ . وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يُكْنَى أَبَا الْمُنْذِرِ . وَقَدْ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنَ عُمَرَ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ . هِىَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

১১৫৪. কুতায়বা (র.)......হাজ্জাজ আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার থেকে দুগ্ধপানের হক কিভাবে মিটানো যায় ? তিনি বললেন, (দুধমাকে) গুররা তথা একটি দাস বা দাসী প্রদান করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান ও হাতিম ইব্ন ইসমাঈল প্রমুখ (র.) এই হাদীছটিকে হিশাম ইব্ন উরওয়া – তাঁর পিতা উরওয়া – হাজ্জাজ ইব্ন হাজ্জাজ – তাঁর পিতা হাজ্জাজ – নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না – হিশাম ইব্ন উরওয়া – তার পিতা উরওয়া – হাজ্জাজ ইব্ন আবূ হাজ্জাজ – তাঁর পিতা আবূ হাজ্জাজ – নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইব্ন উয়ায়না (র.) বর্ণিত এই রিওয়ায়াতটি মাহফূজ বা বিশুদ্ধ নয়। তারা হিশাম ইব্ন উরওয়া – তার পিতা উরওয়া (র.) সূত্রে যে রিওয়ায়াত করেছেন তাই সাহীহ্।

হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.)-এর কুনিয়াত বা উপনাম আবুল মুনযির। তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-কে পেয়েছেন। مَايُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ বাক্যটির مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ অর্থ হলো রাযাআত বা দুগ্ধপানের হক। তুমি যদি দুধ মাকে একটি দাস বা দাসী দাও তবে তুমি তার হক আদায় করলে।

আবূ তুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে বসা ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা আসলেন। নবী ﷺ তার জন্য স্বীয় চাদরখানি বিছিয়ে দিলেন, ঐ মহিলা তাতে বসলেন। তিনি চলে গেলে বলা হল, এই মহিলা-ই নবী ﷺ -কে দুধ পান করিয়েছিলেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَرْأَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী থাকা অবস্থায় যদি কোন ক্রীতদাসী আযাদ হয়।

١١٥٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا. فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا .

১১৫৫. আলী ইব্ন হুজর (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা-এর স্বামী ছিল দাস। সুতরাং (বারীরা স্বাধীন হওয়ার পর) নবী ﷺ তাকে নিজের ব্যাপারে (স্বামীর ঘর করবে কিনা) ইখতিয়ার দিলেন, এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। তার স্বামী যদি স্বাধীন পুরুষ হতেন তবে আর তাকে (বারীরাকে) ইখতিয়ার দেওয়া হতনা।

١١٥٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . هٰكَذَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا . وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ زَوْجَ بَرِيْرَةَ وَكَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ .
وَهٰكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالُوْا إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَأُعْتِقَتْ ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا . وَإِنَّمَا يَكُوْنُ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .وَرَوَى أَبُوْ عَوَانَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيْرَةَ . قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১১৫৬. হান্নাদ (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল স্বাধীন পুরুষ। অনন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

হিশাম – তার পিতা –আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী দাস ছিলেন। ইকরিমা (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারীরার স্বামীকে দেখেছি। তিনি ছিলেন দাস। তাঁকে ডাকা হত মুগীছ বলে। ইব্ন উমার (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, স্বাধীন পুরুষের অধীনস্থ কোন দাসীকে যদি আযাদ করে দেওয়া হয় তবে তার ইখতিয়ার থাকবে না।[১] তার স্বাধীন হওয়ার সময় যদি স্বামী দাস হয় তবে তার ইখতিয়ার হবে।এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

---

১. বিবাহিত দাসী যদি আযাদ হয়ে যায় তবে এই স্বামীর নিকট সে থাকবে কিনা এতদ্বিষয়ে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। একে ফিকহ্–এর পরিভাষায় "খিয়ারুল ইতক" বলা হয়।

একাধিক রাবী আ'মাশ – ইবরাহীম – আসওয়াদ – আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা.) বলেছেন, বারীরার স্বামী ছিল আযাদ। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। আবূ আওয়ানা (র.) এই বারীরা সংক্রান্ত হাদীছটিকে আ'মাশ – ইবরাহীম –আসওয়াদ – আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এতে আছে আসওয়াদ বলেন, বারীরার স্বামী ছিল আযাদ। কতক তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিম এই হাদীছটির মর্মানুসারে আমল করেছেন। এ হলো ইমাম সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)–এরও এ মত]।

١١٥٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِى الْمُغِيْرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيْرَةُ وَاللّٰهِ ! لَكَأَنِّى بِهِ فِى طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَنَوَاحِيْهَا وَإِنَّ دُمُوْعَهُ لَتَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَسَعِيْدُ بْنُ أَبِى عَرُوْبَةَ هُوَ سَعِيْدُ بْنُ مَهْرَانَ وَيُكْنَى أَبَا النَّضْرِ .

১১৫৭. হান্নাদ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন বারীরাকে আযাদ করা হয় তখন তার স্বামী ছিলেন বানূ মুগীরার কাল এক দাস। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যেন তাঁকে মদীনা ও এর আশেপাশের পথে পথে ঘুরতে দেখছি। তাঁর অশ্রু তাঁর দাড়ী বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বারীরাকে রাযী করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন যেন বারীরা তাকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু বারীরা তা করেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ।

রাবী সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা হলেন সাঈদ ইব্‌ন মাহরান। তার কুনিয়াত বা উপনাম হলো আবুন–নাযর।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান হলো শয্যার অধিকারীর।[১]

١١٥٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

১. অর্থাৎ সন্তান শয্যার অধিকারী স্বামীর।

الْحَجَرُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَأَبِى أُمَامَةَ وَعَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ . وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ .

১১৫৮. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সন্তান হলো শয্যাধিকারীর। আর ব্যাভিচারীর জন্য হলো পাথর।[১]

এই বিষয়ে উমার, উছমান, আয়েশা, আবূ উমামা, আমর ইব্ন খারিজা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, বারা ইব্ন আযিব এবং যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। নবী ﷺ-এর আলিম সাহাবীগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। ইমাম যুহরী (র.) এই হাদীছটিকে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ও আবূ সালামা - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ এমন মহিলাকে দেখলে যে তার কাছে আকর্ষণীয় বোধ হয়।

١١٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ . وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِى صُوْرَةِ شَيْطَانٍ . فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِى مَعَهَا . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ هُوَ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ .

---

১. ব্যভিচারীর নসব ছাবিত হয় না।

১১৫৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার এক মহিলাকে দেখে ফেলেন। তারপর তিনি (তাঁর স্ত্রী) যায়নাবের কাছে যান এবং মনোবাসনা পূর্ণ করে বেরিয়ে আসেন। পরে বললেন, মহিলারা যখন সামনে আসে তখন শয়তানের সূরতে আসে।[১] তোমাদের কেউ যদি কোন মহিলাকে দেখে ফেলে আর তাকে পছন্দনীয় মনে হয় তবে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে আসে। কেননা স্ত্রীরও তা আছে যা এ মহিলার আছে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ–গারীব।

রাবী হিশাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ছিলেন দাস্তওয়া নির্মিত কাপড় ব্যবসায়ী। তার পূর্ণ নাম হলো হিশাম সান্‌বার।

بَابُ مَاجَاءَ فِى حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক।

١١٦٠. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لاِحَدٍ ، لاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ أَبِى أَوْفَى وَطَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ .

১১৬০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমি যদি করো প্রতি সিজদা করতে কাউকে নির্দেশ দিতাম তবে অবশ্যই স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম।

এই বিষয়ে মুআয ইব্‌ন জাবাল, সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'জু'শুম, আয়েশা, ইব্‌ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী আওফা, তালক ইব্‌ন আলী, উম্মু সালামা, আনাস, ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে শয়তান প্রলুব্ধ করে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১৬৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনদের মাঝে ঈমানে সেই পরিপূর্ণ, তাদের মাঝে যার চরিত্র সুন্দরতম। তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।

এই বিষয়ে আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

١١٦٤. **حَدَّثَنَا** الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ . فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ . لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً . أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا. وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ "عَوَانٌ عِنْدَكُمْ" يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيْكُمْ .

১১৬৪. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.).......সুলায়মান ইব্ন আমর ইবনুল আহওয়াস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, বিদায় হজ্জে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর হামদ ও ছানা করে নসীহত করলেন। রাবী বলেন, আমার পিতা এরপর হাদীছটিতে একটি কিচ্ছা বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন, শোন, তোমরা স্ত্রীদের কল্যাণের ওয়াসীয়ত গ্রহণ কর। তারা তো তোমাদের কাছে বন্দী। তা ছাড়া আর কোন বিষয়ে তোমরা তাদের মালিক নও। কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তবে ভিন্ন কথা। তারা যদি তা করে তবে তাদের শয্যায় তাদের আলাদা রাখবে, মৃদু প্রহার করবে, কঠোরভাবে নয়। তারপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তবে আর তাদের বিরুদ্ধে উত্যক্ত করার জন্য পথের খোঁজ করবে না। সাবধান, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক রয়েছে আর তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর হক রয়েছে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক হলো, যাদের তোমরা অপসন্দ কর, তাদের তোমাদের ঘরে স্থান দিবে না অথবা যাদের তোমরা অপসন্দ কর, তাদের গৃহে অনুমতি দিবে না। শোন, তোমাদের উপর স্ত্রীদের হক হলো, তাদের খোর পোষের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

عوان عندكم - অর্থ হলো এরা তোমাদের কাছে বন্দী।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে স্ত্রী গমন হারাম।

١١٦٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! الرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ فِي الْفَلاَةِ فَتَكُوْنُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ وَيَكُوْنُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ . وَلاَ تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ لاَ أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ الْوَاحِدِ. وَلاَ أَعْرِفُ

هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ حَدِيْثِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ السُّحَيْمِىِّ . وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هٰذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ .

১১৬৫. আহমাদ ইব্ন মানী' ও হান্নাদ (র.).....আলী ইব্ন তালক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের কেউ কেউ তো মাঠে-ময়দানে অবস্থান করে। কারো কারো তখন পশ্চাৎদ্বার দিয়ে কিছু বায়ূ নিঃস্বরণ হয়। অথচ পানিও সেখানে খুবই কম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো যদি বায়ূ নিঃসরণ হয় তবে সে যেন উযূ করে নেয়। আর তোমরা পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রী গমন করবে না। আল্লাহ তো হক কথায় লজ্জাবোধ করেন না।

এই বিষয়ে উমার, খুযায়মা ইব্ন ছাবিত, ইব্ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী ইব্ন তালক (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। মুহাম্মদ বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই একটি হাদীছ ভিন্ন আলী ইব্ন তালকের বরাতে নবী ﷺ থেকে আর কোন হাদীছ বর্ণিত আছে বলে আমরা জানিনা। আর এটি তালক ইব্ন আলী সুহায়মী (রা.)-এর হাদীছ বলেও আমাদের জানা নেই।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এতে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (র.) তাঁকে সাহাবীদের অপর কোন জন বলে মনে করেছেন।

١١٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِى الدُّبُرِ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَرَوَى وَكِيْعٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১১৬৬. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সমগামী হয় বা পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন করে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টিপাত করবেন না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। ইমাম ওয়াকী' (র.)ও এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

١١٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَسَا

أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ . وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَعْجَازِهِنَّ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَعَلِىٌّ هٰذَا هُوَ عَلِىُّ بْنُ طَلْقَ .

১১৬৭. কুতায়বা (র.) প্রমুখ ওয়াকী' (র.) সূত্রে ......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো বায়ূ নিঃসরণ হলে সে যেন উযূ করে নেয় আর তোমরা পশ্চাৎদ্বার দিয়ে স্ত্রীগমন করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই আলী (রা.) হলেন আলী ইব্‌ন তালক (রা.)।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الزِّيْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাজ–সজ্জা করে মহিলাদের বাইরে যাওয়া হারাম।

١١٦٨. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ (وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِىِّ ﷺ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِى الزِّيْنَةِ فِى غَيْرِ أَهْلِهَا ، كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَنُوْرَلَهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ . وَمُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ . وَهُوَ صَدُوْقٌ . وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

১১৬৮. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.)......নবী ﷺ –এর খাদিমা মায়মূনা বিনত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে নারী তার পরিবারের লোকদের বাইরে সুসজ্জিতা হয়ে ঠাঠ–ঠমকে চলে, তার উদাহরণ হলো কিয়ামত দিবসের আঁধারের মত। সে দিন তার জন্য কোন আলো থাকবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মূসা ইব্‌ন উবায়দা (র.)–এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আর মূসা ইব্‌ন উবায়দা তাঁর স্মরণ শক্তির (দুর্বলতার) কারণে হাদীছের ক্ষেত্রে যঈফ, যদিও তিনি খুবই সত্যবাদী। ইমাম শু'বা ও ছাওরী (র.)ও তাঁর বরাতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছটি কেউ কেউ মূসা ইব্‌ন উবায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তা মারফূ'রূপে করেন নি।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغَيْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ।

١١٦٩. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ أَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَاحَرَّمَ عَلَيْهِ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَكِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ . وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ هُوَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِى عُثْمَانَ . وَأَبُوْ عُثْمَانَ إِسْمُهُ مَيْسَرَةُ . وَالْحَجَّاجُ يُكْنَى أَبَا الصَّلْتِ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ . حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمَدِيْنِىِّ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ فَقَالَ ثِقَةٌ فَطِنٌ كَيِّسٌ .

১১৬৯. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা গায়রত সম্পন্ন আর মুমিনও গায়রাত সম্পন্ন।[১] মুমিন যখন কোন হারাম কাজে লিপ্ত হয় তখন হয় আল্লাহর গায়রত। এই বিষয়ে আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব।

ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাছীর - আবূ সালামা - উরওয়া - আসমা বিনত আবী বাকর (রা.) - নবী ﷺ সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। উভয় রিওয়ায়াতই সাহীহ।

রাবী হাজ্জাজ সাওওয়াফ হলেন হাজ্জাজ ইব্ন আবূ উছমান। আবূ উছমানের নাম হলো মায়সারা, হাজ্জাজের কুনিয়াত বা উপনাম হলো আবুস-সালত। ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান তাঁকে 'ছিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য রাবী বলেছেন।

---

১. আত্মমর্যাদায় আঘাত হলে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে গায়রত বলে।

আবূ বাকর আত্তার (র.) আলী ইব্ন আবদিল্লাহ মাদানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজ্জাজ সাওওয়াফ সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান (র.)–কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, হাজ্জাজ সাওওয়াফ বুদ্ধিমান ও সতর্ক।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের একা একা সফর করা অপছন্দনীয়।

١١٧٠. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا ، يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا . إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْ هَا أَوْ اَخُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَتُسَافِرُ الْمَرأَةُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. يَكْرَهُوْنَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوْسِرَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ هَلْ تَحُجُّ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ لاَنَّ الْمَحْرَمَ مِنَ السَّبِيْلِ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ " مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً " فَقَالُوْا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ فَلاَ تَسْتَطِيْعُ إِلَيْهِ سَبِيْلاً . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الطَّرِيْقُ آمِنًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

১১৭০. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......আবূ সাঈদ(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ. বলেছেন, যে নারী আল্লাহ এবং শেষ দিনে ঈমান রাখে তার জন্য পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র বা যাকে বিয়ে করা হারাম এমন ব্যক্তির সঙ্গে ছাড়া তিন দিন বা ততোধিক দিনের সফর করা বিধেয় নয়।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, মুহাররাম (যার সঙ্গে বিবাহ হারাম) ছাড়া কারো সঙ্গে কোন মহিলা একদিন একরাত সফর করবে না। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা মুহাররাম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া মহিলাদের সফর না জায়িয মনে করেন। কোন মহিলা যদি সম্পদশালিনী হন আর তার কোন মুহাররাম পুরুষ আত্মীয় না থাকে তবে তার হজ্জ করতে হবে কি-না এই বিষয়ে আলিমদের মতভেদ রয়েছে।

কোন কোন আলিম বলেন, তার উপর হজ্জ ফরয নয়। 'মুহাররাম' পাওয়াও কুরআনে উল্লেখিত 'পথের সামর্থ্য' পাওয়ার শামিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, (হজ্জ তার উপর ফরয) যে পথের সামর্থ্য রাখে। সুতরাং যদি মুহাররাম সঙ্গী না পায় তবে তার পথের সামর্থ্যও হলো না। এ হলো, ইমাম সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও এ মত।]

কতক আলিম বলেন, পথ যদি নিরাপদ হয় তবে ঐ মহিলা অন্যান্য লোকদের সাথে হজ্জ করতে বের হবে। এ হলো, ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

١١٧١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১৭১.হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'মুহাররাম' ছাড়া কোন স্ত্রীলোক যেন একদিন একরাত পরিমান সফর না করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রীর কাছে যাওয়া নিষেধ।

١١٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ لِدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِمَارُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثُهَا الشَّيْطَانَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ "الْحَمْوُ" يُقَالُ هُوَ أَخُوْ الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا .

১১৭২. কুতায়বা (র.)........উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা স্ত্রীলোকদের কাছে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকবে। তখন জনৈক আনসার বললেন, দেবর সম্পর্কে কি মনে করেন ? তিনি বললেন, দেবর তো মওত।[১]

এই বিষয়ে উমার, জাবির, আমর ইবনুল আস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

স্ত্রীলোকদের কছে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ এই হাদীছের অনুরূপ যে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ যখন কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করে তখন এদের সঙ্গে অবশ্যই তৃতীয় জন থাকে শয়তান।

الحمو অর্থ স্বামীর ভাই, দেবর। এই বাক্যটির মাধ্যমে নবী ﷺ দেবরের সঙ্গেও একাকী হতে নিষেধ করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١١٧٣. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ . قُلْنَا وَمِنْكَ ؟ قَالَ وَمِنِّى ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ .

---

১. মৃত্যুকে যেমন ভয় করা হয় দেবরের সম্পর্ককেও তেমনি ভয় পাওয়া উচিত।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِى مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ . وَسَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ خَشْرَمٍ ، يَقُوْلُ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِى تَفْسِيْرِ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ " وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ " يَعْنِى أَسْلَمُ أَنَا مِنْهُ . قَالَ سُفْيَانُ وَالشَّيْطَانُ لاَيُسْلِمُ . وَلاَ تَلِجُوْا عَلَى الْمَغِيْبَاتِ وَالْمُغِيْبَةُ اَلْمَرْأَةُ الَّتِى يَكُوْنُ زَوْجُهَا غَائِبًا . وَالْمُغِيْبَاتُ جَمَاعَةُ الْمُغِيْبَةِ .

১১৭৩. নাসর ইব্ন আলী (র.)......জবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, স্বামী অনুপস্থিত স্ত্রীর কাছে তোমরা প্রবেশ করোনা। কেননা, শয়তান তোমাদের রক্ত স্রোতে চলমান রয়েছে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও ? তিনি বললেন, আমার মাঝেও। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে সে অনুগত হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বললেন, এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি গারীব।

কেউ কেউ এই হাদীছটির রাবী মুজালিদ ইবন সাঈদের স্মরণ শক্তির সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আলী ইবন খাশরাম (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না (র.) নবী ﷺ -এর বাণী وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তবে আল্লাহ আমাকে শয়তানের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন ফলে আমি তার থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছি। সুফইয়ান (র) বলেনঃ কেননা, শয়তান তো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনা। (সুতরাং শব্দটি فَأَسْلَمَ সে ইসলাম গ্রহণ করেছে -এর স্থলে فَأَسْلَمُ হবে অর্থাৎ আমি নিরাপত্তা লাভ করেছি।

لاَتَلِجُو عَلَى الْمُغِيبَةِ যে নারীর স্বামী অনুপস্থিত। المغيبات হল مغيبة এর বহুবচন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١١٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, নারী হল গোপন যোগ্য। সে যখন বাইরে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান সাহীহ-গারীব।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١١٧٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتُؤْذِى امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لاَتُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُّفَارِقَكِ إِلَيْنَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَرِوَايَةُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عَيَاشٍ عَنِ الشَّامِيِّيْنَ أَصْلَحُ . وَلَهُ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ مَنَاكِيْرُ .

১১৭৫. হাসান ইব্ন আরাফা (র.)....মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন নারী দুনিয়ায় তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখন জান্নাতের আয়তলোচনা হুরগণ (এই নারীকে লক্ষ্য করে) বলে, আল্লাহ তোমার ধ্বংস করুন, তুমি তাঁকে কষ্ট দিওনা। ইনি তো তোমার কাছে অতিথি। অচিরেই তিনি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

এই সূত্র ছাড়া হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। শামবাসী হাদীছবিদগণের বরাতে রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে ইসমাইল ইব্ন আয়্যাশের রিওয়ায়াত অধিকতর সঠিক হয় কিন্তু হিজায ও ইরাকবাসী মুহাদ্দিছগণের বরাতে তার বহু মুনকার রিওয়ায়াত রয়েছে।

كِتَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ

অধ্যায় ঃ তালাক ও লিআন

كِتَابُ الطَّلاَقِ وَاللِّعَانِ

অধ্যায় ঃ তালাক ও লিআন

بَابُ مَاجَاءَ فِى طَلاَقِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহ অনুযায়ী তালাক।

١١٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا .
قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟

১১৭৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).......ইউনুস ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কেউ যদি হায়য অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় সেই সম্পর্কে ইব্‌ন উমার (রা.)-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার কে চেন ? সে তার স্ত্রীকে হায়যপ্রাপ্ত অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তখন উমার (রা.) নবী ﷺ -কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে উক্ত স্ত্রীর সঙ্গে রাজ'আত [১] করার নির্দেশ দেন

ইউনুস ইব্‌ন জুবায়র বলেন, আমি বললাম, সে তালাকটিকে গণনা করা হবে কি ? তিনি বললেনঃ থাম। তুমি কি মনে কর কোন ব্যক্তি যদি অক্ষম হয়ে পড়ে বা বোকামী করে (তবে কি তার তালাক বাতিল হয়ে যাবে) ?

١١٧٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

---

১. স্ত্রীর সহিত পুনঃ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন।

مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ . فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْحَامِلاً .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَكَذٰلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ طَلاَقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَهِيَ طَاهِرٌ، فَإِنَّهُ يَكُوْنُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَتَكُوْنُ ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحٰقَ . وَقَالُوْا "فِي طَلاَقِ الْحَامِلِ" يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً .

১১৭৭. হান্নাদ (র.).......সালিম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমার (রা.) এই সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তাকে স্ত্রীর সঙ্গে রুজ'আত করার নির্দেশ দাও। এরপর যেন সে তার স্ত্রীকে পাক অবস্থায় বা গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে ইউনুস ইব্‌ন জুবায়র বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ইব্‌ন উমার থেকে সালিম (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটিও তদ্রূপ। ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ-এর এই হাদীছটি একাধিক সনদে বর্ণিত আছে। সাহাবী ও অন্যান্য আলিমদের মধ্যে এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে যে, সুন্নাত তালাক হল সঙ্গম ব্যতীত পবিত্রতার কালে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। কেউ কেউ বলেন, তহুর অবস্থায় যদি কেউ তিন তালাক দিয়ে দেয় তবুও তা সুন্নত তালাক হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, একত্রে তিন তালাক সুন্নাত তালাক হবে না, যদি না তা এক এক করে (তিন তহুরে) দেওয়া হয়। এ হলো ইমাম ছাওরী ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। গর্ভাবস্থায় তালাক

দেওয়া সম্পর্কে আলিমগণ বলেন যে, স্বামী (প্রয়োজনে) যখন ইচ্ছা তাকে তালাক দিতে পারে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কোন কোন আলিম বলেন, গর্ভাবস্থায় প্রতি মাসে একটি করে তালাক দিবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি স্ত্রীকে "আলবাত্তা" (অকাট্য) শব্দে তালাক দেয়।

١١٧٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ ! إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِى الْبَتَّةَ . فَقَالَ مَاأَرَدْتَ بِهَا ؟ قُلْتُ وَاحِدَةً . قَالَ وَاللّٰهِ ؟ قُلْتُ وَاللّٰهِ قَالَ فَهُوَ مَاأَرَدْتَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ . وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِى طَلاَقِ الْبَتَّةَ فَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً . وَرُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاَثًا . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ وَاحِدَةً . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (فِى الْبَتَّةِ) إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِىَ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ . وَقَالَ الشَّافِعِىُّ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ . وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ . وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ .

১১৭৮. হান্নাদ (র.)...... রুকানা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আমার স্ত্রীকে "আল-বাত্তা" শব্দে তালাক দিয়েছি।[১]

১. আলবাত্তা (البتة) অর্থে ছিন্ন করা, কেটে ফেলা।

তিনি বললেনঃ এতে তুমি কয় তালাকের নিয়্যত করেছ?

আমি বললামঃ এক তালাকের।

তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম?

আমি বললামঃ আল্লাহর কসম।

তিনি বললেনঃ তবে তুমি যা নিয়্যত করেছ তাই।

এই হাদীছটি এই সূত্র ছাড়া আমরা অবহিত নই। সাহাবী ও অপরাপর আলিমদের মধ্যে আলবাত্তা শব্দে তালাক সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আলবাত্তা তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এটিকে তিন তালাক বলে গণ্য করেছেন।

কোন কোন আলিম বলেন, এতে স্বামীর নিয়্যত গ্রহণীয়। সে যদি একের নিয়্যত করে তবে এক হবে আর তিনের নিয়্যত করলে তিন হবে। কিন্তু দুইয়ের নিয়্যত করলে একই হবে। এ হলো ইমাম ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) বলেনঃ যে স্ত্রীকে 'আলবাত্তা' শব্দে তালাক দেওয়া হয়েছে তার সাথে সঙ্গম হয়ে থাকলে তা তিন তালাক বলে গণ্য হবে। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যদি সে এক তালাকের নিয়্যত করে তবে এক তালাক রাজঈ হবে এবং সে আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।আর দুই তালাকের নিয়্যত করলে দুই-ই হবে এবং তিনের নিয়্যত করলে তিন-ই হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى " أَمْرُكِ بِيَدِكِ "

অনুচ্ছেদ ঃ 'তোমার ব্যাপার তোমার হাতে' বলা প্রসঙ্গে।

١١٧٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِى " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " إِنَّهَا ثَلاَثٌ إِلاَّ الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ لاَ إِلاَّ الْحَسَنَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَاحَدَّثَنِى قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِى سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ . قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَولَى بَنِى سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِىَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ

حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهٰذَا وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَوْقُوْفٌ . وَلَمْ يُعْرَفْ حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا . وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا صَاحِبَ حَدِيْثٍ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ هِىَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْقَضَاءُ مَاقَضَتْ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ وَقَالَ لَمْ أَجْعَل أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلاَّ فِى وَاحِدَةٍ ، اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِيْنِهِ .

وَذَهَبَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ . وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ الْقَضَاءُ مَاقَضَتْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ . وَأَمَّا إِسْحٰقُ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .

১১৭৯. আলী ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন আলী (র.).....হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়্যুব (র.)–কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি হাসান ব্যতীত অন্য কাউকে জানেন যে, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" বললে তা তিন তালাক বলে তিনি গন্য করেছেন ? তিনি বললেন, না। কেবল হাসানই (এমত পোষণ করেন)। আল্লাহ ক্ষমা করুন, কাতাদা (র.) আমাকে বানূ সামুরার আযাদকৃত দাস কাছীর – আবূ সালামা – আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, এটি তিন তালাক বলে গণ্য হবে। আয়্যুব বলেন, পরে আমি ইবন সামূরার আযাদকৃত দাস কাছীরের সঙ্গে সাক্ষাত করি এং এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি।কিন্তু তিনি এটি চিনতে পারেন নি। অনন্তর কাতাদার কাছে এসে এই সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলে তিনি বললেন, কাছীর এটি ভুলে গেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব।

সুলায়মান ইব্ন হারব – হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা তা অবহিত হইনি। আমি মুহাম্মাদ (আল-বুখারী) (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, সুলায়মান ইব্ন হারব এটিকে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এটি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মওকূফ হিসেবে বর্ণিত আছে। তিনি এটিকে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মারফূ হিসেবে জানেন না। রাবী আলী ইব্ন নাসর ছিলেন, হাদীছ বিশারদ এবং হাফিজুল হাদীছ।

"তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" – স্ত্রীকে এই কথা বললে কি হবে এতদ্বিষয়ে নবী ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে।[১] উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) সহ কতক সাহাবী বলেন, এতে এক তালাক গণ্য হবে। এ হলো তাবিঈন ও পরবর্তী যুগের অন্যান্য আলিমদের অভিমত। উছমান ইব্ন আফ্ফান ও যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) বলেন, স্ত্রী যা নিয়্যত করবে তার উপর ফায়সালা হবে

ইব্ন উমার (রা.) বলেছেন যদি কেউ তার স্ত্রীকে তার ব্যাপার তার হাতেই ন্যস্ত করে দেয় এমতাবস্থায় সে নিজেকে তিন তালাক দিয়ে দেয় এবং স্বামী যদি তা স্বীকার না করে বরং বলে আমি তার হাতে মাত্র এক তালাকের অধিকার ন্যাস্ত করেছিলাম তবে স্বামীর নিকট থেকে কসম লওয়া হবে। এই বিষয়ে কসম সহ স্বামীর কথাই গ্রহণীয় হবে।

ইমাম সুফইয়ান ও কূফাবাসী ফকীহগণ এই বিষয়ে উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর মতামত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) বলেন, স্ত্রী যা করবে তার উপরই ফয়সালা হবে। ইমাম আহমাদ (র.)-এরও এ অভিমত। আর ইমাম ইসহাক (র.) ইব্ন উমার (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخِيَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইখতিয়ার দান প্রসঙ্গে।

١١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ . أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحٰى ، عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ .

---

১. এই বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই যে, এই কথা বলার পর স্ত্রী যদি স্বামীকেই গ্রহণ করে তবে কেবল এই কথা বলায়-ই তালাক হবে না।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْخِيَارِ فَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُمَا قَالاَ اِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَرُوِىَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاَ أَيْضًا وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَاِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَىْءَ . وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَاِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ . وَاِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاَثٌ . وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِى هٰذَا الْبَابِ اِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ . وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، فَذَهَبَ اِلَى قَوْلِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১১৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। অনন্তর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেই গ্রহণ করলাম। এতে কি তালাক হয়ে গেল ?

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদানের বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উমার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি (স্বামীকে গ্রহণ না করে) নিজকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক বাইন প্রযোজ্য হবে। তাঁদের থেকে এ–ও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছেন, এমতাবস্থায় এক তালাক হবে। স্বামীর রাজ'আতের অধিকার থাকবে। আর যদি স্বামীকে গ্রহণ করে তবে কিছুই আরোপিত হবে না।

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি নিজেকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক বাইন হবে আর যদি স্বামীকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক হবে কিন্তু (ইদ্দতের মাঝে) রাজ'আত করার অধিকার স্বামীর থাকবে।

যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বলেছেন, যদি স্ত্রী স্বামীকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক আর যদি নিজেকে গ্রহন করে তবে তিন তালাক আরোপিত হবে।

অধিকাংশ ফকীহ্ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই বিষয়ে উমার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ

(রা.)–এর বক্তব্যানুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) এই বিষয়ে আলী (রা.)–এর মত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَسُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী (স্বামীর পক্ষ থেকে) বাসস্থান পাবে না খোরপোষও পাবে না।

١١٨١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. لاَسُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفْقَةَ . قَالَ مُغِيْرَةُ فَذَكَرْتُهُ لاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لاَنَدَعُ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّــةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لاَنَدْرِى أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ . وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ وَإِسْمَعِيْلُ وَمُجَالِدٌ . قَالَ هُشَيْمٌ وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أَيْضًا عَنِ الشَّعْــبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ فِى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ فَلَمْ يَجْعَل لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سُكْنَى وَلاَنَفْقَةَ. وَفِى حَدِيْثِ دَاوُدَ قَالَتْ وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَّ فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْــسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ وَالشَّعْبِىُّ . وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَاسْحٰقُ وَقَالُوْا لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى وَلاَنَفَقَةَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللّٰهِ انَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهَا السُّكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا . وَهُوَ قَوْلُ

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى بِكِتَابِ اللّٰهِ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ . قَالُوْا هُوَ الْبَذَاءُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُوْ عَلَى أَهْلِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلاَنَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فِي قِصَّةِ حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ .

১১৮১. হান্নাদ (র.)......শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কায়স (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমাকে আমার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ . আমাকে বলেছিলেন, তোমার জন্য বসবাসের ঘরও নেই এবং খোরপোষও নেই।

রাবী মুগীরা বলেন, আমি ইবরাহীমের নিকট এই রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, এই বিষয়ে উমার (রা.) বলেছেন, একজন মহিলার কথায় এই ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর কিতাব ও নবীজীর সুন্নাহ পরিত্যাগ করতে পারি না। জানিনা এই মহিলা যথাযথভাবে স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভুলে গিয়েছে। উমার (রা.) এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ সাব্যস্ত করেছেন।

আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).......শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়স (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর বিষয়ে নবী ﷺ কি ফায়সালা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, তাঁর স্বামী তাঁকে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দিলে তিনি (ইদ্দতকালে) বাসস্থান ও খোরপোষ প্রদানের জন্য দাবী জানান। কিন্তু নবী ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের ফায়সালা দেননি।

আবূ দাউদ (র.)-এর বর্ণনায় আছে যে, ফাতিমা (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে ইব্ন উম্মি মাকতূমের গৃহে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

হাসান বাসরী, আতা ইব্ন আবূ রাবাহ, শা'বী (র.) সহ কতক আলিম এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও অভিমত তা-ই। তাঁরা বলেন স্বামী যদি তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার মালিক না থাকেন তবে এই ধরণের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী (স্বামীর পক্ষ থেকে ইদ্দতকালে) বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে না।

উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা.) সহ কতক ফকীহ সাহাবী বলেন, তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী (ইদ্দতকালে) বাসস্থান ও খোরপোষ পাবে। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা,] সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

কতক আলিম বলেন, সে (ইদ্দতকালে) বাসস্থান পাবে কিন্তু খোরপোষ পাবে না।

এ হলো ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, লায়ছ ইব্ন সা'দ ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

তাদের ঘর থেকে বের করে দিবেনা এবং তারাও বের হবেনা। যে পর্যন্ত না সুস্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় তারা লিপ্ত হয়। [সূরা তালাক ৬৫ ঃ ১]

-এই আয়াতের কারণে আমরা এই ধরনের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের জন্য বাসস্থানের অধিকারের অভিমত প্রদান করি। আলিমগণ বলেন, এখানে فاحشة (অশ্লীলতা)-এর অর্থ হলো অশ্লীল কথাবার্তা অর্থাৎ সে তার পরিবারের লোকদের সাথে গালিগালাজ করে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে ফাতিমা বিনত কায়স (রা.)-কে নবী ﷺ কর্তৃক বাসস্থানের সুযোগ না দেওয়ার কারণ হলো ফাতিমা পরিবারের লোকদের সঙ্গে কটূভাষী ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কিন্তু এই (তিন তালাকপ্রাপ্তা) মহিলার জন্য (ইদ্দতকালে) খোরপোষের বিধান না দেওয়ার কারণ হলো ফাতিমা বিনত কায়স (রা.)-এর ঘটনা সম্পর্কিত এ হাদীছটি।

بَابُ مَاجَاءَ لاَطَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক নেই।

١١٨٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ . عَنْ عَمْروبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنَذْرَ لاِبْنِ أٰدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَيَمْلِكُ وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْروحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ اَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِىَ فِى هٰذَا الْبَابِ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَرُوِىَ ذٰلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ

وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي "الْمَنْصُوْبَةِ" إِنَّهَا تَطْلُقُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوْا إِذَا وَقَّتَ نُزِّلَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا أَوْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُوْرَةِ كَذَا فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ . وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هٰذَا الْبَابِ وَقَالَ إِنْ فَعَلَ لاَأَقُوْلُ هِيَ حَرَامٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ تَزَوَّجَ لاَ آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ . وَقَالَ إِسْحٰقُ أَنَا أُجِيْزُ فِي الْمَنْصُوْبَةِ ، لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لاَأَقُوْلُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَوَسَّعَ إِسْحٰقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوْبَةِ .

وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ أَنَّهُ لاَ يَتَزَوَّجُ ثُمَّ بَدَالَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ الَّذِيْنَ رَخَّصُوْا فِي هٰذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِنْ كَانَ يَرَى هٰذَا الْقَوْلَ حَقًّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُبْتَلَى بِهٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ . فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهٰذَا فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِمْ فَلاَ أَرَى لَهُ ذٰلِكَ .

১১৮২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী' (র.)....... আমর ইব্‌ন শুআয়ব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে বস্তু স্বীয় মালিকানায় নেই সেই বস্তুতে আদম সন্তানের মান্নত হয় না। যে (দাস) স্বীয় মালিকানায় নেই তাকে আযাদ করা যায় না। যে (স্ত্রীলোক) স্বীয় অধিকারে নেই তাকে তালাক দেওয়া যায় না।

এই বিষয়ে আলী, মুআয, জাবির, ইব্‌ন আব্বাস ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মাঝে এই রিওয়ায়াতটিই সর্বোত্তম। এ হলো অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের অভিমত। আলী ইব্ন আবী তালিব, ইব্ন আব্বাস, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, হাসান, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আলী ইব্ন হুসায়ন, শুরায়হ, জাবির ইব্ন যায়দ (র.) প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও ফকীহ তাবিঈ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।

ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ সাপেক্ষে তালাক বললে তালাক পড়বে। ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী (র.) প্রমুখ আলিমদের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, যদি কোন সময় নির্দ্ধারিত করে তালাক উচ্চারণ করে (আর সে সময়ের ভিতর ঐ মহিলাকে বিবাহ করে) তবে তালাক পড়বে। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী ও মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, যদি নির্দিষ্ট কোন স্ত্রীলোকের নাম নেয় বা সময় নির্দ্ধারণ করে কিংবা বলে, অমুক স্থানের মেয়েটি বিয়ে করলে সে তালাক এবং এরপর যদি তাকে বিয়ে করে তবে তালাক হয়ে যাবে।

ইব্ন মুবারক (র.) এই বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, এমতাবস্থায় সে যদি বিবাহ করে তবে আমি বলিনা যে, ঐ মহিলা তার জন্য হারাম হয়ে গেল। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, এমতাবস্থায় সে যদি বিয়ে করে ফেলে তবে আমি তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করতে বলব না।

ইমাম ইসহাক (র.) বলেন, ইব্ন মাসঊদ (রা.)-এর রিওয়ায়াত অনুসারে নির্দিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে আমি তালাকের বিধান প্রয়োগ করার পক্ষপাতি ; কিন্তু কেউ যদি বিয়ে করেই ফেলে তবে ঐ স্ত্রীলোক তার জন্য হারাম হয়ে গেছে বলে বলিনা। আর অনির্দিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে ইসহাক (র.) আরও উদার মতামত অবলম্বন করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক থেকে উল্লেখ করা হয় যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এক ব্যক্তি কসম করে যে, বিবাহ করবে না, করলে (স্ত্রী) তালাক হয়ে যাবে। পরে তার বিবাহ করার মত হয়। এমতাবস্থায় সে কি এই বিষয়ে যে সমস্ত ফকীহ বিবাহের অবকাশ রেখেছেন তাদের মত অবলম্বন করে বিবাহ করতে পারবে ?

ইব্ন মুবারক বললেন, এই বিষয়ে কার্যকর হওয়ার পূর্ব থেকে যদি এই ফকীহদের মত সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকে তবে এখন সে তাঁদের মত অবলম্বন করতে পারবে। কিন্তু পূর্ব থেকে যদি কেউ এই মতে সন্তুষ্ট না থেকে থাকে বরং এই বিষয় নিপতিত হওয়ার পর যদি ঐ ফকীহগণের মত গ্রহণ করতে চায় তবে আমার মতে সে আর তাঁদের মত গ্রহণ করতে পারবে না।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাসীদের তালাকের সীমা দুই তালাক।

١١٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ . قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا مُظَاهِرٌ بِهٰذَا. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ . وَمُظَاهِرٌ لاَ نَعْرِفُ لَهُ فِى الْعِلْمِ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১১৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া নীসাপুরী (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ . বলেছেন, দাসীদের তালাকের সীমা হল দুই তালাক আর তাদের ইদ্দত হলো দুই হায়য। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.) বলেন, আবূ আসিম সরাসরি মুজাহের থেকেও এ হাদীছ বর্ণনা করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আয়েশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গারীব। মুজাহির ইব্‌ন আসলাম ছাড়া আর কারো সূত্রে এটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। হাদীছ শাস্ত্রে মুজাহির সূত্রে এটি ছাড়া অন্য কোন হাদীছ আমাদের জানা নেই।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে।এ হলো ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেয়।

١١٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجَاوَزَ اللّٰهُ لأُمَّتِى مَاحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْئٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ .

১১৮৪. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা' আলা আমার উম্মতের মনোকথন ক্ষমা করে দিয়েছেন যতক্ষণ না তারা তা উচ্চারণ করেছে বা আমলে রূপায়িত করেছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

এ হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন তালাকের কথা মুখে উচ্চারণ করেছে ততক্ষণ মনে মনে তালাকের কথা বললেও তাতে কিছুই হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِى الطَّلَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ যথার্থভাবে বা কৌতুকার্থে 'তালাক' উচ্চারণ করা ।

١١٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَدْرَكَ (فِى التَّقْرِيْبِ وَالْخُلَاصَةِ أَرْدَكَ) عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ حَبِيْبِ بْنِ أَدْرَكَ الْمَدَنِيُّ . وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِى يُوْسُفُ بْنُ مَاهَكَ .

১১৮৫. কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন যেগুলির যথার্থ তো যথার্থই এমনকি সেগুলোর কৌতুকের ব্যবহারও যথার্থঃ বিবাহ, তালাক, রাজআত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের আমল এ হাদীছ অনুসারে রয়েছে।

রাবী আবদুর রহমান হলেন ইব্ন হাবীব ইব্ন আদরাক আল-মাদানী। আমার মতে (এই সনদের) ইব্ন মাহাক হলেন ইউসুফ ইব্ন মাহাক।

وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ . وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ . قَالَ إِسْحٰقُ وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هٰذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ .

১১৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রাহীম বাগদাদী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাবিত ইব্ন কায়স-এর স্ত্রী নবী ﷺ -এর আমলে তার স্বামী থেকে 'খুলা' তালাক গ্রহণ করেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাকে এক হায়য সময় ইদ্দত পালন করতে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

খুলাপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দতের অনুরূপই হলো খুলা প্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এরও বক্তব্য এ-ই।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, খুলাপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত হলো এক হায়য। ইসহাক (র.) বলেন, কেউ যদি এ মাযহাব গ্রহণ করে, তবে তা একটি মযবুত মাযহাব।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুলা তালাক দাবীকারিনী।

١١٨٨. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّادِ بْنِ عُلْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

১১৮৮. আবূ কুরায়ব (র.)......ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, খুলা তালাক দাবীকারিনীরা হলো মুনাফিক।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি গারীব। এটির সনদ শক্তিশালী নয়।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন কোনরূপ কষ্টে পতিত না হওয়া ব্যাতিরেকে যে মহিলা তার স্বামী থেকে খুলা তালাক নেয় সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

١١٨٩. أَنْبَأَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَيُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيُّوْبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

১১৮৯. বুনদার (র.).....ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীন না হয়ে যে মহিলা তার স্বামীর নিকট তালাক চায়। তর জন্য জান্নাতের গন্ধও হারাম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

এই হাদীছটি আয়্যুব – আবূ কিলাবা – আবূ আসমা –ছাওবান (রা.) সূত্রেও বর্ণিত আছে। কেউ কেউ আয়্যুব (র.) থেকে এই সনদে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তারা এটি মারফূ' হিসেবে করেন নি।

بَابُ مَاجَاءَ فِى مُدَارَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করা।

١١٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ وَسَمُرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ .

১১৯০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহিলারা হলো পাজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তাকে তুমি সোজা করতে যাও তবে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর স্বাভাবিক ভাবে ছেড়ে রাখলে বক্রতাসহই তার থেকে তুমি উপকার ভোগ করতে পারবে।

এই বিষয়ে আবূ যার, সামুরা ও আয়েশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই সূত্রে হাসান–সাহীহ্‌–গারীব।এর সনদও উত্তম।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوْهُ أَنْ يُّطَلِّقَ زَوْجَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা যদি কাউকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে।

١١٩١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِى امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا . وَكَانَ أَبِى يَكْرَهُ هَا . فَأَمَرَنِى أَبِى أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ! طَلِّقِ امْرَأَتَكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ .

১১৯১. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমার এক স্ত্রী ছিল। তাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তাই তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু আমি তা করতে অস্বীকার করি। পরে আমি বিষয়টি নবী ﷺ –এর কাছে উল্লেখ করি। তিনি বলেন, হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্‌। এটির সঙ্গে আমরা কেবল ইব্‌ন আবী যিব–এর সনদেই পরিচিত।

بَابُ مَاجَاءَ لاَتَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা যেন তার (আরেক দীনী) ভগ্নীর তালাক প্রার্থনা না করে।

١١٩٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَافِى إِنَائِهَا .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১৯২. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা যেন পেয়ালার সবটুকু জিনিষ নিজের কাছে টেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে তার অপর এক ভগ্নীর (সতীনের) তালাক না চায়।[১]

এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي طَلاَقِ الْمَعْتُوْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তির তালাক।

١١٩٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَاحَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلاَنَ وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلاَنَ ضَعِيْفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ لاَيَجُوْزُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعْتُوْهًا يُفِيْقُ الْأَحْيَانَ فَيُطَلِّقُ فِى حَالِ إِفَاقَتِهِ.

১. স্বামীর সবকিছু একা ভোগ-দখলের মানসে স্বীয় সতীন বা হবু সতীনের তালাকের দাবী বা শর্ত যেন না করে।

১১৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সকলের তালাকই প্রযোজ্য কিন্তু মা'তূহ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বুদ্ধি ভ্রষ্ট তার তালাক প্রযোজ্য নয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, 'আতা ইব্‌ন 'আজলান-এর সনদ ছাড়া এই হাদীছটি মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। আর 'আতা ইব্‌ন 'আজলান হলেন যঈফ। হাদীছ বিস্মৃতির শিকার।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, মা' তূহের অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রষ্ট লোকের তালাক কার্যকর নয়। কিন্তু যদি মা' তূহ এমন হয় যে, মাঝে মাঝে তার বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তবে তার সুস্থতার সময়ের তালাক কার্যকর হবে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ

١١٩٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَاشَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا . وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ . وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ وَاللهِ ! لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِينَ مِنِّي وَلاَ آوِيكِ أَبَدًا . قَالَتْ وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ . فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا . فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ "الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" . قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاَقَ مُسْتَقْبَلاً ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ .

১১৯৪. কুতায়বা (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যেমন ইচ্ছা তালাক দিয়ে দিত। যদি একশ বা ততোধিক তালাকও দিত তবুও ইদ্দতের ভিতর ফিরিয়ে আনলে এই মহিলা তার স্ত্রী হিসাবেই গণ্য হতো। এমনকি একবার জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহর কসম, তোমাকে আমি এমনভাবে তালাক দিব না যে, তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, আর কখনো তোমাকে আশ্রয় দিব না।

মহিলা বলল, কেমন করে ? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দিব আর যখনই তোমার ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম হবে তখন আমি তোমার সহিত রাজয়াত করে নিব।

উক্ত মহিলা তখন আয়েশা (রা.)–এর কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করল। আয়েশা (রা.) তা শুনে চুপ রইলেন। অবশেষে নবী ﷺ আসলে তাঁকে তিনি ঘটনাটি জানালেন। তা শুনে নবী ﷺ চুপ করে রইলেন। এরপর কুরআনের আয়াত নাযিল হলো ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ .

এই তালাক দুইবার, অনন্তর স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।.... .... [সূরা বাকারা ২ ঃ ২২৯]

আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর লোকেরা, যারা তালাক দিয়েছিল বা তালাক দেয়নি সবাই পরবর্তীতে নতুন করে এ তালাকের অধিকার প্রাপ্ত হলো।

আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র.)......উরওয়া (র.) থেকে উক্ত মর্মে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তবে এই রিওয়ায়াতে আয়েশা (রা.)–এর উল্লেখ নেই। এই রিওয়ায়াতটি ইয়া'লা ইব্ন শাবীব (র.)–এর রিওয়ায়াত (১১৯৪ নং) থেকে অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ট হলে।

١١٩٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَّعِشْرِيْنَ أَوْخَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا. فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا. فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ اَجَلُهَا .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَلاَ نَعْرِفُ لِلأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ لاَ أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ . وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ .

১১৯৫. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......আবুস্‌ সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামীর ওয়াফাতের তেইশ দিন বা পঁচিশ দিন পর সুবাই'আ সন্তান প্রসব করে। নিফাস থেকে পাক হওয়ার পর সে বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু তার এই আগ্রহ কেউ কেউ না পসন্দ করেন। নবী ﷺ-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে।

আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......মানসূর (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবুস্‌-সানাবিল (রা.)-এর হাদীছটি এই সূত্রে মাশহূর। আবুস্‌-সানাবিল (রা.) থেকে আসওয়াদ (র.) কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মুহাম্মাদ (আল-বুখারী) (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী -এর ওয়াফাতের পরও আবুস্‌-সানাবিল (রা.) যে জীবিত ছিলেন তা আমি জানি না।[১] অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পর যদি সে সন্তান প্রসব করে তবে তার জন্য বিবাহ করা হালাল। যদিও তার (চার মাসের) ইদ্দত পূর্ণ না হয়। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, এই মহিলা শেষের মুদ্দত পালন করবে। প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর সাহীহ্‌।

---

১. কিন্তু এরপরও তিনি জীবিত ছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমানিত আছে।

١١٩٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَذَاكَرُوْا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ أٰخِرَ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُوْسَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِيْنَ تَضَعُ . وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَامَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِى أَبَا سَلَمَةَ. فَأَرْسَلُوْا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَتْ قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ. فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১৯৬. কুতায়বা (র.).......সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস এবং আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা.) যে গর্ভবতী মহিলা স্বামীর ওয়াফাতের অব্যবহিত পর সন্তান প্রসব করে তার সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস বললেন, দুটো মুদ্দতের শেষেরটি দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। আবূ সালামা বললেন, যখনই সন্তান প্রসব করবে তখনই তার জন্য বিবাহ হালাল। আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবূ সালামার সঙ্গে আছি। অনন্তর তারা এই প্রসঙ্গে [জানার জন্য] নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী উম্মু সালামা (রা.)-এর কাছে লোক পাঠান। তিনি বললেন, স্বামীর মৃত্যুর সামান্য দিন পরই সুবাই'আ আল-আসলামিয়্যা সন্তান প্রসব করে। তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিজ সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি তাকে বিবাহ করতে পারে বলে জানালেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইদ্দত।

١١٩٧. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ الثَّلاَثَةِ .

১১৯৭. আনসারী (র.)......হুমায়দ ইব্‌ন নাফে' থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে যায়নাব বিনত আবূ সালামা (র.) এই তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

١١٩٨. قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا ، أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ . فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٍ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا . ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ ! مَالِى بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ . إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১১৯৮. (১) যায়নাব (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ -এর সহ ধর্মিনী উম্মু হাবীবা (রা.)-এর পিতা আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব (রা.)-এর ইন্তিকালের পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি ডেকে সুগন্ধি আনলেন। এতে হলদে রং-এর জাফরানী বা এ জাতীয় আতর ছিল। তিনি একটি বালিকার গায়ে তা লাগালেন। এরপরে স্বীয় গন্ডদ্বয়ে তা লাগালেন। তরপর বললেন, আমার এই সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও শেষদিনে ঈমান রাখে তার পক্ষে হালাল নয় কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিনদিনের অধিক শোক পালন করা। তবে স্বামীর জন্য চারমাস দশ দিন।

١١٩٩. قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا . فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ ! مَالِى فِى الطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ . غَيْرَ أَنِى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১১৯৯. (২) যায়নাব (রা.) বলেন, যায়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-এর ভ্রাতা মারা যাওয়ার পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি সুগন্ধি আনলেন এবং তা লাগালেন। পরে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার

সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে মহিলা আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে তার পক্ষে হালাল নয় কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন রাত্রির অধিক শোক পালন করা। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন।

١٢٠٠. قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّى أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ ابْنَتِى تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا . أَفَنَكْحَلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا . وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِى بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ . وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ زَيْنَبَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِى فِى عِدَّتِهَا الطِّيْبَ وَالزِّيْنَةَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১২০০. (৩) যায়নাব (রা.) বলেন, আমার মা উম্মু সালামা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কন্যার স্বামী মারা গেছে। বর্তমানে তার চোখ রোগাক্রান্ত। আমরা কি তাকে সুরমা ব্যবহার করাতে পারি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। বর্ণনাকারী বলেন, দুবার বা তিনবার যতবারই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অনুমতির কথা বলা হল, ততবারই তিনি বললেন, না। এরপর তিনি বললেন, এ তো হলো মাত্র চার মাস দশ দিন। অথচ জাহিলী আমলে এজন্য তোমরা বৎসরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে।[১]

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর ভগ্নী ফুরায়'আ বিনত মালিক ইব্ন সিনান ও হাফসা বিনত উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১. জাহিলী আমলে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে রীতি ছিল যে, তাকে একটি সংকীর্ণ ঘরে একাকী থাকতে হত এবং ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ ও সুগন্ধি কিছুই ব্যবহার করতে পারত না। এভাবে একবছর অতিবাহিত হলে গাধা বা বকরীর মাধ্যমে তার গুপ্তাঙ্গ ছোঁয়ান হত। পরে ঐ ঘর থেকে বের হত এবং তার হাতে উটের বিষ্ঠা প্রদান করা হত। আর সে তা নিক্ষেপ করে ইদ্দত থেকে মুক্ত হত। ইসলাম এই ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সহজ, মানুষের স্বভাবানুগ বিধান দিয়েছে। এখানে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, যায়নাব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে যে, যে মহিলার স্বামী মারা গেছে সে ইদ্দত পালনের সময় সুগন্ধি ও সাজ–সজ্জা থেকে বিরত থাকবে। এ হলো ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

অনুচ্ছেদ ঃ কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে জিহারকারীর সঙ্গত হওয়া প্রসঙ্গে।

١٢٠١. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ . وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ .

১২০১. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র.)......সালামা ইব্‌ন সাখ্‌র বায়াযী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ. জিহারের [১] কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে সংগত হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, (এমতাবস্থায়ও) এর জন্য একই কাফ্ফারা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–গারীব।

এই হাদীছ অনুসারে অধিকাংশ আলিমের আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বেই যদি কেউ স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হয় তবে তাকে দুই কাফ্ফারা দিতে হবে। এ হলো আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.)–এর অভিমত।

১. স্ত্রীকে মা বা বিয়ে করা হারাম এমন কারো সঙ্গে তুলনা করে তাকে হারাম করা। এমতাবস্থায় কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত সঙ্গত হওয়া হারাম। বিস্তারিত ফিক্হ গ্রন্থসমূহে দেখুন।

١٢٠٢. أَنْبَأْنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ . أَنْبَأْنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ إِمْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا . فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّى قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِى فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ؟ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِى ضَوْءِ الْقَمَرِ . قَالَ فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللّٰهُ بِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

১২০২. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জিহার করার পর তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হল। এরপর সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে জিহার করেছিলাম। কিন্তু কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বেই তার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এতে লিপ্ত হতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল ? সে বলল, চাঁদের আলোতে তার পায়ের খাড়ুর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। (ফলে . . . . . .)। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে (কাফ্ফারার) যে নির্দেশ দিয়েছেন তা সমাধা না করে আর স্ত্রীর কাছেও যেওনা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ–গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহারের কাফ্ফারা।

١٢٠٣. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا هٰرُوْنُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ الْخَزَّازُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ أَنْبَأَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِى بَيَاضَةَ ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِىَ رَمَضَانُ . فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً . فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَالِكَ

لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لاَ أَجِدُهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ أَسْتَطِيْعُ . قَالَ أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ أَجِدُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ (وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا) إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . يُقَالُ سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ وَيُقَالُ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ .

১২০৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)......আবূ সালামা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বানূ বায়াযার জনৈক ব্যক্তি সালমান ইব্‌ন সাখ্‌র আনসারী স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনা করে (জিহার করে)। এমতাবস্থায় রমাযান অতিবাহিত হচ্ছিল। রমাযানের অর্ধেক হলে পর একরাতে ঐ ব্যক্তি তার উক্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয়। অনন্তর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে ঐ ঘটনা বিবৃত করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, একটি গোলাম আযাদ করে দাও।

সে বলল, আমার তা নেই।

তিনি বললেন, একনাগাড়ে দুই মাস সিয়াম পালন কর।

সে বলল, আমি তা করতে সমর্থ নই।

তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীনকে আহার্য দাও।

সে বলল, তারও সামর্থ আমার নেই।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফারওয়া ইব্‌ন আম্‌র (রা.)-কে বললেন, ষাট জন মিসকীনের খাদ্য প্রদান করার জন্য এই "আরাক"টি (পনর সা বা ষোল সা খাদ্য ধরে এমন পাত্র), লোকটিকে দিয়ে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। বলা হয়, ইনি সালমান ইব্‌ন সাখ্‌র (রা.), বলা হয়, সালামা ইব্‌ন সাখ্‌র বায়াযী। জিহারের কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِيْلاَءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈলা।

١٢٠٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ الْبَصْرِىُّ أَنْبَأَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنْبَأَنَا

دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ آلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ . فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً ، وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي مُوْسَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ ، رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً . وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ . وَالْاِيْلاَءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَيَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوْقَفُ . فَإِمَّا أَنْ يَفِيْءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১২০৪. হাসান ইব্ন কাযাআ বাসরী (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা করেছিলেন। আর একটি হালাল বিষয়কে (নিজের জন্য) হারাম করার কসম করে ফেলেছিলেন।[১] আর তিনি এই কসমের কারনে কাফ্ফারা প্রদান করেছিলেন।

এই বিষয়ে আবূ মূসা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মাসলামা ইব্ন আলকামা – দাঊদ সূত্রে বর্ণিত এই রিওয়ায়াতটি আলী ইব্ন মুসহির প্রমুখ দাঊদ – শা'বী সূত্রে নবী ﷺ থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এই সনদে মাসরূক – আয়েশা (রা.)–এর উল্লেখ নাই। এটি মাসলামা ইব্ন আলকামা (র.)–এর সূত্র থেকে অধিকতর সাহীহ্।

ঈলা হল চার মাস বা ততোধিক স্ত্রী গমন না করার কসম করা। এমতাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে বিধান কি হবে ? সে সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, এমতাবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে 'তাওয়াক্–কুফ' করা হবে। ইচ্ছা করলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে বা ইচ্ছা করলে তালাক দিতে পারবে। এ

১. একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে মধু খাবেন না বলে কসম করেছিলেন।

হলো মালিক ইব্‌ন আনাস, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন, যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে এক তালাক বাইন আপতিত হবে। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা,] সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ লিআন। [১]

١٢٠٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فَمَا دَرَيْتُ مَاأَقُوْلُ. فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . أَسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لِي إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلاَمِي فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ! أُدْخُلْ مَاجَاءَ بِكَ إِلاَّ حَاجَةٌ .

قَالَ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْدَعَةَ رَحْلٍ لَهُ . فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَلاَعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ ! نَعَمْ . إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ . وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيْمٍ . قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُوْرَةِ النُّوْرِ "وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ " حَتَّى خَتَمَ الْآيَاتِ . فَدَعَا الرَّجُلَ فَتَلاَ الْأَيَاتِ عَلَيْهِ . وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ

১. কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের সন্দেহ করে তবে কাজীর দরবারে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায়' মিথ্যাবাদী হলে নিজের উপর লা'নত' করে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধানকে লিআন বলে। বিস্তারিত ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহের 'লিআন' অধ্যায়ে দেখুন।

الْآخِرَةِ . فَقَالَ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَاكَذَبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا . وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَتْ لاَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ! مَاصَدَقَ .

قَالَ فَبَدَأَبِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ . ثُمَّ ثَنَى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ . ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১২০৫. হান্নাদ (র.)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, মুসআব ইব্‌ন যুবায়র যখন (ইরাক অঞ্চলের) আমীর তখন আমাকে লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়ে কি বলব তা আমার জানা ছিল না। তাই আমি আমার ঘর থেকে উঠে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.)-এর বাড়িতে গেলাম এবং তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। আমাকে বলা হল যে, তিনি দুপুরের বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই সময় তিনি (নিজে ভিতর থেকে) আমার কথা শুনে বললেন, ইব্‌ন জুবায়র, ভিতরে এসো। কোন প্রয়োজন ছাড়া অন্য কিছু তোমাকে এখানে নিয়ে আসেনি।

ইব্‌ন জুবায়র বলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। (দেখলাম) তিনি উটের পিঠে ব্যবহৃত আসনের একটি কাপড়ের টুকরায় শুয়ে আছেন। আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান, লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীর একজনকে আরেকজন থেকে কি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে ?

তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, হ্যাঁ। এই বিষয়ে অমুকের ছেলে অমুক সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কি বলেন, কেউ যদি তার স্ত্রীকে অপকর্মে দেখতে পায় তবে সে কি করবে ? যদি সে এই বিষয়ে কথা বলে তবুও ভীষণ এক বিষয়ে সে কথা বলল। আর চুপ থাকলেও তো সে মারাত্মক এক বিষয়ে চুপ রইল।

ইব্‌ন উমার (রা.) বলেন, (এই কথা শুনে) নবী চুপ করে রইলেন, তাকে কোন জবাব দিলেন না।

এই ঘটনার পর ঐ সাহাবী আবার নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। বললেন, যে বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম সে বিষয়ে আমিই নিপতিত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِينَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ .

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই।..... .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

পঞ্চমবার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত।

আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবারে বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবূলকারী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা নূর ২৪ ঃ ৬-১০]

অনন্তর তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং আয়াতগুলো তাকে তিলাওয়াত করে শোনালেন, তাকে নছীহত করে বুঝালেন এবং জানালেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। সে বলল, না, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা বলিনি।

এরপর তিনি মহিলাটির দিকে ফিরলেন এবং তাকে নসীহত করলেন ও উপদেশ দিলেন। আর তাকে জানালেন, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। মহিলাটি বলল, না, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্য বলেনি।

রাবী বলেন অতঃপর নবী ﷺ পুরুষটিকে দিয়ে শুরু করলেন। সে চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। পঞ্চমবারে বলল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত। এরপর নবী ﷺ মহিলাটির প্রতি ফিরলেন। মহিলাটিও চারবার আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটি মিথ্যা বলেছে। পঞ্চমবারে বলল, পুরুষটি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। অতঃপর নবী ﷺ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

এই বিষয়ে সাহল ইব্‌ন সা'দ, ইব্‌ন আব্বাস, হুযায়ফা, ও ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٢٠٦. أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَعَنَ رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ وَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا . وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأُمِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১২০৬. কুতায়বা (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে "লিআন" করে। নবী ﷺ তদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং সন্তানটিকে মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। এর উপরই আলিমগণের আমল রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যার স্বামী মারা গেছে সেই মহিলা কোথায় ইদ্দত পালন করবে ?

١٢٠٧. **حَدَّثَنَا** الْأَنْصَارِيُّ أَنْبَأَنَا مَعْنٌ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ . وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوْا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ . قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي . فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ ، وَلاَ نَفَقَةً . قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ . قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (اَوفِي الْمَسْجِدِ) نَادَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (أَوْ أَمَرَبِي فَنُوْدِيْتُ لَهُ) فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ ؟ قَالَتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي . قَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَأَتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ .

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . أَنْبَأَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحٰقَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. لَمْ يَرَوا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ . وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ .

১২০৭. আনসারী (র.)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর ভগ্নি ফুরায়'আ বিনত মালিক ইব্‌ন সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বানূ খুদ্‌রায় তার স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে নবী ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। তার স্বামী তার কতকগুলি পলাতক গোলামের খোঁজে বের হয়েছিলেন।

তারাফুল কুদূম [১] নামক স্থানে তাঁদের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। সেখানে তাঁরা তাকে মেরে ফেলে। ফুরায়'আ বলেন, আমি নবী ﷺ -কে আমার স্বজনদের কাছে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। কারণ, স্বামী আমার জন্য এমন কোন বাসস্থান রেখে যাননি, যা তার মালিকানায় ছিল এবং কোন খোরপোষের ব্যবস্থাও ছিল না।

নবী ﷺ (অনুমতি সূচক) হ্যাঁ বললেন। অনন্তর আমি ফিরে চললাম। আমি তখনও হুজরায়ই ছিলাম, অথবা মসজিদে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন এবং (পুনরায়) বর্ণনা করার আদেশ করলেন। আমি আমার স্বামী সম্পর্কে যা বলেছিলাম সম্পূর্ণ ঘটনা আবার বললাম। তিনি বললেন, ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার পূর্ব গৃহেই অবস্থান করবে।

অনন্তর আমি সেখানেই চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করি। পরে উছমান (রা.) যখন খলীফা হলেন, তখন আমার নিকট লোক পাঠিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জনতে চাইলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। অনন্তর তিনি এর অনুসরণ করেছেন এবং এতদনুসারেই ফায়সালা দিয়েছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......সা'দ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন উজরা (র.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

---

১. মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা ইদ্দত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর ঘর থেকে ইদ্দত পালনকারিনী মহিলার চলে যাওয়ার অনুমতি দেন না। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর কিছু আলিম বলেন, ঐ মহিলা স্বামীর ঘর ছাড়াও যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারবে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর সাহীহ।

اخر كتاب الطلاق

كِتَابُ الْبُيُوعِ
অধ্যায় ক্রয়-বিক্রয়

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ক্রয়–বিক্রয়

بَابُ مَاجَاءَ فِى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহজনক বিষয় পরিত্যাগ করা।

١٢٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ . وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ . لاَيَدْرِى كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلاَلِ هِىَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ . فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ . وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ. كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ . أَلاَوَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى . أَلاَوَ اِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ . حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ .

১২০৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)......নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়। অনেকেই জানে না তা হালালের অন্তর্ভুক্ত, না হারামের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি স্বীয় দীন ও সম্মান বাঁচাতে গিয়ে তা পরিত্যাগ করল সে নিরাপদ হল। আর যে ব্যক্তি এর কিছু অংশেও নিপতিত হয়, আশংকা হয়, সে হারামে নিপতিত হবে। যেমন, কেউ যদি সংরক্ষিত তৃণভূমির পাশে পশু চরায় তবে আশংকা আছে যে, সে তাতে নিপতিত হবে। সাবধান, প্রত্যেক বাদশাহের সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান, আল্লাহ্র সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নির্ধারিত হারামসমূহ।

হান্নাদ (র.)....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্ একাধিক রাবী শা'বী- নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا مَاجَاءَ فِى أَكْلِ الرِّبَا

অনুচ্ছেদ ঃ সূদ খাওয়া।

١٢٠٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِى جُحَيْفَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২০৯. কুতায়বা (র.)........ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূদখোর, সূদ দাতা, এই দুই সাক্ষী ও (এতদ্বিষয়ে) লেখককে লা'নত করেছেন।

এই বিষয়ে উমার, আলী, জাবির এবং আবূ জুহায়না (রা.) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّغْلِيْظِ فِى الْكَذِبِ وَالزُّوْرِ وَنَحْوِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা, অসত্য ইত্যাদি বিষয়ে কঠোরতা।

١٢١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ

عَنْ شُعْبَةَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (فِى الْكَبَائِرِ) قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ وَأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

১২১০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন, তা হলো আল্লাহ্‌র শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা ও অসত্য কথন।

এই বিষয়ে আবূ বাকরা, আয়মান ইব্ন খুরায়ম ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসায়ীদের মর্যাদা আর নবী ﷺ কর্তৃক তাদের নামকরণ।

١٢١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ ! إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ. فَشُوْبُوْا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . رَوَاهُ مَنْصُوْرٌ وَالْأَعْمَشُ وَحَبِيْبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ . وَلاَ نَعْرِفُ لِقَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ (وَشَقِيْقٌ

هُوَ أَبُوْ وَائِلٍ) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .
وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

১২১১. হান্নাদ (র.)....কায়স ইব্ন আবী গারাযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। আমাদের ব্যবসায়ীদের "সামাসিরা" (দালাল) নামে অভিহিত করা হত। (কিন্তু তিনি আমাদেরকে সুন্দর নামে অভিহিত করলেন), [আবূ দাউদ] এবং তিনি বললেন, হে ব্যবসায়ী সমাজ, ব্যবসা ক্ষেত্রে শয়তান ও পাপ এসে সমুপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের ব্যবসায়ে সাদাকা জড়িত কর।

এই বিষয়ে বারা ইব্ন আযিব ও রিফাআ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, কায়স ইব্ন আবূ গারাযা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। মানসূর, আ'মাশ, হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত প্রমুখ এটিকে আবূ ওয়াইল - কয়স ইব্ন আবূ গারাযা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি ছাড়া নবী ﷺ থেকে কায়স (রা.) সূত্রে আর কোন হাদীছ আছে বলে আমাদের জানা নাই।

হান্নাদ (র.)......কায়স ইব্ন আবূ গারাযা (রা.) থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি সাহীহ্।

١٢١٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ ، مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ . وَأَبُوْ حَمْزَةَ إِسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَابِرٍ . وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ .

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

১২১২. হান্নাদ (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।

সুওয়ায়দ ইব্‌ন মুবারক (র.)......আবূ হামযা (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটি হাসান। ছাওরী – আবূ হামযা সূত্র ব্যতীত এ সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। আবূ হামযা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির একজন বাসরাবাসী শায়খ।

١٢١٣. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُوْنَ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ ! فَاسْتَجَابُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَفَعُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ . فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَيُقَالُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ أَيْضًا .

১২১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালাফ (র.)......রিফাআ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী ﷺ-এর সঙ্গে "মুসাল্লা"-এর দিকে গেলেন। নবী ﷺ দেখলেন, লোকেরা বিকি-কিনি করছে। তখন তিনি বললেন, হে ব্যবসায়ীগণ, তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি সাড়া দিল এবং তাদের ঘাড় ও চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বললেন, ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন ফাজির ও পাপীরূপে উত্থিত করা হবে। তবে সে ব্যতীত, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে, নেক আমল করেছে এবং সত্য অবলম্বন করেছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এ সনদে ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন রিফাআর স্থলে ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন রিফাআ-ও উল্লেখ করা হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ كَاذِبًا

অনুচ্ছেদ ঃ কারো পন্য সম্পর্কে তার মিথ্যা কসম করা প্রসঙ্গে।

١٢١٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ،

يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ قُلْنَا مَنْ هُمْ ؟ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا . فَقَالَ الْمَنَّانُ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى ذَرٍّ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২১৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).....আবূ যারর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের তিনি পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। আমি বললাম এরা কারা ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এরা তো হতাশাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

তিনি বললেন, যে অনুগ্রহ করার পর খোটা দেয়; যে ব্যক্তি তার লুঙ্গি গোড়ালীর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে ; আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে তার পন্যের প্রচার করে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, আবূ হুরায়রা, আবূ উমামা ইব্‌ন ছা'লাবা, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন এবং মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ যারর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّبْكِيْرِ بِالتِّجَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভোরে বের হওয়া।

١٢١٥. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ جَدِيْدٍ ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ لِأُمَّتِى فِى بُكُوْرِهَا . قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا . وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ

أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَلاَ نَعْرِفُ لِصَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১২১৫. ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র.).....সাখ্‌র গামিদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ্, তুমি আমার উম্মতের জন্য ভোরের মধ্যে বরকত দান করো।

বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ যখন কোথাও ক্ষুদ্র সেনাদল বা বৃহৎ সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন তখন তাদেরকে দিনের প্রথমাংশে পাঠাতেন। সাখ্‌র ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি তাঁর ব্যবসাদলকে দিনের শুরুতেই পাঠিয়ে দিতেন। ফলে তিনি ধনবান হন এবং তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

এই বিষয়ে আলী, ইব্‌ন মাসঊদ, বুরায়দা, আনাস, ইব্‌ন উমার, ইব্‌ন আব্বাস ও জাবির (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সাখর গামিদী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটি ছাড়া আর কোন হাদীছ সাখ্‌র গামিদী (রা.)-এর বরাতে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। সুফইয়ান ছাওরী (র.) এই হাদীছটিকে শু' বা- ইয়া' লা ইব্‌ন আতা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নির্ধারিত মেয়াদের শর্তে (বাকীতে) ক্রয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٢١٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ . أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِى حَفْصَةَ . أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيْظَانِ . فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ، ثَقُلاَ عَلَيْهِ . فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلاَنٍ الْيَهُوْدِىِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَايُرِيْدُ . إِنَّمَا يُرِيْدُ

أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِى أَوْ بِدَرَاهِمِى . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّى مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ وَأَدَاهُمْ لِلْاَمَانَةِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ . قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فِرَاسٍ الْبَصْرِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِىَّ يَقُوْلُ سُئِلَ شُعْبَةُ يَوْمًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تَقُوْمُوا إِلَى حَرَمِىِّ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، فَتُقَبِّلُوْا رَأْسَهُ . قَالَ وَحَرَمِىٌّ فِى الْقَوْمِ .قَالَ أَبُوْ عِيْسَى أَىْ إِعْجَابًا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

১২১৬. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী (র.).....আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর লাল নকশাদার দুটি মোটা খসখসে কিতরী কাপড় ছিল। তিনি যখন বসতেন এবং ঘামতেন তখন এ দুটো তাঁর ভারিবোধ হত। একবার শাম থেকে অমুক এক ইয়াহূদী ব্যবসায়ীর নিকট কিছু কাপড় এল। আমি নবী ﷺ-কে বললাম, কাউকে পাঠিয়ে এর কাছ থেকে স্বচ্ছলতার দিন পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করে দু' টি কাপড় যদি কিনে আনতেন !

তারপর তিনি তার কাছে একজনকে পাঠালেন। কিন্তু ইয়াহূদীটি বলল, তিনি কি চান আমি জানি। তিনি চান আমার মাল কিংবা দিরহামগুলি নিয়ে চলে যেতে।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। সে অবশ্য জানে, আমি তাদের মাঝে সর্বাধিক আল্লাহ্‌ভীরু এবং সর্বাধিক আমানত পরিশোধকারী।

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, আনাস ও আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্-গারীব। শু'বা (র.)ও এটিকে উমারা ইব্‌ন আবূ হাফসা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফিরাস বাসরী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র.)-কে বলতে শুনেছেন, শু' বা (র.)-কে একদিন এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত হারমী ইব্‌ন উমারা-এর কাছে গিয়ে তার শির-চুম্বন না করেছ ততক্ষণ আমি তোমাদের আর এই হাদীছ বর্ণনা করব না। রাবী বলেন, হারমীও তখন এই মজলিসে হাযির ছিলেন।

١٢١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأَهْلِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন। আর তখন তাঁর বর্মটি বিশ সা' খাদ্যের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল। এই খাদ্য তিনি তাঁর পরিবারের জন্য নিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন,-এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٢١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ . ح قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ . وَلَقَدْ رَهِنَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأَهْلِهِ . وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُوْلُ مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ تَمْرٍ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ . وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যবের রুটি ও কিছু বাসী চর্বি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলাম তখন তাঁর বর্মটি এক ইয়াহূদীর কাছে বিশ সা' খাদ্যের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল। তা তিনি পরিবারের জন্য এনেছিলেন।

একদিন তাঁকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ-পরিবারের নিকট কোন সন্ধ্যায় এক সা' খেজুর বা এক সা' খাদ্য-শস্য রক্ষিত থাকেনি। অথচ তাঁর কাছে তখন নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كِتَابَةِ الشُّرُوْطِ

অনুচ্ছেদ ঃ শর্তসমূহ লিপিবদ্ধ করা।

١٢١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيْسِيِّ الْبَصْرِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ أَلاَ أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا "هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً . لاَدَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ" .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ لَيْثٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

১২১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আব্দুল মাজীদ ইব্ন ওয়াহব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দিন আদ্দা ইব্ন খালিদ ইব্ন হাওযা (রা.) আমাকে বললেন, আমাকে যে লিপিখানি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখে দিয়েছিলেন তোমাকে কি তা পড়ে শুনাব ? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি আমাকে শোনাবার জন্য একটি লিপি বের করলেন। এতে ছিল, এ হলো মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আদ্দা ইব্ন খালিদ ইব্ন হাওযা যা খরীদ করেছেন (এর দলীল)। তিনি তাঁর নিকট থেকে এমন একটি দাস বা দাসী ক্রয় করেছেন, যার মধ্যে কোন দোষ নেই। এটি পলায়ন করে না, এবং তা দুশ্চরিত্রের অধিকারী নয়। এ হলো এক মুসলিমের সঙ্গে আরেক মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। আব্বাদ ইব্ন লায়ছের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা জানি না। একাধিক হাদীছ বিশেষজ্ঞ রাবী এটিকে তাঁর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাল্লা ও পরিমাপ পাত্রের প্রসঙ্গে।

١٢٢٠. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ . وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا .

১২২০. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকূব তালকানী (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাল্লা ও পরিমাপ-পাত্রের মাপে ওজনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা এমন দুই বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত যে, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে অতীত হয়ে যাওয়া বহু উম্মত এই দুই বিষয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হুসায়ন ইব্‌ন কায়স (র.)-এর সূত্র ছাড়া এই হাদীছটির মারফূ' রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমরা জানিনা। হাদীছের ক্ষেত্রে হুসায়ন ইব্‌ন কায়স যঈফ। এই হাদীছটি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে সাহীহ্ সনদে মওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى بَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ

অনুচ্ছেদ ঃ নিলামে বিক্রয়।

١٢٢١. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا . وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِى هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ . فَبَاعَهُمَا مِنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ . وَعَبْدُ اللّٰهِ الْحَنَفِيُّ الَّذِى رَوَى عَنْ أَنَسٍ ، هُوَ أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ فِى الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيْثِ .

وَقَدْ رَوَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنِ الْأَخْضَرِ ابْنِ عَجْلَانَ ، هٰذَا الْحَدِيْثَ .

১২২১. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী একবার এক খন্ড নিচে বিছানোর কাপড় ও কাঠের পেয়ালা বিক্রি করেন। তিনি বললেন, এই কাপড় ও পেয়ালা কে খরীদ করবে ? এক ব্যক্তি বলল আমি উভয়টিকে এক দিরহামে নিলাম। নবী ﷺ বললেন, এক দিরহামের অধিক কে দিতে পারবে ? এক দিরহামের অধিক কে দিতে পারবে ? তখন একব্যক্তি দুই দিরহাম দিল। অনন্তর তিনি তার কাছেই এ দুটি জিনিষ বিক্রি করে দিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান। আখযার ইব্‌ন আজলানের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা জানি না। আবদুল্লাহ্ হানাফী নামক যে রাবী আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন, আবূ বাকর হানাফী (র.)। কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। গনীমত সম্পদ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সকল ক্ষেত্রেই নিলাম ডাকে বিক্রিতে কোন অসুবিধা আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। মু'তামির ইব্‌ন সুলায়মান এবং আরো একাধিক হাদীছবিদ এই হাদীছটিকে আখযার ইব্‌ন আজলান (র.) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুদাব্‌বার[১] বিক্রি প্রসঙ্গে।

١٢٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ . فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ . فَبَاعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ النَّحَّامِ . قَالَ جَابِرٌ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ ، فِى إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَرُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ

১. মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দাস আযাদ করা। যেমন, কেউ বলল, আমি মারা গেলে তুমি আযাদ। এই ধরণের আযাদকৃত দাসকে "মুদাব্‌বার" বলা হয়।

النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . لَمْ يَرَوْا بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ بَأْسًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِىِّ .

১২২২. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী তার একটি গোলামকে 'মুদাব্‌বার' বানায়। পরে ঐ ব্যক্তি মারা যায়। কিন্তু এই গোলামটি ছাড়া সে আর কোন সম্পদ রেখে যায় নি। তখন নবী ﷺ একে বিক্রি করে দেন। নুআয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাহ্‌হাম একে খরীদ করেন। জাবির (রা.) বলেন, এটি ছিল একজন কিবতী গোলাম। সে ইব্‌নুয যুবায়র–এর খিলাফতের প্রথম বছরে মারা যায়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্‌। এটি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তারা মুদাব্বার বিক্রি করায় কোন দোষ মনে করেন না। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। সাহাবী ও অপর একদল আলিম 'মুদাব্বার' বিক্রি করা নাজায়েয বলেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ও আওযাঈ (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ تَلَقِّى الْبُيُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।[১]

١٢٢٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوْعِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ .

১২২৩. হান্নাদ (র.).......ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ স্বল্প মূল্যে ক্রয়ের জন্য বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, ইব্‌ন উমার এবং নবী ﷺ–এর জনৈক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

---

১. পন্য মালিক বা তেজারতী কাফেলা শহরে পৌছার পূর্বেই শহরের প্রকৃত মূল্য গোপন করে অধিক মুনাফার লোভে পন্য ক্রয় করা। এতে শহরবাসী সাধারণ ক্রেতাদের স্বার্থ বিনষ্ট হয় এবং দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় বলে শরীয়তে তা নিষেধ করা হয়েছে।

١٢٢٤. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ . فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيْهَا بِالْخِيَارِ . إِذَا وَرَدَ السُّوْقَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . مِنْ حَدِيْثِ أَيُّوْبَ . وَحَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَلَقِّيَ الْبُيُوْعِ . وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيْعَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا .

১২২৪. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বহিরাগত আমদানী কারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ করেছেন। কেউ যদি পন্য মালিকের সঙ্গে আগাম সাক্ষাৎ করে এইভাবে কোন পন্য খরীদ করে তবে পন্য মালিক বাজারে আসার পর তার পূর্ব বিক্রি ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়্যূব (র.)–সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান–গারীব। ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)–এর বর্ণিত হাদীছটি (১২২৩ নং) হাসান–সাহীহ্‌।

একদল আলিম বহিরাগত বিক্রেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ অবৈধ বলেছেন। এতো এক ধরণের প্রতারণা। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও আমাদের অন্যান্য ইমামগণের অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অনুচ্ছেদ ঃ গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী বিক্রয় করবেনা।

١٢٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ وَجَابِرٍ ، وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَكِيْمِ بْنِ أَبِي

يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِيْهِ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ جَدِّ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

১২২৫. কুতায়বা ও আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করবে না।[১]

এই বিষয়ে তালহা, আনাস, জাবির, ইব্ন আব্বাস, হাকীম ইব্ন আবূ ইয়াযীদ তৎপিতা আবূ ইয়াযীদ, কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহর পিতামহ আমর ইব্ন আওফ মুযানী এবং নবী ﷺ –এর জনৈক সাহাবী (রা.) থেকেও এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٢٢٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَحَدِيْثُ جَابِرٍ فِي هٰذَا هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ أَيْضًا . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . كَرِهُوْا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَّشْتَرِى حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ بَاعَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ.

১২২৬. নাসর ইব্ন আলী ও আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রয় করবে না। মানুষকে তাদের স্বভাবিকতার উপরই ছেড়ে দাও, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একের দ্বারা অন্যের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (১২২৫ নং) হাসান–সাহীহ্। এই বিষয়ে জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (১২২৬ নং)ও হাসান–সাহীহ্।

---

১. গ্রামবাসীরাই সাধারণত উৎপাদনকারী হতেন। তাদের সারল্যের সুযোগ নিয়ে কোন কোন শহরবাসী অল্প মূল্য দেখিয়ে তাকে প্রবঞ্চিত করত। বা গ্রামবাসীরা সরাসরি শহরে এসে বিক্রি করলে স্বাভাবিকভাবেই শহরবাসীকে সাধারণভাবে উচ্চ মূল্য দিতে হতনা। কিন্তু ফড়িয়া মধ্যসত্তীরা গ্রামবাসীদের থেকে নিয়ে নিজেরা দালালী করে বাজার দর বাড়িয়ে ফেলত। তাই নবী ﷺ সাধারণভাবে এ থেকে নিষেধ করেছেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছের মর্মানুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা কোন গ্রাম-বাসীর পক্ষ হয়ে শহরবাসীর বিক্রয় করা না-জায়েয বলেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে কোন শহরবাসীর কিছু ক্রয় করে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে শহরবাসীর বিক্রয় করা মাকরূহ। তবে যদি বিক্রয় করে দেয় তবে বিক্রয় কার্যকরী হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ "মুহাকালা" এবং "মুযাবানা" নিষিদ্ধ।

١٢٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاِسْكَنْدَرَانِىُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدٍ وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَأَبِى سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُوْسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوْا بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

১২২৭. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে ইব্ন উমার, ইব্ন আব্বাস, যায়দ ইব্ন ছাবিত, সা'দ, জাবির, রাফি' ইব্ন খাদীজ ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। মুহাকালা হল, হস্তস্থিত গমের বিনিময়ে ক্ষেত্রস্থিত শস্য বিক্রয় করা। মুযাবানা হল, শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করা।এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা মুহাকালা ও মুযাবানা জাতীয় বিক্রয় না-জাইয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

١٢٢٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ

زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ، سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ . فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ . فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ .وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ . فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِى عَيَّاشٍ قَالَ سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا .

১২২৮. কুতায়বা (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ আবূ আয়্যাশ একবার সা'দকে খোসাহীন যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই দুটির মাঝে উত্তম কোন্‌টি ? আবূ আয়্যাশ বললেন, গমই তো উত্তম। তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করে দিলেন। এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি পার্শ্ববর্তী লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি তখন তা নিষেধ করে দিলেন।

হান্নাদ (র.)......সা'দ (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও তাঁর অনুসারীদের অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلاَحُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ গাছের ফল ডাগর ডোগর হওয়ার পূর্বে বিক্রি জায়েয নয়।

١٢٢٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ .

১২২৯. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাছের খেজুর লাল বা হলদে না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি নিষেধ করেছেন।

١٢٣٠. وَبِهٰذَا الْأِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . كَرِهُوْا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১২৩০. উক্ত সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ শস্যদানা সাদা ও নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত শীশের শস্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আনাস, আয়েশা, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, জাবির, আবূ সাঈদ ও যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। নবী ﷺ-এর সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা ফল উপযুক্ত না হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

١٢٣١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ .

১২৩১. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্লাল (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুর কালচে না হওয়া পর্যন্ত এবং শস্যদানা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র.)-এর সূত্র ছাড়া এটি মারফূ রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন জন্তুর গর্ভস্থ বাচ্চার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট বাচ্চা বিক্রি করা।

١٢٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ نِتَاجُ النِّتَاجِ . وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوْخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ مِنْ بُيُوْعِ الْغَرَرِ .

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَهٰذَا أَصَحُّ .

১২৩২. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ গর্ভস্থ বাচ্চার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। 'হাবালুল হাবালা'-র অর্থ হলো বাচ্চার বাচ্চা। আলিমগণের মতে এই ধরণের বিক্রি বাতিল।এ হলো প্রবঞ্চনামূলক বিক্রির অন্তর্ভূক্ত।

শু'বা (র.) এই হাদীছটিকে আয়্যুব - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র - ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ছাকাফী প্রমুখ আয়্যুব - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও নাফি' - ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الغَرَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি হারাম।

١٢٣٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِى

الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوْا بَيْعَ الْغَرَرِ . قَالَ الشَّافِعِىُّ وَمِنْ بُيُوْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِى الْمَاءِ . وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبِقِ . وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِى السَّمَاءِ . وَنَحْوُ ذٰلِكَ مِنَ الْبُيُوْعِ . وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ أَنْ يَقُوْلَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِى إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيْمَا بَيْنِى وَبَيْنَكَ. وَهٰذَا شَبِيْهٌ بِبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ . وَكَانَ هٰذَا مِنْ بُيُوْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .

১২৩৩. আবূ কুরায়ব (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি এবং কংকর নিক্ষেপের [১] মাধ্যমে বিক্রি নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার, ইব্‌ন আব্বাস আবূ সাঈদ ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তাঁরা প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি নাজায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পানিতে রেখে মাছ বিক্রি করা, পলাতক গোলাম বিক্রি করা, আকাশের পাখি বিক্রি করা ইত্যাদি হলো প্রবঞ্চনামূলক বিক্রির অন্তর্ভূক্ত।

'হাসাত' বিক্রয় হলো, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, তোমার প্রতি যখন কংকর নিক্ষেপ করব তখন তোমার ও আমার মাঝে ক্রয়–বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এই ধরণের বিক্রয় 'মুনাবাযা' বিক্রির সদৃশ। এগুলো ছিল জাহিলী আমলের বিক্রির প্রথা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ একই বিক্রীতে দুই বিক্রী নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে।

١٢٣٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ

১. জাহিলী যুগে রীতি ছিল যে, বিক্রেতা বলতঃ এই বস্তুগুলোর মধ্যে যেটিতে আমার নিক্ষিপ্ত কংকর পড়বে সেটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম। একে 'হাসাত' বলা হয়। বিস্তারিত ফিকহগ্রন্থ সমূহে দেখুন।

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوْا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُوْلَ أَبِيْعُكَ هٰذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيْئَةٍ بِعِشْرِيْنَ ، وَلاَ يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُوْلَ أَبِيْعُكَ دَارِي هٰذِهِ بِكَذَا . عَلَى أَنْ تَبِيْعَنِي غُلاَمَكَ بِكَذَا . فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلاَمُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي ، وَهٰذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُوْمٍ ، وَلاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ .

১২৩৪. হান্নাদ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক‌ই বিক্রিতে দুই বিক্রি নিষেধ করেছেন। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র, ইব্‌ন উমার ও ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। কতক আলিম এই হাদীছটির ভাষ্য করেছেন। তাঁরা বলেন, 'এক বিক্রিতে দুই বিক্রি শামিল করা' কথাটির মর্ম হল, যেমন কোন বিক্রেতা বলল, এই কাপড়টি তোমার কাছে নগদে দশ দিরহাম আর বাকীতে বিশ দিরহামে বিক্রি করলাম। এই দুটো বিক্রির মাঝে সে কিছুর ব্যবধান করল না। কিন্তু যদি একটিকেও সে আলাদা করে নেয় এবং একটি প্রস্তাবের উপর চুক্তি হয়ে যায় তবে এতে কোন দোষ নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নবী ﷺ এক বিক্রিতে দুই বিক্রি শামিল নিষিদ্ধ করেছেন। এর উদাহরণ হল, কেউ বলল, আমি তোমার নিকট আমার এই বাড়িটি এত মূল্যে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, তুমি আমার নিকট তোমার গোলামটিকে এত মূল্যে বিক্রি করবে, যখন তোমার গোলাম অনিবার্যভাবে আমার হবে, আমার বাড়িটিও তোমার জন্য অনিবার্য হবে। এ হলো মূল্য নির্ধারণের পূর্বেই বিক্রি চুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শামিল। এদের কেউ জানতে পারলনা যে, কিসের উপর চুক্তি সম্পাদিত হলো। (তাই এটি জায়েয নয়)।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

অনুচ্ছেদ ঃ যা অধিকারে নেই তা বিক্রি করা নিষেধ।

١٢٣٥. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرٍ ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَأْتِيْنِى الرَّجُلُ يَسْأَلُنِى مِنَ الْبَيْعِ مَالَيْسَ عِنْدِى ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ ثُمَّ أَبِيْعُهُ ؟ قَالَ لَاتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ .

১২৩৫. কুতায়বা (র.)........হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কাছে কোন কোন লোক এসে এমন জিনিষও কিনতে চায় যা আমার কাছে নেই।এমতাবস্থায় আমি কি তার জন্য বাজার থেকে কিনে পরে তার নিকট বিক্রি করতে পারি ? নবী ﷺ বললেন, যা তোমার হাতে নেই তা বিক্রি করবে না। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٢٣٦. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ مَالَيْسَ عِنْدِى . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قُلْتُ لِاَحْمَدَ مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ؟ قَالَ أَنْ يَكُوْنَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِى شَيْئٍ فَيَقُوْلُ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّا عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ . قَالَ إِسْحٰقُ (يَعْنِى ابْنَ رَاهَوَيْهِ) كَمَا قَالَ . قُلْتُ لِاَحْمَدَ وَعَنْ بَيْعِ مَالَمْ تَضْمَنْ ؟ قَالَ لَايَكُوْنُ عِنْدِى إِلاَّ فِى الطَّعَامِ مَالَمْ تَقْبِضْ . قَالَ إِسْحٰقُ كَمَا قَالَ فِى كُلِّ مَايُكَالُ أَوْ يُوْزَنُ .

قَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ أَبِيْعُكَ هٰذَا الثَّوْبَ وَعَلَىَّ خِيَاطَتُهُ وَقَصَارَتُهُ . فَهٰذَا مِنْ

نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ . وَإِذَا قَالَ أَبِيْعُكَهُ ، وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . أَوْ قَالَ أَبِيْعُكَهُ وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ . قَالَ إِسْحٰقُ كَمَا قَالَ .

১২৩৬. কুতায়বা (র.)......হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যা আমার হাতে নেই তা বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.) বলেন, আমি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.)-কে বললাম, "একই সঙ্গে ঋণ ও বিক্রয় করা তিনি নিষেধ করেছেন"-এর অর্থ কি ?

তিনি বললেন, কাউকে ঋণ প্রদানের পর অতিরিক্ত মূল্যে তার নিকট কিছু বিক্রয় করা। কিংবা এর উদাহরণ এটিও হতে পারে যে, কোন কিছু (রেহেন) রেখে কাউকে কিছু করজ দিল এবং বলল, যদি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে না পার তবে ঐ জিনিষটি বিক্রীত বলে গণ্য হবে।

ইসহাক (র.) আরো বলেন, আমি আহমাদ (র.)-কে বললাম, লোকসানের দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত বিক্রয় হয় না"-এই কথার মর্ম কি ? তিনি বললেন, আমার মতে খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেই কেবল এটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ হস্তগত না করা পর্যন্ত-এর বিক্রয় জায়েয নয়। ইসহাক (র.) বলেন, দাড়িপাল্লা বা পাত্র দ্বারা যে সব দ্রব্য ওযন করা হয় সেই সবই এর মধ্যে শামিল।

আহমাদ (র.) বলেন, যদি কেউ বলে, এই কাপড়টি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম আর এটি সেলাই করা এবং ধুয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। এরূপ করা একই বিক্রয়ে দুই শর্ত করার শামিল। আর যদি বলে, "এটি আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম।সেলাই করে দেওয়া আমার দায়িত্ব" তবে কোন দোষ নেই। যদি বলে, "এটি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম, আমার দায়িত্ব হলো এটি ধৌত করে দেওয়া" তবুও কোন দোষ নাই। কারণ এ হলো একটি শর্ত।

١٢٣٧. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ . وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ . وَلاَ رِبْحَ مَالَمْ يُضْمَنْ . وَلاَ بَيْعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . قَدْ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . رَوَى أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَأَبُوْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ .قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَوْفٌ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ. إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ .

১২৩৭. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক সঙ্গে ঋণ ও বিক্রি [১] হালাল নয়। এক বিক্রিতে দুই ধরণের শর্ত করা এবং 'যিমান' বা লোকসানের দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত লাভ জাইয নয়। আর তোমার হাতে যা নেই তা বিক্রি করাও বৈধ নয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। আয়্যূব আস–সাখতিয়ানী ও আবূ বিশ্‌র এটিকে ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক– হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আওফ ও হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান (র.) এটিকে ইব্‌ন সীরীন– হাকীম ইব্‌ন হিযাম সূত্রে – নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, এই সনদটি মুরসাল। আসলে সনদটি হলো ইব্‌ন সীরীন (র.) এটিকে আয়্যূব আস্ সাখতিয়ানী – ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক – হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٣٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ أَبُوْ سَهْلٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ مَالَيْسَ عِنْدِى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَرَوَى وَكِيْعٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ "عَنْ يُوْسُفَ بْنِ

১. এই শর্তে বিক্রি করা যে, আমাকে এত টাকা ঋণ দিতে হবে।

مَاهَكَ " . وَرِوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَصَحُّ .

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عِصْمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ مَالَيْسَ عِنْدَهُ .

১২৩৮. হাসান ইব্‌ন আলী খাল্‌লাল, আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও অন্যেরা (র.)......হাকীম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যা আমার হাতে নেই তা বিক্রি করতে নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন।

ওয়াকী' (র.) এই হাদীছটিকে ইয়াযীদ ইব্‌ন ইবরাহীম – ইব্‌ন সীরীন – আয়্যুব – হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদে ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক-এর উল্লেখ নেই।

আবদুস- সামাদ (র.)-এর রিওয়ায়াতটি (১২৩৮ নং) অধিকতর সাহীহ্।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী কাছীর এই হাদীছটি ইয়া'লা ইব্‌ন হাকীম – ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক – আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইসমা – হাকীম ইব্‌ন হিযাম সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আলিমের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে। তাঁরা যে জিনিষ হাতে নাই তা বিক্রি করা অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ "ওয়ালা"[১] বিক্রি করা ও হেবা করা নিষিদ্ধ।

١٢٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ

---

১. ক্রীত দাস আযাদ করার পর মালিকের যে অধিকার থাকে তাকে "ওয়ালা" অধিকার বলে। ওয়ারিসানের ক্রম তালিকায় মাওলা বা আযাদকর্তাও অন্তর্ভুক্ত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ . وَهُوَ وَهْمٌ وَهِمَ فِيْهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ. وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ .

১২৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ওয়ালা বিক্রি করা এবং তা হেবা করা নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়ম এই হাদীছটিকে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার – নাফি' – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'ওয়ালা' বিক্রি ও তা হেবা করা নিষেধ করেছেন। কিন্তু এই সনদটিতে বিভ্রান্তি বিদ্যমান। এতে (উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.)-এর মাঝে নাফি'-এর উল্লেখ করে) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান ভুল করেছেন। আবদুল ওয়াহ্হাব ছাকাফী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র প্রমুখ এটিকে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার – আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে – নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সুলায়ম (র.)-এর রিওয়ায়াত থেকে অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

অনুচ্ছেদ ঃ বাকীতে কোন জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বিক্রি করা।

١٢٤٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيْحٌ . هٰكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِي وَغَيْرُهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا

عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحٰقَ.

১২৪০. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)......সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বাকীতে কোন জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বিক্রি করা নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, জাবির, ও ইব্ন উমার (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে। সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। সামুরা (রা.) থেকে হাসান (র.)–এর হাদীছ শ্রবণও সত্য। আলী ইব্ন মাদীনী ও অন্যান্যরাও এরূপ বলেছেন।

বাকীতে জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বিক্রি করা সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের আমল এই হাদীছ অনুসারে রয়েছে। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইমাম আহমদ (র.)ও এরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন।

কতক সাহবী ও অপরাপর আলিম বাকীতে কোন জন্তুর বিনিময়ে কোন জন্তু বিক্রি করার অবকাশ রেখেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

١٢٤١. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ (وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَيَوَانُ اِثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، لَايَصْلُحُ نَسِيئًا . وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدًا . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২৪১. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র.).......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক জন্তুর বিনিময়ে দুটো জন্তু বিক্রি বাকীতে ঠিক নয়, তবে দস্তবদস্ত (নগদ) হলে তাতে কোন দোষ নাই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুটি দাসের বিনিময়ে একটি দাস ক্রয়।

١٢٤٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ

فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " بِعْنِيْهِ " فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ . ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ ، حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لاَبَأْسَ بِعَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدًا . وَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ إِذَا كَانَ نَسِيْئًا .

১২৪২. কুতায়বা (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি দাস নবী ﷺ এর কাছে এসে তাঁর কাছে হিজরতের উপর বায়আত হয়। সে যে একজন দাস এই কথা নবী ﷺ বুঝতে পারেন নি। অনন্তর এই দাসটির মালিক এসে এটিকে নিয়ে যেতে চাইল। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। অনন্তর তিনি এটিকে দুজন কাল গোলামের বিনিময়ে কিনে নেন। এরপর থেকে আর তিনি, গোলাম কি-না, এই কথা জিজ্ঞাসা না করে কাউকে বায়আত করতেন না।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে যে, দস্ত বদস্ত (নগদ) হলে দুজন দাসের বিনিময়ে একজন দাস ক্রয়ে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু বাকীতে হলে তাদের মতবিরোধ রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ كَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদঃগমের বিনিময়ে গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ হতে হবে।এতে অতিরিক্ত প্রদান হারাম।

١٢٤٣. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَالبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. بِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ . وَبِيْعُوْا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ

شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ، وَبِيعُوْا الشَّعِيْرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبِلاَلٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عُبَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَ بِيْعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْحَدِيْثَ وَزَادَ فِيْهِ " قَالَ خَالِدٌ قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ بِيْعُوْا الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ " فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . لاَيَرَوْنَ أَنْ يُبَاعَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَ الأَصْنَافُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . وَهٰذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحُجَّةُ فِي ذٰلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ بِيْعُوْا الشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالشَّعِيْرِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ .

১২৪৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র.)......উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ হলে সমপরিমাণ হতে হবে, রূপার বিনিময়ে রূপা হলে সমপরিমাণ হতে হবে, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর হলে সমপরিমাণ হতে হবে, গমের বিনিময়ে গম হলে সমপরিমাণ হতে হবে, নিমকের বিনিময়ে নিমক হলে সমপরিমাণ হতে হবে, যবের বিনিময়ে যব হলে সমপরিমাণ হতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে কেউ অতিরিক্ত দিলে বা অতিরিক্ত চাইলে তা হবে সূদ।

তোমরা দস্ত বদস্ত (নগদ) হলে রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার ; দস্ত বদস্ত

হলে খেজুরের বিনিময়ে গম যদৃচ্ছা বিক্রি করতে পার; দস্ত বদস্ত হলে খেজুরের বিনিময়ে যব যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পার।

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, বিলাল ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উবাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

কোন কোন রাবী এই হাদীছটিকে খালিদ (র.) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, তোমরা দস্ত বদস্ত হলে যবের বিনিময়ে গম যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পার। কেউ কেউ এই হাদীছটিকে খালিদ – আবূ কিলাবা – আবুল আশআছ – উবাদা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত আছে যে, খালিদ বলেন, আবূ কিলাবা বলেছেন, যবের বিমিয়ে গম হলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পার..........। এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। তারা উভয় দিকে সমপরিমাণ না হওয়া ছাড়া গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব বিক্রি জায়েয বলে মনে করেন না। কিন্তু যদি জাত বিভিন্ন হয় তবে দস্ত বদস্ত হলে অতিরিক্ত প্রদান করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। এ হলো অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের অভিমত। ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–ও এইমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এই বিষয়ে দলীল হলো নবী ﷺ–এর বাণী, দস্তবদস্ত হলে গমের বিনিময়ে যব যদৃচ্ছা বিক্রি করতে পার।

কতক আলিম, যবের বিনিময়ে গমের ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা হারাম বলে মনে করেন। এ হলো ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রা.)–এর অভিমত। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّرْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ (বাট্টায়) মুদ্রা বিনিময়।

١٢٤٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِى سَعِيدٍ . فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ هَاتَانِ " يَقُوْلُ لاَتَبِيعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَيُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ . وَلاَ تَبِيعُوْا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ

وَهِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَالْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَبِلاَلٍ . قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . فِي الرِّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلاَّ مَارُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَيَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلاً وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ . وَقَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ . وَكَذَالِكَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ شَيْئٌ مِنْ هٰذَا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ .وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الصَّرْفِ أَخْتِلاَفٌ .

১২৪৪. আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র.)......নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও ইব্‌ন উমার (রা.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, আমার এই দু' কান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছে যে, সমপরিমাণ না হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করবে না; সমপরিমাণ না হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করবে না। কতকের উপর কতক যেন অতিরিক্ত না হয়। আর এর নগদের বদলে বাকী বিক্রি করবে না।

এই বিষয়ে আবূ বাকর, উমার, উছমান, আবূ হুরায়রা হিশাম ইব্‌ন আমির, বারা, যায়দ ইব্‌ন আরকাম, ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ, আবূ বাকরা, ইব্‌ন উমার, আবুদ্‌ দারদা ও বিলাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। নবী ﷺ থেকে আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দস্তবদস্ত হলে স্বর্ণের বিনিময়ে অতিরিক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপার বিনিময়ে অতিরিক্ত পরিমাণ রূপা বিক্রিতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, সূদ হয় বাকীতে বিক্রয়ে। কতক সাহবী থেকেও এমন ধরণের কিছু বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ সাঈদ খুদরী তাঁকে এই হাদীছটি বর্ণনা করে শুনালে তিনি তাঁর পূর্বমত প্রত্যাহার করেন।

প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর সাহীহ্। এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নাই।

١٢٤٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيْعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيْعِ . فَأَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ . وَأَبِيْعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيْرَ . فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ . فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَبَأْسَ بِهِ بِالْقِيْمَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا .وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنْ لاَبَأْسَ أَنْ يَقْتَضِيَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ وَهُوَقَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ذٰلِكَ .

১২৪৫. হাসান ইব্ন আলী খাল্লাল (র.)......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকীতে উট বিক্রি করতাম। অনেক সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্রায় তা বিক্রি করে তদস্থলে রৌপ্যমুদ্রা আবার রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রি করে তদস্থলে দীনার গ্রহণ করতাম। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম। তাঁকে হাফসার ঘর থেকে বের হয়ে আসছেন দেখতে পেলাম। তাঁকে আমি উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এরূপ মূল্য গ্রহণে কোন দোষ নাই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সিমাক ইব্ন হারব – সাঈদ ইব্ন জুবায়র – ইব্ন উমার (রা.) সূত্র ছাড়া মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। দাঊদ ইব্ন আবী হিন্দ এই হাদীছটিকে সাঈদ ইব্ন জুবায়র – ইব্ন উমার (রা.) থেকে মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছ অনুসারে কতক আলিমের আমল রয়েছে। তাঁরা স্বর্ণ মুদ্রার স্থলে রৌপ্যমুদ্রা এবং রৌপ্য

মুদ্রার স্থলে স্বর্ণমুদ্রা প্রদানে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা] আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এটি অপছন্দনীয় মনে করেছেন।

١٢٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ . فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ ! لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ " إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ " يَقُوْلُ يَدًا بِيَدٍ .

১২৪৬. 'কুতায়বা (র.)......মালিক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হাদছান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কে রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) বিনিময় করবে" ? -এই কথা বলতে বলতে আমি সামনে আসলাম। উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে তখন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ বসে ছিলেন। তিনি বললেন, তোমার স্বর্ণমুদ্রাগুলো আমাকে দেখাও। পরবর্তীতে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। আমার খাদিম আসলে আমার রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম)গুলো তোমাকে দিব।

উমার (রা.) বললেন, কখনো নয়, আল্লাহর কসম, হয়ত এখনি তুমি তাকে রৌপ্যমুদ্রাগুলো দিবে নয়ত তার স্বর্ণমুদ্রা তাকে ফিরিয়ে দিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নগদ না হলে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা সূদী কারবার বল গণ্য ; নগদ না হলে গমের বদলে গম বিক্রিও সূদ ; নগদ না হলে খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করাও সূদ।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এই হাদীছ অনুসারে আলিমগণ আমল করেছেন। হাদীছোক্ত إِلاَّهَاءَ وَهَاءَ অর্থ হল নগদ হাতে হাতে বিনিময় করা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيْرِ وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ ঃ পরাগায়নের পর খেজুরগাছ বিক্রি করা এবং সম্পদাধিকারী দাস বিক্রি করা।

١٢٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِى بَاعَهَا إِلاَّ أَن يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ. وَحَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . هٰكَذَا رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . هٰكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ الْحَدِيْثَيْنِ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَيْضًا. وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ سَالِمٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدِيْثُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَصَحُّ مَاجَاءَ فِى هٰذَا الْبَابِ .

১২৪৭. কুতায়বা (র.).......সালিম তাঁর পিতা ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে বলতে শুনেছি যে, পরাগায়নের [১] পর যদি কেউ খেজুর গাছ বিক্রি করে তবে ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত না করলে এর ফল হবে বিক্রেতার। এমনিভাবে কেউ যদি সম্পদাধিকারী দাস বিক্রি করে তবে ক্রেতা শর্ত না করলে এই দাসের সম্পদ হবে বিক্রেতার।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হদীছটি হাসান–সাহীহ। যুহরী – সালিম – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটি একাধিকভাবে বর্ণিত আছে যে, পরাগায়নের পর কেউ যদি খেজুর গাছ ক্রয় করে তবে ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত না করলে এর ফল হবে বিক্রেতার। এমনিভাবে কেউ যদি এমন দাস বিক্রি করে যার কিছু সম্পদ আছে তবে ক্রেতা শর্ত না করলে ঐ সম্পদ হবে বিক্রেতার। নাফি' – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে এটি (কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ) বর্ণিত আছে। এতে আছে......... مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ নাফি' – ইব্‌ন উমার – উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কেউ যদি এমন দাস বিক্রি করে যার কিছু সম্পদ রয়েছে.........।

নাফি'–এর বরাতে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার প্রমুখ উক্ত দুটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কেউ কেউ এই হাদীছটি নাফি' – ইব্‌ন উমার (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইব্‌ন খালিদ (র.) সূত্রেও ইব্‌ন উমার (রা.) – নবী ﷺ থেকে সালিমের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

কতক আলিমের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এরও অভিমত।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন, যুহরী – সালিম – তাঁর পিতা ইব্‌ন উমার (রা.) নবী ﷺ সূত্রটি অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত উভয়েরই (বিক্রি সম্পাদন করা না করার) এখতিয়ার থাকে।

١٢٤٨. حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ .

---

১. পরাগায়নের উদ্দেশ্যে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় পুং খেজুর বৃক্ষের রেনু স্ত্রী খেজুর বৃক্ষের থোড়ের মিলন ঘটানকে তা'বীর (تابير) বলা হয়।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمُرَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالُوْا الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لاَبِالْكَلاَمِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ " مَالَمْ يَتَفَرَّقَا " يَعْنِى الْفُرْقَةَ بِالْكَلاَمِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ، لاَنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنٰى مَارَوَى . وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْجِبَ الْبَيْعَ مَشٰى لِيَجِبَ لَهُ . وَهٰكَذَا رُوِىَ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ .

১২৪৮. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র.).......ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায় বা তারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনে সম্মত হয়।

নাফি' বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) যখন কিছু ক্রয় করতেন তখন তিনি বসা থাকলে বিক্রয় অনিবার্য করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আবূ বারযা, হাকীম ইব্‌ন হিযাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র, সামুরা ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। এ হলো, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাঁরা বলেন, এখানে পৃথক হওয়া বলতে শারীরিক পৃথক হওয়া বুঝায়, এর মর্ম বাচনিক পৃথক হওয়া নয়।

কতক আলিম [ইমাম আবূ হানীফা (র.)] বলেন, "যতক্ষণ তারা পৃথক না হয়েছে" - এই বাণীর মর্ম হলো বাচনিক পৃথক হওয়া। [অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যদি বাচনিক সম্পাদন হয়ে যায় এবং প্রসঙ্গান্তর হয়ে যায় তবে শারীরিকভাবে আলাদা না হলেও আর ইখতিয়ার থাকবে না।]

প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সাহীহ্। কেননা যে ইব্‌ন উমার এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তাঁরই তো এর মর্ম সম্পর্কে অধিক অবহিত থাকার কথা। তাঁরই নিকট থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যদি বিক্রি অকাট্য করতে চাইতেন তবে তা অনিবার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কিছু হেটে আসতেন। আবূ বারযা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٢٤٩. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِى الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَهٰكَذَا رُوِىَ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِىِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِى فَرَسٍ بَعْدَ مَاتَبَايَعَا. وَكَانُوْا فِى سَفِيْنَةٍ. فَقَالَ لاَأُرَا كُمَا افْتَرَقْتُمَا. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ، إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْكَلاَمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ. وَهٰكَذَا رُوِىَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ كَيْفَ أَرُدُّ هٰذَا؟ وَالْحَدِيْثُ فِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ صَحِيْحٌ. وَقَوَّى هٰذَا الْمَذْهَبَ.

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ "إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ" مَعْنَاهُ أَنْ يُخَيِّرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِىَ بَعْدَ إِيْجَابِ الْبَيْعِ. فَإِذَا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ، فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى فَسْخِ الْبَيْعِ. وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا. هٰكَذَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِىُّ وَغَيْرُهُ. وَمِمَّا يُقَوِّى قَوْلَ مَنْ يَقُوْلُ " الْفُرْقَةُ بِالْأَبْدَانِ لاَ بِالْكَلاَمِ " حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.

১২৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা–বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়। তারা উভয়েই যদি সত্য বলে থাকে এবং সব স্পষ্টভাবে বিবৃত করে থাকে তবে তাদের ক্রয়–বিক্রয় বরকতময় করে দেওয়া হয়। আর যদি মিথ্যা বলে এবং কিছু গোপন করে তবে তাদের ক্রয়–বিক্রয় বরকতহীন করে দেওয়া হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি সাহীহ্।

এই বিষয়ে আবূ বারযা, আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র, সামুরা, আবূ হুরায়রা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি (১২৪৮ নং) হাসান–সাহীহ্। নবী ﷺ–এর সাহাবীদের এবং অপরাপর আলিমদের আমল এর উপর রয়েছে।

আবূ বারযা আসলামী (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। একটি ঘোড়া বিক্রি সম্পাদনের পর দুই ব্যক্তি তাঁর নিকট বিবাদ মীমাংসার জন্য আসে। তারা তখন একটি নৌযানে ছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছ বলে তো আমি দেখছি না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা–বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

কূফা বসবাসকারী এবং অপর কিছু আলিমের বক্তব্য হলো, বিচ্ছিন্নতার মর্ম এখানে বাচনিক বিচ্ছিন্নতা। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী (র.)–এর অভিমত। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কেমন করে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি ? এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীছটি তো সাহীহ্। এই মতপন্থাকে তো এই রিওয়ায়াতটি শক্তিশালী করে।

নবী ﷺ -এর বাণী إلاَّ بَيْعَ الخِيَارِ অর্থ হলো, বিক্রি সম্পদানের পর বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেয় এবং এই ইখতিয়ার পাওয়ার পর ক্রেতা যদি এই বিক্রিকে গ্রহণ করে নেয় তবে আর এই বিক্রয় প্রত্যাহার করার তার ইখতিয়ার থাকবে না যদিও তারা বিচ্ছিন্ন না হয়। ইমাম শাফিঈ প্রমুখ (র.) এই ভাষ্যই প্রদান করেছেন। 'বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ শারীরিক বিচ্ছিন্নতা বাচনিক বিচ্ছিন্নতা নয়' – এই অভিমত যারা ব্যক্ত করেছেন তাদের বক্তব্যকে ইব্ন আমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি শক্তিশালী করে।

١٢٥: أَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ عَنْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ . وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَمَعْنَى هٰذَا أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

خَشْيَــةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ . وَلَوْ كَانَتِ الْفُرْقَــةُ بِالْكَلَامِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ مَعْنًى حَيْثُ قَالَ ﷺ "وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَــهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ" .

১২৫০. কুতায়বা (র.)......আম্র ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা তার পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ইখতিয়ার আছে যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়েছে। কিন্তু খিয়ার চুক্তি [১] থাকলে ভিন্ন কথা। সুতরাং ক্রয় বা বিক্রি চুক্তি প্রত্যাহার করে ফেলবে এই আশংকায় এক পক্ষের জন্য তার সঙ্গী থেকে পৃথক হওয়া হালাল নয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান।

এটির মর্ম হলো, বিক্রি বা ক্রয় প্রত্যাহার করে ফেলতে পারে এ আশংকায় পৃথক হওয়া বৈধ নয়। পৃথক হওয়ার অর্থ যদি বাচনিক পৃথক হওয়া হয়, তবে বিক্রির পর ইখতিয়ার থাকার বিষয় থাকত না এবং এই হাদীছটিরও কোন অর্থ হত না-যেখানে এ কথা বলা হয়েছে যে, প্রত্যাহার আশংকায় পৃথক হওয়া বৈধ নয়।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : . . . . . ।

١٢٥١. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ (وَهُوَ الْبُجَلِيُّ الْكُوْفِيُّ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

১২৫১. নাসর ইব্ন আলী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয় সম্পাদন থেকে কেউ পৃথক হবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি গারীব।

١٢٥٢. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ .
وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

---

১. বিক্রির সময় আরো বিবেচনা করে দেখার শর্ত করা। এই শর্ত তিন দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। একে খিয়ার শর্তও বলা হয়।

১২৫২. আম্‌র ইব্‌ন হাফ্‌স শায়বানী (র.)........জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক বেদুঈনকে বিক্রির পর ইখতিয়ারের অধিকার প্রদান করেছিলেন।

এই হাদীছটি হাসান–গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়–বিক্রয়ে যে প্রতারিত হয়।

١٢٥٣. حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ . وَكَانَ يُبَايِعُ. وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللّٰهُ ﷺ فَنَهَاهُ. فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ. فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَبَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرْ .

وَحَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ .وَقَالُوْا الْحَجْرُ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ ضَعِيْفَ الْعَقْلِ.وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ .

১২৫৩. ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ বাসরী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ছিল যার বিবেক ছিল দুর্বল। সে ক্রয়–বিক্রয় করত। তাঁর পরিবারের লোকেরা নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর উপর (বিকিকিনি থেকে) বিধি নিষেধ আরোপ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং তাকে (বিকিকিনি করতে) নিষেধ করলেন, ঐ ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি তো বিকিকিনি না করে ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা।

তিনি বললেন, যখন বিকিকিনি করবে তখন বলে দিবে, "নগদ দস্তবদস্ত হতে হবে আর প্রতারণা নেই।" এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার (র.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান সাহীহ-গারীব। কতক আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা বলেন, কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি দুর্বলচিত্ত হয় তবে তার উপর বিকিকিনি থেকে বিধি নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।কতক আলিম স্বাধীন বালেগ ব্যক্তির উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা যায় বলে মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُصَرَّاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতারণার উদ্দেশ্যে পশুর ওলানে দুধ জমান প্রসঙ্গে।

١٢٥٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا . إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ .

১২৫৪. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি ওলানে দুধ জমিয়ে রাখা কোন জন্তু ক্রয় করে তবে দুধ দোহনের পর তার (এটি গ্রহন করা না করার) ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তখন এটিকে ফেরৎ দিতে পারবে। আর ফেরৎ দিলে সঙ্গে এক সা' খেজুর সহ ফেরৎ দিবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে আনাস (রা.) ও জনৈক সাহাবী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٢٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لاَسَمْرَاءَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا . مِنْهُمْ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ . وَمَعْنَى قَوْلِهٖ " لاَ سَمْرَاءَ " يَعْنِى لاَبُرَّ .

১২৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কেউ যদি ওলানে দুধ জমাকৃত পশু ক্রয় করে তবে তার তিন দিন পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে তা ফেরৎ দেয় তবে এক সা' খাদ্য সহ ফেরৎ দিবে যাতে সামরা নেই। সামরা নেই অর্থ গম নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক (র.) সহ আমাদের ইমাম ও উস্তাদগণ এই হাদীছের উপর আমল করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اشْتِرَاطِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ের সময় জন্তুর পৃষ্ঠারোহনের শর্ত করা প্রসঙ্গে।

١٢٥٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيْرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِى الْبَيْعِ جَائِزًا إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايَجُوْزُ الشَّرْطُ فِى الْبَيْعِ . وَلاَ يَتِمُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ فِيْهِ شَرْطٌ .

১২৫৬. ইব্‌ন আবূ উমার (র.)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট একটি উট বিক্রি করেছিলেন। তখন তিনি তাতে আরোহণ করে স্বীয় পরিবার (বাড়ি) পর্যন্ত গমনের শর্ত করেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। এটি একাধিক সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এর উপর আমল করেছেন। তারা বিক্রির ক্ষেত্রে যদি একটি মাত্র শর্ত হয় তবে তা করা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন, বিক্রির ক্ষেত্রে কোনরূপ শর্তারোপ জায়েয নয়। শর্তারোপ করা হলে বিক্রি পূর্ণাঙ্গ হয় না।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْاِنْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধকরূপে রক্ষিত বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করা।

١٢٥٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَيُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا. وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا. وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَوْقُوْفًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْئٍ.

১২৫৭. আবূ কুরায়ব ও ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বন্ধকরূপে রক্ষিত জন্তুর পিঠে আরোহণ করা যাবে এবং বন্ধকরূপে রক্ষিত জন্তুর দুগ্ধও পান করা যাবে।যে ব্যক্তি আরোহণ করবে বা দুগ্ধপান করবে তার উপর থাকবে জন্তুটির ব্যয়ভার।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে আমির আশ-শা'বী (র.)-এর সূত্র ব্যতীত এটি মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। একাধিক রাবী এটিকে আ'মাশ - আবূ সালিহ - আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে মওকূফরূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম বলেন, বন্ধকরূপে রক্ষিত বস্তু থেকে কোনরূপ উপকার লাভ করা যাবে না [এ হলো ইমাম আবূ হানীফা ও জমহুর আলিমগণের অভিমত]।

بَابُ مَاجَاءَ فِي شِرَاءِ الْقِلاَدَةِ وَفِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও পুঁতি খচিত মালা ক্রয় করা প্রসঙ্গে।

١٢٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ . فَفَصَّلْتُهَا . فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا . فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاَتُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ مُحَلًّى أَوْمِنْطَقَةٌ مُفَضَّضَةٌ أَوْ مِثْلُ هٰذَا بِدَرَاهِمَ حَتَّى يُمَيَّزَ وَيُفَصَّلَ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحٰقَ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ .

১২৫৮. কুতায়বা (র.)......ফাযালা ইব্ন উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় আমি বার দীনারে একটি মালা ক্রয় করি। এতে স্বর্ণ ও পুঁতি ছিল। তখন অমি এটির স্বর্ণ ও পুঁতি আলাদা করি। এতে বার দীনার অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ পেলাম। অনন্তর নবী ﷺ-এর কাছে তা উল্লেখ করলাম। তিনি তখন বললেন, (স্বর্ণ) আলাদা না করা পর্যন্ত এই ধরণের মালা বিক্রি করা যাবে না।

কুতায়বা (র.)......আবূ শুজা, সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ (র.) থেকে এই সনদে অনুরূপ মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, রূপা আলাদা

না করা পর্যন্ত রৌপ্য খচিত তরবারী বা রৌপ্য খচিত কোমরবন্দ বা অনুরূপ কোন জিনিষ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)-এর বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। এ হলো ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই বিষয়ে অবকাশ রেখেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اشْتِرَاطِ الْوَلاَءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালা (অভিভাবকত্বের) শর্ত করা এবং এই বিষয়ে ভর্ৎসনা প্রসঙ্গে।

١٢٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ. عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ . فَاشْتَرَطُوْا الْوَلاَءَ . فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اشْتَرِيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، أَوْ لِمَنْ وَلِىَ النِّعْمَةَ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ وَمَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّابٍ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِىُّ عَنِ ابْنِ الْمَدِيْنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ إِذَا حُدِّثْتَ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَقَدْ مَلأْتَ يَدَكَ مِنَ الْخَيْرِ لاَتُرِدْ غَيْرَهُ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى مَاأَجِدُ فِى إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِىِّ وَمُجَاهِدٍ أَثْبَتَ عَنْ مَنْصُوْرٍ . قَالَ وَأَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ مَنْصُوْرٌ أَثْبَتُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ .

১২৫৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরাকে ক্রয় করার ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তার মালিক পক্ষ (নিজদের জন্য) 'ওয়ালা'-এর শর্তারোপ করে। নবী ﷺ (আয়েশাকে) বললেন, তুমি বারীরাকে কিনে নাও। যে মূল্য পরিশোধ করে (বা যে আযাদ করার নেয়ামতের অধিকারী হয়েছে) তারই 'ওয়ালা' থাকবে।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।এতদনুসারে আলিমগণের আমল রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মানসূর ইবনুল মু'তামিরের কুনিয়াত বা উপনাম হলো 'আত্তাব। আবূ বাকর আত্তার আল-বাসরী (র.) আলী ইবনুল মাদীনী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.)-কে বলতে শুনেছি, মানসূর-এর বরাতে যদি তোমাকে কিছু রিওয়ায়াত করা হয় তবে তুমি তোমার হাতকে মঙ্গল ও কল্যাণে ভর্তি করে নিলে। তাছাড়া অন্য কিছুর আর বাসনা করো না। এরপর ইয়াহ্ইয়া বললেন, ইবরাহীম নাখঈ ও মুজাহিদ (র.)-এর রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে মানসূর অপেক্ষা অধিক আস্থাযোগ্য কাউকে আমি পাই নি। মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী বলেছেন, কূফাবাসীদের মধ্যে মানসূর হলেন সব চাইতে নির্ভরযোগ্য।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ . . . . . .

١٢٦٠. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ. فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيْهَا دِيْنَارًا . فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا . فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالدِّيْنَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّيْنَارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَحَبِيْبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِى مِنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ .

১২৬০. আবূ কুরায়ব (র.)......হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ এক দীনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু খরীদ করার জন্য হাকীম ইব্ন হিযামকে প্রেরণ করেন। তিনি একটি কুরবানীর পশু খরীদ করেন এরপরে তাতে তার এক দীনার লাভ হয়। তখন তদস্থলে আরেকটি পশু খরীদ করেন এবং এক দীনার ও একটি কুরবানীর পশুসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। তখন তিনি বললেন, বকরীটি কুরবানী কর, আর দীনারটি সাদকা করে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাকীম ইব্‌ন হিযামের এই হাদীছটি সম্পর্কে এই সূত্র ছাড়া আমাদের কিছু জানা নাই। আমার ধারণামতে হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত (র.) হাকীম ইব্‌ন হিযাম থেকে কিছু শোনেন নি।

١٢٦١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَيَّانُ (وَهُوَ ابْنُ هِلاَلٍ أَبُو حَبِيْبٍ الْبَصْرِيُّ). حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ الأَعْوَرُ الْمُقْرِئُ (وَهُوَ ابْنُ مُوْسَى الْقَارِئُ) حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ أَبِى لَبِيْدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ دَفَعَ إِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا لأَشْتَرِىَ لَهُ شَاةً . فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ. فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ. وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّيْنَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَاكَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِى صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ. فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوْفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيْمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ مَالاً. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ . حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ (هُوَ أَخُوْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ) قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيْتٍ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِى لَبِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالُوْا بِهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ . مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُوْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . وَأَبُوْ لَبِيْدٍ اسْمُهُ لِمَازَةُ بْنُ زَيَّادٍ .

১২৬১. আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র.)......উরওয়া বারিকী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য একটি বকরী খরীদ করার জন্য আমাকে একটি দীনার দেন। আমি এ দিয়ে তাঁর জন্য দুটি বকরী খরীদ করি এবং একটি এক দীনারে বিক্রি করে দেই। আর একটি বকরী ও এক দীনার নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে আসি। অনন্তর উরওয়া বারিকী (রা.) তাঁর কাছে পুরা বিষয়টি বিবৃত করেন। নবী তাকে বললেন, আল্লাহ তোমার ডান হাতের চুক্তিতে (ব্যবসায়ে) বরকত দিন। পরবর্তীতে

আল-বারিকী (রা.) কূফার কুনাসায় চলে যান। সেখানে যথেষ্ট লাভ করেন। তিনি কূফার সবচাইতে ধনী হয়েছিলেন।

আহমাদ ইব্ন সাঈদ (র.)......আবূ লাবীদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কতক আলিম এই হাদীছ অনুসারে মত ও পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং তদনুসারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র.) সহ অপর কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেন নি।

রাবী সাঈদ ইব্ন যায়দ হলেন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.)-এর ভাই। আর আবূ লাবীদ (র.)-এর নাম হলো লিমাযা ইব্ন যাইয়াদ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَايُؤَدِّي

অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতাবের নিকট যদি আদায় করার মত কোন কিছু থাকে।

١٢٦٢. حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيْـرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَاعَتَقَ مِنْهُ .وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ . وَمَا بَقِيَ دِيَةُ عَبْدٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَهٰكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১২৬২. হারূণ ইব্ন আবদুল্লাহ বায্যায (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

কোন মুকাতাব[1] দাসের যদি রক্তপণের অর্থ বা উত্তরাধিকারী হওয়ার মত কোন কিছু থাকে তবে আযাদ হওয়ার হার অনুসারে সে ঐ বস্তুর ওয়ারিছ ও মালিক হবে। নবী ﷺ বলেছেন, মুকাতাব তার চুক্তির যতটুকু পরিমাণ আদায় করেছে সে পরিমাণ অনুসারে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াত (রক্তপণ) এবং যে পরিমাণ বাকী রয়েছে সে পরিমাণ অনুসারে গোলামের দিয়াত আদায় করবে।

এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র.)ও এটিকে ইকরিমা - ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। খালিদ হায্যা (র.) এটিকে ইকরিমার বরাতে আলী (রা.-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে অভিমত প্রদান করেছেন। অধিকাংশ সাহাবী ও আপরাপর আলিমগণের অভিমত হলো, একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্তও মুকাতাব দাস বলে গন্য। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

١٢٦٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ " أَوْ قَالَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ " ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيْقٌ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَاحَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ . أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَابَقِىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ . وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ .

১২৬৩. কুতায়বা (র.).......আম্‌র ইব্ন শুআয়ব তার পিতা, তার পিতামহ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খুতবায় বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি একশত উকিয়া মুদ্রার বিনিময়ে তার দাসের সঙ্গে "কিতাবাত" চুক্তি করে আর সেই দাস যদি দশ উকিয়া ছাড়া বাকী অর্থ আদায় করে দেওয়ার পর অর্থ আদায়ে অপারগ হয় তবে সে গোলাম বলেই গণ্য হবে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের এই হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তারা বলেন, কিতাবাত চুক্তির সামান্য অংশ বাকী থাকা পর্যন্ত মুকাতাব দাস বলেই গণ্য হবে। হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত (র.) এটিকে আম্‌র ইব্ন শুআয়ব (র.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

---

১. যে দাস কিছু বিনিময়ের মাধ্যমে মালিকের সঙ্গে আযাদ হওয়ার চুক্তি করে সে দাসকে 'মুকাতাব' বলা হয়।

١٢٦٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَا كُنَّ مَايُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ . وَقَالُوْا لَايَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَايُؤَدِّي حَتّٰى يُؤَدِّيَ .

১২৬৪. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান মাখযূমী (র.).......উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো মুকাতাবের কাছে যদি আদায় করার মত সম্পদ থাকে তবে তার থেকে সে যেন সে পরিমাণ আদায় করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

এ হাদীছের তাৎপর্য সম্পর্কে আলিমগণ বলেন, এটির সম্পর্ক হলো তাকওয়া ও সাবধানতার সাথে। তাঁরা বলেন, মুকাতাবের কাছে আদায় করার মত সম্পদ থাকলেও যতক্ষণ না চুক্তি মুতাবিক সাকুল্য অর্থ সে আদায় করবে ততক্ষণ সে আযাদ হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيْمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কোন পাওনাদার ঠিক তারই জিনিষটি পেলে।

١٢٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى

هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

১২৬৫. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি দেউলিয়া হয়ে যায় আর তার নিকট যদি কোন ব্যক্তি ঠিক তারই জিনিষটি পেয়ে যায় তবে এতে অন্যের চাইতে সেই অধিক হকদার।

এই বিষয়ে সামুরা ও ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এ হাদীছ অনুসারে কতক আলিমের আমল রয়েছে। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। আর কোন কোন আলিম বলেন, এতে সে অন্যান্য পাওনাদারের সঙ্গে সম অধিকারী হবে। এ হলো [ইমাম আবূ হানীফা], কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَّدْفَعَ إِلَى الذِّمِّيِّ الْخَمْرَ ، يَبِيعُهَا لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রির জন্য মদ যিম্মির কাছে অর্পণ করা নিষিদ্ধ।

١٢٦٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيْمٍ . فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ ، سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ وَقُلْتُ إِنَّهُ لِيَتِيْمٍ فَقَالَ أَهْرِيْقُوْهُ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا . وَقَالَ بِهٰذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَكَرِهُوْا أَنْ تُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلاً . وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَّكُوْنَ الْمُسْلِمُ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ حَتَّى يَصِيْرَ خَلاً . وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلِّ الْخَمْرِ إِذَا وُجِدَ قَدْ صَارَ خَلاً . أَبُو الْوَدَّاكِ اسْمُهُ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ .

১২৬৬. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.).......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমাদের

কাছে জনৈক ইয়াতীমের কিছু মদ ছিল। সূরা মাইদার (মদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত) আয়াত নাযিল হলে এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, এ মদ হলো জনৈক ইয়াতীমের সম্পদ। তিনি বললেন, তা ঢেলে ফেলে দাও।

এই বিষয়ে আনাস ইব্‌ন মলিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। একাধিক সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

কোন কোন আলিম এ হাদীছ অনুসারে মত পোষণ করেছেন। তাঁরা মদকে সিরকায় পরিণত করা না জায়িয বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ যে কোন মুসলিমের ঘরে মদ থাকা অবস্থায় সিরকায় পরিণত হয়ে যাওয়াটাও না-জায়িয বলে মনে করেছেন।

কতক আলিম মদ যদি সিরকারূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তবে এই মদের সিরকাকে জায়িয মনে করেছেন।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ . . . . . .

١٢٦٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيْكٍ . وَقَيْسٌ عَنْ أَبِى حَسِيْنٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالُوْا إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْئٌ فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْئٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَاذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ . وَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ ، وَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِيْرُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ . إِلاَّ أَنْ يَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِيْنَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَالَهُ عَلَيْهِ .

১২৬৭. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে তুমি তার নিকট সেই আমানত আদায় করে দাও। আর তোমার সঙ্গে যে খিয়ানত করেছে তার সাথে তুমি খিয়ানত করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এই হাদীছ মুতাবিক কোন কোন আলিম মত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, কোন ব্যক্তির যদি অপর কারো নিকট কিছু থাকে আর সে যদি তা আত্মসাৎ করে এবং পরে যদি তার কোন জিনিষ ঐ পাওনাদার ব্যক্তির হাতে পড়ে তবে তার যে পরিমাণ জিনিষ সে আত্মসাৎ করেছে সে পরিমাণ আটকে রাখার অধিকার তার নেই।

তাবিঈনের কেউ কেউ পাওনাদার ব্যক্তির জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন। এ হলো সুফইয়ান ছাওরী (র.)-এর অভিমত। তবে তিনি বলেন, কারো যদি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) পাওনা হয় আর তার হাতে যদি খাতকের দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এসে যায় তবে তার পক্ষে দিরহামের স্থানে এই দীনার আটকে রাখার অধিকার নেই। কিন্তু তার হাতে যদি খাতকের কিছু দিরহাম আসে তবে সে তার পাওনা দিরহামের পরিমাণ আটকে রেখে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে পারবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আরিয়া বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গৃহীত বস্তু অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।

١٢٦٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ . عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ . قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ .

১২৬৮. হান্নাদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র.).......আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছি যে, আরিয়া তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে, যামিনদার প্রাপ্য পরিশোধের যিম্মাদার হবে, আর ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

এই বিষয়ে সামুরা, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান-গারীব। এ সূত্র ছাড়াও আবূ উমামা (রা.)-এর বরাতে নবী থেকে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে।

١٢٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَاأَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّى. قَالَ قَتَادَةُ ثُمَّ نَسِىَ الْحَسَنُ فَقَالَ فَهُوَ أَمِيْنُكَ لاَضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِى الْعَارِيَةَ. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هٰذَا . وَقَالُوْا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلاَّ أَنْ يُّخَالِفَ . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ . وَبِهِ يَقُوْلُ إِسْحٰقُ .

১২৬৯. মুহম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)......সামুরা(রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, হাতে যা গ্রহণ করলো যতক্ষণ না সে তা প্রকৃত মালিকের নিকট আদায় করে দিবে ততক্ষণ এর দায়িত্ব তার উপর থেকে যাবে।

বর্ণনাকারী কাতাদা বলেন, পরবর্তীতে হাসান (র.) এই হাদীছটির বিষয় ভুলে যান। ফলে তিনি বলেন, সে তোমার আমানতদার সুতরাং তার উপর এর অর্থাৎ আরিয়ার ক্ষতিপূরণ নেই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীছের মর্ম অনুযায়ী মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেন, 'আরিয়া' গ্রহণকারী ব্যক্তির (জিনিষটি নষ্ট হলে) যামিন হবে। এ হলো ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ (র.)-এর অভিমত।

কোন কোন সাহাবী ও আলিম বলেন, আরিয়া গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি শর্ত খেলাফ না করে তবে তার উপর কোন যিমান আসবেনা। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইসহাক (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْإِحْتِكَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্তিকার বা মজুদদারী করা।

١٢٧٠. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَضْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ يَاأَبَا مُحَمَّدٍ ! إِنَّكَ تَحْتَكِرُ . قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْحِنْطَةَ وَنَحْوَ هٰذَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِى أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَحَدِيْثُ مَعْمَرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوْا احْتِكَارَ الطَّعَامِ . وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِى الْإِحْتِكَارِ فِى غَيْرِ الطَّعَامِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لاَ بَأْسَ بِالْاِحْتِكَارِ فِى الْقُطْنِ وَالسَّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ.

১২৭০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)......মা'মার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাযালা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পাপাচারী ব্যতিরেকে কেউ মওজূদদারী করে না।

রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম বলেন, আমি সাঈদ-কে বললাম, হে আবূ মুহাম্মাদ, আপনি তো মওজুদ করেন ? তিনি বললেন, মা'মারও মওজূদ করেতন।[১] সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তৈল ও বৃক্ষ-পত্র-ঘাস এবং অনুরূপ দ্রব্য মওজূদ করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই বিষয়ে উমার, আলী, আবূ উমামা ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

মামার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমগণ এ হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা খাদ্যদ্রব্য মওজূদ করা পছন্দ করেন নি। কেউ কেউ খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য জিনিষ মওজূদ রাখার অনুমতি দিয়েছেন। ইব্‌ন মুবারক বলেন, তুলা, ভেড়ার চামড়া এবং অনুরূপ দ্রব্য মওজূদ রাখায় কোন দোষ নাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى بَيْعِ الْمُحَفَّلاَتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহাফ্‌ফালাত বা স্তনে দুগ্ধ জমিয়ে রেখে পশু বিক্রি করা।

١٢٧١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

---
১. খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত।

عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَتَسْتَقْبِلُوا السُّوْقَ وَلاَ تُحَفِّلُوْا . وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوْا بَيْعَ الْمُحَفَّلَةِ . وَهِيَ الْمُصَرَّاةُ ، لاَيَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا . فَيَغْتَرَّبِهَا الْمُشْتَرِي . وَهٰذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيْعَةِ وَالْغَرَرِ

১২৭১. হান্নাদ (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন, বাজারে পৌছার পূর্বেই (স্বল্পমূল্যে ক্রয়ের জন্য) তেজারতী কাফেলার সাক্ষাত করবে না, পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না, কেউ অন্যের পন্য চালানোর জন্য অপচেষ্টা করবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা মুহাফ্‌ফালা বা স্তনে দুগ্ধ জমিয়ে সেই পশু বিক্রি করা না জায়িয বলেছেন। মুহাফ্‌ফালাই হলো 'মুসার্‌রাত' -কয়েকদিন পর্যন্ত মালিক দুগ্ধবতী পশুর দুধ দোহন করা থেকে বিরত থাকে যাতে এর স্তনে দুধ জমা হয়ে যায়, যেন ক্রেতা ধোঁকায় পড়ে যায়। এ হলো এক ধরণের প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজী।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলিমের সম্পদ গ্রাস করার জন্য মিথ্যা শপথ করা।

١٢٧٢ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللّٰهِ ! لَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ . كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ

مِنَ الْيَهُوْدِ أَرْضٌ . فَجَحَدَنِى . فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ لاَ فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ احْلِفْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِى . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً . إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَ فِى الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَأَبِى مُوْسَى ، وَأَبِى أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِىِّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . وَحَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২৭২. হান্নাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কসমের মাধ্যমে কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি মিথ্যা শপথ করে তবে সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এভাবে উপস্থিত হবে যে, তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।

সাহাবী আশআছ ইব্ন কায়স (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, এই বিষয়টি আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। আমার ও জনৈক ইয়াহূদীর একখন্ড যমীন ছিল। কিন্তু সে আমার হক অস্বীকার করে বসে। তখন তাকে নিয়ে আমি নবী ﷺ -এর কাছে পেশ করে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কি কোন সাক্ষী আছে ? আমি বললাম, না। তখন তিনি ইয়াহূদীকে বললেন, তুমি কসম খাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তা হলে তো সে কসম করেই বসবে আর আমার সম্পদ গ্রাস করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً . . . .

যারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজদের কসমকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে. . . . . । (আল-ইমরান ৩ ঃ ৭৭)

এ বিষয়ে ওয়াইল ইব্ন হুজ্র, আবূ মূসা, আবূ উমামা ইব্ন ছা'লাবা আনসারী ও ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ إِذَا إِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতা-বিক্রেতায় যখন মতবিরোধ ঘটে।

١٢٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ . وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ . عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ . وَقَدْ رُوِىَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا . وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ . قَالَ إِسْحٰقُ كَمَا قَالَ. وَكُلُّ مَنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِيْنُ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰكَذَا رُوِىَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ. مِنْهُمْ شُرَيْحٌ وَغَيْرُهُ وَنَحْوُ هٰذَا .

১২৭৩. কুতায়বা (র.).......ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণীয়, আর ক্রেতার থাকবে (গ্রহণ করা না করার) ইখতিয়ার।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি মুরসাল। রাবী আওন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)-এর যুগ পান নি। কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমানের বরাতে ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) নবী ﷺ সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে। কিন্তু তাও মুরসাল।

ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.) বলেন, আমি আহমাদ (র.)-কে বললাম, ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে যদি মতবিরোধ হয় আর কোন সাক্ষী যদি না থাকে (তার কি করা হবে)? তিনি বললেন, পণ্য-মালিকের কথাই গ্রহণীয় হবে বা তারা উভয়ে এ লেন-দেন প্রত্যাহার করবে।

ইসহাক (র)ও তদ্রূপ কথা বলেছেন। যার কথা গ্রহনীয় সব ক্ষেত্রেই তার উপর কসম আরোপিত হবে। শুরায়হ (র.) সহ কোন কোন তাবিঈ থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদঃ অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা।

١٢٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَبُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا . وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ إِيَاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوْا بَيْعَ الْمَاءِ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ . مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ .

১২৭৪. কুতায়বা (র.)......ইয়াস ইব্‌ন আবদ আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ পানি বিক্রয় করা নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে জাবির, বুহায়সা তৎপিতার বরাতে, আবূ হুরায়রা, আয়েশা, আনাস ও আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইয়াস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

অধিকাংশ আলিম-এর অভিমত এই হাদীছ অনুসারে। তারা পানি বিক্রি করা নাজায়িয বলেছেন। এ হলো ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। হাসান বাসরী (র.)-সহ কতক আলিম পানি বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

١٢٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَايُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ الْمِنْهَالِ إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُطْعِمٍ . كُوْفِيٌّ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ . وَأَبُوْ الْمِنْهَالِ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيٌّ . صَاحِبُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ .

১২৭৫. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন, ঘাস থেকে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি থেকে বাধা প্রদান করা যাবে না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান, সাহীহ্। রাবী আবুল মিনহালের নাম হলো আবদুর রহমান ইব্ন মুতইম। তিনি ছিলেন কূফাবাসী, তাঁর বরাতেই হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর আবুল মিনহাল সায়্যার ইব্ন সালামা হলেন বসরাবাসী, তিনি ছিলেন আবূ বারযা আসলামীর সঙ্গী ও শাগিরদ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ عَسْبِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ নর পশুর প্রজননের বিনিময় গ্রহণ হারাম।

١٢٧٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَأَبُوْ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي قَبُوْلِ الْكَرَامَةِ عَلَى ذٰلِكَ .

১২৭৬. আহমাদ ইব্ন মানী' ও আবূ আম্মার (র.)......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ পুং পশুর প্রজননের বিনিময় গ্রহণ নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আনাস, আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ। কোন কোন আলিম এই হাদীছ অনুযায়ী মত পোষণ করেন। কতক আলিম এতদবিনিময়ে (শর্ত না করে) সম্মানী গ্রহণের অবকাশ রেখেছেন।

١٢٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلاَبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ . فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . لاَنَعْرِفُهُ الاَّ مِنْ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

১২৭৭. 'আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ খুযাঈ বাসরী (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ –কে পুং পশুর প্রজননের বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন তিনি তা নিষেধ করে দেন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা পুং পশুর প্রজননের বিনিময়ে হাদিয়া হিসাবে (অনেক সময়) সম্মানী নেই। তখন তিনি সম্মানী গ্রহণের অনুমতি দেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান–গারীব। ইবরাহীম ইব্ন হুমায়দ – হিশাম ইব্ন উরওয়া (র.) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى ثَمَنِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের মূল্য।

١٢٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ . وَمَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيْثٌ . وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِى مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ رَافِعٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوْا ثَمَنَ الْكَلْبِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ .

১২৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.)......রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক ঘৃণ্য, ব্যাভিচারের উপার্জন ঘৃণ্য, কুকুর বিক্রি–মূল্য ঘৃণ্য।

এ বিষয়ে উমার, ইব্ন মাসঊদ, আবূ মাসঊদ, জাবির, আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমার ও আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, রাফি' (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। অধিকাংশ আলিমের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা কুকুর বিক্রয় মূল্য হারাম বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।

١٢٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২৭৯. কুতায়বা, সা'ঈদ ইব্ন আবদুর রহমান মাখযূমী ও আরো একাধিক রাবী (র.).......আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর বিক্রয় মূল্য, ব্যাভিচারীনীর ব্যাভিচারের উপার্জন এবং গনকের গণনার বিনিময় নিষেধ করেছেন।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক।

١٢٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتّٰى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ وَجَابِرٍ وَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا

عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ سَأَلَنِى حَجَّامٌ نَهَيْتُهُ وَآخُذُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

১২৮০. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন মুহায়্যাসা তৎ পিতা মুহায়্যাসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট শিঙ্গা লাগানোর পারিশ্রমিক সম্পর্কে অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি তা নিষেধ করে দেন। কিন্তু তিনি বার বার তাঁর কাছে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং সে বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন। শেষে নবী ﷺ বললেন, তা দিয়ে তোমার পানি সেচার উটকে ঘাস খেতে দাও আর তা তোমার গোলামকে খেতে দাও।

এ বিষয়ে রাফি' ইব্‌ন খাদীজ, আবূ জুহায়ফা, জাবির ও সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, মুহায়্যাসা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ (র.) বলেছেন, কোন শিঙ্গাওয়ালা যদি আমার কাছে (এ পেশা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে তবে আমি তাকে এ থেকে নিষেধ করব এবং আমলের জন্য এ হাদীছটি অবলম্বন করব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিঙ্গা লাগানোর উপার্জন সম্পর্কে অনুমতি।

١٢٨١. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ أَنَسٌ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَجَمَهُ أَبُوْ طَيْبَةَ . فَأَمَرَلَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ الْحِجَامَةَ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِى كَسْبِ الْحَجَّامِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ .

১২৮১. আলী ইব্ন হুজ্র (র.).......হুমায়দ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে শিঙ্গাওয়ালার উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন আনাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। তাঁকে আবূ তায়বা শিঙ্গা লাগিয়েছিল। তিনি তাকে দুই সা' পরিমাণ খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।এবং তার মালিকদের কাছে তৎকর্তৃক দৈনিক দেয় মজুরী সম্পর্কে আলোচনা করে-ছিলেন। ফলে তারা তার দেয় মজুরীর হার কমিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমাদের সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো শিঙ্গা লাগানো।

এই বিষয়ে আলী, ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম শিঙ্গাওয়ালার পারিশ্রমিকের অনুমতি দিয়েছেন। এ হলো [ইমাম আবূ হানীফা ও] ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর ও বিড়াল-বিক্রয় মূল্য মাকরূহ।

١٢٨٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ . وَلاَ يَصِحُّ فِى ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ جَابِرٍ وَاضْطَرَبُوْا عَلَى الْأَعْمَشِ فِى رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ثَمَنَ الْهِرِّ وَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُهُمْ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَرَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ .

১২৮২. আলী ইব্ন হুজর ও আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর ও বিড়ালের বিক্রয় মূল্য নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটির সনদে ইযতিরাব বিদ্যমান। এ হাদীছটি আ'মাশ থেকে তাঁর কোন কোন উস্তাদ সূত্রে জাবির (রা.) সনদেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছটির রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে রাবীগণ আ'মাশের পর্যায়ে এসে ইযতিরাব করেছেন।

আলিমদের একদল বিড়াল বিক্রয় মূল্য মাকরূহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।আর কতক আলিম এই ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন। এহলো আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

ইব্ন ফুযায়ল এ হাদীছটিকে অন্যভাবে আ'মাশ - আবূ হাযিম - আবূ হুরায়রা (রা.) - নবী ﷺ. সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَعُمَرُ بْنُ زَيْدٍ لاَنَعْرِفُ كَبِيرَ أَحَدٍ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

১২৮৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিড়াল আহার করা ও এর মূল্য ভোগ করা নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-গারীব। আবদুর রায্যাক ছাড়া উমার ইব্ন যায়দ থেকে বড় কেউ কিছু রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ : .... ।

١٢٨٤. أَخْبَرَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ لاَيَصِحُّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَأَبُوْ الْمُهَزِّمِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ . وَتَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَضَعَّفَهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا . وَلاَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ أَيْضًا .

১২৮৪. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ কুকুর বিক্রয় মূল্য নিষেধ করা হয়েছে। তবে শিকারী কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ নয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, হাদীছটি এ সূত্রে সাহীহ নয়। রাবী আবুল মুহাযযিম-এর নাম হল ইয়াযীদ ইবন সুফইয়ান হাদীছবিদ শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (র.) তার সমালোচনায় কথা বলেছেন। জাবির (রা.) নবী ﷺ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটির সনদও সাহীহ নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ গায়িকা দাসী বিক্রি নিষিদ্ধ।

١٢٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا بَكْرُبْنُ مُضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَبِيْعُوْا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ . وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ . وَلاَ خَيْرَ فِى تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ . وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ. فِى مِثْلِ هٰذَا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى أُمَامَةَ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هٰذَا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى عَلِىِّ بْنِ يَزِيْدَ وَضَعَّفَهُ . وَهُوَ شَامِىٌّ .

১২৮৫. কুতায়বা (র.).......আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গায়িকা দাসী বিক্রি করবে না এবং কিনবেও না। তদের গান শিক্ষা দিবে না। এদের ব্যবসায়ে কোন কল্যাণ নাই। এদের মূল্য হারাম। এদের মত লোকদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছেঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওরা তারাই, যাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (সূরা লুকমান ৩১ঃ ৬)

এই বিষয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে আমরা এ সূত্রেই অনুরূপ ভাবে জানি। আলী ইব্ন ইয়াযীদ সম্পর্কে কতক হাদীছ বিশেষজ্ঞও সমালোচনা করেছেন এবং তাকে যঈফ বলেছেন। ইনি হলেন সিরীয়াবাসী।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الاَخَوَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِى الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রি করতে গিয়ে আপন দুই ভাই বা মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা জায়েয নয়।

١٢٨٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِّى عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১২৮৬. উমার ইব্ন হাফস আশ্ শায়বানী (র)......আবূ আয়্যূব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে আল্লাহ্ তা আলা কিয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

١٢٨٧. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِى شَبِيْبٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ وَهَبَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ. فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا. فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَلِىُّ ! مَافَعَلَ غُلاَمُكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ التَّفْرِيْقَ بَيْنَ السَّبْىِ فِى الْبَيْعِ . وَرَخَّصَ

بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ الَّذِيْنَ وُلِدُوا فِى أَرْضِ الْإِسْلَامِ . وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَرُوِىَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فِى الْبَيْعِ . فَقِيْلَ لَهُ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ إِنِّى قَدِ اسْتَأْذَنْتُهَا بِذٰلِكَ . فَرَضِيَتْ .

১২৮৭. হাসান ইব্ন আলী (র.).......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দুটি গোলাম দান করেছিলেন। এরা ছিল আপন দু' ভাই। অনন্তর একটিকে আমি বিক্রি করে ফেলি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আলী, তোমার গোলামের কী ঘটেছে ? আমি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি বললেন, এটিকে ফিরিয়ে আন, এটিকে ফিরিয়ে আন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-গারীব।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বিক্রয়ে এই ধরণের বিচ্ছেদ ঘটানো না জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কতক আলিম দারুল ইসলামে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে সে সন্তানদের আলাদা করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর সাহীহ্।

ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিক্রয় করতে গিয়ে মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, আমি এ বিষয়ে তার মার অনুমতি চেয়েছিলাম। সে এতে সম্মতি দিয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يَشْتَرِى الْعَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন গোলাম ক্রয় করে দৈনিক দেয় মজুরী বিনিময়ে তাকে কাজে নিয়োগ করার পর যদি তাতে দোষ ধরা পড়ে।

١٢٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ . عَنْ إِبْنِ أَبِى ذِئْبٍ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১২৮৮. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.).......'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন, ক্ষতির দায়িত্ব হিসাবে ফায়দা ভোগের অধিকার হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। একাধিক সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণিত আছে। আলিমগণের এ হাদীছ অনুসারে আমল রয়েছে।

١٢٨٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ . أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ .

قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى اسْتَغْرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ هٰذَا الْحَدِيْثَ ، مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ . قُلْتُ تَرَاهُ تَدْلِيْسًا ؟ قَالَ لاَ . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . وَرَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا . وَحَدِيْثُ جَرِيْرٍ ، يُقَالُ تَدْلِيْسٌ دَلَّسَ فِيْهِ جَرِيْرٌ . لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . وَتَفْسِيْرُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِى الْعَبْدَ فَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا فَيَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ . فَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِى . لِاَنَّ الْعَبْدَ لَوْ هَلَكَ ، هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى . وَنَحْوُ هٰذَا مِنَ الْمَسَائِلِ ، يَكُوْنُ فِيْهِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ .

১২৮৯. আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র.).......'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ. ফায়সালা দিয়েছেন, ক্ষতির দায়িত্ব হিসাবে ফায়দা ভোগের অধিকার হয়।

এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। হিশাম ইব্ন উরওয়া-এর সনদ হিসাবে গারীব। ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, উমার ইব্ন আলী (র.)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল এটিকে গারীব বলে মনে করেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি কি এটিকে তাদলীস মনে করেন ? তিনি বললেন, না। মুসলিম ইব্ন খালিদ আয্-যান্জী (র.) এ হাদীছটিকে হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। জারীরও এটিকে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বলা হয় জারীরের রিওয়ায়াতটিতে 'তাদলীস'

বিদ্যমান। এতে জারীরই তাদলীস করেছেন। তিনি এটিকে সরাসরি হিশাম থেকে শুনেন নি। اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ-"ক্ষতির দায়িত্ব হিসাবে ফায়দা ভোগের অধিকার হয়"- কথাটির ভাষ্য হলো যেমন, কেউ যদি গোলাম ক্রয় করে তাকে দৈনিক দেয় মজুরীর ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ করে, এরপর তাতে দোষ পরিলক্ষিত হয়, তবে বিক্রেতার নিকট তা ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু (তৎসময়ে) গোলামের মাধ্যমে লব্ধ আয় হবে ক্রেতার। কারণ, (ক্ষতির ঝুঁকি ছিল ক্রেতার) তৎসময়ে গোলামটি যদি (কোন কারনে) ধ্বংস হত তবে ক্রেতার সম্পদ হিসাবে তা হত। এ ধরণের আরো মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ কথাটি প্রযোজ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ফল-উদ্যানের পাশ দিয়ে গমনকারীর জন্য উক্ত বাগানের ফল আহারের অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٢٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ وَرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو وَعُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ . لاَنَعْرِفُهُ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَي بْنِ سُلَيْمٍ . وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاِبْنِ السَّبِيْلِ فِي أَكْلِ الثِّمَارِ . وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلاَّ بِالثَّمَنِ .

১২৯০. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবুশ-শাওয়ারিব (র.).......ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন বাগানে প্রবেশ করে তবে সে তা থেকে (কিছু) আহার করতে পারে কিন্তু কোঁচড় ভর্তি যেন না করে।

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আম্র, আববাদ ইব্ন শুরাহবীল, রাফি' ইব্ন আম্র, আবুল লাহ্মের মাওলা উমায়র ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি গারীব। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মের সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

কতক আলিম মুসাফিরের জন্য (পথের) বাগানের ফলাহারের অনুমতি দিয়েছেন। অপর কতক আলিম মূল্য পরিশোধ ব্যাতিরেকে এ ফল খাওয়া জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

١٢٩١. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِى جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَرْمِى نَخْلَ الْأَنْصَارِ . فَأَخَذُوْنِى فَذَهَبُوْا بِى إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَافِعُ ! لِمَ تَرْمِى نَخْلَهُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! الْجُوْعُ ، قَالَ لاَتَرْمِ . وَكُلْ مَاوَقَعَ أَشْبَعَكَ اللّٰهُ وَأَرْوَاكَ . هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

১২৯১. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ আল–খুযাঈ (র.)........রাফি' ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আনসারীদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ে বেড়াতাম। তাঁরা আমাকে ধরে নবী ﷺ–এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হে রাফি', তুমি তাঁদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড় কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ক্ষুধা। তিনি বললেন, তুমি ঢিল ছুঁড়বে না, নীচে যা পড়বে তা–ই খেয়ে নিবে। আল্লাহ্ তোমার পেট ভরে দিন ও তোমাকে পরিতৃপ্ত করে দিন।

এ হাদীছটি হাসান–গারীব।

١٢٩٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ . فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِى حَاجَةٍ ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فَلاَ شَيْئَ عَلَيْهِ .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১২৯২. কুতায়বা (র.)........আমর ইব্ন শুআয়ব তাঁর পিতা, তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে নবী ﷺ–কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, কোঁচড় ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয় বরং কোন অভাবী যদি এ থেকে কিছু গ্রহণ করে তবে তাতে কোন দোষ নাই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الثُّنْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রি চুক্তি থেকে অনির্দ্ধারিত পরিমাণ অংশ বাদ দেওয়া।

١٢٩٣. حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ . أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ أَخْبَرَنِى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا ، إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ .

১২৯৩. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব বাগদাদী (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন মুহাকালা অর্থাৎ ঘরে সংগৃহীত শস্যের বিনিময়ে ক্ষেত্রস্থ শস্য বিক্রি করা, মুযাবানা অর্থাৎ কর্তিত ফলের বিনিময়ে বৃক্ষে বিদ্যমান ফল বিক্রি করা, মুখাবারা অর্থাৎ ভাগ-চাষ করা এবং 'ছুনইয়া' অর্থাৎ বিক্রি চুক্তি থেকে অনির্দ্ধারিত অংশ বাদ দেওয়া। কিন্তু পরিমাণ নির্দ্ধারিত থাকলে তাতে দোষ নাই।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। ইউনুস ইব্‌ন উবায়দ - আতা - জাবির (রা.) সূত্রে হাদীছটি গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণ হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি নিষেধ।

١٢٩٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا

عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوْا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِى . وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوْزَنُ ، مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ . وَإِنَّمَا التَّشْدِيْدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِى الطَّعَامِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ .

১২৯৪. কুতায়বা (র.)........ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি খাদ্য ক্রয় করে তবে হস্তগত করার পূর্বে যেন তা বিক্রি না করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমার ধারনা অন্যান্য সব জিনিসের বিধানই এরূপ।

এ বিষয়ে জাবির ও ইব্‌ন উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। অধিকাংশ আলিম এ হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ক্রেতা কর্তৃক হস্তগত না করা পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা জায়েয নয় বলে তাঁরা মনে করেন।

কেউ যদি এমন দ্রব্য ক্রয় করে যা ওযন বা মাপপাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়না কিংবা আহার বা পান করা হয়না তবে সে সব জিনিসের ক্ষেত্রে হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রি করা সম্পর্কে কতক আলিম অনুমতি দিয়েছেন। আলিমগণের মতে এ বিষয়ে কঠোরতা হল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আপন (দ্বীনী) ভাইয়ের বিক্রির উপর বিক্রি প্রস্তাব প্রদান নিষেধ।

١٢٩٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . قَالَ لاَيَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَلاَيَخْطُبُ بَعْضُكُم عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِى هَذَا الْحَدِيْث عَنِ النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ .

১২৯৫. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা একজন অপরজনের বিক্রির উপর বিক্রয় প্রস্তাব দিবে না এবং একজন অপরজনের বিবাহ প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন 'উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একজন অপরজনের বিক্রয় প্রস্তাবের উপর বিক্রয় প্রস্তাব দিবে না। কোন কোন আলিম বলেন, এই (১২৯৫ নং) হাদীছটিতে بيع বা বিক্রয় শব্দ দ্বারা سوم বা বিক্রয় প্রস্তাবকে বুঝান হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى بَيْعِ الْخَمْرِ وَالنَّهْىِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ বিক্রি করা এবং তৎ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা।

١٢٩٦. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ ، أَنَّهُ قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ! إِنِّى اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِاَيْتَامٍ فِى حِجْرِى . قَالَ أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِى سَعِيْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى طَلْحَةَ رَوَى الثَّوْرِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ عِنْدَهُ . وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ .

১২৯৬. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র.).......আবূ তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন বললেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ আমার তত্ত্বাবধানে লালিত কিছু ইয়াতীমের জন্য মদ কিনেছিলাম।

তিনি বললেন, মদ ঢেলে ফেলে দাও এবং এর মটকাগুলো ভেঙ্গে দাও।

এই বিষয়ে জাবির, 'আয়েশা, আবূ সাঈদ, ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন উমার ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ছাওরী এ হাদীছটি সুদ্দী - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ - আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি লায়ছ বর্ণিত হাদীছ (১২৯৬ নং) থেকে অধিকতর সাহীহ্।

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَّخَذَ الْخَمْرُ خَلاًّ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ সিরকায় রূপান্তরিত করা নিষেধ।

١٢٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ. أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلاًّ ؟ قَالَ لاَ .

قَالَ أَبُوْعِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১২৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মদ কি সিরকায় রূপান্তরিত করা যাবে ? তিনি বললেন, না।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٢٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ . وَقَدْ رُوِىَ نَحْوُ هٰذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১২৯৮. আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র.).......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ সম্পর্কে দশ শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন - মদ প্রস্তুতকারী, যে মদ প্রস্তুত করতে বলে, তা পানকারী, তা বহনকারী, যার জন্য বহন করা হয়, যে তা পান করায়, বিক্রয়কারী, এর মূল্য গ্রহণকারী, যে মদ ক্রয় করে, এবং যার জন্য ক্রয় করা হয়।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আনাস (রা.)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী এ হাদীছটি গারীব। ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসঊদ ও ইব্ন উমার (রা.)-এর বরাতেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى احْتِلاَبِ الْمَوَاشِى بِغَيْرِ إِذْنِ الأَرْبَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ মালিকের অনুমতি ব্যতীত পশু পালের দুধ দোহন।

١٢٩٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ . فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا . فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ . فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِى سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِيْنِىِّ سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيْحٌ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالُوْا إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيْفَةِ سَمُرَةَ .

১২৯৯. আবূ সালামা ইয়হ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র.)........সামূরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন পশুদলের কাছে আসবে সেখানে যদি এর মালিককে পাও তবে তার অনুমতি নিয়ে নিবে। সে অনুমতি দিলে তোমরা তা দোহন করতে পারবে, দুধ পান করতে পারবে। সেখানে যদি কেউ না থাকে তবে তিনবার আওয়াজ দিবে। কেউ যদি সাড়া দেয় তবে তার অনুমতি নিয়ে নিবে। আর কেউ যদি সাড়া না দেয় তবে তা দোহন করে দুধ পান করে নিবে। কিন্তু সঙ্গে নিবেনা।

এ বিষয়ে উমার ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–গারীব।

কোন কোন আলিম এতদনুসারে অভিমত দিয়েছেন। এ হলো ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.)–এরও অভিমত।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, সামুরা (রা.) থেকে হাসান (র.)–এর রিওয়ায়াত শ্রবণ সাহীহ্। কোন কোন হাদীছ বিশারদ সামুরা (রা.) থেকে হাসান (র.)–এর রিওয়ায়াতের

সমালোচনা মূলক বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, তিনি মূলত ঃ সামুরা (রা.)-এর পাণ্ডুলিপি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى بَيْعِ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তুর চামড়া এবং মূর্তি বিক্রি করা।

١٣٠٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ . إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَأَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

১৩০০. কুতায়বা (র.).......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা বিজয়ের সময় তথায় আবস্থান কালে নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মদ, মুর্দা, শুকর ও মূর্তি বিক্রি হারাম করেছেন।

বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, মুর্দার চর্বি কি আপনি বৈধ মনে করেন ? এ দিয়ে তো জলযানে লেপ দেওয়া হয়, চামড়ায় তৈলাক্ত করা হয় এবং লোকেরা বাতি জ্বালায়। তিনি বললেন, না (আমি তা বৈধ মনে করিনা, বরং) তা হারাম।

অতঃপর রাসূলাল্লাহ ﷺ এ প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা তা গালিয়ে বিক্রি করেছে এবং এর মূল্য ভোগ করেছে।

এ বিষয়ে উমার, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّجُوْعِ فِى الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হেবা প্রত্যাহার করা ঘৃণ্য।

١٣٠١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ . الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَيَحِلُّ لاَحَدٍ أَنْ يُّعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا . إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ .

১৩০১. আহমাদ ইব্ন আব্দা যাব্বী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাদের মন্দ উদাহরণ স্থাপন করা সমীচীন নয়। যে হেবা করে তা প্রত্যাহার করে সে কুকুরের মত, যে কুকুর বমি করে তা পুনরায় খায়।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার (রা.)–এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পিতা তার সন্তানকে যা দেয়, সে ক্ষেত্র ব্যতীত কাউকে কিছু দান করে তা ফিরিয়ে নেওয়া হালাল নয়।

١٣٠٢. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوْسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ . وَغَيْرِهِمْ. قَالُوْا مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا. وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِى رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَيَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ لاَيَحِلُّ لِ اَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا ، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ .

১৩০২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)........ইব্‌ন উমার ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। কোন কোন সাহাবী ও অপরাপর কোন কোন আলিমের এ অনুসারে আমল রয়েছে। তারা বলেন, কেউ যদি তার রেহেম সম্পর্কিত আত্মীয়দের কিছু হেবা করে তবে সে তার হেবা (কৃত বস্তু) প্রত্যাহার করতে পারবে না। আর রেহেম সম্পর্কিত আত্মীয় ছাড়া অন্য কাউকে যদি কিছু হেবা করে তবে সে এর বদলায় কিছু না পেয়ে থাকলে তার হেবা প্রত্যাহার করতে পারবে। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], ছাওরী (র.)-এর অভিমত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পিতা তার সন্তানকে যা দেয় সে ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কারো জন্য হালাল নয় কাউকে কিছু দান করে তা ফিরিয়ে আনা। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। নবী ﷺ বলেন, পিতা তার সন্তানকে যা দেয় সে ক্ষেত্র ছাড়া কাউকে কিছু দান করে তা ফিরিয়ে নেওয়া হালাল নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَرَايَا وَالرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ আরায়া ও এতদসম্পর্কিত অনুমতি প্রসঙ্গে।

١٣٠٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لاَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ هٰكَذَا . رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ هٰذَا

الْحَدِيْثَ وَرَوَي أَيُّوبُ وَعُبَيْــدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ . وَبِهٰــذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْــنِ عُمَرَ عَنْ زَيْــدِ بْــنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الــنَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْــعَرَايَا . وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ .

১৩০৩. হান্নাদ (র.).......যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুহাকালা (অর্থাৎ কর্তিত শস্যের বিনিময়ে ক্ষেতের বর্তমান শস্য অনুমানে পরিমান নির্দ্ধারণ করে বিক্রি করা), মুযাবানা (অর্থাৎ কর্তিত ফলের বিনিময়ে বৃক্ষে বিদ্যমান ফল অনুমানে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে বিক্রি করা) নিষেধ করেছেন। তবে তিনি আরায়া[১] –এর অধিকারীকে অনুমানে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) এ হাদীছটিকে যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) সূত্রে এ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। আয়্যূব. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার এবং মালিক ইব্‌ন আনাস (র.) ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণের (প্রায় সাতাশ মন) কমে 'আরায়া' –এর অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)–এর রিওয়ায়াতটি থেকে অধিকতর সাহীহ্।

١٣٠٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْــدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ كَذَا . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ .

وَرُوِىَ هٰــذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَرْخَصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا فِى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

---

১. "আরায়া" হল, খেজুর বা অন্য কিছুর বাগানের অধিকারী কোন ব্যক্তি তার বাগানের একটা দুটা গাছের ফল কোন গরীব ব্যক্তিকে ভোগ করার জন্য দান করল। কিন্তু এ গরীব লোকটির বারবার বাগানে আসা তার অপছন্দনীয়। তাই সে বলল, উক্ত গাছসমূহের সম পরিমাণ ফল সে তাকে দিয়ে দিবে। এখানে যদিও অনুমানের ভিত্তিতে গাছের ফলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হচ্ছে তবুও তা জায়েয। কেননা এটা আসলে ক্রয়–বিক্রয়ের আওতায় পড়েনা। কেননা মূলতঃ দানকারীই হচ্ছে এ খেজুরের মালিক। সে ইচ্ছা করলে গাছ থেকে ফল তুলেও দিতে পারে। ইচ্ছা করলে নিজের কাছ থেকেও সে তা দিতে পারে।

১৩০৪. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে নবী ﷺ 'আরায়া' জাতীয় বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

কুতায়বা- মালিক- দাউদ ইব্ন হুসায়ন (র.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ হাদীছটি মালিক (র.) থেকে এরূপভাবে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ পাঁচ ওয়াসাক (বা বর্ণনাকারী বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কমে) আরায়া বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

١٣٠٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرْخَصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا . قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَحَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . مِنْهُمُ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ .

وَقَالُوْا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْىِ النَّبِىِّ ﷺ إِذْ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيْثِ أَبِى هُرَيْرَةَ وَقَالُوْا لَهُ أَنْ يَّشْتَرِىَ مَادُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . وَمَعْنَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِى هٰذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوْا لَانَجِدُ مَانَشْتَرِى مِنَ الثَّمَرِ إِلاَّ بِالتَّمْرِ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَّشْتَرُوْهَا فَيَأْكُلُوْهَا رُطَبًا .

১৩০৫. কুতায়বা (র.)......যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "আরায়া" ক্ষেত্রে তদনুমানে (অর্থাৎ গাছের খেজুরের পরিমাণ অনুমানের ভিত্তিতে নির্দ্ধারণ করে) বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিও (১৩০৪ নং) হাসান-সাহীহ্।

শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.) সহ কতক আলিম এতদনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, নবী ﷺ কর্তৃক মুহাকালা ও মুযাবানা জাতীয় বিক্রি নিষিদ্ধ করা সম্বলিত নির্দেশ থেকে

"আরায়া" বিষয়টি ব্যতিক্রম। তারা এ বিষয়ে যায়দ ইব্ন ছাবিত ও আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি দলীলরূপে পেশ করেন। তাঁরা আরো বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ ক্ষেত্রে তা ক্রয় করতে হবে।

কতক আলিমের মতে এই বিধানটির তাৎপর্য হলো নবী ﷺ এর মাধ্যমে গরীব সাহাবীদেরকে অবকাশ দিতে চেয়েছেন। কারণ, তারা তাঁর কাছে আবেদন করে বলেছিল, শুকনা খেজুর ছাড়া তাজা খেজুর কিনার বিনিময়ে দেওয়ার মত আমাদের কিছু নাই (অথচ তাজা খেজুর খেতেও আমাদের মন চায়)। তখন নবী ﷺ পাঁচ ওয়াসাকের কমে এ ভাবে (আরায়া ভিত্তিতে) তা ক্রয় করার অনুমতি দেন, তারা যাতে তাজা খেজুর আহার করতে পারে।

بَابٌ مِنْـهُ

অনুচ্ছেদ ঃ .... ।

١٣٠٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَـةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلاَّ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ . وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৩০৬. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.).......রাফি' ইব্ন খাদীজ ও সাহল ইব্ন আবূ হাছমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "আরায়া"-এর বিনিময়কারী-রা ব্যতীত মুযাবানা -শুকনা খেজুরের বদলে বৃক্ষে বিদ্যমান তাজা খেজুর বিক্রি করা নিষেধ করেছেন, তিনি "আরায়া" বিষয়টির অবশ্য তাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। এমনিভাবে তিনি কিশমিশ (শুকনা আঙ্গুর)-এর বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রি করা এবং সব জাতীয় ফল তদনুমানে বিক্রি করা নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এ সূত্রে গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ النَّجْشِ فِى الْبُيُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'নাজশ' বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় কেবল মাত্র মূল্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দর দাম করা জায়েয নয়।

١٣٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَـةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَنَاجَشُوْا .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .كَرِهُوْا النَّجْشَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَالنَّجْشُ أَنْ يَأْتِىَ الرَّجُلُ الَّذِى يَفْصِلُ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ فَيَسْتَامُ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَسْوَى . وَذٰلِكَ عِنْدَ مَايَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِى يُرِيْدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِىَ بِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشِّرَاءُ . إِنَّمَا يُرِيْدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِىَ بِمَا يَسْتَامُ وَهٰذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيْعَةِ . قَالَ الشَّافِعِىُّ وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالنَّاجِشُ آثِمٌ فِيْمَا يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ. لاَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ.

১৩০৭. কুতায়বা ও আহমদ ইব্ন মানী' (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা "নাজশ" (ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে দর) করবে না।

এ বিষয়ে ইব্ন উমার ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা "নাজশ" জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, নাজশ হলো এক ব্যক্তি এসে ক্রেতার সম্মুখে পন্য–মালিককে পন্য দেখিয়ে তা সমমূল্যের অতিরিক্ত মূল্যের প্রস্তাব দেয়। তার উদ্দেশ্য হলো, এতে ক্রেতা যেন প্রতারিত হয়।অথচ এই দর করার বেলায় তার নিজের ইচ্ছা নেই তা কিনার বরং তার উদ্দেশ্য হলো, তার মূল্য–প্রস্তাব শুনে ক্রেতা যেন ধোঁকায় পড়ে। এ বিষয়টিও হলো এক প্রকার প্রতারণা।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নাজশ অবলম্বনকারী ব্যক্তি তার ক্রিয়া–কলাপের জন্য পাপী বলে গণ্য হবে তবে এ বিক্রি বৈধ হবে। কেননা, মূল বিক্রেতা তো নাজশকারী নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّجْحَانِ فِى الْوَزْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওজনের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তী দেওয়া।

١٣٠٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ (مَخْرَفَةُ) الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ . فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ . وَعِنْدِى وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَأَرْجِحْ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ سُوَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ الرُّجْحَانَ فِى الْوَزْنِ . وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سِمَاكٍ ، فَقَالَ عَنْ أَبِى صَفْوَانَ . وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

১৩০৮. হান্নাদ ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......সুওয়ায়দ ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি এবং মাখরামা আবদী 'হাজার' থেকে কিছু কাপড় আমদানী করি। নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন এবং একটি পাজামা ক্রয়ের দর স্থির করলেন। আমার কাছে একজন ওজনকারী ছিল। সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করে দিত। নবী ﷺ এ ওজনকারীকে বললেন, (মূল্য) ওযন করো এবং বাড়িয়ে দাও। এ বিষয়ে জাবির ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, সুওয়ায়দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। আলিমগণ ওযনে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া মুস্তাহাব বলে মনে করেন।

শু'বা এ হাদীছটিকে সিমাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ সনদে সিমাকের পর আবূ সাফওয়ান' -এর উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالرِّفْقِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ অভাবগ্রস্থকে অবকাশ প্রদান এবং তার সঙ্গে নম্র আচরণ করা।

١٣٠٩. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ ، يَوْمَ لَاظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى الْيَسَرِ وَ أَبِى قَتَادَةَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُبَادَةَ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

১৩০৯. আবূ কুরায়ব (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় বা তার নিকট পাওনা মাফ করে দেয় আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় তাকে ছায়া দিবেন- সে দিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

এ বিষয়ে আবুল য়াস্র, আবূ কাতাদা, হুযায়ফা, ইব্ন মাসঊদ ও 'উবাদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এ সূত্রে গারীব।

١٢١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيْقٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئٌ . إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ رَجُلاً مُوْسِرًا . وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ . وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ . فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ . تَجَاوَزُوْا عَنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩১০. হান্নাদ (র.).......আবূ মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের জনৈক ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হয়। কিন্তু তার কোন ভাল আমল পাওয়া গেল না। তবে সে ছিল একজন স্বচ্ছল ব্যক্তি। সে মানুষের সঙ্গে লেন-দেন করত। আর সে অভাবীদের মাফ করে দিতে তার গোলামদের নির্দেশ দিত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, মাফ করার বিষয়ে তার চাইতে আমিই অধিক হকদার। সুতরাং একে মাফ করে দাও।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ ظُلْمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ধনী ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলম।

١٣١١. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُم عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ .

১৩১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির টাল–বাহানা করা যুলম। তোমাদের মধ্যে কোন স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর যদি কিছু (হাওয়ালা করা) হয় তবে সে যেন তা গ্রহণ করে।

এ বিষয়ে ইব্‌ন উমার, শারীদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٣١٢. **حَدَّثَنَا** إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ ، فَاتْبَعهُ . وَلاَ تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَمَعْنَاهُ إِذَا أُحِيْلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعِ . فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أُحِيْلَ الرَّجُلُ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَالَهُ فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيْلُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيْلِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا تَوَى مَالُ هٰذَا بِإِفْلاَسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْأَوَّلِ . وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ حِيْنَ قَالُوْا "لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى" . قَالَ إِسْحٰقُ مَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ "لَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى" هٰذَا إِذَا أُحِيْلَ الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَلِيٌّ . فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ تَوًى .

১৩১২. ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল হারাবী (র.).......ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা করা যুলম। স্বচ্ছল অবস্থায় যখন তোমার উপর কিছু হাওয়ালা করা হবে তখন তুমি তা গ্রহণ করবে। আর এক বিকিকিনির মধ্যে দুই বিকিকিনি করবেনা।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। হাদীছটির মর্ম হলো, স্বচ্ছল ব্যক্তির উপর (কারো ঋণ ইত্যাদী) হাওয়ালা করা হলে সে যেন তা মেনে নেয়।

কতক আলিম বলেন, কোন ব্যক্তি যদি (ঋণ ইত্যাদী) কারো উপর হাওয়ালা করে আর সে ব্যক্তি তা মেনে নেয় তবে হাওয়ালাকারী ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। এবং হাওয়ালা গ্রহিতা আর হাওয়ালাকারীর উপর তা প্রত্যার্পন করতে পারবে না। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত।

[ইমাম আবূ হানীফা সহ] কতক আলিম বলেন, যদি যার উপর হাওয়ালা করা হয়েছে, সে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় তার মাল বিনষ্ট হয়ে যায় তবে হাওয়ালা গ্রহিতা প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ হাওয়ালাকারীর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। তাঁরা উছমান (রা.) প্রমুখের এ বক্তব্য প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যে "মুসলিমের সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না।"

ইসহাক (র.) বলেন, "মুসলিমের সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না" -এ বক্তব্যটির মর্ম হলো, কাউকে স্বচ্ছল মনে করে কেউ তার উপর কিছু হাওয়ালা করল, পরে দেখা গেল যে, সে নিঃস্ব, এমতাবস্থায় মুসলিমের সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না (বরং হাওয়ালাকারীর নিজেরই তা আদায় করতে হবে)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুলামাসা ও মুনাবাযা।

١٣١٣. حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْ يَقُوْلَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّيْئَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ . وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَقُوْلَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْئَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ لاَيَرَى

مِنْهُ شَيْئًا . مِثْلَ مَايَكُوْنَ فِي الْجِرَابِ أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ . وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا مِن بُيُوْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ .

১৩১৩. আবূ কুরায়ব ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাবাযা ও মুলামাসা পদ্ধতিতে বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে আবূ সাঈদ ও ইব্ন 'উমার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। এ হাদীছটির মর্ম হলো, বিক্রেতা বলল, তোমার দিকে যখন এ জিনিষটি ছুড়ে মারব, তখন তোমার ও আমার মাঝে বিক্রয় কার্য অনিবার্যভাবে সম্পাদন হলো বলে গন্য হবে। একে বলা হয় 'মুনাবাযা'।

আর মুলামাসা হলো, বিক্রেতা বলল, যখন জিনিষটি ছুয়ে ফেলবে তখনই বিক্রয় কার্য অনিবার্য হয়ে যাবে। অথচ থলে বা এই জাতীয় কোন কিছুর ভিতরে বিক্রিত বস্তুটি থাকায় (বিক্রিত বস্তুর) কিছুই সে দেখে নাই, এগুলো ছিল জাহিলী যুগের ক্রয়-বিক্রয়। তাই এগুলো নবী ﷺ নিষেধ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্য-শস্য ও ফল-ফলাদি আগাম বিক্রি করা।

١٣١٤. **حَدَّثَنَا** أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثَّمَرِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَجَازُوْا السَّلَفَ فِي الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ وَصِفَتُهُ . وَاخْتَلَفُوْا فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ . فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ السَّلَمَ

فِى الْحَيَوَانِ جَائِزًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمِ السَّلَمَ فِى الْحَيَوَانِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ . أَبُوْ الْمِنْهَالِ إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُطْعِمٍ .

১৩১৪. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)........ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন তখন মদীনাবাসীরা ফল আগাম বিক্রি (সালাফ) করত। তিনি বললেন, কেউ যদি আগাম বিক্রি করতে চায় তবে সে যেন নির্দ্ধারিত পরিমাপ পাত্রে নির্দ্ধারিত ওজন ও নির্দ্ধারিত মে'য়াদ হিসাবে তা করে।

এ বিষয়ে ইব্ন আবূ আওফা ও আবদুর রহমান ইব্ন আব্যা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। তারা খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিসের পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করা যায় সে সমস্ত দ্রব্য ও জিনিসের আগাম (সালাফ) বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন, পশুর ক্রয় বিক্রয়ে সালাফ পদ্ধতি (বা আগাম) আবলম্বন করার বিষয়ে তাদের মতবিরোধ রয়েছে।কতক ফকীহ্ সাহাবী ও অপরাপর আলিম পশুর ক্ষেত্রেও আগাম বিক্রি বৈধ রাখেন। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। আর কোন কোন ফকীহ্ সাহাবী ও অপরাপর আলিম পশুর ক্ষেত্রে সালাফ বা আগাম বিক্রি করা না জায়েয বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى أَرْضِ الْمُشْتَرَكِ يُرِيْدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيْبِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ শরীকানা ভূমির কোন শরীক যদি তার হিস্যা বিক্রি করতে চায়।

١٣١٥. **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ، عَنْ سَعِيْدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيْكٌ فِى حَائِطٍ ، فَلاَ يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِن ذٰلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيْكِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ . سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ

سُلَيْمَانُ اَلْيَشْكُرِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ فِى حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ . قَالَ وَلَمْ يَسْمَعِ مِنْهُ قَتَادَةُ وَلاَ أَبُوْ بِشْرٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَلاَ نَعْرِفُ لاَحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ . فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ فِى حَيَاةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ . قَالَ وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ قَتَادَةُ عَنْ صَحِيْفَةِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ . وَكَانَ لَهُ كِتَابٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ .

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ذَهَبُوْا بِصَحِيْفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَأَخَذَهَا، أَوْ قَالَ فَرَوَاهَا . وَذَهَبُوْا بِهَا إِلَى قَتَادَةَ فَرَوَاهَا وَأَتَوْنِى بِهَا فَلَمْ أَرْوِهَا . يَقُوْلُ رَدَدْتُهَا .

১৩১৫. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র.)........জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন বাগানে যদি কোন শরীক থাকে তবে শরীকের কাছে প্রস্তাব পেশ না করা পর্যন্ত সে যেন তার হিস্যা বিক্রি না করে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটির সনদ মুত্তাসিল নয়। মুহাম্মাদ আল বুখারী (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.)-এর জীবদ্দশায়ই সুলায়মান ইয়াশকুরী মারা যান বলে বলা হয়। তাঁর নিকট থেকে কাতাদা এবং আবূ বিশ্‌র কিছু শুনেন নি। মুহাম্মাদ আরো বলেন, আমর ইব্‌ন দীনার ছাড়া এঁরা কেউ সুলায়মান আল-ইয়াশকুরী (র.) থেকে কিছু শুনেছেন বলে আমরা জানি না। আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র.) হয়ত তাঁর নিকট থেকে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.)-এর জীবদ্দশায়ই শুনে থাকবেন। কাতাদা (র.) মূলত সুলায়মান ইয়াশকুরী (র.)-এর পাণ্ডুলিপি থেকে রিওয়ায়াত করেন। তাঁর নিকট জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি কিতাব ছিল।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ বাকর আত্তার (র.) আলী ইবনুল মাদীনী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আলী ইবনুল মাদীনী (র.) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ বলেছেন যে, সুলায়মান আত্-তায়মী বলেছেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.)-এর পুস্তিকাটি নিয়ে তারা (হাদীছ বর্ণনাকারীরা) হাসান বাসরী-(র.)-এর কাছে গেলে তিনি তা গ্রহণ করেছেন ; তারা তা নিয়ে কাতাদা (র.)-এর কাছে গেলে তিনিও তা রিওয়ায়াত করেছেন, অনন্তর তারা আমার কাছে এলো কিন্তু আমি তা রিওয়ায়াত করিনা।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুখাবারা ও মুআওয়ামা।

١٣١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ. وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩১৬. মুহাম্মাদ ইব্ন বশ্শার (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা এবং মুআওয়ামা [১] থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন। তবে 'আরায়া'-এর অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّسْعِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাসয়ীর।

١٣١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ. وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! سَعِّرْلَنَا فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বশ্শার (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ-এর যুগে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যায়। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের জন্য মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ই মূলত দ্রবমূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, রিযিক সংকীর্ণকর্তা প্রশস্ত কর্তা, রিযিকদাতা। আমি আমার রবের সঙ্গে এভাবে সাক্ষাতের আশা রাখি যে, তোমাদের কারো যেন আমার বিরুদ্ধে রক্ত বা সম্পদ কোন ক্ষেত্রে কোনরূপ দাবী না থাকে।

---

১. মুআওয়ামা- অংকুরিত হওয়ার পূর্বেই দু'বছর বা তিনবছর বা ততোধিক সময়ের জন্য বাগানের ফল বিক্রি করে দেওয়া। অন্যান্য শব্দগুলোর ব্যাখ্যা পূর্বে প্রদান করা হয়েছে দেখুন হাদীছ নং ১২৯৩।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْغِشِّ فِي الْبُيُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে খিয়ানত ও প্রতারণা করা।

١٣١٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ . فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً . فَقَالَ يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ ! مَاهٰذَا ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ ثُمَّ قَالَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوْا الْغِشَّ ، وَقَالُوْا الْغِشُّ حَرَامٌ .

১৩১৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার খাদ্যদ্রব্যের একটি স্তূপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাতে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতে আর্দ্রতা অনুভব হলো, বললেন, হে খাদ্য বেপারী, একি ? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এতে বৃষ্টির পানি লেগেছিল।

তিনি বললেন, সমস্ত খাদ্যের উপরে তা রাখলে না কেন? তা হলে লোকে তা দেখতে পেত। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এ বিষয়ে ইব্‌ন উমার, আবুল হামরা, ইব্‌ন আব্বাস, বুরায়দা, আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা প্রতারণা অপছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, প্রতারণা করা হারাম।

بَابُ مَاجَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيْرِ أَوْ الشَّيْئِ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ السِّنِّ

অনুচ্ছেদ ঃ উট বা অন্য কোন প্রাণী করজ হিসাবে গ্রহণ করা।

١٣١٩. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِنًّا. فَأَعطَاهُ سِنًّا خَيرًا مِن سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُم أَحَاسِنُكُم قَضَاءً .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السِّنِّ بَأْسًا مِنَ الْإِبِلِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ. وَكَرِهَ بَعضُهُم ذٰلِكَ .

১৩১৯. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি নির্দিষ্ট বয়সের উট ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। অনন্তর তিনি তার উটটি থেকে আরও ভাল একটি উট আদায় করলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে ভাল সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।

এ বিষয়ে আবূ রাফি' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সাহীহ্। শু' বা ও সুফইয়ান (র.) এটিকে সালামা (র.)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন আলিমের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁদের মতে নির্দিষ্ট বয়সের উট ঋণ গ্রহণে অসুবিধা নাই। এ হলো ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ] কতক আলিম এটিকে অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

١٣٢٠. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ . فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ اشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَطَلَبُوْهُ فَلَمْ

يَجِدُوْا إِلاَّ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ .فَقَالَ اشْتَرُوْهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ . فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩২০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাগাদা দিতে গিয়ে খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করছিল। ফলে সাহাবীগণ তাকে কিছু শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ছেড়ে দাও একে; কেননা, হকওয়ালার কথা বলার অধিকার আছে। আরো বললেন, তার জন্য একটি উট খরীদ করে নিয়ে আস এবং সেটি তাকে দিয়ে দাও। সাহাবীগণ তালাশ করেও লোকটির উটের চাইতে ভাল উট ছাড়া কিছু পেলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা-ই কিনে নিয়ে এস, এবং সেটিই তাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মাঝে ভাল সেই যে পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......সালামা ইব্ন কুহায়ল (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান-সাহীহ্।

١٣٢١. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا . فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ . فَقُلْتُ لاَأَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطِهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৩২১. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র.)......রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার একটি জওয়ান উট ঋণ নিয়েছিলেন। অনন্তর তাঁর হাতে

সাদাকার কিছু উট আসে। আবূ রাফি' (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ব্যক্তির জওয়ান উটটি আদায় করে দিতে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, এগুলির মাঝে ছয় বছর বয়সী পছন্দনীয় উট ছাড়া তাকে আদায় করার মত আর কোন উট তো পাচ্ছি না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা–ই তাকে দিয়ে দাও। কেননা, সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি হাসান–সাহীহ্।

١٣٢٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ. سَمْحَ الْقَضَاءِ.

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

১৩২২. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিক্রয়ে উদারতা, ক্রয়ে উদারতা, তাগাদার ক্ষেত্রেও উদারতা ভালবাসেন।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি গারীব।

কেউ কেউ এ হাদীছটিকে ইউনুস –সাঈদ আল মাকবুরী –আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ. أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَفَرَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ. كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ. سَهْلاً إِذَا اشْتَرَى. سَهْلاً إِذَا أَقْتَضَى.

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ حَسَنٌ. غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

১৩২৩. আব্বাস আদ্‌দূরী (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। সে বিক্রির ক্ষেত্রে ছিল উদার–কোমল, ক্রয়ের ক্ষেত্রে ছিল উদার, তাগাদার ক্ষেত্রেও ছিল উদার।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, এ হাদীছটি সাহীহ্-হাসান। এ সূত্রে গারীব।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ।

١٢٢٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقُوْلُوْا لاَأَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ . وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لاَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوْا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِى الْمَسْجِدِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ . وَقَدْ رَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِى الْمَسْجِدِ .

১৩২৪. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা কাউকে যখন মসজিদে বেচতে বা কিনতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ তোমার এ তেজারত লাভজনক না করুন। কাউকে যখন দেখবে সে মসজিদে কোন জিনিস হারানোর ঘোষণা দিচ্ছে তখন বলবে, 'আল্লাহ্ তোমার জিনিসটি ফেরত না দিন'।

ইমাম আবূ ঈসা (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-গারীব। আলিমগণের এতদনুসারে আমল রয়েছে। তাঁরা মসাজিদে ক্রয়-বিক্রয় অপছন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ হলো ইমাম [আবূ হানীফা], আহমাদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। কতক আলিম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

৩য় খন্ড সমাপ্ত

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৬৬৮০ (উ)—৫,২৫০